১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

1

অতীতের স্বপ্ন বর্তমানের কথা বলে।

2

একদা এক জন অন্য মনস্ক পন্ডিত ব্যক্তি রেল গাড়ীতে যাত্রা করছিলেন । তিনি ছিলেন অধ্যায়নে বিভোর । কন্‌ডাক্টর এসে তার কাছে টিকিট দেখতে চাইলেন । পন্ডিত মশাই তার পকেটে হাত দিলেন কিন্তু পেলেন না। তার পর তিনি উন্মত্তের মত খুঁজতে থাকলেন।

অতঃপর, কন্‌ডাক্টর বিনয়ের সঙ্গে বললেন "কিছু মনে করবেন না, মহাশয়, আপনি যখন খুঁজে পাবেন, তখন ডাকের মারফত কম্পানির কাছে পাঠিয়ে দিবেন। আমি নিশ্চিৎ আপনার টিকিট আছে।"
পন্ডিত মহাশয় আতঙ্কিত ভাবে বললেন, "কিন্তু আপনি বুঝতে পারেছন না, এটি আমার এখনই প্রয়োজন! এ টিকিট টি আমার দরকার কারণ আমি নিশ্চিত হতে চাই, পৃথিবীর কোন স্থানে আমার যেতে হবে!"

আজ রাতে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক প্রশ্ন করছেঃ "পৃথিবীতে আমরা কোন দিগে অগ্রসর
হচ্ছি ?" মনে হয় যেন ভবিষৎ অনিশ্চিত । তারা হতাশাগ্রস্ত । আমাদের পৃথিবী কোথায় চলছে এ নিয়ে তারা বিস্মিত।

আমাদের বিস্মিত হওয়ার দরকার নেই । প্রায় দুই হাজার পাঁচশত বছর পূর্বে এক জন প্রাচীন রাজার স্বপ্ন আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসের রূপরেখা দিয়েছে ।

3

(ভিডিওঃ ১০ সেকেন্ড) বিজ্ঞানীরা বলেন আমরা সকলে প্রতি রাতে একটি করে স্বপ্ন দেখি । কিন্তু অধিকাংশ স্বপ্ন আমাদের মনে থাকে না ।

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

4

সম্ভবতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে সব চেয়ে স্মরণীয় যে স্বপ্নের কথা লেখা হয়েছে তা হচ্ছে ২,৬০০ বৎসর পূর্বে প্রাচীন বাবিল রাজ্যের এক রাজার স্বপ্ন।

যিনি এ স্বপ্নটি দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, তিনিই নির্ভুল ভাবে কাহিনীটি লিখেছেন ।

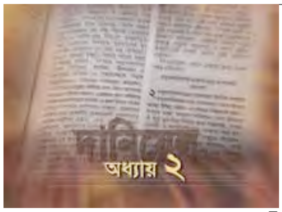

5

পবিত্র বাইবেলের দানিয়েল পুস্তকের দুই অধ্যায়ে এ গল্পটি লেখা আছে। এ স্বপ্নটি দেখেছিলেন বিক্রমশালী রাজা নবূখদ্‌নিৎসর, কিন্তু তিনি স্মরণ করতে পারেননি যে তিনি কি দেখেছিলেন।

তিনি জানতেন, এটি কোন সাধারণ স্বপ্ন ছিল না। তিনি জানতেন কোন রহস্যময় স্বপ্নের তাৎপর্য্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি ছিল সে রকম একটি স্বপ্ন।

6

ঈশ্বর তাকে যে স্বপ্ন দিয়েছিলেন, তার মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসের রূপরেখা বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ ভাবে ইউরোপের এবং মধ্য প্রাচ্যের রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের সময় কাল থেকে শেষ কাল পর্যন্ত।

7

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই যে ভবিষ্যতে কি রয়েছে তা তিনি আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। বাবিল ছিল তৎকালিন সভ্য জগতে ক্ষমতায়, ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীর সর্ব্ব প্রথম সম্রাজ্য।

দেশের রাজা ছিলেন প্রচণ্ড প্রতাপশালী। সমস্ত রাজ্যের মধ্যে তার রাজ্যকে রানীর ন্যায় না সাজানো পর্য্যন্ত তিনি তার সব শত্রু দেশকে এক এক করে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছিলেন।

8

তার রাজত্বের দ্বীতিয় বৎসরে রাজা নবূখদ্‌নিৎসর বিছানায় শুয়ে ভাবছিলেন তার রাজত্ব কতকাল থাকবে। অন্য রাজাদের মত তিনিও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন।

সেই রাতে, ঈশ্বর স্বর্গ থেকে তাকালেন এবং হিতৈষী নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী রাজাকে ভবিষৎ অবগত করলেন।

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

9

রাজার যখন সকালে ঘুম ভাঙ্গল, তিনি চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন । তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে, এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য রয়েছে, কিন্তু স্বপ্নটি কি ছিল তা তিনি স্মরণ করতে পারছিলেন না ।

বাবিলীয়রা স্বপ্নকে খুব প্রাধান্য দিত, এবং রাজা স্বপ্ন এবং তার তাৎপর্য্য জানতে চেয়েছিলেন।

10

অবশ্যই রাজ দরবারে জ্যোতিষী, মায়াবী ও জাদুকরগণ ছিল। সকালে সবাইকে রাজার সামনে উপস্থিত হবার জন্য আদেশ করা হল । যখন সবাই উপস্থিত হল, তখন রাজা বললেন-

11

(পদঃ দানিয়েল ২ঃ৩)
"...আমি একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই স্বপ্ন বুঝিবার জন্য আমার আত্মা উদ্বিগ্ন হইয়াছে।"
দানিয়েল ২ঃ৩

12

এ লোকেরা এমন ভান করছিল যে, তারা ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে ।তারা হয়তো স্বপ্নের অর্থ অনুমান করতে পারত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা স্বপ্নের তাৎপর্য্য জানত না। তারা কিছু সময় নীরব থেকে পরিশেষে বলল,

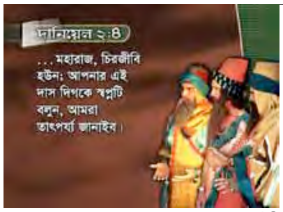

13

(পদঃ দানিয়েল ২ঃ৪)
". . .মহারাজ, চিরজীবি হউন; আপনার এই দাস দিগকে স্বপ্নটি বলুন, আমরা তাৎপর্য্য জানাইব ।
কিন্তু প্রতাপশালী মহারাজার ধমকে তাদের আত্ম বিশ্বাস চূর্ণ হয়ে গেল, তিনি বললেন,

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

14

(পদঃ দানিয়েল ২ঃ৫,৬)
“রাজা উত্তর করিয়া কল্‌দীয়দিগকে কহিলেন, আমার এই আদেশ বাক্য বাহির হইয়াছে;

15

তোমরা যদি সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাৎর্পয্য আমাকে জ্ঞাত না কর, তবে খণ্ডবিখণ্ড হইবে

16

এবং তোমাদের গৃহ সকল সারের ঢিবী করা যাইবে।

17

কিন্তু যদি সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাৎপর্য্য জ্ঞাত কর, তবে আমার আছে দান,

18

পারিতোষিক ও মহাসমাদর পাইবে; অতএব সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নের তাৎপর্য্য আমাকে জানাও।”
৪-৬ পদ

19

তারা আবারও রাজাকে স্বপ্ন বলার জন্য অনুরোধ করল। ইতো মধ্যে রাজা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা ধোকাবাজ।তিনি আবার তাদের ধমক দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা স্বীকার করল

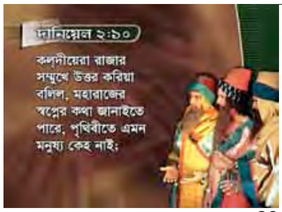

20

(পদঃ দানিয়েল ২ঃ১০,১১)
“কল্‌দীয়েরা রাজার সম্মুখে উত্তর করিয়া বলিল, মহারাজের স্বপ্নের কথা জানাইতে পারে, পৃথিবীতে এমন মনুষ্য কেহ নাই;

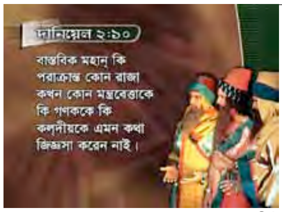

21

বাস্তবিক মহান্‌ কি পরাক্রান্ত কোন রাজা কখন কোন মন্ত্রবেত্তাকে কি গণককে কি কল্‌দীয়কে এমন কথা জিজ্ঞসা করেন নাই।

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

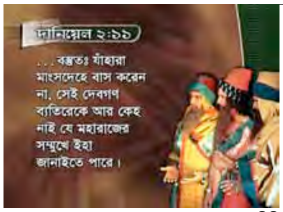

22

. . .বস্তুতঃ যাঁহারা মাংসদেহে বাস করেন না, সেই দেবগণ ব্যতিরেকে আর কেহ নাই যে মহারাজের সম্মুখে ইহা জানাইতে পারে। ”

দানিয়েল ২ঃ১০, ১১

23

বাইবেল বলে, রাজা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন, এবং সব জ্ঞানী লোককে হত্যা করার জন্য সৈন্যদের আদেশ দিলেন ।

24

দুর্ভাগ্যবসতঃ দানিয়েল ও তিন ইব্রীয় যুবক এ জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্ত র্ভুক্ত ছিল, যদিও রাজা যখন স্বপ্নে অর্থ বলার জন্য ডেকেছিলেন তারা সেখানে উপস্থিত ছিল না।

সৈন্যরা যখন দানিয়েলকে হত্যা করার জন্য তার কাছে এলো, তিনি অবাক হলেন। তিনি সময় যাচঞা করলেন যেন তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন এবং রাজার স্বপ্ন বলার জন্য জ্ঞান প্রার্থনা করতে পারেন; (১২-১৫ পদ)

25

রাজা, সৎ যুবকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দানিয়েলকে সময় দিলেন, যেন সে তার ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে পারে–যিনি সৃষ্টির ঈশ্বর ।

দানিয়েলের উপর কি এক মহা দায়িত্ব অর্পিত হল ।

শুধু মাত্র তার এবং তিন বন্ধুর জীবন মৃত্যুর সম্মুখীন নয়, কিন্তু বাবিলের সব জ্ঞানী ব্যক্তিদের জীবন! দানিয়েল ঘরে ফিরে এলেন এবং ঘটনা খুলে বললেন।

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

26

তারা স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ যাচঞা করলেন, যেন স্বপ্নের রহস্য প্রকাশ করেন এবং তাদের যেন বাবিলীয় অন্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে না হয়।
এটি কত না গুরত্বপূর্ণ প্রার্থনা সভা ছিল! চার জন ইব্রীয় যুবক প্রার্থনা করছেন, যেন ঈশ্বর এক জন বিধর্মী রাজার স্বপ্ন তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে প্রকাশ করেন।
(১৬-১৮ পদ)

27

বাইবেল বলে দানিয়েলের ঈশ্বর সেই রাতে দর্শনের মাধ্যমে তার কাছে অজ্ঞাত স্বপ্নটি প্রকাশ করলেন। স্বর্গীয় ঈশ্বর তাদের প্রার্থনা শুনে সন্মানিত করেছিলেন। সুতরাং দানিয়েল স্বর্গীয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে বলেছিলেন-

28

(পদঃ দানিয়েল ২ঃ২৩)
“হে আমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর আমি তোমার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি, তুমি আমাকে জ্ঞান ও সামর্থ্য দিয়াছ।

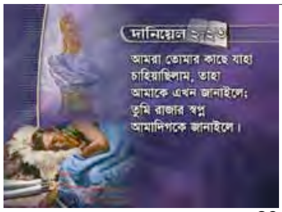

29

আমরা তোমার কাছে যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা আমাকে এখন জানাইলে; তুমি রাজার স্বপ্ন আমাদিগকে জানাইলে।” ২৩ পদ।
দানিয়েল ও তার তিন বন্ধুদের হৃদয়ে কতই না আনন্দ ছিল! পবিত্র বাইবেল বলে, দানিয়েল প্রধান রাজসেনাপতি অরিয়োকের কাছে দৌড়ে গেলেন,

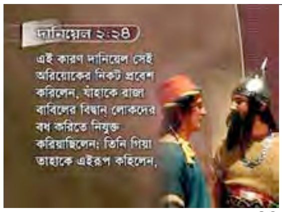

30

(পদ: দানিয়েল ২:২৪)“এই কারণ দানিয়েল সেই অরিয়োকের নিকট প্রবেশ করিলেন, যাঁহাকে রাজা বাবিলের বিদ্বান্ লোকদের বধ করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তিনি গিয়া তাহাকে এইরূপ কহিলেন,

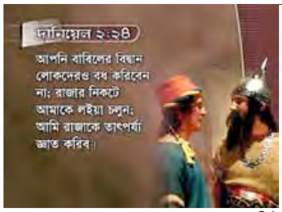

31

আপনি বাবিলের বিদ্বান লোকদেরও বধ করিবেন না; রাজার নিকটে আমাকে লইয়া চলুন; আমি রাজাকে তাৎপর্য্য জ্ঞাত করিব।” দানিয়েল ২:২৪

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

32

দানিয়েল যখন রাজার সম্মুখে আসলেন নবূখদ্‌নিৎসর জানতেন সে কি রাজার স্বপ্ন ও তার তাৎপর্য্য বলতে সক্ষম কিনা।
আসুন, আমরা একটু দেখি, দানিয়েল রাজাকে কি উত্তর দিয়েছিলনঃ

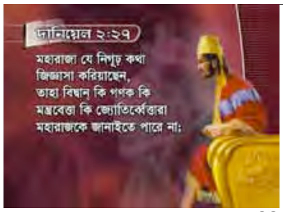

33

(পদঃ দানিয়েল ২:২৭, ২৮)মহারাজা যে নিগূঢ় কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা বিদ্বান্ কি গণক কি মন্ত্রবেত্তা কি জ্যোতির্ব্বেত্তারা মহারাজকে জানাইতে পারে না;

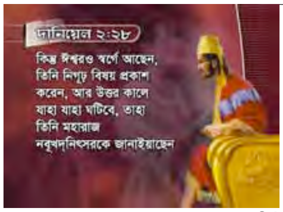

34

কিন্তু ঈশ্বরও স্বর্গে আছেন, তিনি নিগূঢ় বিষয় প্রকাশ করেন, আর উত্তর কালে যাহা যাহা ঘটিবে, তাহা তিনি মহারাজ নবূখদ্‌নিৎসরকে জানাইয়াছেন”
২৭, ২৮ পদ

35

লক্ষ করুন এ জ্ঞানের জন্য দানিয়েল কোন প্রকার প্রসংশা পেতে চাননি। তিনি জানতেন, শুধুমাত্র ঈশ্বর ভবিষ্যৎ প্রকাশ করতে পারেন।

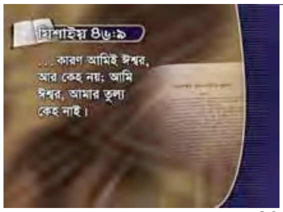

36

(পদঃ যিশাইয় ৪৬ঃ৯, ১০)
এতে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি যিশাইয় ৪৬:৯,১০ পড়েছিলেন।
“. . .কারণ আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয়; আমি ঈশ্বর, আমার তুল্য কেহ নাই।

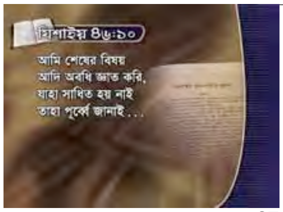

37

আমি শেষের বিষয় আদি অবধি জ্ঞাত করি, যাহা সাধিত হয় নাই তাহা পূর্ব্বে জানাই. . .”

38

এ জ্ঞান ঈশ্বর থেকে এসেছিল, যিনি ২,৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের দ্বারা আমাদের কাছে পৃথিবীর ইতিহাসের একটি চিত্র বর্ণনা করেছেন ।প্রথমে, দানিয়েল রাজা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার পটভুমিকা দিয়েছেন:

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

39

(পদঃ দানিয়েল ২:২৯)
“হে মহারাজ, শয্যার উপরে আপনার মনে এই চিন্তা উৎপন্ন হইয়াছিল যে, ইহার পরে কি হইবে;

40

আর যিনি নিগূঢ় বিষয় প্রকাশ করেন, তিনি আপনাকে ভাবী ঘটনা জানাইলেন। ”
দানিয়েল ২:২৯

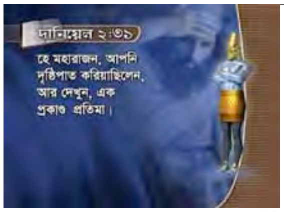

41

(পদ: দানিয়েল ২:৩১)
তার পর দানিয়েল স্বপ্নটি বললেন:
“হে মহারাজন, আপনি দৃষ্ঠিপাত করিয়াছিলেন, আর দেখুন, এক প্রকাণ্ড প্রতিমা।

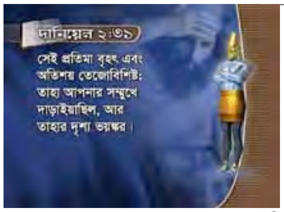

42

সেই প্রতিমা বৃহৎ এবং অতিশয় তেজোবিশিষ্ট; তাহা আপনার সম্মুখে দাড়াইয়াছিল, আর তাহার দৃশ্য ভয়ঙ্কর।” ৩১ পদ।

43

(ভিডিওঃ ৯ সেকেন্ড)আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন না, হয় তো রাজা উত্তেজিত হয়ে বলছেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এ দৃশ্যই দেখেছিলাম। সে প্রতিমা ছিল অতিশয় তেজোবিশিষ্ট! দানিয়েল স্বপ্নটির এত সুন্দর ও পরিস্কার ভাবে বর্ণনা দিয়েছিলেন, যে, নবূখদ্‌নিৎসরের কোন সন্দেহ ছিল না যে এটি তার দেখা স্বপ্ন নয়।

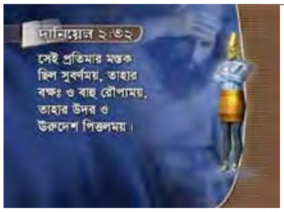

44

(পদ: দানিয়েল ২:৩২,৩৩)
তারপর দানিয়েল আবার বলতে শুরু করলেন:
“সেই প্রতিমার মস্তক ছিল সুবর্ণময়, তাহার বক্ষঃ ও বাহু রৌপ্যময়, তাহার উদর ও উরুদেশ পিত্তলময়।

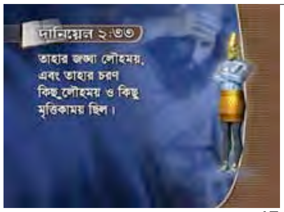

45

তাহার জঙ্ঘা লৌহময়, এবং তাহার চরণ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃত্তিকাময় ছিল।

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

46

(ভিডিও: ১৪ সেকেন্ড)
আশ্চর্য্য, নবূখদ্‌নিৎসর যেভাবে স্বপ্নটি দেখেছিলেন, দানিয়েল ঠিক একেইভাবে মুর্ত্তিটি কি দ্বারা তৈরী ছিল তার বর্ণনা দিলেন।
মাথা ছিল সুবর্ণময়
বক্ষঃ ও বাহু ছিল রৌপময়
উদর ও উরু ছিল পিত্তলময়
প্রতিমার জঙ্ঘা লৌহময় এবং চরণ ছিল কিছু লৌহময় ও কিছু মৃত্তিকাময়।

47

(পদ: দানিয়েল ২: ৩৪,৩৫)আপনি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন, শেষে বিনা হস্তে খনিত এক প্রস্তর,

48

সেই প্রতিমার লৌহ ও মৃত্তিকাময় দুই চরণে আঘাত করিয়া সেইগুলি চূর্ণ করিল

49

তখন সেই লৌহ, মৃত্তিকা, পিত্তল, রৌপ্য ও সুবর্ণ এক সঙ্গে চূর্ণ হইয়া

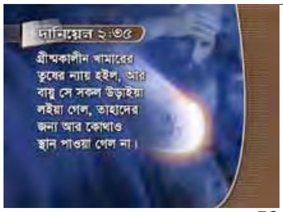

50

গ্রীষ্মকালীন খামারের তুষের ন্যায় হইল, আর বায়ু সে সকল উড়াইয়া লইয়া গেল, তাহাদের জন্য আর কোথাও স্থান পাওয়া গেল না।

51

(ভিডিও: ৯ সেকেন্ড)
রাজা হয়তো অদৃশ্য শক্তি হতে আনা প্রস্তরের আঘাত দেখে ভয়ে চমকে উঠেছিলেন।
তারপর সে আঘাত দ্বারা মূর্ত্তিটি চূর্ণ বিচূর্ণ করে ধুলায় মিশিয়ে দিল, এবং সেটির আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

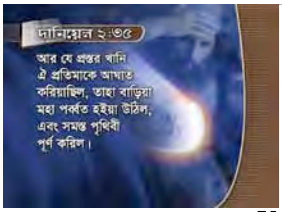

52

(পদঃ দানিয়েল ২:৩৫)
আর যে প্রস্তর খানি ঐ প্রতিমাকে আঘাত করিয়াছিল, তাহা বাড়িয়া মহা পর্ব্বত হইয়া উঠিল, এবং সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করিল।"
দানিয়েল ২:২৯-৩৫

53

(ভিডিওঃ 8 সেকেন্ড)
হয়তো রাজা বলেছিলেন, "হ্যাঁ দানিয়েল, বিনা হস্তে খচিত এক খন্ড পাথর সে প্রতিমাকে চূর্ণ করেছিল এবং সে পাথরটি পর্ব্বত হয়ে পৃথিবীকে পূর্ণ করল।"

এ স্বপ্নটি তেমন ছিল, যেরূপ স্বপ্ন রাজা দেখেছিলেন। কল্পনা করতে পারেন, রাজা নবূখদ্‌নিৎসর কতই না আশ্চর্য্যান্বীত হয়েছিলেন যখন যুবক দানিয়েল সম্মূর্ণ স্বপ্নটি তাকে বললেন, যেমন তিনি নিজে স্বপ্নটি দেখেছিলেন।

54

একটি বিষয় রাজা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত ছিলেন যে, এটি কোন মানুষ দানিয়েলের কাছে প্রকাশ করেনি। কারণ কোন মানুষ বলতে পারে না, অন্য লোক কি স্বপ্ন দেখে। এটি শুধু মাত্র কোন ঐশ্বরীক শক্তির মাধ্যমে হতে পারে।

55

রাজা হয়তো ভাবছিলেন, তার জীবনে এ স্বপ্নের কি অর্থ হতে পারে। আমরাও নিশ্চয় সে ভাবে ভাবছি। যাইহোক, নবূখদ্‌নিৎসরের স্বপ্ন পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশের উত্থান এবং পতনের পূর্ব সংকেত প্রদান করে।

তার স্বপ্নে যে রাজ্যগুলি নির্দেশ করে সে গুলি কোন না কোন ভাবে আধুনিক কালের প্রত্যেক দেশকে প্রভাবিত করেছিল।

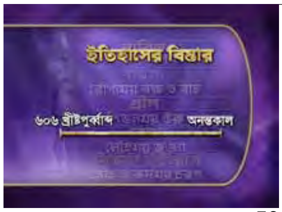

56

শুধু মাত্র কয় একটি শব্দের দ্বারা ঈশ্বর বাবিলের সময় থেকে খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব থেকে পৃথিবীর অন্তিমের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।পরিশেষে দানিয়েল স্বপ্নের বিষয়ে প্রবেশ করলেন।

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

57

(পদঃ দানিয়েল ২:৩৮)
দানিয়েল রাজার দিগে তাকিয়ে বললেনঃ
"আপনিই সেই স্বর্ণময় মস্তক।"
৩৮ পদ
বাবিল ছিল মস্তক- সুবর্ণ স্বর্ণের দেশ। এ কথা শুনে, নিশ্চয় রাজার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল।

58

সৈন্যদের রাজ্যজয় এবং ভাস্কর্য সৌন্দর্য্যে বাবিল ছিল অতুলনীয়। ইতিহাসবিদগণ এটি স্বীকার করে যে বাবিল রাজ্যকে স্বর্ণের নিদর্শন বলা যথার্থ।

59

বাবিলের দালানে স্বর্ণের প্রলেপ দেবার জন্য স্বর্ণের অপব্যবহার করা হয়েছিল। এ তথ্য একজন ইতিহাসবিদের প্রাচীন নগরীর বর্ণনা থেকে জানা গেছে।

60

"পূর্ব দেশের উদ্যানে অবস্থিত সমচতুর্ভুজ পরিবেষ্টিত. . .সুরক্ষিত নগর ছিল।

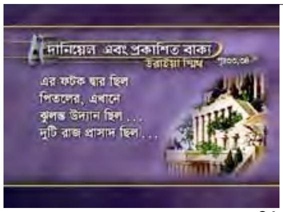

61

এর ফটক দ্বার ছিল পিতলের, এখানে ঝুলন্ত উদ্যান ছিল. . .দুটি রাজ প্রাসাদ ছিল. . .

62

সমস্ত পৃথিবী এ অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের মহা রানীর পদতলে অবনত হ'তো

63

এটি সেই রাজ্য যাকে স্বর্ণময় মস্তক নির্দেশ করে।
-উরাইয়া স্মিথ, দি প্রফেসিস অব্ দানিয়েল এ্যান্ড দি রেভিলেশান পৃঃ ৩৩, ৩৪

64

অবিশ্বাস্য বাবিলের ঝুলন্ত উদ্যান ছিল প্রাচীন জগতের সপ্ত আশ্চর্য্যের একটি!

65

দানিয়েল যদি বাবিলে নিজের সুনামের জন্য একজন চালাক রাজনীতিবীদ হতেন, তবে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা এখানেই শেষ করতেন।
কিন্তু, দানিয়েলের কাছে বার্তা ঈশ্বর পৃথিবীতে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন-
এ বার্তা টি শুধু সে সময়ের জন্য নয়, কিন্তু এটি পৃথিবীর শেষ ইতিহাস প্রকাশ করার জন্য দেওয়া হয়েছিল।

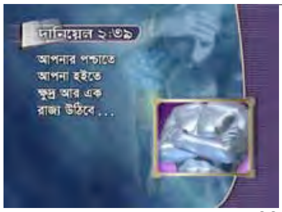

66

(পদঃ দানিয়েল ২:৩৯)
সুতরাং দানিয়েল অতি নম্রভাবে, কিন্তু সাহসিকতার সঙ্গে রাজার সম্মুখে বললেনঃ
“আপনার পশ্চাতে আপনা হইতে ক্ষুদ্র আর এক রাজ্য উঠিবে;”
দানিয়েল ২:৩৯

67

মনে হয় এ কথা দানিয়েলের কাছ থেকে শুনে রাজার তৃপ্তিপূর্ণ হাসি ম্লান হয়েগেল। বাবিলের গর্বিত রাজতন্ত্রবাদী রাজা হয়তো পূর্বে কখনো চিন্তা করেননি যে অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে কোন কালে শাসন করবে।

68

প্রকৃত পক্ষে, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ প্রাচীন নগরী খনন করে যে প্রস্তরফলক পেয়েছেন সেখানে নবূখদ্‌নিৎসরের লেখা বাক্যঃ

69

“ইসাগিলা ও বাবিলের শক্তিশালী দুর্গ আমি নির্মাণ করেছি, এবং এর রাজত্ব চিরস্থায়ী।”

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

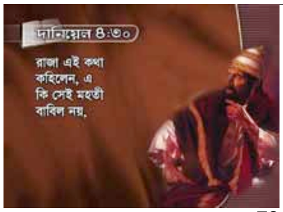

70

(পদঃ দানিয়েল ৪:৩০)
পবিত্র বাইবেল বলে, দাম্ভিক, আত্ম–অহংকারী নবূখদ্‌নিৎসর এ কথা বলেছিলেনঃ
“এ কি সেই মহতী বাবিল নয়,

71

যাহা আমি আপন বলের প্রভাবে ও আপন প্রতাপের মহিমার্থে রাজধানী করিবার জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছি?” দানিয়েল ৪:৩০
যাইহোক, কিন্তু, ঈশ্বর বলেছিলেন, স্বর্নময় রাজ্য বাবিলের পর আর এক রাজ্য উঠবে। আর দানিয়েল এটি দেখার জন্য জীবিত ছিলেন।

72

(ভিডিওঃ ১৩ সেকেন্ড) নবূখদ্‌নিৎসরের উদ্ধত, গর্বিত নাতি বেলশৎসরের রাজত্ব কালে, মাদীয় কোরস বাবিলরাজ জয় করেন।

73

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৯, অক্টোবর ১৩, স্বর্ণময় বাবিল রাজের গৌরবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

74

লক্ষ করুন, ঈশ্বর ভবিষ্যৎবাণী দিয়েছিলেন ঠিক কি ভাবে এবং কার দ্বারা নগর পরাজিত হবে।
প্রায় বাবিল পতনের ২০০ বৎসর পূর্বে,

75

(পদঃ যিশাইয় ৪৫:১)
ঈশ্বর, যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে বলেছিলেনঃ
“সদাপ্রভু আপন অভিষীক্ত ব্যক্তি, কোরসের বিষয় এই কথা কহেন, আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়াছি- জাতিকে পরাভব করিব,

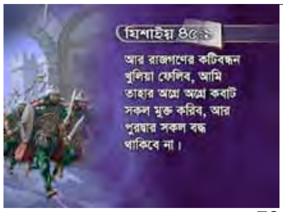

76

আর রাজগণের কটিবন্ধ খুলিয়া ফেলিব, আমি তাহার অগ্রে অগ্রে কবাট সকল মুক্ত করিব, আর পুরদ্বার সকল বদ্ধ থাকিবে না।”
যিশাইয় ৪৫:১।

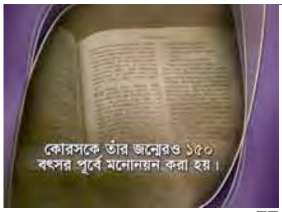

77

ঈশ্বর এও বলেছিলেন এ কাজটি কে করবেঃ মাদীয় কোরস, তাঁর জন্মেরও ১৫০ বৎসর পূর্বে।

78

(ভিডিও : ৮ সেকেন্ড)
কোরস নগরের প্রাচীর ভাঙ্গতে পারেনি, কারণ এটি ছিল অতি উচ্চ এবং প্রশস্ত, সুতরাং সে অন্য পথ অবলম্বন করেছিলঃ
যে নদীটি নগরের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, সে তার জল অন্য দিগে সরিয়ে দিল,এবং তার সৈন্যরা নদীর তলদেশ দিয়ে নগরে প্রবেশ করল।
হয়তো, কেহ অসাবধানতা বসত: অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করে পিত্তলময় দ্বার অরক্ষিত রেখেছিল এবং সৈন্যরা খুলে দিল!

79

কোরসের সৈন্যরা নগরে প্রবেশ করল এবং রাজা ও তার রাজবাড়ীর সকলকে হত্যা করল যেমন রাজা নবূখদ্‌নিৎসর যে স্বর্ণময় পাত্রগুলি যিরুশালেম থেকে লুট করে এনেছিলেন সে পাত্রে তারা মদ্য পানে আসক্ত ছিল।
তিনি স্বর্ণময় পাত্রগুলি বহু বৎসর পূর্বে শলোমনের মন্দির থেকে লুট করে এনেছিলেন।

80

দানিয়েল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, স্বর্ণময় রাজ্য বাবিলের পর এর থেকে একক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, যা রৌপ্যময় বক্ষ ও বাহু নির্দেশ করে।

81

মাদীয় ও পারস্য ঐকমতের সরকার প্রতাপশালী বাবিলের সম্রাজ্য থেকে ক্ষুদ্র ছিল কিন্তু তারা মধ্য প্রাচ্যে দুইশত বৎসর শাসন করেছিল।
দানিয়েল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, রৌপ্যময় রাজ্যেরও ও সীমাবদ্ধতা থাকবেঃ

82

(পদঃ দানিয়েল ২:৩৯)
“. . .তাহার পরে পিত্তলময় তৃতীয় এক রাজ্য উঠিবে, তাহা সমস্ত পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করিবে।”
দানিয়েল ২:৩৯
এটি কি পূর্ণ হয়েছে? হ্যাঁ, অবশ্যই।

83

পিত্তলময় উদর ও উরু নির্দেশিত রাজ্যের ভবিষ্যদ্বাণী তখন পূর্ণ হয়েছিল যখন বিচক্ষন, দিগবিজয়ী যুব সৈন্যাধক্ষ মহান আলেকজান্ডার ৩৩১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আরবিলার যুদ্ধে পারস্য রাজ দারিয়াবসকে পরাজিত করেন এবং পৃথিবীর তৃতীয় সাম্রাজ্য ছিল গ্রীস!

84

পৃথিবীর ইতিহাসে সব চেয়ে বৃহৎ সম্রাজ্যের শাসনকর্তা হয়েছিলেন আলেকজান্ডার মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে।

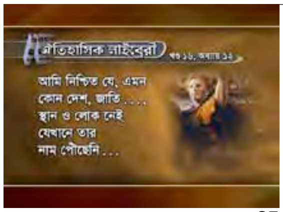

85

গ্রীক ইতিহাসবেত্তা এরিয়ান আলেকজান্ডার সম্পর্কে লিখেছেন, “আমি নিশ্চিত যে, এমন কোন দেশ, জাতি . . . , স্থান ও লোক নেই যেখানে তার নাম পৌঁছেনি . . .

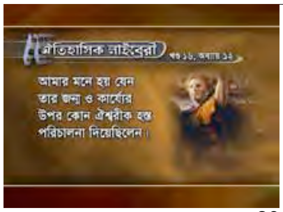

86

আমার মনে হয় যেন তার জন্ম ও কার্য্যের উপর কোন ঐশ্বরীক হস্ত পরিচালনা দিয়েছিলেন।-হিষ্টোরিকাল লাইব্রেরী, খণ্ড ১৬, অধ্যায় ১২।

87

যুদ্ধের সময় গ্রীক সৈন্যরা যে সব যুদ্ধসজ্জা ব্যবহার করত সেগুলি ছিল পিতলের তৈরী, নবূখদ্‌নিৎসরের স্বপ্নের তৃতীয় পদার্থ।

88

আলেকজাণ্ডার তার ৩৩ তম জন্মদিনের পূর্বেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।তার মৃত্যুর পর, তার রাজ্য দুর্ব্বল হয়ে পরে এবং শেষ পর্য্যন্ত কয় এক ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

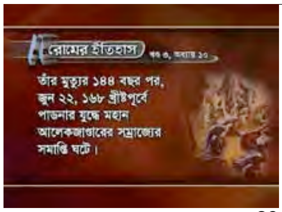

89

"তাঁর মুত্যুর ১৪৪ বছর পর, জুন ২২, ১৬৮ খ্রীষ্টপূর্বে পাডনার যুদ্ধে মহান আলেকজাণ্ডারের সম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে। "
-রোমের ইতিহাস, খণ্ড ৩, অধ্যায় ১০

90

এখন আসছে, প্রাচীন রাজ্যগুলির মধ্যে সব চেয়ে ভয়ঙ্করটি। আপনার মনে পড়ে যে ঈশ্বর পূর্বেই বলেছিলেন একের পর এক পৃথিবীতে চার রাজত্বের জন্ম হবে।

91

লৌহময় পা পৃথিবীর চতুর্থ সম্রাজ্যের নির্মম ধ্বংশকারী ক্ষমতাকে বর্ণনা করেছে। এখানে রাজার কাছে দানিয়েল এভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ

92

(পদঃ দানিয়েল ২:৪০)
"আর চতুর্থ রাজ্য লৌহবৎ দৃঢ় হইবে . . ."
(দানিয়েল ২:৪০)।

93

এখানে কৈসর নিজেকে দেবতা বলত এবং লোকদের কাছ থেকে উপাসনা দাবী করতেন ।রোমীয় শাসনকালে, বিশেষ করে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ দেশে ঘটেছিল।

94

১। যীশু বৈৎলেহেমে জন্ম গ্রহন করেন। এ সময় রোমীয় শাসনকর্তা বৈৎলেহেমের দুই বৎসরের নীচে সব ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যীশুর মৃত্যু হবে। এবং

95

২। যীশু রোমীয় ক্ষমতার অধীনে, যিহুদীয়ায় ক্রুশারোপিত হয়েছিলেন। একজন রোমীয় শাসক যীশুকে দোষারোপ করার জন্য অনুমতি দিয়েছিল। যীশু রোমীয় সৈন্যদের দ্বারা প্রেকবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং রোমীয়দের সীলমোহর যীশুকে কবরে আটকে রাখতে চেষ্টা করেছিল।
এখন ভবিষ্যদ্বাণীর ধারা পরিবর্তিত হল। পৃথিবীতে আর রোমের মত একক ক্ষমতা রইল না।

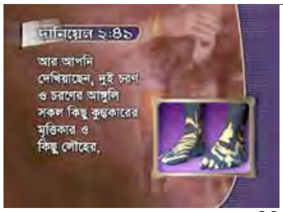
96

(পদঃ দানিয়ের ২:৪১,৪৩)
দানিয়েল লিখেছিলেনঃ “আর আপনি দেখিয়াছেন, দুই চরণ ও চরণের আঙ্গুলি সকল কিছু কুম্ভকারের মৃত্তিকার ও কিছু লৌহের,

97

ইহাতে বিভক্ত রাজ্য বুঝায় . . .

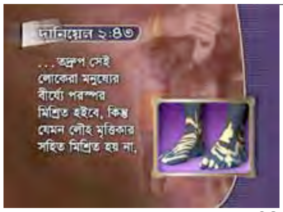
98

. . . তদ্রুপ সেই লোকেরা মনুষ্যের বীর্য্যে পরস্পর মিশ্রিত হইবে, কিন্তু যেমন লৌহ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হয় না,

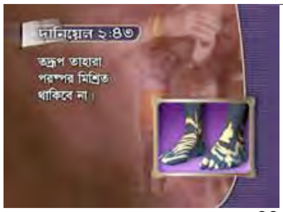
99

তদ্রূপ তাহারা পরস্পর মিশ্রিত থাকিবে না।” দানিয়েল ২: ৪১,৪৩,

100

অন্য কথায় ভাব্বাদী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, পৃথিবীতে, আর অন্য কোন পঞ্চম শক্তি উঠবে না, কিন্তু রোমের লৌহময় রাজতন্ত্র ভেঙ্গে বিভক্ত হয়ে যাবে।

101

(ভিডিওঃ ৩ সেকেন্ড) রোম সম্রাজ্য কয় এক রাজ্যে বিভক্ত হবে।

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

102

লৌহের মত শক্ত রোমীয় সম্রাজ্য যা প্রায় ৬০০ বৎসর শাসন করেছে তা ভেঙ্গে গেল।

103

বিলাসিতা, রাজনৈতিক দূর্নীতি এবং নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে রোমীয়রা তাদের স্থায়ীত্ব এবং শক্তি হারিয়েছিল, এবং ৩৫১-৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে খুব সহজেই তারা বারবারিক গোষ্ঠি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল।

104

সম্রাট আগোষ্টাস সিংহাসনচ্যুত হলেন, এবং রোম বিভক্ত হয়ে গেল, যেমন প্রতিমার পা লৌহ ও মৃত্তিকার নিদর্শন ছিল।

105

(পদঃ দানিয়েল ২:৪৩)
"আর আপনি যেমন দেখিয়াছেন, লৌহ কর্দ্দমে মিশ্রিত হইয়াছে, তদ্রূপ সেই লোকেরা মনুষ্যের বীর্য্যে পরস্পর মিশ্রিত হইবে;

106

কিন্তু যেমন লৌহ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হয় না, তদ্রূপ তাহারা পরস্পর মিশ্রিত থাকিবে না।" দানিয়েল ২ঃ৪৩।
বারবারিয়ান আক্রমণ রোম সম্রাজ্যকে বিভক্ত করে দিল। এই বিভক্তিগুলি লৌহময় ও কর্দমের পা দ্বারা নির্দেশিত হয়। বর্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

107

(ভিডিওঃ ৬ সেকেন্ড)
অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তাদের দ্বারা এ দশটি গোষ্ঠিকে বারবারিক বলে তালিকা ভুক্ত করেছেঃ
আলামানি, জার্মানী, বারগানডিয়ান, সুইস, ফ্রাঙ্ক, ফ্রান্স, লোমবারাডস্, ইতালীয়, স্যাক্সন্, এবং ইংরেজগণ।

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

108

(ভিডিও: ৬ সেকেন্ড)
সুইভি - পোরটিকিস্, ভিসিগত-স্প্যানিস, হেরুলি, ওসট্রোগথেরা, ভানডালগণ এখন বিলুপ্ত অথবা অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছে।

109

ঈশ্বর ঘোষণা দিয়েছেন যে এ দেশগুলি আর কোন দিন পৃথিবীতে একটি সম্রাজ্য গঠন করতে পারবে না ও তারা ক্ষমতায় সীমিত থাকবে।

110

ইয়োরোপ বিভক্ত থাকিবে, একত্র হইবে না।

111

ইয়োরোপ বিভক্ত থাকিবে, একত্র হইবে না।

যদিও তাহারা বিভক্ত, তথাপি আর্ন্তজাতিক-বিবাহ ক্ষেত্রে একত্র হইবে।

112

ডেনমার্কের একটি স্থানে ইউরোপের রাজকীয় পরিবারে বংশবৃত্তান্তে রও চিত্র আছে।
তারা সকলে আত্নীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ! আশা করেছিল এতে যুদ্ধ প্রতিরোধ হবে।
কিন্তু, এতে কোন ফল হয়নি।

113

তারা শান্তিতে বাস করতে পারেনি। সুতরাং, ইউরোপে অনেক যুদ্ধ হয়েছে শুধুমাত্র পারিবারিক ঝগড়া।
ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তারা একত্রে বাস করতে পারবে না।
তারা রোমীয় সম্রাজ্যগুলিকে পূনরায় একত্রিত করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এটি কখনও টিকেনি, যেমন লোহা ও মাটি এক সাথে লেগে থাকে না।

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

114

ইউরোপকে একত্রিত করার জন্য যে সব চেষ্টা করা হয়েছে সে বিষয় চিন্তা করুন ।যে সব বিশ্ব নেতাগণ বিভক্ত ইউরোপকে একত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন, তাদের কি অবস্থা হয়েছে?

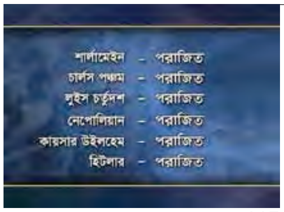

115

(ভিডিওঃ ১১ সেকেন্ড)
শার্লামেইন - পরাজিত, চার্লস পঞ্চম - পরাজিত, লুইস চর্তুদশ - পরাজিত, নেপোলিয়ান - পরাজিত, কায়সার উইলহেম - পরাজিত, হিটলার - পরাজিত।

এলবা দ্বীপে নির্বাসিত নেপোলিয়ান ফ্রান্সের শক্তিশালী যোদ্ধা ১৮০০ সালের প্রথমে স্বীকার করেছিলেন, যে ঈশ্বর তার পক্ষে অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী।

তাদের সকলের জন্য ঈশ্বর ছিলেন অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী!

116

ঈশর বলেছেনঃ “তারা একে অন্যের সঙ্গে একত্রিত হবে না।” এই সব হবু বিশ্ব রাজন্যবর্গের জন্য সমাধিস্তম্ভে একটি উপযুক্ত উক্তি।

যাই হোক, লোকেরা ইউরোপীয় দেশগুলোকে একত্রিত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ঈশ্বর যেমন বলেছেন, তারা একত্রে ধরে রাখতে পারবে না।

117

(ভিডিওঃ ১২ সেকেন্ড)
নবূখদ্‌নিৎসর হয়তো এ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়েছিলেন।

ঈশ্বর পৃথিবীর মহান চার সম্রাজ্যের ধ্বংশের পূর্ব আভাস দিয়েছিলেন।

তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, রোম কয়েকটি জাতির উপর কতৃত্ব করবে। বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপে তার সাতটি প্রতিনিধিত্ব করছে--অনেকে শক্তিশালী , অনেকে দুর্ব্বল, কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা বিভক্ত।

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

118

তার পর কি ঘটল?
অবশ্য দানিয়েল আনন্দ ও দৃঢ়তার সঙ্গে বৃহৎ পদার্থের মূর্ত্তির স্বপ্নের চূড়ান্ত তাৎপর্য্যটি ব্যাক্ষা করলেন।

119

(পদঃ দানিয়েল ২:৪৪,৪৫)
“আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না।

120

সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না,তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে।”

121

“এটিই এই দর্শনের অর্থ পর্ব্বত হইতে একখানি প্রস্তর বিনা হস্তে খনিত হইল -

122

একটি প্রস্তর ঐ লৌহ, পিত্তল, মৃত্তিকা, রৌপ্য ও সুবর্ণকে চূর্ণ করিল।

123

মহান্ ঈশ্বর মহারাজকে ভাবী ঘটনা জানাইয়াছেন, স্বপ্নটি নিশ্চিত ও তাহার তাৎপর্য্য সত্য।”
দানিয়েল ২:৪৪,৪৫

124

মানব ইতিহাসের পরবর্তি সব চেয়ে বড় ঘটনা হবে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন এবং তাঁর রাজ্য স্থাপন, যা নির্দেশ করে “বিনা হস্তে খনিত।”
তাঁর রাজ্য স্থাপিত হবে কোন মনুষ্য হস্ত দ্বারা নয়, কিন্তু মহান ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা- একটি রাজ্য যা সম্পূর্ণ পৃথিবীকে পূর্ণ করবে।

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

125

(পদঃ প্রকাশিত ১১:১৫)
এর পর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে,
“. . .জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল, এবং তিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন”
প্রকাশিত ১১:১৫

126

লক্ষ করুন, এ বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ ঘটনাগুলি প্রকাশিত বাক্যে উল্লেখ রয়েছেঃ

127

যীশুর দ্বিতীয় আগমন।

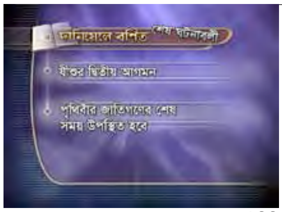

128

পৃথিবীর জাতিগণের শেষ সময় উপস্থিত হবে।

129

ঈশ্বর তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন ।

130

এ রাজ্য চিরস্থায়ী হবে।

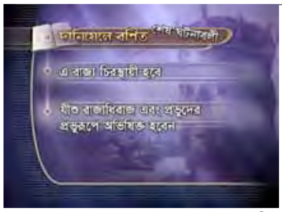

131

যীশু রাজাধিরাজ এবং প্রভুদের প্রভুরূপে অভিষিক্ত হবেন।

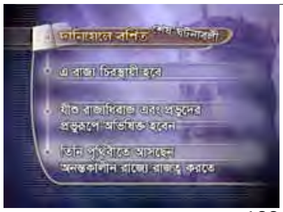

132

তিনি পৃথিবীতে আসছেন অনন্তকালীন রাজ্যে রাজত্ব করতে।

133

যখন দানিয়েল রাজার স্বাসরুদ্ধকর দর্শণের এবং ঈশ্বরের বিষ্ময়কর তাৎপর্য্য বলা শেষ করলেন, রাজা নবূখদ্‌নিৎসর তার সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন–

এবং নম্র ভাবে দানিয়েলের সম্মুখে দানিয়েলের মহান ঈশ্বরের সম্মানে প্রণিপাত করলেন, যাঁর বিজ্ঞতা ও পরাক্রম অবিশ্বাস্যনীয়ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

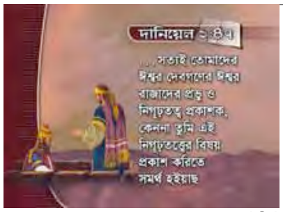

134

(পদঃ দানিয়েল ২ঃ৪৭)
রাজা দানিয়েলকে বললেন, " . . . সত্যই তোমাদের ঈশ্বর দেবগণের ঈশ্বর রাজাদের প্রভু ও নিগূঢ়তত্ব প্রকাশক, কেননা তুমি এই নিগূঢ়তত্ত্বের বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছ"
দানিয়েল ২ঃ৪৭।
সত্যই আমি চাই, দানিয়েলের ঈশ্বরই, আমার ঈশ্বর হন।

135

এই বৃহৎ প্রতিমার স্বপ্ন রাজা নবূখদনিৎসর যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্বে দেখে- ছিলেন এবং ঈশ্বর শত শত বৎসরের রহস্য প্রকাশিত করেছিলেন।

136

হ্যাঁ, বন্ধুরা, "স্বপ্ন সত্য এবং ব্যাখ্যা নিশ্চিত!" যাত্রা প্রায় শেষ।পরবর্তি মহা ঘটনা মেঘযোগে খ্রীষ্টের আগমন এবং তাঁর অনন্ত কালিন রাজ্য স্থাপন।

137

(ভিডিও: ৫ সেকেন্ড) স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল এবং লৌহ যে সব রাজ্যকে নিদের্শ করে তা অতিতে পূর্ণ হয়েছে। এবং পরবর্তি গৌরবময় ঘটনা হচ্ছে আমাদের প্রভুর শীঘ্র আগমন!

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

138

তিনি আমাদের জন্য সুন্দর ভবিষৎতের পরিকল্পনা করেছেন, এবং তা সম্ভব হয়েছে কালভেরীর ক্রুশে রক্ত সেচনের মাধ্যমে।এগুলি পূর্ণ হতে আর মাত্র অল্প সময় বাকী আছে। বর্তমানে ঈশ্বর তাঁর রাজ্য তৈরী করছেন এবং যারা সে রাজ্যের অংশীদার হবে।

139

(ভিডিওঃ ৭ সেকেন্ড) আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে আমরা এর অংশী হব যদি শুধু মাত্র আমরা, বিশ্বাসে ক্রুশে বিদ্ধ দস্যু, স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝে যীশুর পাশে যা করেছিল তা করতে পারি।
যীশুর সংস্পর্সে আসার সুযোগ তার হয়নি, কিন্তু সে জানতো সে পাপী ছিল এবং সে যে পাপ করেছিল তার থেকে তাঁর পরিত্রাণ প্রয়োজন।
সে পৃথিবীর ত্রাণর্কত্তার দিগে তাকাল এবং দেখল তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ঝড়ছে। তার হৃদয় স্পর্শ করল। সে তার পাপ স্বীকার করল এবং উচ্চস্বরে কেঁদে বলল,

140

(পদঃ লূক ২৩:৪২)
"প্রভু, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন।"
লূক ২৩:৪২ এবং যীশু তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, সে তাঁর রাজ্যে থাকবে।

141

আপনিও সেরূপ প্রার্থনা করতে পারেন এবং একই নিশ্চয়তা পেতে পারেন যে আপনিও খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁর রাজ্যে থাকবেন, যা অতি শীঘ্র পৃথিবীতে স্থাপিত হবে।

142

(পদঃ মথি ২৫ঃ৩৪)
তারপর তোমরা তাঁর আগমনে খ্রীষ্টের মুখ থেকে এ আমন্ত্রন শুনতে পাবেঃ
"আইস, আমার পিতার আশীর্ব্বাদের পাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও।" মথি ২৫:৩৪।

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

143

এ পৃথিবী মানুষের অধীনে নয়। এটি ঈশ্বরের হাতে। আমরা ভবিষ্যৎকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে মুকাবেলা করতে পারি। খ্রীষ্ট শীঘ্র আসবেন।বিনা হাতে খনিত প্রস্তর প্রতিমাকে চূর্ণ করে ছিল। পৃথিবীর রাজ্য বিনষ্ট হবে। ঈশ্বর তাঁর অনন্তকালস্থায়ী রাজ্য স্থাপন করবেন।

144

আপনি এই ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে পারেন।
আপনি এই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারেন।
আপনি তাঁর হাতে নিরাপদে বিশ্রাম নিতে পারেন।
তিনি আপনাকে আজই ডাকছেন।
তিনি নিমন্ত্রন পাঠাচ্ছেন, তুমি আজই এস। তিনি তোমার হৃদয়ে এখনই আবেদন করছেন।
আপনি কি বলতে চান, "হ্যাঁ ঈশ্বর আমি সম্পূর্ণভাবে তোমাতে বিশ্বাস করব।
আমরা যেমন প্রার্থনা করব, আপনি কি বলবেন, আমি এখনই, আমার জীবন তোমাতে সমর্পন করি?"

১। কি ভাবে ভবিষ্যৎ জানবেন

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

1

নির্ভয়ে ভবিষ্যতের মুকাবেলা করা

2

গ্রীষ্মের এক সুন্দর সকালে, বাবা এবং তার নয় বৎসরের মেয়ে সমুদ্রে সাতরাচ্ছিল। তারা সমুদ্র তরঙ্গে বেশ কিছু সময় ঝাপাঝাপি করার পর হঠাৎ করে দ্রুত গতিতে ভাটায় জলের নীচে চলে যেতে থাকে। এবং মেয়েটি বেশ দূরে সরে যায়।

বাবা তার হাত দিয়ে ধরতে পারছিল না। মেয়েটি যদি তীরে আসতে চায় তার সাহায্যের প্রয়োজন।

বাবা, দিশে হারা না হয়ে, মেয়েকে ডেকে বলল “ভয় করবে না, আস্তে আস্তে সাতার কাট এবং জলের উপর ভেসে থাক। আমি তোমাকে নিতে আসব।”

তার পর তিনি শীঘ্র করে একটি নৌকা খুঁজলেন। যখন তিনি উদ্ধারকারী লোকদের নিয়ে সে জায়গাতে পৌঁছালেন, দেখতে পেলেন তার মেয়ে সেখানে নেই। তার হৃদয় ভেঙ্গে গেল। তার মেয়েকে নিশ্চয় সমুদ্র ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

কিন্তু, একটু পরে দেখতে পেলেন দূরে সে ভাসছে, এবং তাকে উদ্ধার করলেন।

3

পরে তাকে জিজ্ঞেসা করা হয়েছিল, সে কি করে দূরে সমুদ্রের মধ্যে একা একা ভেসে ছিল। সে উত্তর দিল, “আমার বাবা যা বলেছেন আমি তাই করেছি। আমি ভয় করিনি, আমি জানতাম আমার বাবা ফিরে আসবেন।”

এ ছোট মেয়েটির বিশ্বাস তাকে বাঁচার জন্য সাহস যুগিয়েছিল, এবং এটি তাকে উদ্ধার করতে সক্ষম করেছে। খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাসীদের যে পরম ধন্য আশা, তা হচ্ছে, আমাদের স্বর্গীয় পিতা এ গ্রহকে আসন্ন ধ্বংশ হতে রক্ষার জন্য প্রস্তুত।

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

4

(ভিডিওঃ ১০ সেকেন্ড) সম্প্রতি একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী তার ভীতি প্রকাশ করেছেন যে, হয়তো এ প্রথিবী আর এক হাজার বৎসর টিকবে না।

তিনি বলেছেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মানুষের তৈরী দূষণ ক্রিয়া উত্তাপের সৃষ্ঠি করছে-

5

ফলে, এ প্রচণ্ড গরমে মেরু মহা দেশের বরফ গলে পৃথিবী প্লাবিত হচ্ছে।কিন্তু অন্যরা বলে পৃথিবীর শেষ অন্যভাবে হবে।

6

(ভিডিওঃ ৫ সেকেন্ড) - কেহ কেহ বলেন আমরাই পারমানবিক যুদ্ধ দ্বারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংশ করব।

7

অন্যেরা বলে, পৃথিবীতে যে ভাবে মানুষ বারছে ফলে খাদ্য এবং অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব দেখা দেবে।

8

এ ছাড়া অন্য একদল বলে, এ পৃথিবীর ধ্বংশ হবে কোন ধুমকেতু অথবা সৌর জগতে কোন সংঘর্ষের কারণে।

9

এর পরও আর এক দল লোক আছে যারা বিশ্বাস করে, অন্য গ্রহ থেকে কোন বর্হিরাগতরা আমাদের ধ্বংশ করে ফেলবে।আমাদের অনেকের আরো অনেক ভয়ের বিষয় থাকতে পারে।

10

আমরা কঠোর ভাবে চেষ্টা করছি শুধু মাত্র বেঁচে থাকব, অথবা অন্যদের সঙ্গে কি করে মিশব বা রোগ এবং দুঃখ ও মৃত্যুর মুকাবেলা করা যায়।

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

11

আমাদের অনেকের জন্য, হয়তো অধিকাংশের জন্য জীবন অতি সহজ নয়। কখনও জীবন এত কঠিন হয়ে পরে, আমাদের ইচ্ছে হয় যেন পৃথিবী শেষ হয়ে যাক!অবশ্যই, জীবন দুঃখ কষ্টে, ক্ষুধায়, চিন্তায় এবং বিষন্নতায় পূর্ণ থাকার জন্য সৃষ্টি হয়নি। আমরা সুন্দর একটি পৃথিবী চাই।

12

হ্যাঁ, বন্ধু, একটি সু-সংবাদ আছে! এ পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। এবং আর একটি সুন্দর পৃথিবী আস্ছে।

13

আমরা প্রায় সকলে জানতে চাই কখন এবং কি ভাবে এ পৃথিবী শেষ হবে।
এটি আমাদের জীবন কালে শেষ হবে, না আরো এক হাজার বা দশ হাজার বৎসর পরে?

14

এটি কিভাবে শেষ হবে এ সম্পর্কে কে সঠিক? ভবিষ্যৎদ্বাণী করার জন্য ভাব্বাদীর তো আর অভাব নেই।

15

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ভাববাদীদের খুঁজে বের করা কার ভবিষ্যৎদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়!

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

16

(ভিডিও:১৫ সেকেন্ড) কিন্তু আপনি কি জানেন, এক জন আছেন যার প্রত্যেকটি ভবিষ্যৎদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে?

একজন আছেন, যিনি আমাদের সঠিকভাবে বলতে পারেন কি ভাবে এ পৃথিবী শেষ হবে এবং এটি খুব শীঘ্র শেষ হবে, না আরো হাজার হাজার বৎসর সময় প্রয়োজন?

এটি কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, যিনি এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি এর প্রথমে ছিলেন এবং তিনিই এর শেষ কখন তা জানেন।

প্রিয় বন্ধুরা যীশু খ্রীষ্ট, সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বর, তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যতে নিয়ে যেতে পারে । তিনি একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য পথ প্রদর্শক। যিনি এ পৃথিবী শুরু করেছেন, তাঁর থেকে এর শেষ সমন্ধে বেশী কে জানবে?

17

পবিত্র বাইবেল যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে অনেক আর্কষণীয় ঘটনা বলে।একদিন তার শিষ্যরা তাকে একটি মন্দির দেখতে নিয়ে গেল, যেটি কিছু বৎসর পূর্বে রোমীয় সরকার কর্ত্তৃক পুনঃ নির্মাণ করা হয়েছিল।

18

এটি ছিল রোমীয় সম্রাজ্যের মধ্যে দেখার মত সুন্দর এবং মূল্যবান একটি ইমারত। এ মন্দিরের দিগে তাকিয়ে, যীশু তার শিষ্যদের অবাক হবার কথা বললেন। তিনি বলেছিলেনঃ

19

(পদ: মথি ২৪:২)
"...তোমরা কি এ সকল দেখিতেছ না? আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,

20

এই স্থানের এক খানি পাথরও অন্য পাথরের উপর থাকিবে না, সমস্তই ভুমিসাৎ হইবে।"
মথি ২৪ঃ২ পদ।

21

যিহুদী জাতির কাছে এটি ছিল একটি মহৎ মন্দির এবং যীশু ভবিষ্যৎদ্বাণী করলেন যে, এটি সম্পূর্ণ ধ্বংশ হবে।

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

22

শিষ্যরা স্তম্ভিত হয়েগিয়েছিলেন! এবং তারা যখন জৈতুন পাহাড়ে এলেন তখন তারা যীশুকে সে প্রশ্নটি করলেন যে প্রশ্ন আমরা সকলেই করতাম

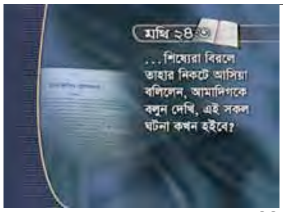

23

(পদঃ মথি ২৪:৩)
“. . .শিষ্যরা বিরলে তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, আমাদিগকে বলুন দেখি, এই সকল ঘটনা কখন হইবে?

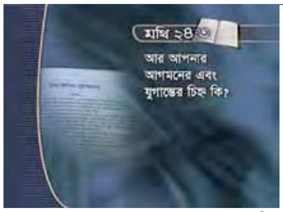

24

আর আপনার আগমনের এবং যুগান্তের চিহ্ন কি?” মথি ২৪:৩।

25

শিষ্যরা মনে করেছিলেন যদি এ মন্দির ধ্বংশ হয়, এটি হবে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের চিহ্ন এবং জগতের শেষ।

26

কিন্তু, মথি ২৪ অধ্যায় আমরা দেখতে পাই যীশু দুটি ভিন্ন ঘটনার কথা বলেছিলেন।

27

একটি ছিল যীশুর দ্বিতীয় আগমন- এ পৃথিবীতে তাঁর গৌরবময় আগমন এবং এ পৃথিবী নামক গ্রহে তার অনন্তকাল স্থায়ী রাজ্য স্থাপন।

28

(ভিডিওঃ ৬ সেকেন্ড) কিন্তু, অন্যটি হল, সে সময় অনেকে তাদের জীবন কালে দেখতে পাবে। এটি ছিল, যিরুশালেম নগর এবং মন্দিরের ধ্বংশ।

তারপর যীশু শিষ্যদের বলতে শুরু করলেন মন্দিরের কি অবস্থা হবে।

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

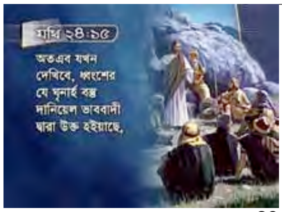

29

(পদঃ মথি২৪:১৫–১৬)
মথি ২৪:১৫,১৬ পদে তিনি বলেছিলেন: “অতএব যখন দেখিবে, ধ্বংশের যে ঘৃনার্হ বস্তু দানিয়েল ভাব্বাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে,

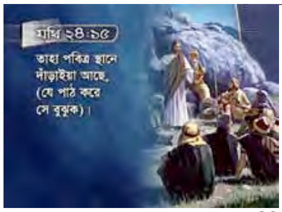

30

তাহা পবিত্র স্থানে দাঁড়াইয়া আছে, (যে পাঠ করে সে বুঝুক)।

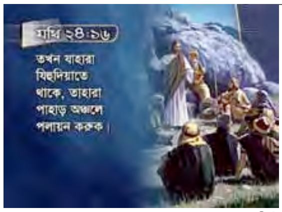

31

তখন যাহারা যিহুদিয়াতে থাকে, তাহারা পাহাড় অঞ্চলে পলায়ন করুক।”

32

দানিয়েল ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছিলেন যে, যিরুশালেম ধ্বংশ হবে। কিন্তু যীশু এখন তাঁর শিষ্যদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, দানিয়েল ভাব্বাদীর সতর্কবাণী শীঘ্র পূর্ণ হতে যাচ্ছে।

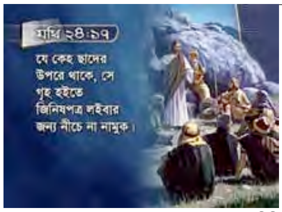

33

(পদঃ মথি ২৪:১৭–১৮)
তিনি মথি ২৪:১৭,১৮ পদে বলেছিলেন: “যে কেহ ছাদের উপরে থাকে, সে গৃহ হইতে জিনিষপত্র লইবার জন্য নীচে না নামুক।

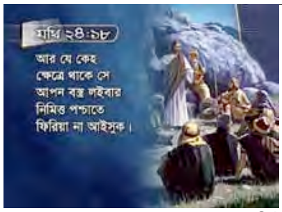

34

আর যে কেহ ক্ষেত্রে থাকে সে আপন বস্ত্র লইবার নিমিত্ত পশ্চাতে ফিরিয়া না আইসুক।”

35

অন্য কথায়, তিনি তাদের জীবন নিয়ে পালাতে বলেছিলেন, কারণ তারা যখন দেখেছিরেন দেখে যে সৈন্যরা যিরুশালেম ঘিরে ফেলেছে, তখনই ধ্বংশ নিশ্চিত।

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

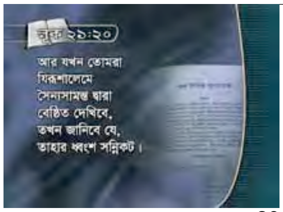

36

(পদঃ লূক ২১:২০)লূক ২১:২০ পদে যীশু বলেনঃ “আর যখন তোমরা যিরূশালেমে সৈন্যসামন্ত দ্বারা বেষ্ঠিত দেখিবে, তখন জানিবে যে, তাহার ধ্বংশ সন্নিকট।” তার পর তিনি তাদের বলেছিলেন, তোমরা যখন সৈন্যদের দেখবে, তখন তোমরা পালাবে।

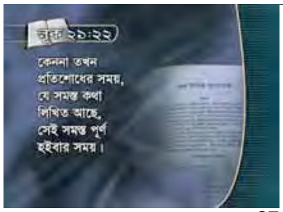

37

(পদঃ লূক ২১:২২,২৪)
“কেননা তখন প্রতিশোধের সময়, যে সমস্ত কথা লিখিত আছে, সেই সমস্ত পূর্ণ হইবার সময়।”

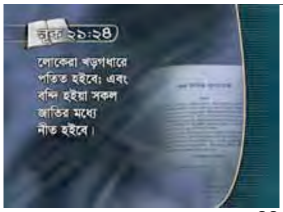

38

“ লোকেরা খড়গধারে পতিত হইবে; এবং বন্দি হইয়া সকল জাতির মধ্যে নীত হইবে।

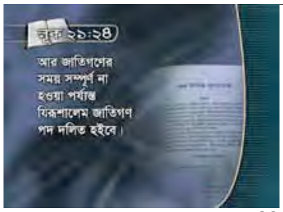

39

আর জাতিগণের সময় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যিরূশালেম জাতিগণ পদ দলিত হইবে।” লূক ২১:২২,২৪

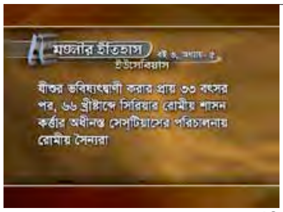

40

“যীশুর ভবিষ্যৎদ্বাণী করার প্রায় ৩৩ বৎসর পর, ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ার রোমীয় শাসন কর্ত্তার অধীনস্ত সেস্‌টিয়াসের পরিচালনায় রোমীয় সৈন্যরা

41

যিরুশালেমের বিদ্রোহ দমন করতে আসে। তারা নগর অবরুদ্ধ করে রাখে, কিন্তু যিরুশালেম রোমীয় সৈন্যদের প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়,

42

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রোমীয় সৈন্যরা নগর দখল করে নেয়।”
(দেখুন- ইউসেবিয়াস, মণ্ডলীর ইতিহাস, বই ৩, অধ্যায়- ৫)

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

43

(ভিডিওঃ ৬ সেকেন্ড) যারা যীশুর নির্দেশ শুনেছিল, তারা যিরুশালেম ধংশের সময় রোমীয় সৈন্যদের মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করায় সক্ষম হয়।

44

এ ভয়ঙ্কর আক্রমন প্রায় ১,১০০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়। যখন ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় সৈন্যরা নগর আক্রমন করে তখন তারা যীশুর নির্দেশ মান্য করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

এটি হচ্ছে ভাব্বাণী অধ্যায়ন এবং সময়ের চিহ্ন অনুসারে কাজ করার গুরুত্ব। যারা খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেছিল এবং তার পূর্ব ঘোষিত চিহ্ন অনুসারে কাজ করেছিল তারা রক্ষা পেয়েছিল, এবং অবিশ্বাসীরা বিনষ্ট হয়েছে।

অতএব, জগতের শেষ সময়ে একই অবস্থা হবে- সতর্ক বিশ্বাসীরা রক্ষা পাবে, আর অসতর্ক ও অবিশ্বাসীরা বিনষ্ট হবে।

45

(ভিডিওঃ ৫ সেকেন্ড) চমৎকার সৌন্দর্য্যেমন্ডিত মন্দিরের অবস্থা কি? রোমীয় সেনাপতি টাইটাস, যার যিরুশালেম নগর দখলের দায়িত্বে ছিল, তিনি যিরুশালেম মন্দির রক্ষার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু এক জন সৈন্য একটি মশাল দরজা দিয়ে ভিতরে ফেলে দেয়,

46

এবং মন্দির জ্বলন্ত অগ্নি কুন্ডে পরিণত হয়। একটি পাথরও অন্যটির উপর ছিল না।

47

যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে ৪০ বৎসর পূর্বে যীরুশালেম সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হলো।

যীশু পৃথিবীর শেষকাল সমন্ধে যে চিহ্ন দিয়েছেন, সে গুলি কি আমরা অবজ্ঞা করব, অথবা আমরা এ গুলিকে মূল্য দিয়ে আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত থাকব?

কি করে আমরা জানব, পৃথিবীর শেষ সময় অতিব সন্নিকট?

যীশু আমাদের সুস্পষ্ট চিহ্ন দিয়েছেন।

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

48

আসুন আমরা বর্তমান কালের কিছু চিহ্নের দিগে দৃষ্ঠি পাত করি! মথি ২৪:৭ পদে খ্রীষ্ট বলেছেন,

49

(পদঃ মথি ২৪:৭)“কারণ জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে,

50

এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হইবে।” মথি ২৪:৭ মানব ইতিহাসে বিংশ শতাব্দি ছিল সব চেয়ে রক্তক্ষয়ী শতাব্দি।

51

(ভিডিওঃ ২০ সেকেন্ড) প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে প্রায় দুই কোটি লোক যুদ্ধের বেদিতে আত্ম উৎস্বর্গ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পাঁচ কোটি লোকের ধ্বংশের স্বাক্ষী।

যদিও প্রত্যেকে চিন্তা করেছিল হিংস্রতা ও হিংসার অবশান হবে, কিন্তু এখনও যুদ্ধ আছে।

মনে হয় যেন পৃথিবী উম্মাদ হয়ে গেছে । আর এটি কালের একটি চিহ্ন।

52

দেশের নেতারা শান্তির কথা বলে, কিন্তু যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। শান্তি এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে বাইবেলের আর একটি ভবিষ্যৎদ্বাণীঃ

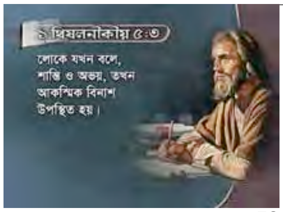

53

(পদঃ ১ থিষলনীকীয় ৫:৩)

“লোকে যখন বলে, শান্তি ও অভয়, তখন আকস্মিক বিনাশ উপস্থিত হয়।”

১ থিষলনীকীয় ৫:৩

আমরা শান্তির কথা বলি, কিন্তু কোন শান্তি নেই! প্রত্যেকে শান্তি চায়, কিন্তু এ শুধু মাত্রই কথা!

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

54

বাইবেল বলে পৃথিবীর শেষ কালে, পৃথিবী ধ্বংশ করতে মানুষের ক্ষমতা থাকবে।

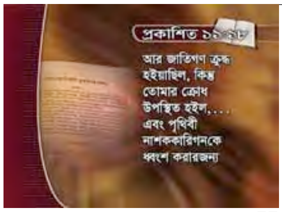

55

(পদঃ প্রকাশিত ১১:১৮)
"আর জাতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইল, . . .এবং পৃথিবী– নাশকদিগকে নাশ করিবার সময় উপস্থিত হইল।"
প্রকাশিত ১১:১৮
পূর্বে মানুষের এ পৃথিবীর প্রকৃত পদার্থকে ধ্বংশ, বিনষ্ঠ করার ক্ষমতা ছিল না।

56

আনবিক বোমা আবিস্কারের কারণে, মানুষ এখন পৃথিবীকে ধ্বংশ করতে সক্ষম।

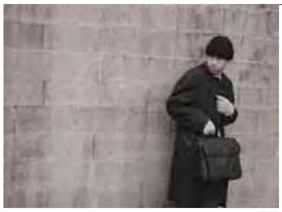
57

সন্ত্রাসীরা এখন অতি সংরক্ষিত আনুবিক বোমা ক্রয় অথবা চুরি করতে পথ জেনেছে। কারণ এ ধরণের কিছু অত্যন্ত বিদ্ধংশকারী অস্ত্র ইতোমধ্যে হারিয়ে গেছে এবং যারা এ গুলি বিক্রি অথবা ব্যবহার করবে তাদের হাতে আছে।

58

একটি অতি সম্মানজনক পত্রিকা প্রকাশ করেছিল যে, কি ভাবে আনুবিক বোমা তৈরী করা যায় এর তথ্য পৃথিবীর প্রায় সব ভাল লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। এটি শুধু কম্পুউটারের বোতামে চাপ দেওয়ার ব্যপার মাত্র।

59

(ভিডিওঃ ৫ সেকেন্ড) কার কাছে এগুলি আছে এবং সম্প্রতিকালে শিঘ্রই তারা কি করবে? একটি সুটকেসের চেয়ে বড় নয়, এগুলিকে যে কোন স্থানে পাতিয়ে রাখা যায়, এবং এর কোন একটি পৃথিবীর যে কোন গুরুত্ত্বপূর্ণ শহর ধ্বংশ করে দিতে পারে।

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

60

সদাপ্রভু বলেছেন, শেষ কালে সব ধরণের প্রলয়কাণ্ড ঘটবে।

61

(পদঃ মথি ২৪:৭)
“. . . দুর্ভিক্ষ হবে . . .”
(মথি ২৪:৭)

62

এবং পৃথিবীর অনেক স্থানে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে।

63

অনুমান করা হয়েছে যে এক বৎসরে প্রায় পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাবে। আর প্রতি দিন ১৫৬,০০০ লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করবে।

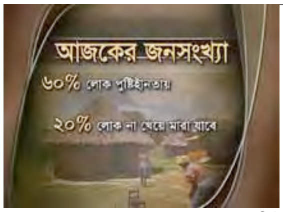

64

পৃথিবী নামক গ্রহে কোটি কোটি লোকের, ৬০ শতাংশ লোক পুষ্টিহীনতায় শেষ হয়ে যাবে এবং ২০ শতাংশ লোক না খেয়ে মারা যাবে। যীশু বলেছিলেন, শেষ কালের একটি চিহ্ন হবে দুর্ভিক্ষ।

65

(ভিডিওঃ ৫ সেকেন্ড)তথ্য উৎস আমাদের বলে, জনগণ বৃদ্ধি যখন খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি সৃষ্ঠি করছে, তখন পৃথিবী ব্যাপী দুর্ভিক্ষ, অনাহার, সংক্রামক রোগ এবং খাদ্য যুদ্ধ তো অনিবার্য্য। কি ভাবে অতিরিক্ত কোটি কোটি লোককে খাওয়ানো সম্ভব, বর্তমানে যখন পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ লোক সংখ্যা ক্ষুধার্ত?

66

(পদঃ লূক ২১:২৫)
যীশু পৃথিবীর শেষ সময়ের সংকট সম্পর্কে এ ভাবে বর্ণনা করে বলেছিলেন যে
“. . . পৃথিবীতে জাতিগণের ক্লেশ হইবে . . .” লূক ২১:২৫

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

67

যীশু বলেছিলেন, আর সেখানে মহামারী হবেঃ

68

(পদঃ মথি ২৪:৭)
স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও ভূমিকম্প হইবে।”
বর্তমানে মহামারি শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে আশ্চর্য্যজনক রোগ।

69

আধুনিক চিকিৎসার উন্নতি সত্যেও অনেক ধরনের মহামারি হচ্ছে।

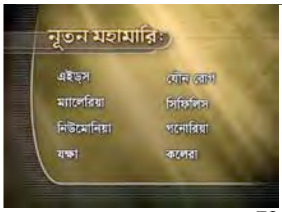

70

এইড্স , ম্যালেরিয়া নিউমোনিয়া, যক্ষা, যৌন রোগ, সিফিলিস, গনোরিয়া এবং কলেরা।

71

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্যার হিসাব মতে বর্তমানে চার কোটি লোক এইচ আই ভি তে আক্রান্ত।
সমস্ত জাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যদি এ মহামারী বন্ধ না করা যায়।

72

বর্তমান সময়ের আর একটি চিহ্ন হচ্ছে পরিবেশ দূষণ। বাইবেলে যিশাইয় ৫১:৬ পদে ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, পৃথিবী পুরাতন হয়ে যাবে।

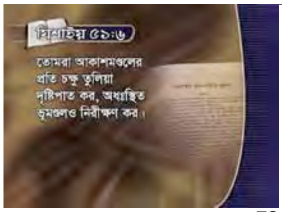

73

(পদঃ যিশাইয় ৫১:৬)“তোমরা আকাশমণ্ডলের প্রতি চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত কর, অধঃস্থিত ভূমণ্ডলও নিরীক্ষণ কর।

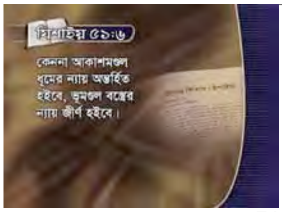

74

কেননা আকাশমণ্ডল ধূমের ন্যায় অন্তর্হিত হইবে, ভূমণ্ডল বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইবে।”শেষ কালে পৃথিবীর ও আকাশের অবস্থা কেমন হবে এর থেকে আর কত সুন্দর বর্ণনা দেওয়া যায়।

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

75

আমাদের অনেক বড় বড় শহরের আকাশের বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত পদার্থে পরিপূর্ণ, যা আমরা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে ফুস ফুসে গ্রহন করি।

76

অনেক শহরে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দুষিত বাতাস সম্পর্কে সর্তক করে দেয়।

77

(ভিডিওঃ ৫ সেকেন্ড) অনেক স্থানে জল পান করা নিরাপদ নয় কারণ এর মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিপদজনক পদার্থ আছে।

78

আনবিক বর্জ ধ্বংশ করা বাস্তবিকভাবে সমস্যা পূর্ণ। একটি বৃহৎ আনবিক কারখানায় কর্ম্মিরা বিষক্রীয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে।

79

আমরা কোথায় শক্তি, বিশুদ্ধ জল এবং বায়ু পাব? আমরা কোথায় খাদ্য পাব?

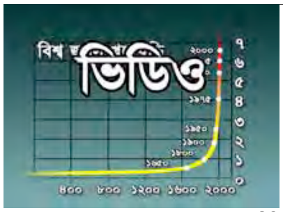

80

(ভিডিওঃ ৬ সেকেন্ড) পৃথিবীতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য ভীষণ সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে।

81

(পদঃ লূক ২১:২৫)
". . .পৃথিবীতে জাতিগণের ক্লেশ হইবে"
লূক ২১:২৫

82

বাইবেলে পৃথিবীতে ভূমিকম্পের বৃদ্ধি সম্পর্কেও বলে।

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

83

(পদঃ মথি ২৪:৭)
“স্থানে স্থানে...ভূমিকম্প হইবে।
মথি ২৮:৭
আমরা কয় একটি মর্ম্মান্তিক, ভয়াবহ ভূমিকম্প দেখেছি।

84

প্রতি বৎসর পৃথিবীতে ৬০০০ বড় আকারের ভূমিকম্প হয়।

85

(ভিডিওঃ ১০ সেকেন্ড) শুধুমাত্র গত ৯০ বৎসরে পৃথিবী ১,৫০০,০০০ বার মারাত্মক ভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে।

86

কিছুকাল পূর্বে আমরা দেখেছি, ভূমিকম্পে ২০,০০০ থেকে প্রায় ৩০,০০০ জীবন একবারে ধ্বংশ হয়েছে।সম্প্রতি কালে যে সব দেশ গুলি ভূমিকম্পের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তাদের কথা আপনাদের নিশ্চয় স্মরণে আছে।

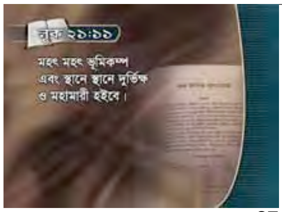

87

(পদঃ লূক ২১:১১,২৫)
বাইবেল বলে, “মহৎ মহৎ ভূমিকম্প এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইবে।

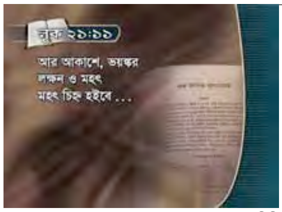

88

আর আকাশে ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর লক্ষন ও মহৎ মহৎ চিহ্ন হইবে...

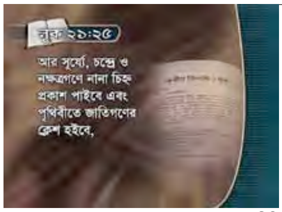

89

আর সূর্য্যে, চন্দ্রে ও নক্ষত্রগণে নানা চিহ্ন প্রকাশ পাইবে

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

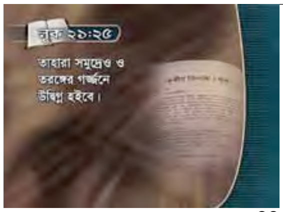

90

এবং পৃথিবীতে জাতিগণের ক্লেশ হইবে, তাহারা সমুদ্রেও ও তরঙ্গের গর্জ্জনে উদ্বিগ্ন হইবে।"
লূক ২১:১১,২৫।

91

(ভিডিওঃ ১৭ সেকেন্ড) লক্ষ করুন, - এখানে বলেছে, বায়ু এবং সমূদ্র তরঙ্গ গর্জ্জন করবে।
পৃথিবীব্যাপী আমরা দেখছি এক ভিন্ন ধরনের আবহাওয়া।
টাইফুন, জলোচ্ছাস, ঝড়, হারিকেন, অগ্নিগিরি এ সব জীবন ও সম্পদের উপর আতঙ্ক সৃষ্টি করছে।

92

পবিত্র বাইবেল আর একটি চিহ্ন দিয়েছে। শেষ কালে নৈতিক অবস্থা।যীশু শেষ কালকে দুইটি নগরের সঙ্গে তুলনা করেছেন- সদোম ও ঘমোরা। এ যাবৎকালের সবচেয়ে পাপপূর্ণ নগরী। শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর স্বর্গ থেকে আগুন দিয়ে ধ্বংশ করেছিলেন।

93

(পদঃ লূক ১৭: ২৪,৩০)"সেইরূপ লোটের সময়ে যেমন হইয়াছিল;

94

. . . মনুষ্য পুত্র যেদিন প্রকাশিত হইবেন, সেই দিনেও সেইরূপ হইবে।"
লূক ১৭:২৮-৩০।

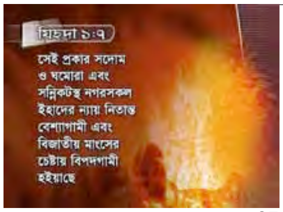

95

(পদঃ যিহুদা ১:৭)
যিহুদা লিখেছিলেন, "সেই প্রকার সদোম ও ঘমোরা এবং সন্নিকটস্থ নগরসকল ইহাদের ন্যায় নিতান্ত বেশ্যাগামী এবং বিজাতীয় মাংসের চেষ্টায় বিপদগামী হইয়া"
যিহুদা ৭।

96

পৌল, এ নগর দুটির নৈতিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

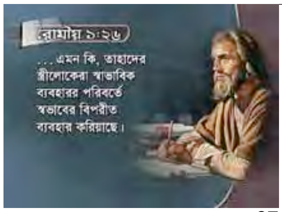

97

(পদঃ রোমীয় ১:২৬,২৭)
“. . . এমন কি, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক ব্যবহারর পরিবর্তে স্বভাবের বিপরীত ব্যবহার করিয়াছে।

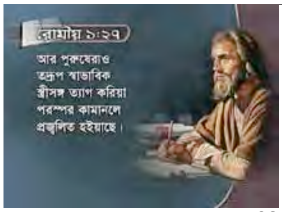

98

আর পুরুষেরাও তদ্রূপ স্বাভাবিক স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিয়া পরস্পর কামানলে প্রজ্বলিত হইয়াছে।

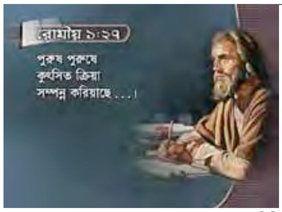

99

পুরুষ পুরুষে কুৎসিত ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছে . . .। ”
রোমীয় ১:২৬,২৭।

100

(পদঃ ২ তীমথিয় ৩:২-৫)
“কেননা মনুষ্যরা আত্মপ্রিয়, অর্থপ্রিয়, আত্মশ্লাঘী, অভিমানী, ধর্ম্মনিন্দক, পিতামাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অসাধু,

101

স্নেহরহিত, ক্ষমাহীন, অপবাদক, অজিতেন্দ্রিয়, প্রচণ্ড, সদ্‌বিদ্বেষী,

102

বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, গর্ব্বান্ধ, ঈশ্বর প্রিয় নয়, বরং বিলাসপ্রিয় হইবে--

103

লোকে ভক্তির অবয়বধারী, কিন্তু তাহার শক্তি অস্বীকারকারী হইবে।”
২ তীমথিয় ৩: ২-৫

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

104

(পদঃ ২ তিমথীয় ৩:১৩)
অবস্থার কী আরো অবনতি হবে? হ্যাঁ আমি দুঃখিত, "...দুষ্ট লোকেরা ও বঞ্চকেরা পরের ভ্রান্তি জন্মাইয়া ও আপনারা ভ্রান্ত হইয়া, উত্তর উত্তর কুপথে অগ্রসর হইবে।"

105

যীশুর দেওয়া চিহ্নের মধ্যে একটি বিশেষ চিহ্ন হচ্ছে, ভাক্ত ভাব্বাদী ও খ্রীষ্টের আগমন। যে সব ভাক্ত ভাব্বাদী ও ভাক্ত খ্রীষ্টরা পৃথিবীকে প্রবঞ্চিত করার জন্য আসবে, যীশু তাদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

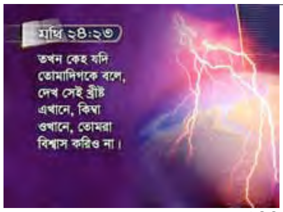

106

(পদঃ মথি ২৪:২৩-২৪)
"তখন কেহ যদি তোমাদিগকে বলে,দেখ সেই খ্রীষ্ট এখানে, কিম্বা ওখানে, তোমরা বিশ্বাস করিও না।

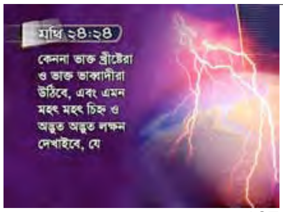

107

কেননা ভাক্ত খ্রীষ্টেরা ও ভাক্ত ভাব্বাদীরা উঠিবে, এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষন দেখাইবে, যে

108

যদি হইতে পারে তবে মনোনীতদিগকেও ভুলাইবে।" মথি ২৪:২৩-২৪

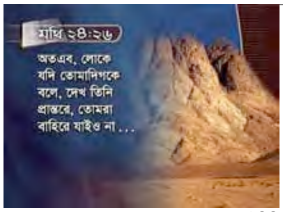

109

(পদঃ মথি ২৪:২৬)
"অতএব, লোকে যদি তোমাদিগকে বলে, দেখ তিনি প্রান্তরে, তোমরা বাহিরে যাইও না "
মথি ২৪:২৬
কারণ যীশু বলেছেন, আমাদের কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই।

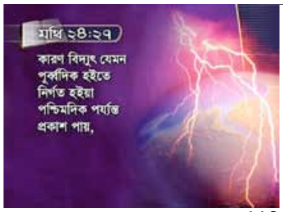

110

(পদঃ মথি ২৪:২৭)
"কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিক হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিক পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

111

তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে।”
২৭ পদ

112

(পদঃ প্রকাশিত ১:৭)
আমাদের আরো বলা হয়েছিল, “দেখ, তিনি মেঘ সহকারে আসিতেছেন, আর প্রত্যেক চক্ষু তাহাকে দেখিবে, এবং যাহারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল তাহারাও দেখিবে।”
প্রকাশিত ১:৭

113

তিনি যখন আসবেন, আমরা তাকে দেখব! তিনি যখন তাঁর পবিত্র দূতগণ সহ আসবেন তখন কারও বলার প্রয়োজন হবে না!

114

শেষ এবং মহৎ চিহ্ন যীশু যা দিয়েছেন তাহা হচ্ছে সমুদয় পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচার। সব চিহ্নের মধ্যে এটি এখনো পূর্ণ হয়নি।

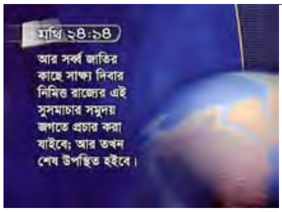

115

(পদঃ মথি ২৪:১৪)
মথি ২৪:১৪- যীশু বলেছেন, “আর সর্ব্ব জাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে।”

116

প্রকাশিত বাক্যেও আমরা এ ঘোষণার কথা পাই,

117

(পদঃ প্রকাশিত ১৪:৬)
“পরে আমি আর এক দূতকে দেখিলাম, তিনি আকাশের মধ্য পথে উড়িতেছেন

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

118

তাঁহার কাছে অনন্তকালীন সুসমাচার আছে, যেন তিনি পৃথিবী নিবাসীদিগকে,

119

প্রত্যেক জাতি ও বংশ ও ভাষা ও প্রজাবৃন্দকে সুসমাচার জানান।" প্রকাশিত ১৪:৬
আপনি কি অনুভব করতে পারেন যে, প্রতি রাত্রে আপনি এ ভাববাণী পূর্ণ হতে দেখছেন? প্রত্যেক সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার করার এটি একটি অংশ।

120

পৃথিবী ব্যাপী সুসমাচার টেলিভিষন,,রেডিও, প্রচার সভা, ইনটারনেট, ব্যক্তিগত বাইবেল অধ্যায়ন এবং যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচার হয়ে থাকে।

121

দানিয়েল বলেছিলেন, "জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে।" পৃথিবীর ইতিহাসের এ শেষ সময়ে দানিয়েলের পুস্তক উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং এটি শেষ কাল সম্পর্কে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বুঝতে আমাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি হবে, তৎসঙ্গে পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও বৃদ্ধি পাবে।

122

সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে!নোহের সময় যে পাপের কবলে পৃথিবী ধ্বংশ হয়েছিল, বর্তমানের অবস্থা সেই রকম।

123

বর্তমানের ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ তার নিজের ধ্বংশ ডেকে আনছে।যীশু আমাদের সময়কে যীশুর সময়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

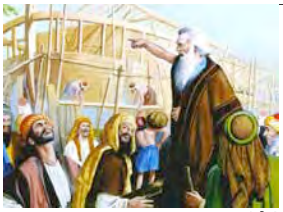
124

নোহের সময় লোকেরা বিলাসীতায় জীবন যাপনের জন্য ব্যস্ত ছিল, এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবনে আধ্যাতিকতার জন্য বেশী সময় ছিল না।

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

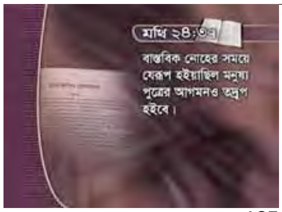

125

(পদঃ মথি ২৪:৩৭-৩৯)
যীশু মথি ২৪:৩৭-৩৯ পদে বলেন: “বাস্তবিক নোহের সময়ে যেরূপ হইয়াছিল মনুষ্য পুত্রের আগমনও তদ্রূপ হইবে।

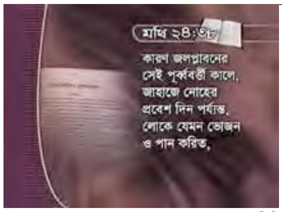

126

কারণ জলপ্লাবনের সেই পূর্ব্ববর্ত্তী কালে, জাহাজে নোহের প্রবেশ দিন পর্য্যন্ত, লোকে যেমন ভোজন ও পান করিত,

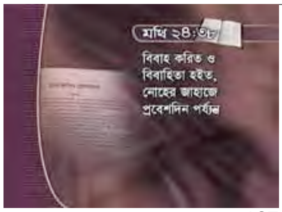

127

বিবাহ করিত ও বিবাহিতা হইত,

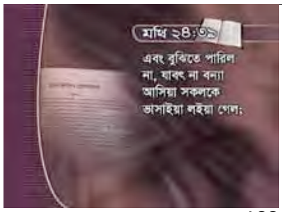

128

এবং বুঝিতে পারিল না, যাবৎ না বন্যা আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল;

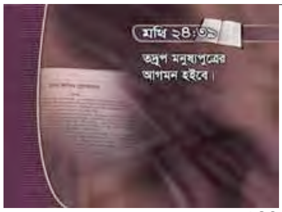

129

তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে।”

130

যীশু বলেছেন যে, তার দ্বিতীয় আগমন হবে যেমন নোহের সময় হয়েছিল।লোকদের মহা আনন্দের সময় হবে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কোন সময় থাকবে না। তারা ঈশ্বরকে প্রেম করা অপেক্ষা বেশী বিলাসপ্রিয় হবে।

131

শেষ কালের চরম মূহুর্ত দ্বারে উপস্থিত। শীঘ্রই ঈশ্ব-পুত্র অসংখ্য দূতগণসহ তারা ভরা আকাশ পথে আগমন করবেন।ঈশ্বর শেষ সময়ের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছেন, শুধু মাত্র পৃথিবী ধ্বংশ করার জন্য নয়, কিন্তু যেন তিনি তার লোকদের বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন। সে বাড়ী প্রস্তুত হয়ে আছে!

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

132

বর্তমানে যখন আমরা পৃথিবীর চিহ্নাবলির দিকে দৃষ্টি রাখি, তখন নিশ্চয় বুঝতে পারি আমরা যীশুর আগমনের কত নিকটে আছি। যীশু যখন পৃথিবীতে প্রথম এসেছিলেন বর্তমানের অবস্থা তেমনি। সেই সময়েও ঈশ্বর অনেক চিহ্নাবলী দিয়েছিলেন যেন মানুষেরা বুঝতে পারে কখন যীশু আসবেন।

133

(ভিডিওঃ ৭ সেকেন্ড) ঘড়ির কাটা ৪০০০ বৎসর পর্য্যন্ত ঘুরেছিল, এবং ঈশ্বর এমন কি তাঁর আগমন বার্তা লোকদের জানাবার জন্য দূতগণ ও পণ্ডিতদের পাঠিয়েছিলেন।

134

(পদঃ যোহন ১:১১)
কিন্তু পরিতাপের বিষয়, "তিনি নিজ অধিকারে আসিলেন, আর যাহারা তাহার নিজের তাহারা তাঁহাকে গ্রহন করিল না।" তারা তার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

135

বন্ধুগন, তিনি আমাদের সব চিহ্ন দিয়েছেন, যা বলে যে, তিনি শীঘ্র আসছেন।যীশু বলেন,

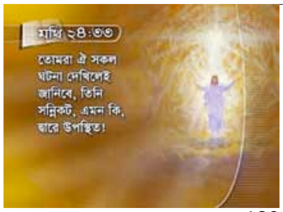
136

(পদঃ মথি ২৪: ৩৩,৩৪)
"তোমরা ঐ সকল ঘটনা দেখিলেই জানিবে, তিনি সন্নিকট, এমন কি, দ্বারে উপস্থিত!

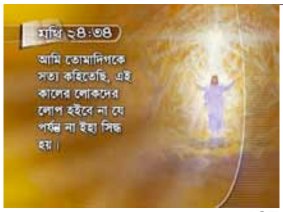
137

আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের লোপ হইবে না, যে পর্য্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয়।"
মথি ২৪:৩৩,৩৪

138

আমরা কি তাঁকে এবার গ্রহন করব, না তিনি আবারও নিরুৎসাহিত হবেন। সময় চলে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত নষ্ট করার সময় নেই।

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

139

একটি বাষ্প চালিত জাহাজ সেন্ট্রাল আমেরিকা নিউ ইয়র্ক বন্দর থেকে আটলান্টিক মহা সাগরের মধ্য দিয়ে পানামা খালের দিগে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন দেখা গেল জাহাজটি ছিদ্র হয়েছে। অন্য একটি জাহাজ বিপদ চিহ্ন লক্ষ করল ও দ্রুত সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেল। উদ্ধারকারী জাহাজের নাবিক সংবাদ পাঠালেন, “কি সমস্যা?”

প্রতি উত্তরে এলোঃ “আমাদের জরুরী মেরামত প্রয়োজন, এবং কাজ চলছে। সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।”

উদ্ধারকারীরা জাহাজের জলের শব্দ শুনতে পেয়ে উত্তর দিল, “তোমার যাত্রীদের আমাদের জাহাজে এখুনি পাঠিয়ে দাও।”

কিন্তু, রাত্রে সেন্ট্রাল আমেরিকা জাহাজের নাবিক অন্ধকারে যাত্রী পাঠাতে রাজি হল না। সে উত্তর দিল, সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।”

অন্য নাবিক, অনুরোধের সংবাদ দিল, আমাদের এখুনি কাজ করা উচিত।

কিন্তু সে, প্রত্যাখান করেছিল। সে রাত্রে তাকে একটু দূরে থাকতে হয়েছিল। তার কর্মিরা দেখতে পাচ্ছিল যে, সেন্ট্রাল আমেরিকার জাহাজের বাতি ঢেউয়ের সাথে দুলছে।

প্রায় দের ঘন্টা পর, তারা লক্ষ করল মৃদু আলো আর দেখা যাচ্ছে না। জাহাজটি তলিয়ে গিয়েছিল এবং সব যাত্রী বিনষ্ট হয়েছিল।

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

140

অপেক্ষার ফলাফল হয়তো অনন্ত ধ্বংশ, অনেক সময় তৎক্ষনাৎ সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

সেন্ট্রল আমেরিকা জাহাজের নাবিক মনে করেছিল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলে কোন সমস্যা হবে না।
তিনি নিতান্ত ভুল করেছিলেন।

বাইবেল বলে, "অদ্যই পরিত্রাণের দিবস" অপেক্ষা করবেন না। ইতস্ততঃ করবেন না । বিলম্ব করবেন না।
আপনি এখুনি কেন খ্রীষ্টের জন্য আপনার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না?
আপনি কি এখনি আপনার হৃদয় ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে পারেন না, এবং তাঁকে বলতে পারেন না, খ্রীষ্টের শীঘ্র আগমনের জন্য আমাকে প্রস্তুত কর?

আপনার জীবনে এমন কিছু কি আছে, যা আপনাকে খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রস্তুত হতে বাঁধা দেয়? কেন আপনি সে বিশেষ জিনিসটি পরিত্যাগ করেন না, যখন আমরা প্রার্থনা করি?

আপনি যদি সত্যই খ্রীষ্টকে গ্রহন করতে চান, তবে, এখনি কি ডান হাত তুলে বলবেন, "হ্যাঁ, প্রভু, তুমি যখন আবার আসবে, তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য আমি প্রস্তুত হতে চাই।

২। আপনি চিহ্নসমূহ উপেক্ষা করতে পারেন না!

৩। মহা নিষ্কৃতি

1

যে দিনটিতে আপনি অনন্ত জীবনে পদার্পন করবেন।

2

মেরী ছিলেন ক্লান্ত। সপ্তাহটি খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। তার জীবনটা মনে হয় কর্মকান্ডের স্থায়ী ঘূর্ণিচক্র। দোকান থেকে তিনি গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন, রাজপথ ছেড়ে তিনি তার গ্রামের বাড়ীর সরু রাস্তা ধরলেন।

3

হঠাৎ একটি উল্কার বর্ষণ রাতের আকাশকে মাতিয়ে তুলল। উল্কাপিণ্ডগুলি সমস্ত আকাশ উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করল।

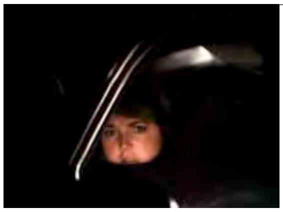
4

এই ধরণের অদ্ভুত উল্কার বর্ষণ দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন এবং গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রক চেপে ধরলেন।

তিনি তৎক্ষনাৎ চিন্তা করলেন, “এই মনে হয় পৃথিবী শেষ! খ্রীষ্ট আসছেন! তাড়াতাড়ি বাড়িতে আমার ছেলের কাছে যাই।”

এই অভিজ্ঞাতার কথা বর্ণনা করার পর, মেরী বলল, “যখই আমি আকাশ এইরূপ উজ্জ্বল দেখি, আমার মনে হয় ঐ মুহূর্তেই যীশু আসছেন।”

5

আপনি কি কখন মনে মনে ভেবেছেন যে পৃথিবী একদিন শেষ হয়ে যাবে? যদি আপনি ভেবে থাকেন, সম্ভবত আপনি এটি ভেবেছেন যে কি ভাবে এটি শেষ হবে? কিছু প্রকাণ্ড উল্কাবৃষ্টিই কি শেষ নির্দেশ করবে?

6

(ভিডিওঃ ৮ সেকেণ্ড) কোন কোন লোকেরা মনে করে যে পৃথিবী পারমানবিক যুদ্ধে শেষ হয়ে যাবে-- যা গোটা মানব জাতি এবং পৃথিবীর সব প্রাণীকে ধ্বংশ করবে।

৩। মহা নিষ্কৃতি

7

আবার অনেকে মনে করেন পৃথিবী জন সংখ্যা বিস্ফোরণের কারণে ধ্বংশ হয়ে যাবে, যে জন সংখ্যাকে খাদ্য যোগাতে পৃথিবী ব্যর্থ হবে, ফলে খাদ্যাভাবজনিত মৃত্যু লেগেই থাকবে।

8

তার পরও অনেকে শঙ্কিত যে কোন একদিন হয়ত কোন গ্রহানু অথবা ধূমকেতু পৃথিবীকে আঘাত করবে এবং ধ্বংস করেদেবে।

9

(ভিডিওঃ ৮ সেকেণ্ড) কিন্তু আপনি কি জানেন যে, বহু বছর আগে ঠিক কিভাবে পৃথিবী ধ্বংশ হবে সেই সম্পর্কে পবিত্র বাইবেল ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছে?

আর বন্ধুগণ, সুসংবাদ হল যে, মানবজাতি কোন যুদ্ধের কারণে অথবা অনাহারের কারণে অথবা কোন মহাজাগতিক বস্তুর সাথে সংঘর্ষের কারণে ধ্বংশ হতে যাচ্ছে না।

10

বরং, পবিত্র বাইবেল বলে যে যীশু খ্রীষ্ট যখন বিজয়বেশে এই পৃথিবীতে আসবেন তখন পৃথিবী শেষ হবে! তিনি এই একই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন যে পৃথিবী তিনি প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে ছেড়ে গিয়ে ছিলেন, আর তিনি শেষ সময়ে ফিরে আসবেন যেমন আমরা জানি যে এইটি হবে অনন্তজীবনের সূচনা।

11

যীশুর আগমন কিরূপ হবে এবং তখন কি ঘটবে এসব প্রশ্ন করে লোকদের মতামত জানা একটি মজার ব্যাপার।

12

হ্যাঁ, বন্ধুগণ, রাজা যীশু শীঘ্র আসছেন, আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ পৃথিবীর সমস্যাগুলি মানুষের সাধ্যের অতীত –

যা একমাত্র খ্রীষ্ট এবং তাঁর পিতাই পারেন এই পৃথিবী নামক গ্রহটির বিধ্বস্তকারী সমস্যাসমূহের সহজ সমাধান করতে! কি আশীর্ব্বাদই না হবে যখন রাজা ফিরে আসবেন!

৩। মহা নিষ্কৃতি

13

যখন প্রেরিত পৌল অন্ধকার স্যাঁতসেতে বন্দীদশায় নিজ শিরচ্ছেদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন তিনি লিখেছিলেন যে,

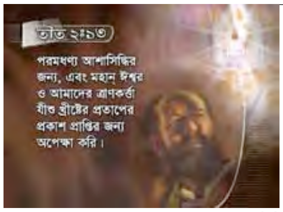

14

(পদঃ তীত ২ঃ১৩)
“পরমধণ্য আশাসিদ্ধির জন্য, এবং মহান্ ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতাপের প্রকাশ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করি।” তীত ২ঃ১৩

পৌল এই উৎসাহমূলক চিঠিটি তীতের প্রতি লিখেছিলেন, তার “বিশ্বাসে প্রকৃত পুত্র,” তীতকে আমাদের প্রভুর গৌরবময় আগমন স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য।

15

যদি আপনি আপনার জীবনে মাঝে মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হতাশাময় অবস্থা দেখতে পান, তাহলে চোখ তুলে তাকান এবং স্মরণ করুণ এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের “পরমধন্য আশা” যা সব কিছু ঠিক করে দেবে!

16

নতুন নিয়মের বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনাই খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের কথা বলে। প্রায় প্রতি ২৫টি পদের একটিতে ঐ ঘটনা সম্পর্কে কিছু না কিছু বলা আছে।

নতুন নিয়মে খ্রীষ্ট অন্য যে কোন ঘটনা অপেক্ষা দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে কথা বলে অধিক সময় ব্যয় করেছেন। নূতন নিয়মে দুটি পদ আছে যা প্রতিটি বাইবেল বিশ্বাসীর জানা প্রয়োজন।

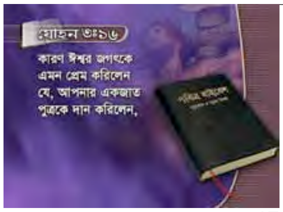

17

(পদঃ যোহন ৩ঃ১৬)
সম্ভবত যোহন ৩ঃ১৬ পদটি সর্বাধিক পরিচিত পদঃ
“কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন,

৩। মহা নিষ্কৃতি

18

যেন যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।" দ্বিতীয়টি হল একটি চমৎকার প্রতিজ্ঞা যা যীশু তাঁর ক্রুশারোপণ ও স্বর্গরোহনের কেবলই পূর্বে করেছিলেনঃ

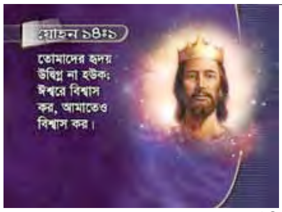

19

(পদঃ যোহন ১৪ঃ১-৩ পদ)"তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক; ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর।

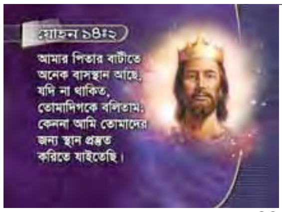

20

আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি।

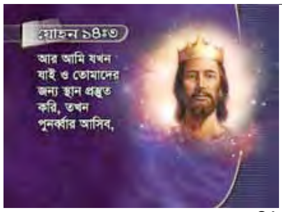

21

আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব,

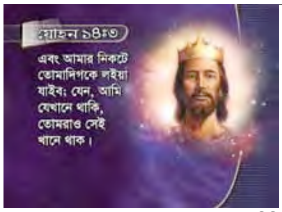

22

এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেই খানে থাক।" যোহন ১৪ঃ১-৩।

23

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, যখনই খ্রীষ্টের অনুসারীদের হতাশা, দুঃখ কষ্ট, অথবা মৃত্যু হুমকি দিয়েছে,

24

এই উজ্জ্বল আশা তাঁর আগমনের প্রতিশ্রুতি তাদের টিকে থাকার শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে।যীশুর অনুগামীরা এই প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতার জন্য সবসময় আগ্রহের সাথে সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন।

৩। মহা নিষ্কৃতি

25

(পদঃ ২তীমথিয় ৪ঃ৭, ৮)
পৌল তার জীবনের শেষ দিকে ঘাতকের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে ঘোষণা করলেনঃ
"আমি উত্তম যুদ্ধে প্রাণপন করিয়াছি, নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়িয়াছি, বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছি।

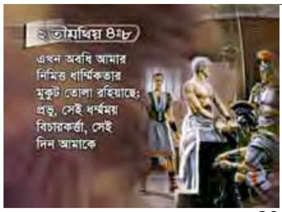

26

এখন অবধি আমার নিমিত্ত ধার্ম্মিকতার মুকুট তোলা রহিয়াছে; প্রভু, সেই ধর্ম্মময় বিচারকর্ত্তা, সেই দিন আমাকে

27

তাহা দিবেন; কেবল আমাকে নয়, বরং যত লোক তাঁহার প্রকাশ প্রাপ্তি ভালবাসিয়াছে, সেই সকলকেও দিবেন।"
২তীমথিয় ৪ঃ৭,৮

28

চুড়ান্ত দিনে পৌল বীরবিক্রমে জল্লাদের তরবারীর সম্মুখীন হতে পেরেছিলেন কারণ খ্রীষ্টের আগমনের প্রতিজ্ঞার প্রতি তার বিশ্বাস ছিল!

29

হ্যাঁ, যীশু আসবেন!
আর বন্ধুগণ, যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন সেই প্রতিজ্ঞা আমাদের সকলের প্রতিও রয়েছে।
যীশু আসবেন!

30

যখন শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তাঁর আগমনের চিহ্ন কি এবং কিভাবে পৃথিবী শেষ হবে, যীশু সেই সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন যা তাঁর আগমনের পূর্বে ঘটবে।

31

(পদঃ মথি ২৪ঃ৪,৫)
আসুন এই সম্পর্কে পাঠ করিঃ
যীশু বললেন, ". . . দেখিও, কেহ যেন তোমাদিগকে না ভুলায়।

৩। মহা নিষ্কৃতি

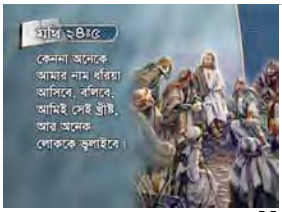

32

কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, বলিবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট, আর অনেক লোককে ভুলাইবে।”
মথি ২৪:৪,৫।
২৪ পদে যীশু এব্যপারটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

33

(পদঃ মথি ২৪ঃ২৪)“কেননা ভাক্ত খ্রীষ্টেরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা উঠিবে, এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইবে যে,

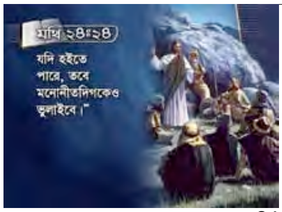

34

যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলাইবে।”

35

আমরা যদি না জানি কি ভাবে পার্থক্য বলতে হয় - কি ভাবে নকল চিহ্নিত করতে হয়-- তাহলে আমরা হয়ত নিজেদের একজন ভণ্ড প্রতারকে সঙ্গে যুক্ত করি এই চিন্তা করে যে, সে–ই খ্রীষ্ট!
যীশু সতর্ক করে দিয়েছেন - এটি ঘটবে! এবং তিনি স্বল্প সংখ্যক অস্পষ্ট প্রতারণার কথা বলছিলেন না।

36

তিনি অবিশ্বাস্যরকমের ছদ্মবেশিতার কথা বলছিলেন, তা এমন ভাবে সতর্কতার সাথে পরিকলপনা ও কার্যকর করা হবে যে প্রায় সমস্ত পৃথিবীই প্রতারিত হবে!আপনারা লক্ষ্য করুণ, এইসব ভণ্ডেরা আশ্চর্য্য কাজ করবে, অসুস্থ্যদের সুস্থ করবে এবং অলৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমানের মাধ্যমে তাদের দাবীসমূহ সমর্থন করবে!

37

প্রকৃত খ্রীষ্টের আগমন সম্পর্কে আমরা ভুল করব না! কেউই তা করতে পারে না। কিন্তু খ্রীষ্টের আগমনের পূর্বে ভণ্ড খ্রীষ্টের দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হতে পারি! এ ব্যাপারে চিন্তা করুন।

38

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের ব্যপারে লোকদের বিভ্রান্ত করবার জন্য দিয়াবল মিথ্যা খ্রীষ্টদের ও মিথ্যা ভাববাদীদের ব্যবহার করবে।

৩। মহা নিষ্কৃতি

39

(পদঃ ২করিন্থীয় ১১ঃ১৩,১৪)“কেননা এরূপ লোকেরা ভাক্ত প্রেরিত, প্রতারক কার্য্যকারী, তাহারা খ্রীষ্টের প্রেরিতদের বেশ ধারণ করে।

40

আর ইহা আশ্চর্য্য নয়, কেননা শয়তান আপনি দীপ্তময় দূতের বেশ ধারণ করে।”

২করিন্থীয় ১১ঃ১৩,১৪।

দিয়াবল এমন কি নিজেই রূপান্তরিত হবে এবং খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের ভাক্ত অভিনয় করবে।

41

(ভিডিওঃ ১৩ সেকেণ্ড) মাঝে মাঝে নিজেকে খ্রীষ্ট বলে দাবী করে কেউ কেউ দৃশ্যপটে আবির্ভুত হয়।

লোকেরা মনে করে খ্রীষ্ট যে ধরণের পোশাক পরতেন তারা হয়তো সেই ধরণের পোষাক পরে।

তারা সদয় ভাবে, সুরেলা কণ্ঠে কথা বলে।

তারা প্রচুর শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে।

তাদেরকে খুব জ্ঞানী মনে হয়।

তাদের কেউ কেউ বিশাল সংখ্যক অনুসারী লোকদের আকৃষ্ট করে যারা বিশ্বাস করে যে খ্রীষ্ট আবার পৃথিবীতে এসেছেন।

তবে এই লোকদের কেউই খ্রীষ্টের নয়।

আমরা আপনাকে তা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

এবং কেন?

এই ধরণের লোককে ঠিক সেই রকমই দেখায় যেরকম যীশুকে দেখায় বলে আপনি ধারণা করেন। তিনি হয়ত সেই রকমই কথা বলেন যে রকম যীশু কথা বলতেন বলে আপনি মনে করেন।

42

তিনি হযরত লোকদের আরোগ্য করেন এবং বিস্ময়কর চিহ্ন ও অদ্ভুত কার্য করেন, আর প্রলোভন হয়তো অত্যধিক হওয়াতে বাইবেলের কথাগুলিকে সন্দেহ করা হয় ।তবে আমরা যা দেখি, যা শুনি, এবং যা অনুভব করি আমাদের সেই অনুভূতিগুলির উপর বিশ্বাস করতে সাহস করব না!

৩। মহা নিষ্কৃতি

43

একজন ব্যক্তি খাঁটি না ভণ্ড তা নির্ধারণের একমাত্র নিরাপদ নির্দেশক হল পবিত্র বাইবেল।

44

আসুন খ্রীষ্টে অতুলনীয় দ্বিতীয় আগমনের কয়েকটি চিহ্ন বা বৈশিষ্টের কথা বিবেচনা করি ফলে আমরা প্রতারিত হব না!

45

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন একটি দৃষ্টিগোচর আগমন।

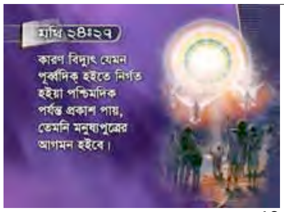

46

(পদঃ মথি ২৪ঃ২৭)“কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিক্ হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে।” মথি ২৪ঃ২৭।

47

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ১ঃ৭)“দেখ তিনি ‘মেঘ সহকারে আসিতেছেন,’ আর প্রত্যেক চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে, . . .”

48

ভণ্ড প্রতারকেরা হয়ত এখানে সেখানে আবির্ভূত হতে পারে, কিন্তু কোন ভণ্ডই আকাশীয় মেঘরথে আসতে পারে না, যাতে তাকে সকলে দেখতে পায়

49

এ পৃথিবীতে যীশু তাঁর কাজ শেষ করার পর, স্বর্গারোহনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

50

তিনি তাঁর ঘনিষ্ট অনুসারীদের নিয়ে জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন, এবং তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের পরামর্শ দিলেন এবং তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানালেন, আর হঠাৎ তাঁকে স্বর্গে তুলে নেয়া হল।

৩। মহা নিষ্কৃতি

51

আসুন এই ঘটনা সম্পর্কে বাইবেল কি বলে তা লক্ষ্য করি।

52

(পদঃ প্রেরিত ১ঃ৯-১১)"এই কথা বলিবার পর তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিতে উর্দ্ধে নীত হইলেন।

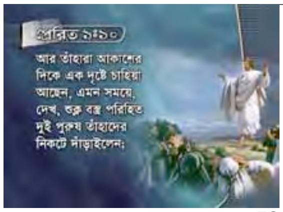

53

আর তাঁহারা আকাশের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে, দেখ, শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন;

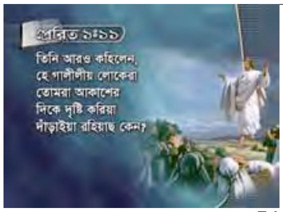

54

তিনি আরও কহিলেন, হে গালীলীয় লোকেরা তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন?

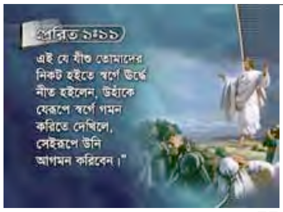

55

এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে উর্দ্ধে নীত হইলেন, উহাঁকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন।"
প্রেরিত ১ঃ৯-১১।

56

দু'জন স্বর্গীয় দূত ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে এসেছিলেন শিষ্যদের সেই নিশ্চয়তা দিতে যে যীশু যে প্রতিজ্ঞাগুলি তাদের দিয়েছিলেন তা পরিপূর্ণ হবে।তাঁরা কি দেখবে সেই সম্পর্কে যীশু সরল ভাষায় বলেছেনঃ

57

(পদঃ লূক ২১ঃ২৭)"আর তৎকালে তাহারা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রম ও মহাপ্রতাপ সহকারে মেঘযোগে আসিতে দেখিবে।" লূক ২১ঃ২৭।

৩। মহা নিষ্কৃতি

58

আপনাকে কারো বলতে হবে না যীশু কখন আসছেন। আপনি তাঁকে মেঘরথে আসতে দেখবেন। তবে আরো কিছু চিহ্ন আছে যেগুলি শয়তান অবিকল নকল করতে পারেনা।খ্রীষ্ট হঠাৎ কোন দূরদেশে আবির্ভূত হবেন না অথবা কোন মহাকাশযানে চড়ে আসবেন না।

59

যীশু নিঃসঙ্গ একাকী আগমন করবেন না--তাঁর আগমন হবে গৌরবময়!

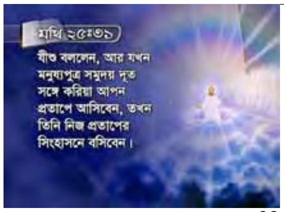

60

(পদঃ মথি ২৫ঃ৩১)
যীশু বললেন, "আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন।"
মথি ২৫ঃ৩১।

61

(পদঃ মথি ২৪ঃ৩১)
যীশু কেন দূতগনকে তাঁর সঙ্গে আনেন? উত্তরে যীশু বলেনঃ
"আর তিনি মহা তূরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন;

62

তাঁহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন।"
মথি ২৪ঃ৩১।

৩। মহা নিষ্কৃতি

63

অবর্ননীয় মহা গৌরবে সমস্ত আকাশ ব্যাপী পবিত্র দূতগণেরা যীশুর সঙ্গে মিলিত হবে।
এখন নিশ্চই আপনারা বুঝতে পারছেন কেন এই সমস্ত লোকেরা যারা নিজেদের খ্রীষ্ট বলে দাবী করে তাদের পক্ষে এই কাজটি করা কত অসম্ভব!
যীশুর আগমন নকল করা তাদের পক্ষে কাজটি হবে অসম্ভব!
কেউ পারে না!
তবে যীশুর আগমনের সঙ্গে আরো কিছু ঘটনা যুক্ত রয়েছে।

64

এটি হবে শ্রুতিগোচর আগমন–আর মৃত ধার্মিকেরা পুনরুত্থিত হয়ে জীবনে প্রবেশ করবে।

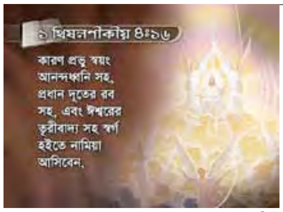

65

(পদঃ ১থিষলণীকীয় ৪ঃ১৬)"কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন,

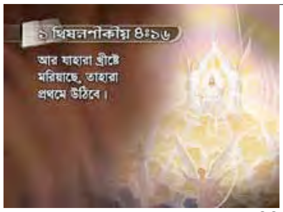

66

আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে।"
১থিষলণীকীয় ৪ঃ১৬।

67

সুতরাং আপনারা লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের আগমন শুধু দৃশ্যমান হবে না, শ্রুতিগোচরও হবে-- প্রত্যেকেই শুনতে পাবে।
সুতরাং ঈশ্বরের ডাক এবং তূরীধ্বনি এতই কর্ণভেদী হবে যে খ্রীষ্টেতে নিদ্রীত ব্যক্তিগণ জাগ্রত হবে এবং তারা কবর থেকে বেরিয়ে আসবে।

68

আপনারা কি তখনকার সেই আনন্দের কথা কল্পনা করতে পারেন যখন কবরগুলি খুলে যাবে এবং প্রিয়জনেরা পুণর্মিলিত হবেন?

৩। মহা নিষ্কৃতি

69

আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন শয়তানের পক্ষে খ্রীষ্টের প্রকৃত দ্বিতীয় আগমন নকল করা কত অসম্ভব হবে?

70

তারপরও আরো সুখবর রয়েছে।খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনে জীবিত ধার্মিকদের প্রতি কি ঘটবে তা লক্ষ্য করুনঃ

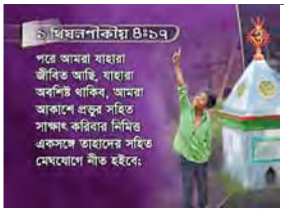

71

(পদঃ ১থিষলণীকীয় ৪ঃ১৭)"পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইবে;

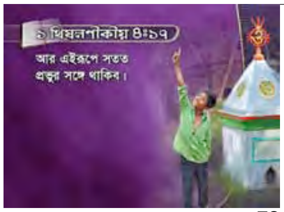

72

আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।"১থিষলণীকীয় ৪ঃ১৭।

73

(ভিডিওঃ ৪ সেকেণ্ড) যীশুর বিশ্বস্ত অনুসারীদের পুনরুত্থিতদের সঙ্গে প্রভুর নিকটে আকাশে তুলে নেয়া হবে। সেই পুনর্মিলন কোন কোন পরিবারের জন্য কতই না আনন্দের হবে।

74

যীশুর আগমনে কি ঘটবে সেই সম্পর্কে সাধু পৌল আরো বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেনঃ

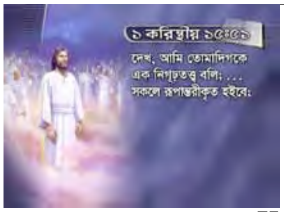

75

(পদঃ ১করিন্থীয় ১৫ঃ৫১-৫৩)"দেখ, আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি; . . . সকলে রূপান্তরীকৃত হইবে;

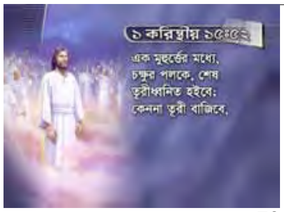

76

এক মুহুর্ত্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তূরীধ্বনিত হইবে; কেননা তূরী বাজিবে,

৩। মহা নিষ্কৃতি

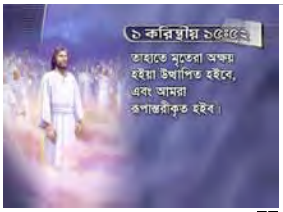

77

তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হইব।

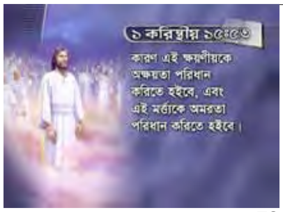

78

কারণ এই ক্ষয়ণীয়কে অক্ষয়তা পরিধান করিতে হইবে, এবং এই মর্ত্ত্যকে অমরতা পরিধান করিতে হইবে।"১করিন্থীয় ১৫ঃ৫১-৫৩।

79

ঈশ্বর খ্রীষ্টের প্রত্যেক অনুসারীকে তাঁর প্রেমের উপহার অনন্ত জীবন দেবেন। অমরত্বের এই উপহার ছাড়া অন্য সব উপহারই মূল্যহীন।

80

(পদঃ ফিলিপীয় ৩ঃ২০,২১)
এবং আরো কিছু আছে যা ঈশ্বর তাঁর লোকদের দেবেনঃ
". . .আমরা ত্রাণকর্ত্তার, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিঃ

81

তিনি আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন।" ফিলিপীয় ৩ঃ২০,২১।
খ্রীষ্টের অনুরূপ একটি দেহ।
আর কোন ব্যাথা অথবা বেদনা-অথবা রোগব্যাধি নয়।
আর ক্োন সংবাদ অধিক আনন্দদায়ক হতে পারে?

82

আর এক শ্রেণীর লোক আছে। দ্বিতীয় আগমন তাদের জন্য সুখবর বয়ে আনবে না। পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ ঝাঁকুনি সম্পর্কে বাইবেল কি বর্ণনা দেয় তা লক্ষ্য করুন।

83

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ৬ঃ১৪-১৭)"আর আকাশমণ্ডল সঙ্কুচ্যমান পুস্তকের ন্যায় অপসারিত হইল,

৩। মহা নিষ্কৃতি

84

এবং সমস্ত পর্ব্বত ও দ্বীপ স্ব স্ব স্থান হইতে চালিত হইল।

85

আর পৃথিবীর রাজারাও মহতেরাও সহস্রপতিগণ ও ধনবানেরা ও বিক্রমিবর্গ

86

গুহাতে ও পর্ব্বতীয় শৈলে আপনাদিগকে লুকাইল;

87

আর পর্ব্বত ও শৈল সকলকে কহিতে লাগিল, 'আমাদের উপরে পতিত হও, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাহাঁর সম্মুখ হইতে এবং মেষশাবকের ক্রোধ হইতে আমাদিগকে লুকাইয়া রাখ' . . .

88

কেননা তাহাদের ক্রোধের মহাদিন আসিয়া পড়িল, আর কে দাঁড়াইতে পারে?"প্রকাশিত বাক্য ৬ঃ১৪-১৭।

89

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ১৬ঃ১৮)"আর বিদ্যুৎ ও শব্দ ও মেঘ ধ্বনি হইল, এবং এক মহাভূমিকম্প হইল,

90

পৃথিবীতে মনুষ্যের উৎপত্তিকাল অবধি যেমন কখনও হয় নাই, এমন প্রচণ্ড মহাভূমি কম্প হইল।"

91

এই ভূমিকম্পে পৃথিবীর শহরগুলো ভেঙ্গে যাবে। সম্ভবত কেউই এই ভূমিকম্প থেকে রেহাই পাবে না যেহেতু এটি খ্রীষ্টের আগমন সূচনা করে! (প্রকাশিত বাক্য ১৬ঃ১৮)

৩। মহা নিষ্কৃতি

92

যীশু সতর্ক করে বলেছেন যে, তাঁর আগমন এমন সময়ে হবে যে সময়ের কথা কেউ কল্পনাও করবেনা। তিনি এও বলেছেন যে লোকেরা তাদের জীবন হাস্যকর আনন্দে নষ্ট করতে ব্যস্ত থাকবে।

93

(পদঃ মথি ২৪ঃ৩০)মথি ২৪ঃ৩০ পদে আমাদের বলা হয়েছে যে যীশু যখন আসবেন, “. . . আর তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে . . .”

94

এই বাক্যগুলোই যীশু বলেছেন যে, যারা ঐ দিনের জন্য প্রস্তুত নয় তাদের প্রতি ঘটবে!
তারা হারিয়ে গেছে এবং এটা তারা জানে!
কি-না করুণ দৃশ্য, যা ভিন্নভাবেও হ’তে পারতো।
বন্ধু, সেই দিন বাস্তবই হবে!
এটা কোন স্বপ্ন কিনা তা দেখার জন্য কেউ জাগ্রত থাকবে না!

95

যীশু যখন আসবেন তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুত হওন অপেক্ষা এ জগতে আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ হ’তে পারে না।
এই পার্থিব সম্পদগুলি যা আমরা অতি যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করি তা কতই না ভঙ্গুর!
একটি মাত্র ভূমিকম্প, আর সব শেষ!

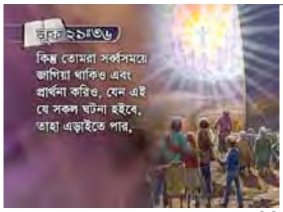

96

(পদঃ লূক ২১ঃ৩৬)“কিন্তু তোমরা সর্ব্বসময়ে জাগিয়া থাকিও এবং প্রার্থনা করিও, যেন এই যে সকল ঘটনা হইবে, তাহা এড়াইতে,

97

এবং মনুষ্যপুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে, শক্তিমান হও।”লূক ২১ঃ৩৬।

98

আসুন আমরা যা শিখেছি যা পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করেছি তা দ্রুত পর্যালোচনা করি।

৩। মহা নিষ্কৃতি

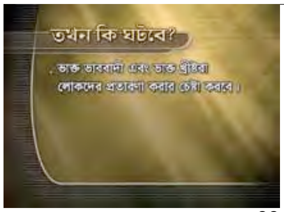

99

ভাক্ত ভাববাদী এবং ভাক্ত খ্রীষ্টরা লোকদের প্রতারণা করার চেষ্টা করবে।

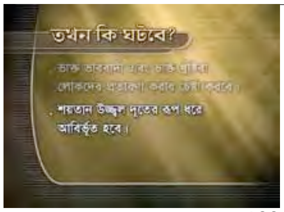

100

শয়তান উজ্জ্বল দূতের রূপ ধরে আবির্ভূত হবে।

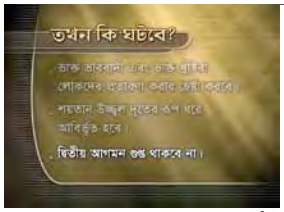

101

দ্বিতীয় আগমন গুপ্ত থাকবে না।

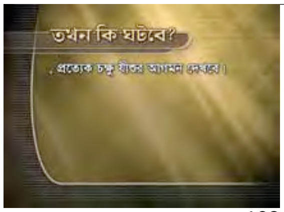

102

প্রত্যেক চক্ষু যীশুর আগমন দেখবে।

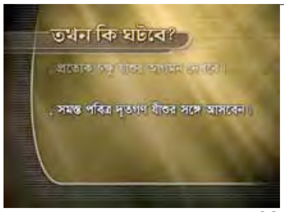

103

সমস্ত পবিত্র দূতগণ যীশুর সঙ্গে আসবেন।

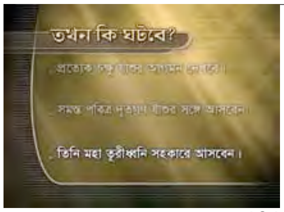

104

তিনি মহা তূরীধ্বনি সহকারে আসবেন।

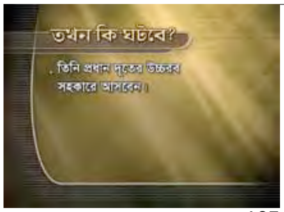

105

তিনি প্রধান দূতের উচ্চরব সহকারে আসবেন।

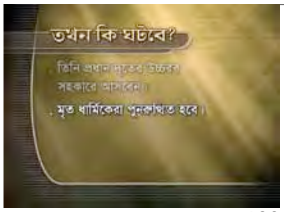

106

মৃত ধার্মিকেরা পুনরুত্থিত হবে।

৩। মহা নিষ্কৃতি

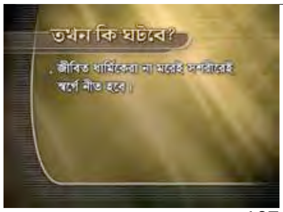

107

জীবিত ধার্মিকেরা না মরেই সশরীরেই স্বর্গে নীত হবে।

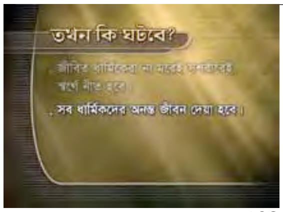

108

সব ধার্মিকদের অনন্ত জীবন দেয়া হবে।

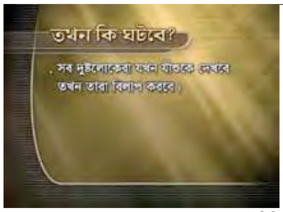

109

সব দুষ্টলোকেরা যখন যীশুকে দেখবে তখন তারা বিলাপ করবে।

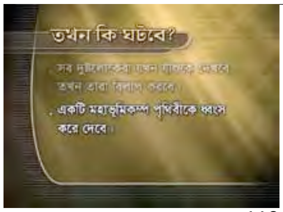

110

একটি মহাভূমিকম্প পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবে।

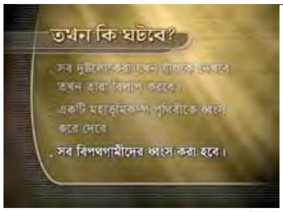

111

সব বিপদগামীদের ধ্বংস করা হবে।

112

কোন মানুষ খ্রীষ্টের রাজকীয় দ্বিতীয় আগমনের অর্ধেকটাও বলতে পারবে না, কোন মানবীয় কলম তা বর্ণনা করতে পারবেনা, কোন মরণশীল মানুষের মস্তিক খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের মহিমা ও গৌরব কল্পনাও করতে পারবে না!

তবুও খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে লেখক ও শিল্পীরা যে সব দৃশ্যগুলি বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন তা আপনাদের সঙ্গে সহভাগ করতে চাই--ঠিক কিরকম হবে--এবং বাইবেলে যে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঠিক তাদের চিন্তার দৃশ্যানুরূপ।

৩। মহা নিষ্কৃতি

113

“এমন এক সময়ে যখন কেউ মনে করবে না, তখনই যীশু আসবেন! ঈশ্বরের রব, বজ্র কণ্ঠে সমস্ত পৃথিবীতে ঘোষণা করবে, তাঁর পুত্রের আগমনের সেই দিন ও সেই ক্ষণের কথা।

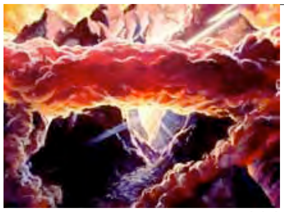
114

“আকাশমণ্ডল সংকুচিত হবে, তাঁর সামনে পৃথিবী কম্পিত হবে, আর প্রত্যেক পর্ব্বত এবং দ্বীপগুলি অবস্থানচ্যুত হবে।

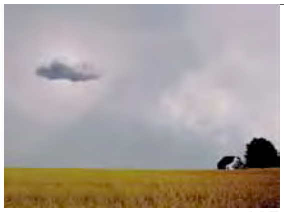
115

“আর তখন পূর্ব আকাশে মানুষের হাতের অর্ধেক আকৃতির একটুকরো মেঘ দেখা যাবে

116

মেঘটি যতই পৃথিবীর কাছে আরও কাছে আসতে থাকবে ততই এটি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকবে, যতক্ষণ না এটি অতি উজ্জ্বল রংধনু সহ প্রকাণ্ড মেঘের রূপ না নেয়।
ঈশ্বরের লোকেরা সেই দৃশ্যের দিকে নির্বাক ভাবে তাকিয়ে থাকবে। এটি কতই না শ্বাসরুদ্ধকর হবে!

117

আকাশ উজ্জ্বল আলোয় ভরে যাবে, সহস্র গুণ সহস্র, অযুত গুণ অযুত দূতগণ যীশু এবং তাঁর সিংহাসনকে ঘীরে থাকবে!

118

এর মহিমায় সমস্ত আকাশ আচ্ছাদিত হবে, যখন তারা পৃথিবীর কাছে আসতে থাকবেন তখন ‘প্রত্যেক চক্ষু’ সেই রাজার আগমনের দিকে নিবদ্ধ থাকবে!কোন কাঁটার মুকুট সেই পবিত্র মস্তকের ক্ষতিসাধন করবে না, বরং গৌরবের মুকুট তাঁর ললাটে শোভিত হবে। আর তার পোশাকে এবং তার সিংহাসনে লেখা থাকবে, ‘রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু।’

৩। মহা নিষ্কৃতি

119

আর পৃথিবীর রাজাগণ, মহামানবেরা, ধনী ব্যাক্তি, প্রধান সেনাপতিরা, ক্ষমতাবান লোকেরা প্রত্যেক ক্রীতদাস এবং স্বাধীন লোকেরা চিৎকার করে ঈশ্বরের মেষশাবক হতে তাদের লুকিয়ে রাখার জন্য পাহাড় পর্ব্বতদের বলবে।

120

"যারা ঈশ্বরের লোকদের নির্যাতন করেছে এবং হত্যা করেছে, এবং যারা খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে, যারা চিৎকার করে বলেছে, 'ওকে ক্রুশে দাও! ওকে ক্রুশে দাও!' যীশুর সামনে দাঁড়াবার জন্য তারা সবাই উঠবে।তাদের হৃদয় গলে যাবে, তাদের হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু কাঁপবে, এবং একটা ভয়ানক হতাশাযুক্ত চিৎকারে বলে উঠবে,

121

'তিনিই ঈশ্বরের পুত্র। তিনিই প্রকৃত মশীহ্ ।'

122

"আর, তারা তাঁর সমস্ত প্রকার গৌরব করবে, এবং তারা তাঁকে ঈশ্বরের ডান পাশে বসে থাকতে দেখবে।

123

যারা 'যীশুই ঈশ্বরের পুত্র' এই দাবীর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে তারা নির্বাক হবে।সেখানে সেই উদ্ধত হেরদ থাকবে যে তাঁর স্বর্গীয় উপাধি নিয়ে ঠাট্টা করেছে এবং তামাসা করার জন্য যীশুকে রাজার মুকুট পরানোর জন্য হুকুম দিয়েছে।

124

এরাই সেই লোক যারা অপবিত্র হাতে তাঁর শরীরে বেগুণীয়া রাজকীয় পোশাক পরিয়েদিয়েছিল, তাঁর পবিত্র মস্তকে কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল, আর তাঁর অপ্রতিরোধ্য হাতে নকল রাজদণ্ড ধরিয়ে দিয়েছিল, এবং ঈশ্বরের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ উপহাস করে তাঁকে নমস্কার জানিয়েছিল।

৩। মহা নিষ্কৃতি

125

“যে লোকেরা জীবনের রাজপুত্রের গায়ে আঘাত করেছিল থুতু দিয়েছিল তারা এখন তাঁর বিদ্ধকারী দৃষ্টি থেকে তাঁর অতি উজ্জ্বল গৌরবময় উপস্থিতি থেকে পালাতে চায়।

126

যারা তাঁর দুই হাতে পায়ে পেরেক পুঁতেছিল, যে সৈন্য তাঁর পাঁজড় বর্ষা দিয়ে বিদ্ধ করেছিল, তারা সেই চিহ্নগুলি আতঙ্ক ও অনুতাপের সঙ্গে দেখবে।

পুরোহিত ও শাসকগণ পরিস্কার ভাবে কালভেরীর ভয়ঙ্কর ঘটনাসমূহ স্মরণ করবে।

আতঙ্কে তারা থর থর করে কাঁপবে, ‘ও অন্যদের রক্ষা করেছে, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না’ এ কথা বলে তারা মাথা নেড়ে কতইনা শয়তানি মহোল্লাসে মেতে উঠেছিল তা তাদের মনে পড়বে।

127

ও যদি ইস্রায়েলের রাজা হয়, তবে ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, তাহলে আমরা বিশ্বাস করব। ও যদি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বর যদি ওর মধ্যে থাকে তা হলে তিনি ওকে রক্ষা করুন।’

128

“যারা খ্রীষ্ট ও তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের হত্যা করেছিল তখন তারা তাদের উপর উদিত গৌরব দেখতে পাবে। মহা আতঙ্কের মধ্যে তারা সাধুদের বিজয়োল্লাস শুনতে পাবে,

129

(পদঃ যিশাইয় ২৫ঃ৯)“‘ . . . এই দেখ, ইনিই আমাদের ঈশ্বর; আমরা ইহাঁরই অপেক্ষায় ছিলাম, ইনি আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন।’”

৩। মহা নিষ্কৃতি

130

(ভিডিওঃ ১১সেকেণ্ড)
“কম্পমান পৃথিবীর মধ্যে, বিদ্যুৎ চমকানো আলোর ঝলকের মধ্যে, এবং বজ্রপাতের মধ্যে ঈশ্বরের পুত্র কবরে ঘুমিয়ে থাকা সাধুদের ডেকে উঠাবেন।

তিনি ধার্ম্মিকদের কবরের দিকে তাকিয়ে দু’হাত স্বর্গের দিকে তুলে তিনি চিৎকার করে বলবেনঃ জাগো, জাগো, জাগো, তোমরা যারা ধুলায় ঘুমিয়ে আছ, ওঠো!”

131

সমস্ত পৃথিবীর মৃতেরা তাঁর রব শুরবে, এবং যারা তাঁর রব শুনবে তারা জীবিত হবে। আর প্রত্যেক জাতি, গোষ্ঠি ও ভাষার সৈন্যদলের পদচারণায় সমস্ত পৃথিবী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে!

132

মৃত্যুর বন্দীশালা থেকে তারা অমর গৌরবোজ্জ্বল পোশাকে বেরিয়ে আসবে, এবং চিৎকার করে বলবেঃ ‘মৃত্যু তোমার হুল কোথায়? মৃত্যু তোমার জয় কোথায়?’

আর জীবিত ধার্মিকগণ ও উত্থাপিত সাধুগণ একত্রিত হয়ে একসঙ্গে উচ্চস্বরে বিজয়োল্লাস করবেন। সমস্ত কলঙ্ক এবং বিকলাঙ্গতা কবরে পড়ে থাববে।

আহঃ কি চমৎকার পরিত্রাণ! দীর্ঘ কথিত, দীর্ঘ প্রত্যাশিত, গভীর আগ্রহের সাথে ধ্যান করা হয়েছে, তবুও কখনওই এটি পুরোপুরি বুঝা যায়নি।

133

“জীবিত ধার্মিকেরা মুহূর্তের মধ্যে, চোখের পলকে রূপান্তরিত হবেন।’ ঈশ্বরের রবে তারা গৌরবান্বিত হবেন; তাদের উত্থাপিত সাধুদের সঙ্গে অনন্ত জীবন দান করা হবে এবং তাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য স্বর্গে তুলে নেয়া হবে।

৩। মহা নিষ্কৃতি

134

দূতগণ তাঁর পূর্বনির্ধারিত চার কোন থেকে একত্রিত হবেন, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে জড়ো হবেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পবিত্র দূতগণ তুলে নিয়ে তাদের মায়ের কোলে তুলে দেবেন।

135

বন্ধুগণ যারা মৃত্যুর কারণে বহুদিন বিচ্ছিন্ন ছিলেন তারা একসঙ্গে মিলিত হবেন, আর কোন দিন বিচ্ছেদ হবে না, আর তারা আনন্দ গান করতে করতে একসঙ্গে ঈশ্বরের নগরে প্রবেশ করবেন।

136

যেমন তারা স্বর্গারোহণ করবেন তখন উচ্চপদস্থ দূতগণেরা চিৎকার করে বলবেন, 'পূণ্য, পূণ্য, পূণ্য, প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।' আর সমস্ত পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকেরা পবিত্র নগরীর দিকে অগ্রসর হতে হতে উচ্চস্বরে বলবেন 'হাল্লেলুয়া'।

137

পবিত্র নগরীতে প্রবেশের পূর্বে পরিত্রাতা তাঁর অনুসারীদের বিজয়ের প্রতীক রাজকীয় মর্যাদায় ভূষিত করবেন।

সমস্ত অগনিত পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টি তাঁর উপর স্থির থাকবে, প্রত্যেক চক্ষু তাঁর গৌরব দেখবে, 'যার চেহারা একদিন যে কোন লোক অপেক্ষা বেশী ক্ষতিকরা হয়েছিল, এবং যার আকৃতি যে কোন মানব সন্তান অপেক্ষা বেশী বিকৃত করা হয়ে ছিল।'

138

যারা বিজয়ী হয়েছেন তাদের মাথায় যীশু তাঁর নিজের হাতে বিজয় মুকুট পরিয়ে দেবেন। প্রত্যেকের জন্য একটা করে মুকুট থাকবে যাতে তার নিজের 'নতুন নাম' লেখা থাকবে এবং মুকুটে খোদাই করে লেখা থাকবে 'পবিত্রতা একমাত্র প্রভুরই'।

অবর্ণণীয় আনন্দে প্রত্যেকের হৃদয় ভরে উঠবে, আর প্রত্যেকটি কণ্ঠ কৃতজ্ঞতায় উচ্চরবে প্রশংসা করবে।

৩। মহা নিষ্কৃতি

139

মুক্তিপ্রাপ্ত জনতার সামনে ঐ পবিত্র নগরী। যীশু মুক্তাখচিত প্রশস্ত তোরন খুলে দেবেন, আর জাতীগণ যারা আজ্ঞাসমূহ পালন করেছেন এবং যীশুতে স্থির থেকেছেন তারা প্রবেশ করবেন। তারা ঈশ্বরের রাজ্য অর্থাৎ পাপের পূর্বে আদম যেখানে ছিলেন সেই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হবেন।

"তারপর সেই রব এমন সুমধুর বাদ্য যন্ত্রের ঝংকারে ভরে উঠবে, যে বাদ্য যন্ত্রের ঝংকার কোনদিন কোন মানুষের কর্ণ শোনেনি, তারা শুনবেঃ 'তোমাদের সংঘর্ষ শেষ হল।'

140

পদঃ মথি ২৫ঃ৩৪)
"আইস, আমার পিতার আশীর্ব্বাদের পাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও।" মথি ২৫ঃ৩৪।

৩। মহা নিষ্কৃতি

141

এই হল আমাদের আশা। এই হল আমাদের গন্তব্য। এই হল আমাদের ভবিষ্যৎ। আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে স্বর্গে চিরদিন বসবাস করতে পারি।

যদি আমরা অনন্ত জীবন হারিয়ে থাকি,
আমরা সবই হারিয়েছি।
যদি আমরা স্বর্গ হারিয়ে থাকি,
আমরা সবই হারিয়েছি।
যদি আমরা আসন্ন খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত না হয়ে থাকি, আমরা পৃথিবীর যুগ পর্যায়ে সবচেয়ে বড় ঘটনা থেকে বঞ্চিত হব।
যীশু বলেন এস . . . ক্ষমার কাছে এস।
করুনার কাছে এস।
পাপের উপর শক্তির কাছে এস।
অনন্ত জীবনের কাছে এস।
এস আমার রাজ্যে প্রবেশ কর।
তাঁর আহব্বানে আপনি কি এখনই বলবেন হ্যাঁ?
যদি আপনি তাঁর রাজ্যে চিরদিনের জন্য বাস করতে চান, এখই দাঁড়াবেন কি, যেমন আমরা প্রার্থনা করি।

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

1

জীবনের রহস্যসমূহ উদঘাটন করুন

2

ধরুন আপনি সমুদ্রের তীরে বাস করেছেন। একদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে মনস্থির করলেন সমুদ্রের বালুময় তীরে হাঁটবেন। এটি একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য।
উদীয়মান সূর্যের রশ্মি জলের উপরে নাচে। ঢেউগুলি তীরে এসে আছড়ে পড়ে।

3

যখন আপনি সমুদ্র সৈকতে নীরবে হাঁটছেন, আপনি লক্ষ্য করলেন আপনার সামনেই বালুর উপরে একজোড়া পায়ের চিহ্ন। তারপর আপনি দেখলেন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জোড়া পায়ের চিহ্ন। সমুদ্র সৈকত বরাবর যতদূর চোখ যায় আপনি তাকালেন কিন্তু কাউকে দেখলেন না।
এই পদচিহ্নগুলি আপনাকে কি ধারণা দেয়? সেগুলি সাধারণ ভাবে এই ধারণা দেয় যে যদিও আপনি কাউকে দেখতে পান না, তবুও কেউ সেখানে ছিল। কেউ আপনার আগেই সমুদ্র সৈকত দিয়ে হেঁটে গেছেন। আপনাকে আর একটি প্রশ্ন করতে চাই।

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

4

যদি আপনি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকান, তাহলে কি দেখতে পাবেন?
ঘাস, গাছ–পালা, পাহাড়-পর্বত, ফুল, নদী,হ্রদ হয়তবা জীবজন্তু দেখতে পাবেন।

5

আর আপনি যেমন ওখানে দাঁড়ান, কিসের উপর আপনি দাঁড়িয়ে আছেন?
হ্যাঁ, আপনি মাটির উপরে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন।

6

উপরের দিকে তাকান, এবং কি দেখতে পাচ্ছেন?

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

7

দিনের বেলা হলে, আপনি হয়ত দেখতে পাবেন, সূর্য, আকাশ, অথবা মেঘমালা।

8

রাতের বেলা, আপনি হয়ত দেখতে পাবেন হাজার হাজার তারা অথবা সম্ভবত্ত চাঁদ।

9

ঠিক কিভাবে এটা এখানে এল?
আপনি কিভাবে এখানে এলেন?
কে আপনাকে তৈরী করেছে?

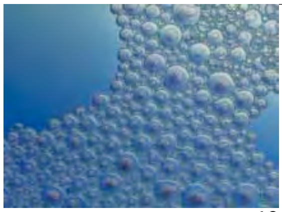
10

কেউ হয়ত বলবেন যে জীবন শুরু হয়েছিল সমুদ্রে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র একটি সরল কোষ দিয়ে
- কোষগুলি বহুকোষী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবিত বস্তুতে পরিনত হয়।
তার পর ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবিত বস্তু লক্ষ লক্ষ বছরে বিবর্তীত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীতে পরিণত হয় যা সমুদ্র থেকে ডাঙ্গায় এসেছিল এবং সেখানে তাদের পা জন্মে।

11

সৌরমণ্ডল, পৃথিবী, এবং সমস্ত জীবিত বস্তু কিভাবে গঠিত হল সে সম্পর্কে লক্ষ লক্ষ লোক সর্ব যুগে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু বিশ্বাস করেছেন।
তারা বিশ্বাস করেন একজন স্রষ্টা-ঈশ্বর এই সব সৃষ্টি করেছেন।
কিন্তু কোন ঈশ্বর?

12

বর্তমানে লোকেরা অনেক দেব-দেবীর আরাধনা করেঃ বুদ্ধ, মোহাম্মদ, সিন্‌তো, হিন্দুদের দেব-দেবী, এবং অন্যান্য।
এই লোকদের দেব-দেবীদের অনুসারীরা দাবী করে যে তাদের লোক বা দেব-দেবীই সর্বস্রেষ্ঠ ঈশ্বর।

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

13

কিন্তু আপনিকি জানে ঐসব দেব-দেবীর কোন একজন কোন দিন কি দাবী করেছেন যে তিনি সবকিছুর স্রষ্টা? একমাত্র পবিত্র বাইবেলের ঈশ্বরই ঈশ্বর।
সুতরাং ঈশ্বর যে সব সৃষ্টির স্রষ্টা সে সম্পর্কে বাইবেল থেকে আমরা অনুসন্ধান করতে যাচ্ছি।

14

যদি আপনি একটি ঘর দেখেন তাহলে আপনি কি কখনও চিন্তা করবেন যে, ঘরটি যে কোন ভাবে নিজে নিজেই তৈরী হয়েছে? না। আপনি চিন্তা করবেন ঘরটি কেউ বানিয়েছে।

15

আপনি যদি একটি রাস্তা দেখেন, আপনি কি মনে করবেন যে রাস্তাটি নিজে নিজেই তৈরী হয়েছে-অথবা কেউ তৈরী করেছে? আর রাস্তা এবং ঘর-বাড়িগুলি পৃথিবী এবং লোক অপেক্ষা অধিক সাধারণ।
সুতরাং আপনি যখন লোকদের দিকে তাকান এবং জীবজন্তুর দিকে তাকান, এবং তারার দিকে তাকান তখন আপনার মনে কি এই ধারণা জন্মে যে কেউ এগুলি সৃষ্টি করেছেন?
কেউ এই বস্তুগুলির নক্সা প্রনয়ন করেছেন, তারপর তাদের তৈরী করেছেন।

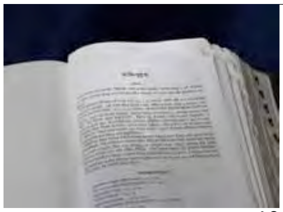
16

আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে শুরু করব যিনি সবকিছুর নক্সা-প্রনেতা এবং স্রষ্টা।
আসুন তাঁর পুস্তক, পবিত্র বাইবেল তাঁর এই পৃথিবী এবং সৌরমণ্ডলের সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে কি বলে তা জানার চেষ্টা করি।
আসুন প্রথম দিনে কি ঘটেছেল তা লক্ষ্য করি।

17

(পদঃ আদি ১ঃ১)
“আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।”
আদিপুস্তক ১ঃ১

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

18

(পদঃ আদিপুস্তক ১ঃ৩)
"পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল।"
আদিপুস্তক ১ঃ৩

19

(লিখনী স্লাইড ২ঃ আদি পুস্তক ১ঃ৪,৫)
"তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন, এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন।

20

আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।" আদি১ঃ৫। সপ্তাহের প্রথম দিন ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি দীপ্তি বা আলো সৃষ্টি করলেন আর দিন ও রাত্রির চক্র শুরু হল।

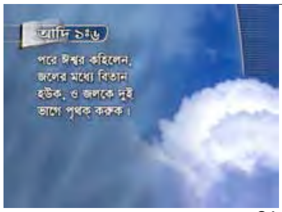

21

(পদঃ আদিপুস্তক ১ঃ৬) দ্বিতীয় দিন
"পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক, ও জলকে দুই ভাগে পৃথক্ করুক।"
আদিপুস্তক ১ঃ৬

22

(পদঃ আদিপুস্তক ১ঃ৭)
". . . তাহাতে সেইরূপ হইল।"
আদিপুস্তক ১ঃ৭

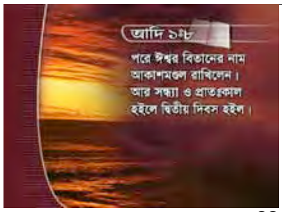

23

(পদঃ আদিপুস্তক ১ঃ৮)
"পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।"
আদিপুস্তক ১ঃ৮
দ্বিতীয় দিনে, ঈশ্বর আমাদের মাথার উপরে আকাশ নির্মাণ করলেন, এবং মেঘ এবং আকাশের জল হতে পৃথিবীর জল পৃথক করলেন।

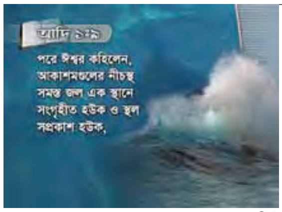

24

(লিখনী স্লাইড ২ঃ আদিপুস্তক ১ঃ৯) তৃতীয় দিন
"পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নীচস্থ সমস্ত জল এক স্থানে সংগৃহীত হউক ও স্থল সপ্রকাশ হউক;

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

25

তাহাতে সেইরূপ হইল।
আদিপুস্তক ১ঃ৯

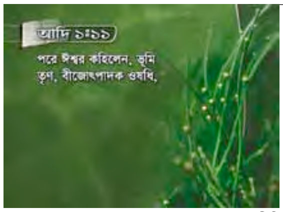

26

(লিখনী স্লাইড ২ঃ আদিপুস্তক ১ঃ১১)
“পরে ঈশ্বর কহিলেন, ‘ভূমি তৃণ, বীজোৎপাদক ওষধি,

27

“ও সবীজ স্বস্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ, ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল।”
আদিপুস্তক ১ঃ১১

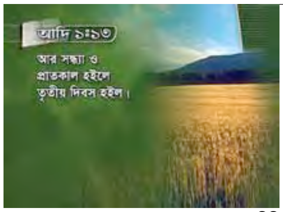

28

(পদঃ আদিপুস্তক ১ঃ১৩)
“আর সন্ধ্যা ও প্রাতকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।”
আদিপুস্তক ১ঃ১৩
তৃতীয় দিনে ঈশ্বর ভূমি সৃষ্টি করলেন; সমুদ্র সৃষ্টি করলেন এবং সমস্ত পৃথিবীতে সজীব বৃক্ষ সৃষ্টি করলেন।

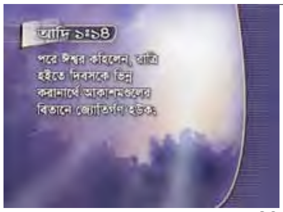

29

(লিখনী স্লাইড ৩ঃ আদিপুস্তক ১ঃ১৪,১৫) চতুর্থ দিন
“পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে ভিন্ন করানার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক;

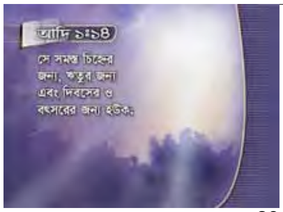

30

সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক;

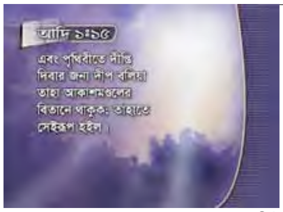

31

এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া তাহা আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক; তাহাতে সেইরূপ হইল।
আদিপুস্তক ১ঃ১৪,১৫

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

32

(লিখনী স্লাইড ২ঃ আদিপুস্তক ১ঃ১৮,১৯)
“এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম।”

33

“আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।”
আদিপুস্তক ১ঃ১৯।
চতুর্থ দিনে ঈশ্বর আকাশে চন্দ্র এবং সূর্য নির্মাণ করলেন। তিনি তারকারাজিও সৃষ্টি করলেন।

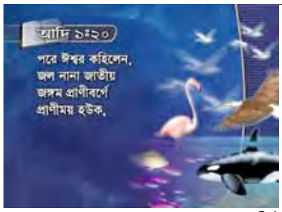

34

(লিখনী স্লাইড ২ : আদিপুস্তক ১ঃ২০) পঞ্চম দিন
পঞ্চম দিনে ঈশ্বর কি সৃষ্টি করেছিলেন?
“পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে প্রাণীময় হউক,

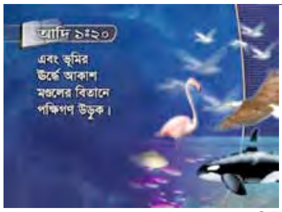

35

এবং ভূমির উর্দ্ধে আকাশ মণ্ডলের বিতানে পক্ষিগণ উড়ুক।”
আদিপুস্তক ১ঃ২০।

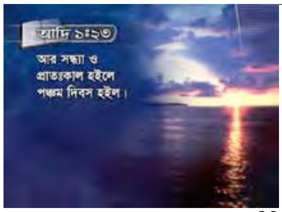

36

(পদঃ আদিপুস্তক ১ঃ২৩)
“আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।”
আদিপুস্তক ১ঃ২৩। পঞ্চম দিনে, বাইবেল বলে, ঈশ্বর পাখি এবং মাছ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী সৃষ্টি করলেন।

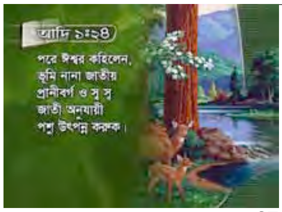

37

(লিখনী স্লাইড ২ : আদিপুস্তক ১ঃ২৪) ষষ্ঠ দিন
ষষ্ঠ দিনের সৃষ্টি অন্যান্য দিনের সৃষ্টি কার্য অপেক্ষা অধিক গরুত্বপূর্ণ ছিলঃ
“পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানা জাতীয়

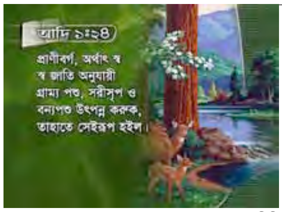

38

প্রাণীবর্গ, অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু, সরীসৃপ ও বন্যপশু উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল।”
আদিপুস্তক ১ঃ২৪

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

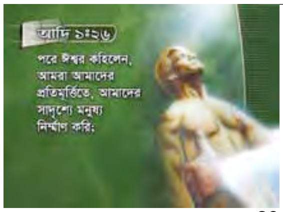

39

(লিখনী স্লাইড ৫ ঃ আদিপুস্তক ১ঃ২৬,২৭)
"পরে ঈশ্বর কহিলেন, 'আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি;

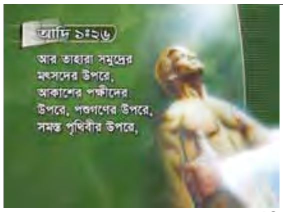

40

আর তাহারা সমুদ্রের মৎসদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে,

41

ও ভূমিতে গমণশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুক।"
আদি পুস্তক ১ঃ২৬

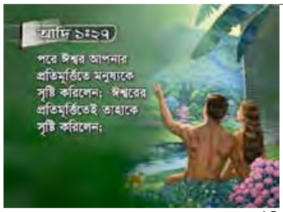

42

পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন,

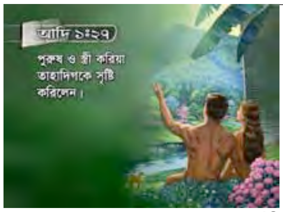

43

পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।"

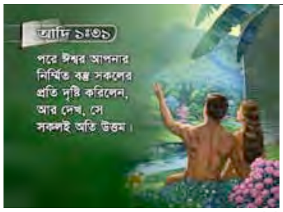

44

(লিখনী স্লাইড ২ ঃ আদিপুস্তক ১ঃ ৩১)
"পরে ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম।

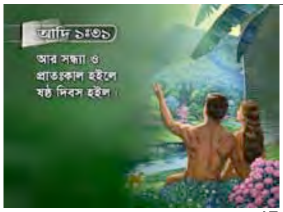

45

আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।"
আদিপুস্তক ১ঃ৩১
ষষ্ঠ দিন এই দিনে ঈশ্বর প্রাণী সৃষ্টি করলেন, এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ বা মানব জাতি তৈরী করলেন।

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

46

আদম এবং হবা এমনি ভাবে ক্রমবিকশিত বিকশিত হয়নি অথবা দৈবক্রমে আবির্ভূত হয়নি। বাইবেল বলে যে, ঈশ্বর তাঁর নিজ প্রতিমূর্ত্তিতে তাদের দেহের রূপরেখা তৈরী করেছেন।

47

তিনি একজন মহা প্রকৌশলী–মহারূপরেখা প্রনেতা–যিনি আমাদের অস্তিত্ব প্রদান করেছেন! সপ্তম দিনে, ঈশ্বরের সৃষ্টি কার্য্য শেষ হল, সুতরাং তিনি বিশ্রাম নিলেন। এবং তিনি সপ্তম দিনকে বিশ্রাম দিনরূপে পৃথক করলেন।

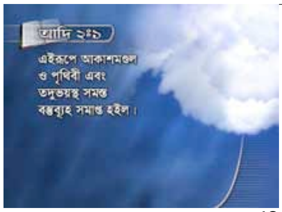

48

(লিখনী স্লাইড ৩ ঃ আদিপুস্তক ২ঃ১,২)
"এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল।

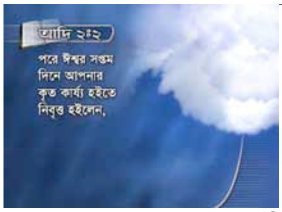

49

পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন,

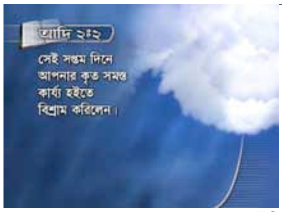

50

সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।"
আদি ২ঃ১,২

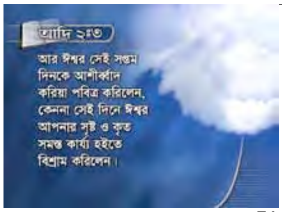

51

আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিনে ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।"
সপ্তম দিন ঈশ্বরের সৃষ্ট এই বিশ্রাম দিন সম্পর্কে পরবর্তী সভায় আমরা আরও বলব।

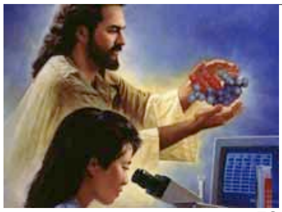
52

সুতরাং এই পৃথিবী এবং মানব জাতি সহ পৃথিবীর সবকিছু ঈশ্বর কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সেই সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করলাম।

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

53

আসুন আরও কাছ থেকে দেখি তিনি প্রকৃত পক্ষে কেমন বিস্ময়কর রূপকার এবং স্রষ্টা।

54

মানব শরীর আমাদের কাছে শরীরের বিস্ময়কর রূপ এবং এর রূপকার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়।

55

মানব শরীরের মাত্র একটা অংশ, - চোখের কথাই ধরিঃ

56

(ভিডিওঃ ১০ সেকেণ্ড)
বিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে চোখের কর্নিয়া এবং লেন্স পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ক্যামেরা অপেক্ষা উন্নত ভাবে তৈরি, এটিকে ছোটদের খেলনার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

57

চোখ আলোকে বার্তায় রূপান্তরিত করে আর মস্তিষ্ক এমন ভাবে বোঝে যে পৃথিবীর সর্বাধিক উন্নত বিজ্ঞানাগারে এর মত একটি চোখ তৈরি করতে পারে না। মস্তিষ্কের কোষসমূহ এই বার্তাগুলিকে দেখার অলৌকিতায় পরিণত করে–এটি এমনই যে পৃথিবীর আর অন্য কিছু এর ধারে কাছেও সম্পন্ন করতে পারে না।

58

মানব চক্ষু প্রেমময় স্রষ্টার সম্পর্কে সাক্ষ্যদেয় যিনি চান আমরা যেন তার সৃষ্ট সৌরমণ্ডলের অপার সৌন্দর্য দেখতে পাই।
বিস্মিত হয়ে গীতসংহিতা রচয়িতা লিখেছেনঃ

59

(পদঃ গীতসংহিতা ১৩৯:১৪)
“আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মিত;

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

60

তোমার কর্ম্ম সকল আশ্চর্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে।" গীতসংহিতা ১৩৯:১৪।
মানুষের শরীর ও মন খুব জটিল আর একমাত্র মহা জ্ঞানী নকসাকারী এর নক্সা আঁকতে পারেন।

61

তবে বাদবাকী সৌরমণ্ডলের অবস্থা কি? সমস্ত সৌরমণ্ডলের রূপকার যে ঈশ্বর তার প্রমান হিসাবে আমাদের কি আছে?

62

সুসমাচার বিষয়ক ভাববাদী, যিশাইয়, আমাদের চারিদিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলেছেন এবং ঊর্দ্ধে আকাশে তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলেছেন।

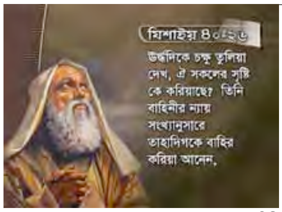

63

(লিখনী ২ স্লাইড: যিশাইয় ৪০:২৬)
"ঊর্দ্ধদিকে চক্ষু তুলিয়া দেখ, ঐ সকলের সৃষ্টি কে করিয়াছে? তিনি বাহিনীর ন্যায় সংখ্যানুসারে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনেন,

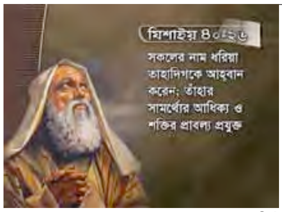

64

সকলের নাম ধরিয়া তাহাদিগকে আহ্বান করেন; তাঁহার সামর্থ্যের আধিক্য ও শক্তির প্রাবল্য প্রযুক্ত;

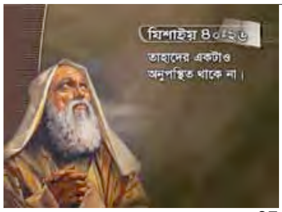

65

তাহাদের একটাও অনুপস্থিত থাকে না।" যিশাইয় ৪০:২৬

66

আপনি কি কখনও আকাশের দিকে তাকিয়েছেন, আপনার মাথার উপরে অগণিত তারকারাজির দিকে তাকিয়েছেন? আপনি কি মনে মনে নিজেকে কখনও প্রশ্ন করেছেন যে এগুলো সব কোথা থেকে আসতে পারে অথবা কখন কি বিস্মিত হয়েছেন যে এগুলোর সংখ্যা কত হতে পারে?

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

67

ঈশ্বর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা এগুলির বিশালতা সম্পর্কে আমাদের অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝতে সাহায্য করবে।
আরবীয় ও যিহূদী জাতির পিতা, অব্রাহামকে একবার ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল, এবং সমস্ত তারকামালা গুণতে বলা হল।

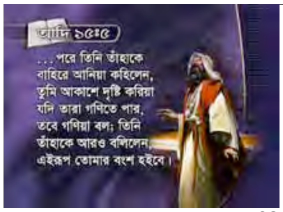

68

(পদঃ আদিপুস্তক ১৫ঃ৫)
"পরে তিনি তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন, তুমি আকাশে দৃষ্টি করিয়া যদি তারা গণিতে পার, তবে গণিয়া বল; তিনি তাঁহাকে আরও বলিলেন, এইরূপ তোমার বংশ হইবে।" আদিপুস্তক ১৫ঃ৫

69

সম্প্রতি একজন মহাকাশ গবেষক বলেছেন যে যদি আপনি পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র সৈকতের সমস্ত বালু কনা গুণতে পারেন, তাহলে তার সংখ্যা হবে মহাকাশের তারকা সংখ্যার কাছাকাছি একটি সংখ্যা।

70

এরপর আপনি যখন সমুদ্র সৈকতে থাকবেন; এক বালতি বালুকনা গণনা করার চেষ্টা করুন। আপনাকে প্রচুর সময় দেয়া হলে ভাল হবে।
রাজা দায়ূদ যা বলেছেন তা কি আশ্চর্য্য নয়,

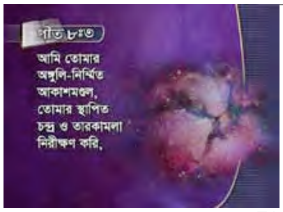

71

(লিখনী ২ স্লাইডঃ গীতসংহিতা ৮ঃ৩,৪)
"আমি তোমার আঙ্গুলি-নির্ম্মিত আকাশমণ্ডল, তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও তারকামলা নিরীক্ষণ করি,

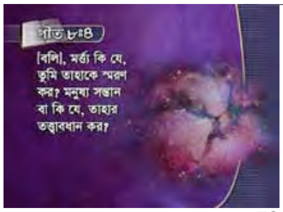

72

[বলি], মর্ত্ত্য কি যে, তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্য সন্তান বা কি যে, তাহার তত্ত্বাবধান কর? গীতসংহিতা ৮ঃ৩, ৪।

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

73

(ভিডিওঃ ২০ সেকেণ্ড) আপনি কি কখনও মনে মনে এমন কথা ভেবেছেন যে একজন শক্তিশালী ঈশ্বর যিনি এতবড় সৌরমণ্ডল নিয়ন্ত্রন করছেন এবং পরিচালনা করেছেন তিনি এই মর্তে আমাদের কথা এবং আমাদের সমস্যার কথা প্রকৃতপক্ষে চিন্তা করেন?
তবুও যীশু এ কথাই বলেছেন যে একটি চড়ুই পাখিও ঈশ্বরের নির্দেশ ছাড়া মাটিতে পড়ে না।

74

(পদঃ মথি ১০ঃ৩১)
"অতএব ভয় করিও না, তোমরা অনেক চড়াই পাখী হইতে শ্রেষ্ঠ।"
আর ঈশ্বরের প্রেম এবং যত্নের উপর অধিক গুরুত্বদেবার জন্য যীশু বলেছেন,

75

(পদঃ মথি ১০ঃ৩০)
"কিন্তু তোমাদের মস্তকের কেশগুলিও সমস্ত গণিত আছে।"
মথি ১০ঃ৩০।
কি মহান ঈশ্বর!

76

কোন্ অধিকারে বাইবেলের ঈশ্বর দাবী করেন যে প্রত্যেক নর-নারীকে একমাত্র তাঁকেই উপাসনা করা উচিত?
বাইবেলের ঈশ্বর এবং খ্রীষ্ট ধর্ম দাবী করে যে তিনিই আমাদের উপাসনার এবং আরাধনার একমাত্র অধিকারী কারণ তিনিই স্রষ্টা-ঈশ্বর।

77

তিনি যা দাবী করেন তিনি যদি তাই হন, এবং তিনিই যদি স্রষ্টা হন, তাহলে তিনি আমাদের উপাসনা পাবার প্রত্যাশা করতে পারেন, এতে আপনি কি একমত?

78

খ্রীষ্টের শিষ্যদের একজন, এবং বাইবেলের শেষ পুস্তক প্রকাশিত বাক্যের লেখক, যোহন যখন ক্ষুদ্র পাটম্ দ্বীপে দর্শন পান, সে খানে দর্শনে তাকে স্বর্গীয় সিংহাসনের দৃশ্য দেখানো হয়। তিনি কি দেখেছিলেন তা লক্ষ্য করুনঃ

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

79

(লিখনী ৪ স্লাইডঃ প্রকাশিত বাক্য ৪ঃ১০,১১)
“তখন যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে ঐ চব্বিশ জন প্রাচীন প্রণিপাত করিবেন,

80

এবং যিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত, তাঁহার ভজনা করিবেন, আর আপন আপন মুকুট সিংহাসনের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিবেন,

81

‘হে আমাদের প্রভু ও আমাদের ঈশ্বর তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহনের যোগ্য;

82

কেননা তুমিই সকলের সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছাহেতু সকলই অস্তিত্বপ্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়াছে।”
প্রকাশিত বাক্য ৪ঃ১০, ১১।

83

ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে এইসব বৃদ্ধেরা তাঁর প্রশংসা করছেন এবং তাঁর আরাধনা করছেন, কারণ তিনিই স্রষ্টা। এই একই কারণে আমাদের উর্দ্ধে স্বর্গীয় ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত।

84

একমাত্র তিনিই সমস্ত বিশ্ব এবং আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু, তারপরও আপনি হয়ত জিজ্ঞাস করবেন, ঈশ্বর যে স্রষ্টা এ ব্যাপারে আর কি প্রমান আছে? ঈশ্বর নিজেই আমাদের বলেছেন যে আমাদের চারিপাশে অনেক প্রমাণ আছে যা বলে দেয় যে তিনি আমাদের নির্মাতা।

85

(লিখনী ২ স্লাইডঃ রোমীয় ১ঃ২০)
“ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব,

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

86

জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্য্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে।”
রোমীয় ১ঃ২০
জগত সৃষ্টির শুরু থেকে, সমস্ত সৃষ্টবস্তু সেই সাক্ষ্য বহন করে আসছে যে ঈশ্বরই সমস্ত বস্তুর নির্মাতা।

87

ঠিক বালুতে রেখে যাওয়া সেই পদ চিহ্নের মত। আমরা জেনেছি যে সেখানে কোন একজন ছিলেন যদিও সেই ব্যক্তিকে আমরা কখনও দেখিনি।

88

আর আপনি যখন আপনার চারিপাশের সমস্ত বস্তুর দিকে তাকান যা হতে পারে কোন একজন ব্যক্তি দ্বারা সৃষ্ট, ঐ সব বস্তু ঐ সব পদাচিহ্নের মত যা আপনাকে বলেদেয় অবশ্যই কেউ একজন আছেন যিনি এই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন।

89

ঈশ্বর, বাইবেলে যাকে পিতা বলা হয়েছে, সৃষ্টি কার্য্যে তিনি একা ছিলেন না।

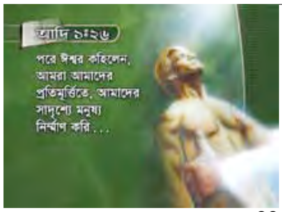

90

(পদঃ আদিপুস্তক ১ঃ২৬)
আদিপুস্তকে বলা হয়েছে, “পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি...”
সুসমাচার প্রচারক যোহন কথাটির আরও ব্যাখ্যা করেছেন।

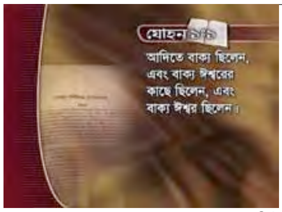

91

(লিখনী ৩ স্লাইডঃ যোহন ১ঃ১-৩)
“আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।

92

তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন।

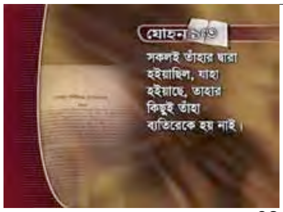

93

সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই।”

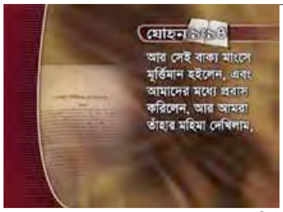

94

(লিখনী ২ স্লাইডঃ যোহন ১ঃ১৪)
“আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম,

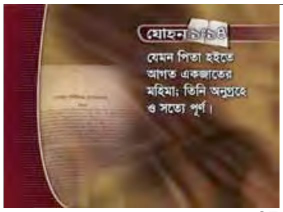

95

যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ।”
যোহন ১ঃ১৪।

96

ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে আমরা যা জানি পবিত্র বাইবেল তাই বলেঃ ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র, এবং ঈশ্বর পবিত্র আত্মা। ঈশ্বরত্বের মধ্যে তিন ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান, সকলের চিন্তা এক, তথাপি সকলে আলাদা।

97

যীশু সমস্ত সৃষ্টি কাজে পিতাকে সহযোগিতা করেছেন।

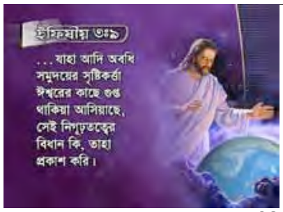

98

(পদঃ ইফিষীয় ৩ঃ৯)
“যাহা আদি অবধি সমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের কাছে গুপ্ত থাকিয়া আসিয়াছে, সেই নিগূঢ়তত্ত্বের বিধান কি, তাহা প্রকাশ করি; উদ্দেশ্য এই, যেন এখন মণ্ডলী দ্বারা স্বর্গীয় স্থানস্থ আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব সকলকে ঈশ্বরের বহুবিধ প্রজ্ঞা জ্ঞাত করা যায়, যুগপর্য্যায়ের সেই সঙ্কল্প অনুসারে যে সঙ্কল্প তিনি আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে করিয়াছিলেন।”
প্রত্যেকটি সুন্দর ও নিখুঁত উপহার যা এযাবৎ মানুষ পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে পাবে তা মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের দান আর এই আশীর্বাদগুলি সুপ্রাপ্য।

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

99

ঈশ্বর মানবজাতিকে শুধুমাত্র তাঁর প্রতিমূর্তি দিয়েই সৃষ্টি করেননি এবং শুধু মাত্র বসবাসের জন্য এই সুন্দর পৃথিবী দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি মানুষের প্রয়োজনের ব্যাপারেও
চিন্তাশীলঃ

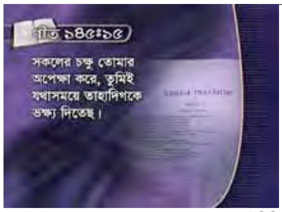

100

(পদঃ গীতসংহিতা ১৪৫ঃ১৫.১৬)
"সকলের চক্ষু তোমার অপেক্ষা করে, তুমিই যথাসময়ে তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিতেছ।

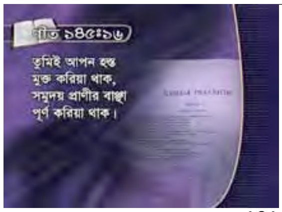

101

তুমিই আপন হস্ত মুক্ত করিয়া থাক, সমুদয় প্রাণীর বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক।"
গীতসংহিতা ১৪৫ঃ১৫,১৬।

102

আসুন ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট প্রাণীদের প্রয়োজনের প্রতি কতটা যত্নশীল তা বোঝার জন্য কয়েকটি দিক লক্ষ্য করি।
আপনি জল পান করেন সেই জলের কথাই ধরুন। এটি পিরামিড অপেক্ষা পুরাতন--পাহাড় সম পুরাতন।

103

জল ময়লা আবর্জনা বা রাসায়নিক বস্তুর দ্বারা দূষিত হতে পারে, কিন্তু সূর্য সেই জলকে বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে তুলে নেয়,

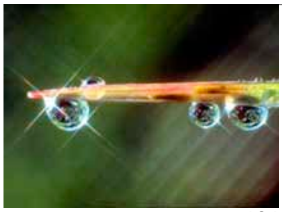
104

আর এটি বিশুদ্ধ হয় এবং বার বার ব্যবহার যোগ্য হয়, এবং বৃষ্টি, শিশির, অথবা বরফের আকারে পরিবেশিত হয়।
ঈশ্বর কি অসাধারণ পানি চক্রের নক্‌সা অংকন করেছেন!

105

আকাশে ঈশ্বরের আর একটি মহাশক্তি প্রকল্প রয়েছে - সেটি হল সূর্য!
এক মুহূর্ত চিন্তা করুনঃ

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

106

যদি সূর্য আর একটু বড় হত অথবা পৃথিবীর আর একটু কাছে হত তা হলে আমাদের মহাসাগর গুলি বাষ্প হয়ে শুকিয়ে যেত।

107

যদি সূর্য একটু ছোট হত অথবা সামান্য দূরে হত তা হলে, আমাদের বায়ুমণ্ডল ঠাণ্ডায় জমে যেত। আর তা হলে, পৃথিবীতে জীবনের অস্তি ত্ব থাকত না।কিন্তু ঈশ্বর শুধু সব কিছু সৃষ্টিই করেননি, তিনি সব কিছু চালিয়ে রাখেন।

যে বাতাস আমরা গ্রহন করি তা ঈশ্বরের দেয়া উপহারঃ বাইবেল বলে,

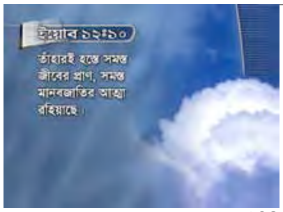

108

(পদঃ ইয়োব ১২ঃ১০)
"তাঁহারই হস্তে সমস্ত জীবের প্রাণ, সমস্ত মানবজাতির আত্মা রহিয়াছে।"
ইয়োব ১২ঃ১০।

109

ঈশ্বর সমস্ত সৌরমণ্ডলের নক্সা এঁকেছেন, এবং এই পৃথিবীতে শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের জীবন ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য বাতাসের সঠিক সূত্র এক মাত্র তিনিই জানতেন।

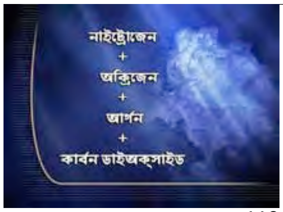

110

বায়ুমণ্ডলে ঠিক কি পরিমানে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আর্গন, এবং কার্বনডাই আক্সাইড আছে তা তিনি জানতেন। যা নিশ্চিতভাবে কিছুতেই আপনা আপনি হ'তে পারে না।

111

আমাদের প্রকৃতিতে বিস্ময়ের কোন শেষ নেই–ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণীর প্রতি তাঁর যত্নের কোন শেষ নেই।পাখির দেশান্তরের কথা চিন্তা করুন, এটি প্রকৃতির বড় বড় ধাঁ ধাঁগুলির একটি ।

112

যে পাখিটির ওজন এক আউন্সের কম সেটি কি করে হাজার হাজার মাইল দূরে বিরামহীন ভাবে উড়ে তাদের গন্তব্য স্থলে পৌছায় যে স্থান তারা পূর্বে কোনদিন দেখেনি?

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

113

কি করে মাছ ১,২০০ মাইল দূর থেকে মানচিত্র বিহীন সমুদ্রের মধ্যে জলশ্রোত খুঁজে পায় যে খানে তাদের জীবন শুরু হয়েছিল? তারা কিভাবে শিখলো কখন এবং কোথায় যেতে হবে?

114

কে মৌমাছিকে বিস্ময়কর মধুরচাক তৈরী করার প্রকৌশলী বিদ্যা শিক্ষা দিল, যাদের মস্তিষ্ক এক আলপিনের মাথার চেয়ে বড় নয়?
এ সমস্তের পিছনে প্রধান রূপকার কে?
ইয়োব বলেনঃ

115

(লিখনী স্লাইড ৩ঃ ইয়োব ১২ঃ৭-৯)
“পশুদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে শিক্ষা দিবে; আকাশের পক্ষীগণকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে বলিয়া দিবে;

116

অথবা, পৃথিবীকে বল, সে তোমাকে শিক্ষা দিবে; অথবা সমুদ্রের মৎসগণ তোমাকে বলিয়া দিবে।

117

এ সকল দেখিয়া কে না জানে যে, সদাপ্রভুরই হস্ত ইহা সম্পন্ন করিয়াছে।”
ইয়োব ১২ঃ৭-৯।
হ্যাঁ, ঈশ্বরই এ সকল করেছেন!
বাস্তবিক পক্ষে, আমাদের ঈশ্বরকে আরাধনা করা কর্তব্য এটি এই তথ্যের উপরে স্থাপিত যে, তিনিই আমাদের স্রষ্টা, আর সমস্ত বস্তু তাদের অস্তিত্বের জন্য তাঁর কাছে ঋণী।

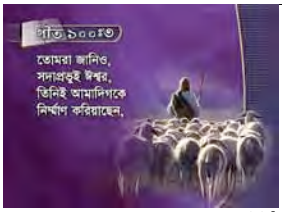

118

(লিখনী স্লাইড ৩ঃ গীতসংহিতা ১০০ঃ৩)
“তোমরা জানিও, সদাপ্রভুই ঈশ্বর, তিনিই আমাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন,

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

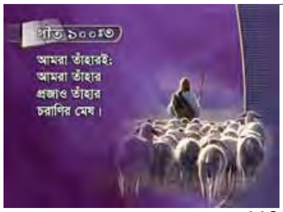

119

আমরা তাঁহারই; আমরা তাঁহার প্রজাও তাঁহার চরাণির মেষ।" গীতসংহিতা ১০০ঃ৩।
ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজন জানেন, আর আমাদের প্রয়োজনানুসারে দান করবার ক্ষমতা তাঁর আছে!

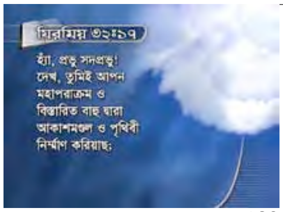

120

(লিখনী স্লাইড ২ঃ যিরমিয় ৩২ঃ১৭)
যিরমিয় বলেন, "হ্যাঁ, প্রভু সদপ্রভু! দেখ, তুমিই আপন মহাপরাক্রম ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছ;

121

তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।"

122

এটি কি আপনার মনে শান্তি দেয়না জেনে যে, এই সৌরমণ্ডলের সব কিছুই ঈশ্বর নিয়ন্ত্রন করতে পারেন এমন কি আপনার ব্যক্তিগত জীবনও?
সৌরমণ্ডলীর কোন সমস্যাই ঈশ্বরের কাছে অতি ছোট নয়!। ঈশ্বর সব কিছুই জানেন–এমন কি তিনি সময়ের পূর্ব্বেই জানেন।

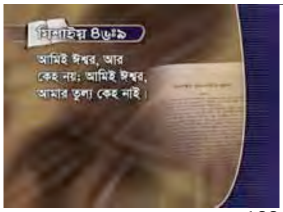

123

(লিখনী স্লাইড ২ঃ যিশাইয় ৪৬ঃ৯)তিনি বলেন, "আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয়; আমিই ঈশ্বর, আমার তুল্য কেহ নাই।

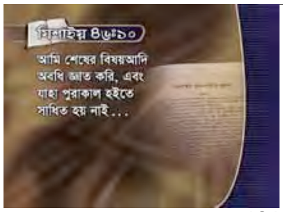

124

আমি শেষের বিষয়আদি অবধি জ্ঞাত করি, এবং যাহা পুরাকাল হইতে সাধিত হয় নাই।"
যিশাইয় ৪৬ঃ১০।

125

এই কথা জেনে আমরা কতই না শান্তি ও নিশ্চয়তা পেতে পারি যে আমাদের প্রতি এমন কিছুই ঘটতে পারে না যা ঈশ্বর প্রতিকার করতে পারেন না। কিন্তু সবকিছুর চেয়ে সর্ব্বোত্তম হ'লো

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

126

(পদঃ ১ যোহন ৪ঃ৮)
“ঈশ্বর প্রেম।”
যীশু বলেছেনঃ

127

(পদঃ যোহন ১৬ঃ২৭)“পিতা আপনি তোমাদিগকে ভালবাসেন . . . ”

128

(ভিডিওঃ ১০ সেকেণ্ড) এটি কি আপনাকে বিস্মিত করেনা যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যিনি এই প্রকাণ্ড সৌরমণ্ডল সম্পূর্ণ ভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং ধরে রেখেছেন তিনি আপনার ব্যাপারেও যত্নশীল হতে পারেন? ঈশ্বরের সীমাহীন শক্তি, তাঁর গভীর জ্ঞান, এবং তাঁর সর্ব্বস্থানে বিরাজ করার ক্ষমতা এটি ধ্যান করা বিহ্বলতার বিষয়। তবে প্রেম একটা বিষয় যা আমরা বুঝতে পারি। আর এই বিশ্বে এমন কিছুই, নেই যা আমাদের ঈশ্বরের প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে!

129

(লিখনী স্লাইড ৪ঃ রোমীয় ৮ঃ৩৮,৩৯)
“কেননা আমি নিশ্চয় জানি, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল,

130

কি উপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবী বিষয় সকল,

131

কি পরাক্রম সকল, কি উর্দ্ধ স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

132

ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে পৃথক্ করিতে পারিবে না।” রোমীয় ৮ঃ৩৮, ৩৯।

133

যখন আমরা ভালবাসার যোগ্য হই তখন ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন কিন্তু যখন আমরা ভালবাসার অযোগ্য হই তখনও ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন। আপনি কি তা অনুভব করেন? আমরা কালো হই আর ফর্সা হই, পুরুষ হই আর স্ত্রী হই, সুন্দর হই অথবা কুৎসিত হই ঈশ্বর আমাদের সকলকেই ভালবাসেন। তাঁর মত এজগতে আর কেউ নেই!

এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তিনি আমাদের চিরদিন ভালবাসেন!

134

(পদঃ যিরমিয় ৩১ঃ৩)“আমি ত চিরপ্রেমে তোমাকে প্রেম করিয়া আসিতেছি।”

135

(পদঃ গীতসংহিতা ১০০ঃ৫)

দায়ুদ লিখেছেনঃ “কেননা সদাপ্রভু মঙ্গলময়; তাঁহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী।”

গীতসংহিতা ১০০ঃ৫।

ঈশ্বর আমাদের কখনো পরিত্যাগ করেন না! প্রতিটি মুহূর্ত আমরা বেঁচে থাকি এবং তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন! তিনি কখনো আমাদের ছেড়ে যাবেন না!

এবং এর পরেও তাঁর প্রেম সম্পর্কে যদি আমাদের মনে সন্দেহ জাগে ঈশ্বর এটি এমন সহজ শব্দ ব্যাখ্যা করে থাকেন যাতে আমরা সহজে বুঝতে পারিঃ

136

(লিখনী স্লাইড ৩ঃ যিশাইয় ৪৯ঃ১৫,১৬)

“স্ত্রীলোক কি আপন স্তন্যপায়ী শিশুকে ভুলিয়া যাইতে পারে? আপন গর্ভজাত বালকের প্রতি কি স্নেহ করিবে না?

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

137

বরং তাহারা ভুলিয়া যাইতে পারে, তথাপি আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব না।

138

দেখ, আমি আপন হস্তের তালুতে তোমার আকৃতি লিখিয়াছি.... ।" যিশাইয় ৪৯ঃ১৬।

139

ঈশ্বর মানুষের কাছে তাঁর প্রেম প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, তবে ভাববাদী এবং দূতগণের কাছে লিখিত ও প্রেরিত বার্তাসমূহই যথেষ্ট ছিল না। আমরা বার্তাটি গ্রহন করিনি।

140

সুতরাং ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে প্রেরন করলেন। যীশুই ছিলেন তাঁর পিতার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের নিখুঁত প্রকাশ।

141

(পদঃ যোহন ১৪ঃ৯)
তিনি বলেছেন, "যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে।"

142

যদি আমরা প্রকৃত পক্ষে জানতে চাই ঈশ্বর কেমন এবং আমাদের প্রতি তাঁর অনুভূতি কেমন, তা হলে আমাদের যীশুর জীবন পর্যালোচনা করতে হবে। তিনি আমাদের রূপধারন করলেন, যাতে তিনি আমাদের অভাবসমূহ বুঝতে পারেন।
তিনি দরিদ্রদের কাছে পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, তিনি ভগ্নান্তকরণ সুস্থ করেছিলেন এবং অন্ধকে চক্ষুদান করেছিলেন।

143

তিনি ক্ষুধার্তকে আহার দিয়েছিলেন এবং লোকদের সঙ্গে তাদের ঘরে ভোজন-পান করেছিলেন। তিনি তাদের পাপ ক্ষমা করেছিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য তাদের আশা যুগিয়েছিলে।

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

144

তাঁর মুখই ছিল প্রথম মুখ যা অনেকেই দেখেছেন।
তাঁর কন্ঠই প্রথম যা অনেকেই শুনেছেন।
গ্রামে ও শহরে যেখানেই তিনি হেঁটেছেন সেখানেই তিনি জীবন ও আনন্দ
ছড়িয়ে দিয়েছেন।
তাঁর জীবন ছিল আত্ম–অস্বীকারপূর্ণ এবং অপরের প্রতি চিন্তাশীল যত্নশীলতা।

145

যেহেতু আমরা তাঁকে লজ্জা, অপমান, এবং অবমাননা সহ্য করতে দেখেছি, দেখেছি কালভেরীতে তাঁর মৃত্যু ও তার ভগ্ন হৃদয়, এখন আমরা তাঁর সন্তানদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম সম্পর্কে একটু একটু বুঝতে পারছি।

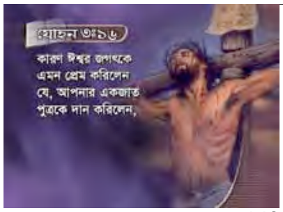

146

(পদঃ যোহন ৩ঃ১৬)
“কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন,

147

যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।”
যোহন ৩ঃ১৬।

148

এই মহা বিশ্বের কে এই ঈশ্বর ?
তিনিই শক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা।
তিনিই বিস্ময়কর প্রতিপালক।
তিনিই বিস্ময়কর নক্‌সাবিদ।
তিনিই প্রেমময় পিতা।

৪। দৈব না পরিকল্পিত?

149

বেশ কয়েক বছর পূর্বে একটা ছোট বালক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পড়েছিল। গুরুতর অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেয়া হল। বালকটির জরুরী রক্তের প্রয়োজন হল। কোন দাতাকে পাওয়া গেল না।

তার বাবার রক্তের সঙ্গে তার রক্তের মিল পাওয়াগেল আর তিনি রক্ত দিতে রাজি হলেন।
ডাক্তার সরাসরি পিতার বাহু থেকে পুত্রের শরীরে রক্ত স্থানান্তর করতে শুরু করলেন।
যেমন প্লাস্টিক নলের মধ্যদিয়ে রক্ত সরাসরি তার পুত্রের দেহে যাচ্ছিল, তখন তিনি মাথা উঁচু করে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, “ডাক্তার, যদি সব রক্তের দরকার হয় নিয়ে নিন। ডাক্তার, আমি আমার পুত্রের জন্য স্বেচ্ছায় আমার সব রক্ত আমার ছেলের জন্য দিতে চাই।”

150

আমাদের স্বর্গীয় পিতা এই পৃথিবীর দিকে তাকালেন যে পৃথিবী তিনি সৃষ্টি করে ছিলেন এবং তিনি দেখলেন এটি পাপে হারিয়ে গেছে। তিনি তাঁর পুত্রের মাধ্যমে সমস্ত স্বর্গ দিয়ে দিলেন।
যীশু বলেন, “ পিতা যদি তোমার প্রয়োজন হয়, সব কিছু নিয়ে নেও। আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার বন্ধুর মুক্তির জন্য আমার শরীরের প্রত্যেক রক্তের ফোঁটা নিয়ে নাও।”

151

এমন প্রেম ছেড়ে আপনি কিভাবে পিছন ফিরে দূরে চলে যেতে পারেন?
সর্ব শক্তিমান, প্রেমময় ঈশ্বর আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। যখন মানবজাতি পাপ করল, তিনি আপনার জন্য তাঁর সর্বস্ব দিয়েদিলেন। তাঁর কাছে আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আশ্চর্যজনক প্রেমে আপনাকে প্রেম করেন।
আজ রাতে আমরা যখন প্রার্থনার জন্য মাথা নত করব, তখন আপনি কি আপনার দু'হাত উঁচু করে বলবেন, "প্রভু, এই মুহূর্তে আমি আমার হৃদয় তোমার প্রেমের কাছে খুলে দিলাম। আমাকে সৃষ্টির জন্য এবং আমাকে মুক্তির জন্য ধন্যবাদ । এই মুহূর্তে আমি আমার জীবন তোমাকে দিলাম।"

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

1

এগুলো আপনার কাছে কি অর্থ বলে?

2

কিছু বছর আগে মিষ্টার মার্স নামের এক ব্যাক্তি জানতে পেলেন যে তার মাসিমা মারা গিয়েছেন এবং তিনি তার উইলে মার্সের নামটিও উল্লেখ করেছেন। উইলটিতে এমনি লেখা ছিলঃ “আমার প্রিয় মার্স, আমার পরিবারিক বাইবেলটি ও এর মধ্যে যা কিছু আছে এবং আমার জমির অবশিষ্টাংশ তোমার নামে উইল করে রেখে যাচ্ছি।” ভাল, ঋণ পরিশোধের পরে, জমির শুধু মাত্র কয়েকশো টাকা রয়েগেছে। ঐ টাকা শীঘ্র শেষ হয়ে গেল, এবং সব কিছুর মধ্যে মিষ্টার মার্সের থেকে গেল ঐ পরিবারিক বাইবেলটি যা তিনি রেখেছিলেন একটি বাক্সের চিলে-কোঠার ভেতরে।”
খুব অল্প টাকা নিয়েই ষ্টিফেন মার্সের অবসরপ্রাপ্ত হতে হয়েছিল। সে ত্রিশ বছর পর্য্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করেছিলেন।

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

3

(ভিডিওঃ ৯ সেকেণ্ড) অবশেষে, নব্বই বছর বয়সে, তিনি তার ছেলের বাড়ীতে ওঠার সিদ্ধান্ত গ্রহন করলেন। যখন তিনি তার জিনিষপত্র গুছাচ্ছিলেন, তিনি তার মাসিমার দেওয়া বাইবেলটি পেলেন এবং পাতা উল্টাতে শুরু করলেন।
মিষ্টার মার্স পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে বেংকের নোটগুলি দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন।
তিনি পাঁচ হাজার ডলারেরও বেশী নগদ গুনলেন, ঐ সময়ে এটি ছিল একটি খুব বড় অঙ্কের অর্থ ।
এই মানুষটি তার জীবনের প্রায় সবটুকু সময়ই দারিদ্রতায় কাটিয়েছিলেন যখন তিনি ধনবান হ'তে পারতেন।
তার আঙ্গুলের মাথায় ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে সঞ্চিত সম্পদ ছিল।
এটা কি সম্ভব যে, আমাদেরও আঙ্গুলের মাথায় একটি চমৎকার সঞ্চিত সম্পদ রয়েছে?
লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ আছে যারা বিশ্বাস করেন যে যত বই লেখা হয়েছে তার মধ্যে বাইবেলই সবচেয়ে একটি চমৎকার বই।
তারা বিশ্বাস করেন যে বাইবেল ঈশ্বরের অনুপ্রাণীত বই এবং কেমন করে অনন্ত জীবন পাওয়া যায় এতে পরিস্কার নির্দ্দেশমালা রয়েছে।
প্রত্যেক দেশের নাগরীক, ভাষাবাদী দল, এবং জাতির লোক ঈশ্বরের বাক্য জীবন-পরিবর্তনের, মহামূলবান সঞ্চিত সম্পদ হিসাবে গ্রহন করেছেন। অন্য লোকদের কঠিন সন্দেহ রয়েছে। তাদের অনেক প্রশ্ন রয়েছে।

4

তা হ'লে বিশ্বের সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয় যে বইটি, পবিত্র বাইবেল, এটি কি বিশ্বাস করা যায়? এটি কি সত্য বলে?
এটি কি সঠিক?
কিছু লোক বলেন আপনি একেবারে কোন সন্দেহ ছাড়াই বাইবেল বিশ্বাস করতে পারেন। অন্যরা বলেন আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না।
সে সঠিক?

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

5

এবং উত্তরটি গুরুত্ত্বপূর্ণ, কারণ বাইবেল যদি সত্য হয়ে থাকে, আপনি বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন এটি জীবন ও মৃত্যুর বিষয় হয়ে দাঁড়ায়!

যদি বাইবেল সত্য হয়ে থাকে, তা হ'লে আপনার সম্পূর্ণ অনন্ত কালীন গন্তব্য নির্ভর করে যে আপনি এটি বিশ্বাস ও গ্রহন করেন কিনা।

বাইবেল সম্পর্কে আপনি যা বিশ্বাস করেন তা আপনি ঈশ্বর সম্পর্কে কি বিশ্বাস করেন তার সব পার্থক্য দেখিয়ে দেয়।

শুধু মাত্র একটি জায়গা আছে যেখানে ঈশ্বর সম্পর্কে আপনি পরিস্কার ছবি পেতে পারেন, এবং সেটি বাইবেলের মধ্যে। এমন কি, এই কারণেই আমাদের বাইবেল দেওয়া হয়েছে।

6

এটি আমাদের অদৃশ্য ঈশ্বরের সম্পর্কে বলে যাঁকে আমরা জানতে পারি শুধু পড়ার মাধ্যমে যে বার্তা তিনি তাঁর ভাববাদীগণের ও তাঁর পুত্রের মাধ্যমে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন।

7

তা হ'লে আসুন আমরা এই মহান বইটি, বাইবেলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, যে বইটিকে ঈশ্বরের বাক্যও বলা হয় এবং দেখি কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা যে এটি সত্য না মিথ্যা, এটি বিশ্বাস করা যায় কি যায় না।

8

(ভিডিওঃ ৬ সেকেণ্ড) প্রকৃত পক্ষে বাইবেল কেবল মাত্র একটি বই নয়; কিন্তু একটি কভারের ভিতরে পুরো একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। বাইবেলের মধ্যে রয়েছে ৬৬ খানা বই যা ১৬০০ বছর ধরে ভিবিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের দ্বারা লেখা হয়েছে।

পুরাতন নিয়মে ৩৯টি বই রয়েছে এবং নূতন নিয়মে ২৭টি বই রয়েছে।

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

9

পঁয়তাল্লিশ জন ভিন্ন মানুষ এই বইগুলি লিখেছেন, তবু তাদের মধ্যে একটি চমৎকার সামঞ্জস্য রয়েছে যা শুধু ব্যাখ্যা করে যে তাদের সকলেরই সাধারণ একটি উৎস ছিল ।এই সামগ্রিক সামঞ্জস্য ঘটেছিল যদিও লেখকেরা কেউ কাউকেই কখনো দেখেননি।

10

তারা বিভিন্ন পেশা থেকে এসেছিলেন ।কেউ কেউ মৎসধারী ছিলেন, কিছু রাখাল, কিছু রাজা, কিছু সরকারী নেতা, কিছু কৃষক, কিছু প্রচারক, কিছু রাজনীতিবিদ, একজন ডাক্তার জীবনের সব ধরণেন জনপদ থেকে এসেছিলেন।

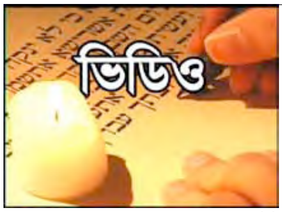

11

(ভিডিওঃ ১৩ সেকেণ্ড) তবু তারা যে বইগুলি লিখেছিলেন সেগুলির মধ্যে খাঁটি একতা ও মিল রয়েছে। বাস্তবিক, একটি অলৌকিক কাজ!

এই চুক্তি ব্যাখ্যা করা সম্ভব শুধু স্বীকার করার মাধ্যমে যে ঈশ্বর এই বইটি আমাদের দিয়েছেন যেন তিনি তাঁর ইচ্ছা আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন।

12

(পদঃ ২পিতর ১ঃ২১)

পিতর লিখেছেনঃ “কারণ ভাববাণী কখনও মানুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মানুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন।”
২পিতর ১ঃ২১

13

(পদঃ ২তীমথিয় ৩ঃ১৬-১৭)

প্রেরিত পৌল লিখেছেনঃ “ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার,

14

অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী,

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

15

যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্ম্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয়।”
২তীমথিয় ৩ঃ১৬,১৭
লিখিত বার্তার মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলা যোগাযোগের এই পদ্ধতিটি ঈশ্বর মনোনয়ন করেছেন তার কারণটি হ'লো - তাঁর ও মানুষের মধ্যের সম্পর্কটি পাপের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

16

যখন এদনে ঈশ্বর ও মানুষ একত্রে হেটেছেন ও কথা বলেছেন, সেখানে ঈশ্বর মানুষকে কি জানাতে চেয়েছেন তা কোন ভাববাদীর লেখার প্রয়োজন ছিলনা।

17

যখন আদম পাপ করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকিয়েছিলেন, কারণ তিনি যা করেছিলেন, সে জন্য তিনি দোষী ও ভীত হয়েছিলেন।
যখন ঈশ্বর আদমকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি কোথায়, আদম উত্তর দিয়েছিলেন,

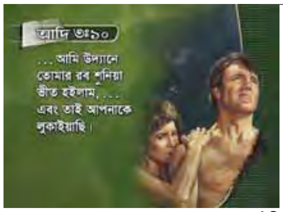

18

(পদঃ আদি ৩ঃ১০)
“ . . . আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম, . . . এবং তাই আপনাকে লুকাইয়াছি।”
আদি ৩ঃ১০।

19

ঈশ্বর আর মুখোমুখি কথা বলা চালিয়ে যেতে পারলেন না। তিনি আমাদের যা কিছু জানাতে চেয়েছিলেন, তাঁর ভাববাদী ও পরে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য বেছে নিলেন।

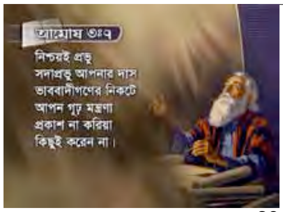

20

(পদঃ আমোষ ৩ঃ৭)
“নিশ্চয়ই প্রভু সদাপ্রভু আপনার দাস ভাববাদীগণের নিকটে আপন গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ না করিয়া কিছুই করেন না।”
আমোষ ৩ঃ৭।

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

21

ঈশ্বর মোশিকে ইয়োবের বইটি ও পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি বই লিখতে অনুপ্রাণীত করেছিলেন, যে বইগুলিকে একত্র বলা হয় “ব্যবস্থা।”
এটি ছিল ১৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়।

22

এই সময় ইস্রায়েল কয়েক লক্ষ্য মানুষের একটি শক্তিশালী জাতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা লিখিত ভাবে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এটি ঠিক সেই সময় ছিল যখন চিত্রলিপির পরিবর্তে অক্ষরমালা আবিস্কৃত হ‘লো।

23

ঈশ্বর তাঁর নিজের আঙ্গুল দিয়ে যে দশ আজ্ঞা লিখেছিলেন এবং ব্যবস্থার বই যা মোশি ঈশ্বরের জন্য লিখেছিলেন সেগুলি এখন মানুষ পড়তে পারবে।

24

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়ঃ ঈশ্বর যে ভাবে বাইবেল দিয়েছিলেন সেটি কি এখনও সেভাবেই সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য রয়েছে? ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত, পুরাতন নিয়মের সর্বপ্রথম পান্ডুলিপি যা আমাদের ছিল, ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সে গুলির অনুলিপি হ‘তেই করা হয়েছিল।

25

যিশাইয়ের প্যাচানো কাগজটি যা পাওয়া গিয়েছিল তা চলে যায় একেবারে ১২৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ পেছনে। সেই সময় পর্য্যন্ত সবচেয়ে পুরোনো পান্ডুলিপি পাবার এক হাজার বছর পূর্বে এটির অনুলিপি করা হয়। এর মধ্যে ছিল যিশাইয়ের সম্পূর্ণ বইটি।

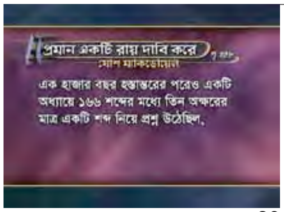

26

স্যার ফ্রেড্‌রিক কেনিয়ন, ব্রিটিশ প্রত্নতত্ব স্কুলের প্রেসিডিন্ট এবং একজন সবচেয়ে যোগ্য ও পারদর্শী প্রত্মতত্ববিদ তার প্রতিবেদনে বলেছেন যেঃ“এক হাজার বছর হস্তান্তরের পরেও একটি অধ্যায়ে ১৬৬ শব্দের মধ্যে তিন অক্ষরের মাত্র একটি শব্দ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল,

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

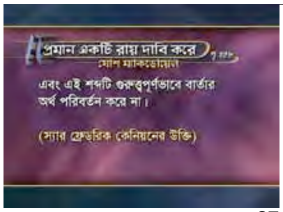

27

এবং এই শব্দটি গুরুত্ত্বপূর্ণভাবে বার্তার অর্থ পরিবর্তন করে না।”

28

স্যার ফ্রেড্‌রিক কেনিয়ন এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেনঃ

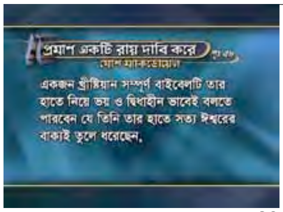

29

“একজন খ্রীষ্টিয়ান সম্পূর্ণ বাইবেলটি তার হাতে নিয়ে ভয় ও দ্বিধাহীন ভাবেই বলতে পারবেন যে তিনি তার হাতে সত্য ঈশ্বরের বাক্যই তুলে ধরেছেন,

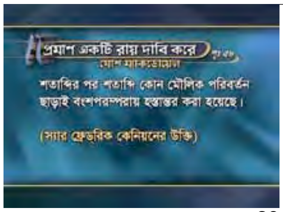

30

শতাব্দির পর শতাব্দি কোন মৌলিক পরিবর্তন ছাড়াই বংশপরম্পরায় হস্তান্তর করা হয়েছে।”

31

কিভাবে বাইবেল হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বই এর বার্তার উপর হস্তান্তরের কি প্রভাব পড়েছিল তার প্রমান আজীবনকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে স্যার ক্যানিয়ন এই উক্তিটি করেছিলেন।

32

এক শতাব্দি পূর্ব্বে বাইবেলের সমালোচকগণ বাইবেল সম্পর্কে সন্দেহের অনেক কারণ পেয়েছিলেন, কিন্তু এই সব সমালোচনা প্রত্নতত্ত্ববিদগণের আবিস্কারে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

33

বাইবেল এ সম্পর্কে যা বলে তা ব্যাতিরিকে উনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে খুব অল্পই জানা গিয়েছিল।

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

34

অদ্‌ভুত ছবি-লিখনি, মিশরের চিত্রলিপি বর্ণমালার পেছনে মনে হয়েছিল প্রাচীন ইতিহাস চিরদিনের জন্য তালাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। কারণ মিসরের কেউ অথবা পৃথিবীর কেউ এই লিখনি বুঝতে সক্ষম হয়নি।

35

তারপর ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ান মিসরে একটি সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন। তার ৩৮,০০০ সৈন্যের সাথে, নেপলিয়ন একশত চিত্রশিল্পী, ভাষাবিশেষজ্ঞ, এবং বৈজ্ঞানিক নিয়েছিলেন যেন তারা ঐ কৌতুহলপূর্ণ দেশের ইতিহাস তাকে আরো ভাল করে বোঝাতে পারেন।

36

সব জায়গায় তারা প্রাচীন কালের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছিলেন – খোদাই করা লেখনী যা পড়া যায় না, সাজানো স্মৃতিস্তম্ভ এবং মন্দিরের দেয়ালসমূহ। নেপলিয়ন ও তার পন্ডিতগণ বিস্মিত হয়েছিলেন যে ঐ ছবি-লিখনীর মধ্যে কি গোপন রহস্যময় বার্তা লিপিবদ্ধ করা ছিল।

37

এক বছর পরে, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সময়কাল অবধি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্মতত্ত্ব আবিস্কারটি সংঘটিত হয়েছিল।

38

নেপলিয়নের একজন সৈন্য মাটি খুঁড়ে একটি পাথর বের করেছিলেন যেটি রসেটা পাথর নামে পরিচিত হয়েছিল, এটি ছিল কালো পাথর ১২২ সেন্টিমিটার লম্বাও ৭৬ সেন্টিমিটার চওড়া (চার ফুট লম্বা ও আড়াই ফুট চওড়া) যা কয়েক শতাব্দি কালের লুক্কাইত ছবি-লেখনীর গোপন রহস্য উম্মোচন করতে সক্ষম হবে।

39

বর্তমানে রসেটা পাথরটি ব্রিটিশ যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

40

এই পাথরের খণ্ডটি রসেটা ব-দ্বীপ টাউনে মাটির নিচে পাওয়া গিয়েছিল, এর উপরে খোদাই করা ছিল তিনটি প্রাচীনকালের আদেশ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালায়ঃ

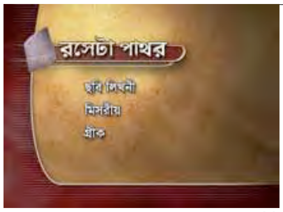

41

ছবি লিখনী, মিসরীয় গণদেবতা, এবং গ্রীক। অবশ্য, পন্ডিতগণ সহজেই গ্রীক লেখনী তর্জমা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু চিত্র-বর্ণমালা অন্য কিছু ছিল।

42

তবুও, বিশ বছর পরে, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে জিন ফ্র্যন্‌কোইস্ শ্যাম্পোলিয়ন নামের একজন মেধাবী ফরাসী যুবক রসেটা পাথরের চিত্র বর্ণমালা তর্জমা করে বিশ্ববাসীকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

43

এভাবেই বিশ্বের পন্ডিতগণের কাছে মিসরের বিশাল প্রাচীন ইতিহাস উম্মোচিত হয়েছিল।

44

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্ত্বপূর্ণ বিষয় হ'লো, বহু যুগের ভুলে যাওয়া মিসরের ইতিহাস এখন বাইবেলের বাক্য নিশ্চিৎ করেছিল।পাথরটি উচ্চ স্বরে চেঁচিয়ে বলেছিল যে বাইবেল যাকিছু বলেছে সবই সত্য ছিল!

45

যতই প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মাটি খুঁড়ে চলেছেন, ততই তারা নিশ্চিৎ হ'তে পারছেন যে প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক প্রতিবেদনগুলি বাইবেল ইতিহাসকে প্রমান করে চলেছেন।

46

হালেই টেল্ মারডুকের আবিস্কারটি, প্রত্নতত্ত্ব বিশ্বকে বিদ্যুতায়ন করেছে। শহরটিকে সিরিয়ায় ইব্‌লা বলা হ'তো এবং কোন এক সময় সে খানে ৩০০,০০০০ মানুষের একটি বিত্তশালী ও আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সমাজ ছিল।

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

47

মরু সাগরের প্যাচানো কাগজের আবিস্কারের সময় পর্য্যন্ত বেশী পন্ডিতগণ এই জ্ঞান ক্ষেত্রে একটি আবিস্কারের উপর এতটা বিস্মিত হননি। কিন্তু এই আবিস্কারটি বাইবেল ছাত্রদের কাছে আরও বেশী বিস্ময়কর ছিল।

48

শহরের রাজপ্রাসাদের সাথেই একটি লেখকদের স্কুলে ১৪,০০০ খোদাই করা মাটির ট্যাবলেট ও ভাঙ্গা টুকরো পাওয়া গিয়েছিল, যা ২৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব পেছনে চলে যায়।

বিশ্বের এই সবচেয়ে পুরাতন সরকারী সংরক্ষণাগারে এব্লা সম্রাজ্যের আমলাতান্ত্রিক রেকর্ড সমূহ এক শতাব্দির সময় কালেরও বেশী সংরক্ষিত করা হয়েছিল।

49

কিছু ইতিহাসবিদ প্রশ্ন তুলেছিলেন যে মোশীর সময় পর্য্যন্ত ইব্রীয়গণ কি কোন লেখনী শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছিলেন কিনা। উনবিংশ শতাব্দি পর্য্যন্ত এর পেছনে কোন ঐতিহাসিক প্রমান পাওয়া যায়নি।

50

যাইহোক, এল্বায় মাটির ট্যাব্লেট্গুলি এবং অন্য আবিস্কারগুলি মোশির জীবনকালেরও পেছনে আমাদের নিয়ে যায়। এমন কি, প্রত্মতত্ত্ববিদগণ সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার আবিস্কার করেছেন যা মোশির সময়ের আরও এক শতাব্দি পেছনের কথা বলে।

51

এল্বা ট্যাব্লেট্গুলি কোন একটি গল্প ও প্লাবনের গল্প সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। এবং সেখানে নাম ও জায়গার উল্লেখ রয়েছে যেগুলি বাইবেলের নাম ও জায়গার সাথে মিলে যায়ঃ যেমন এষো, অব্রাহাম, ইস্রায়েল, সীনয়, এমন কি যিরূশালেম।

52

কিন্তু আসল চমকটি হ'লো দু'টি "পাপ শহরের" উল্লেখ – সদোম এবং ঘোমরা। এই ট্যাব্লেট্গুলি আবিস্কারের পূর্ব্বে, বাইবেল ছাড়া শহরগুলির ঐতিহাসিক উল্লেখ আর কোথাও নেই।

সুতরাং, ঐগুলি কেবল কাল্পনিক জায়গা বলে বিবেচনা করা হয়েছিল।

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

53

যাইহোক, অনেক বই লেখা প্রয়োজন, কারন এই আবিস্কারগুলি বাস্ত বিক পক্ষে সে কালের অনেক ভৌগলিক নামের প্রমাণ দেয়।

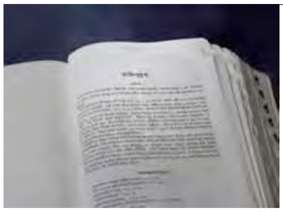
54

কোন কোন লিখতে হবে স্বীকার করতে হবে যে আদি পুস্তকটি শুধু প্রাচীনকালে রাখালদের গান ও রূপকথার চেয়ে বেশী কিছু। এব্‌লায় ও অন্য স্থানের আবিস্কারগুলি বাইবেলের সত্যতা নিশ্চিৎ করে!

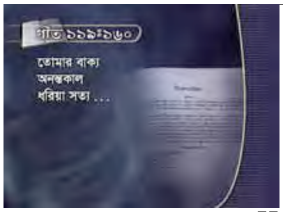

55

(পদঃ গীতসংহিতা ১৯৯ঃ১৬০)
দায়ুদ বলেছেন, “তোমার বাক্য অনন্তকাল ধরিয়া সত্য. . .”
গীতসংহিতা ১১৯ঃ১৬০।

56

(পদঃ যিশাইয় ৪৫ঃ১৯)
যিশাইয় ৪৫ঃ১৯ পদে ঈশ্বর বলেন, “. . . আমি, সদাপ্রভু ধার্ম্মিকতার বাক্য বলি, যাহা ন্যায্য তাহা ঘোষণা করি।”

57

মানুষ বলে যে মৃত ব্যাক্তিরা গল্প বলেনা। কিন্তু তারাও গল্প বলে। উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক গল্প। বহু পূর্ব্বের মৃত সভ্যতা তাদের ধূলিময় কবরের মধ্য থেকে ঈশ্বরের বাক্যের সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কথা বলছে।

58

উনবিংশ শতাব্দি পর্য্যন্ত, কিছু পন্ডিতগণ বিশ্বাস করতেন যে রাণী সেমিরামিস বাবিল নির্মাণ করেছিলেন।তবুও বাইবেলে, দানিয়েল উধৃতি দিয়ে বলেছেন রাজা নবুখৎনিশ্বর বলেন,

59

(পদঃ দানিয়েল ৪ঃ৩০)
“. . . এই মহতী বাবিল কি আমি নির্মাণ করি নাই?”
দানিয়েল ৪ঃ৩০।
কে সঠিক ছিল?

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

60

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট কোলডিউয়ি কোলডিউয়ি বাবিলের ধ্বংশাবশেষ খননের কাজ শুরু করেছিলেন, প্রকাণ্ড উনোনের মধ্যে পোড়ানো সহস্র, সহস্র ইট খুঁড়ে বের করেছিলেন, সবই নবূখদ্‌নিৎসরের ছাঁপ বহন করেছিল, সব ইট নগরের দেয়াল ও মন্দির থেকে নেওয়া হয়েছিল।

61

বাবিলের প্রত্মতত্ত্ববিদগণ কাঠের গোঁজ আকৃতির একটি ট্যাব্‌লেটও পেয়েছিলেন যা নবূখদনিৎসরের অবদান সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

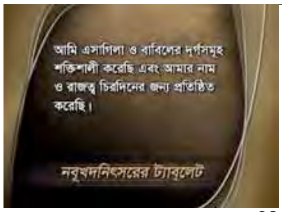

62

এর উপরে, রাজা বলেছিলেন, “ আমি এসাগিলা ও বাবিলের দূর্গসমূহ শক্তিশালী করেছি এবং আমার নাম ও রাজত্ব চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছি।”

63

(পদঃ দানিয়েল ৪ঃ৩০)বাইবেল বলে যে অহংকারী নবূখদ্‌নিৎসর বলেছিলেন, “এ কি সেই মহতী বাবিল নয়,

64

যাহা আমি আপন বলের প্রভাবে ও আপন প্রতাপের মহিমার্থে রাজধানী করিবার জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছি?” দানিয়েল ৪ঃ৩০।

65

ইষ্ট ইন্ডিয়া হাউস্‌ খোদাই করা লিখনীটি, বর্তমানে লণ্ডনে রয়েছে, যা ছয়টি কলামে বাবিলিয় ভাষায় লেখা নবূখদ্‌নিৎসরের প্রকাণ্ড একটি দালান নির্মাণ প্রকল্পের বিবরণ। কোদাল আবারও ঈশ্বরের বাক্যের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

66

জাগতিক ইতহাসের আর একটি গোপন রহস্য ছিল বাবিলের শাসনকর্তা হিসাবে বেলসৎসরের অনুপস্থিতি। বাইবেল বেলৎসরের নাম বাবিলের শাসনকর্তা হিসাবে উল্লেখ করেছে যিনি ভোজ কক্ষের দেয়ালে হাতের লেখা সম্পর্কে সাক্ষ দিয়েছিলেন।

তিনি কি শুধু দানিয়েলের উর্ব্বর মস্তিস্কের আবিস্কার ছিলেন? কোন মতেই নয়!

67

নবনিদ্, মহান নবূখদ্‌নিৎসরের একজন উত্তরাধিকারী, তিনি তার ছেলে বেলসৎসরের উপর রাজত্ব অর্পণ করেছিলেন, যখন তিনি দূরে দশ বছরের জন্য আরবের তেমাতে ছিলেন।

68

প্রত্মতত্ত্ববিদগণের আবিস্কারগুলি বলে যে রাজ্যটি অবশ্যই মুকুট অভিষিক্ত রাজা বেলসৎসরের উপর অর্পণ করা হয়েছিল, এখানে যা লেখা ছিল তা হ'লোঃ

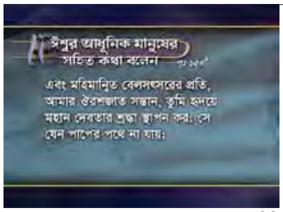

69

"এবং মহিমিানিত বেলসৎসরের প্রতি, আমার ঔরশজাত সন্তান, তুমি হৃদয়ে মহান দেবতার শ্রদ্ধা স্থাপন কর; সে যেন পাপের পথে না যায়;

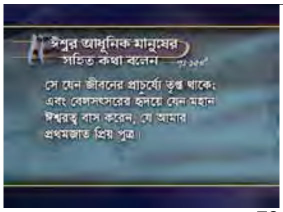

70

সে যেন জীবনের প্রাচুর্য্যে তৃপ্ত থাকে; এবং বেলসৎসরের হৃদয়ে যেন মহান ঈশ্বরত্ব বাস করেন, যে আমার প্রথমজাত প্রিয় পুত্র।" -- ঈশ্বর আধূনিক মানুষের সহিত কথা বলেন, ১৫৪ পৃষ্ঠা।

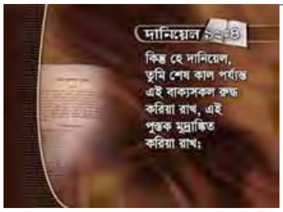

71

(পদঃ দানিয়েল ১২ঃ৪)

এ কি আকর্ষণীয় নয় যে দানিয়েলের শেষ অধ্যায়ে আমরা পড়ে থাকিঃ

" কিন্তু হে দানিয়েল, তুমি শেষ কাল পর্য্যন্ত এই বাক্যসকল রুদ্ধ করিয়া রাখ, এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাখ;

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

72

অনেকে ইতস্ততঃ ধাবমান হইবে, এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে।"
দানিয়েল ১২:৪
শুধু বৈজ্ঞানিক জগতেই জ্ঞানের বৃদ্ধি হবে এমন নয়। ঈশ্বরের বাক্যের সঠিকতা সম্পর্কে ও জ্ঞানের বৃদ্ধি হবে।

73

ইট্ এবং গোলাকার পাত্র, ট্যাবলেট্ এবং পান্ডুলিপি যা প্রত্মতত্ববিদগণ খুঁড়ে বের করেছেন ঐ গুলো প্রমাণ করছে যে বাইবেল যা বলে তা সবই সত্য!

74

যাই হোক, আর একটি বাধ্য করানো প্রমাণ যে বাইবেল ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্য তা হ'লো সঠিকভাবে ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা।

75

(পদঃ যিশাইয় ৪৬ঃ৯-১০)
" কারণ আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয়;

76

আমি শেষের বিষয় আদি অবধি জ্ঞাত করি, যাহা সাধিত হয় নাই।"
যিশাইয় ৪৬ঃ৯,১০।

77

হ্যাঁ, ঈশ্বর যেমন সময়ের পর্দা পেছনে টেনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের এক পলক দেখান, তেমনি তিনি পৃথিবীর কাছে দৃষ্ঠান্ত রাখেন যে, বাইবেল শুধু মাত্র একটি বই নয়।
এ ঈশ্বরের বই।

78

বাবিল তার ক্ষমতা ও গৌরবের শিখরে পৌঁছানোর পূর্ব্বেই ঈশ্বরের বই তার পতনের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলঃ

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

79

(পদঃ যিশাইয় ১৩ঃ১৯)
"আর বাবিল রাজ্য সকলের সেই রত্ন ও কলদীয়দের শ্লাঘার সেই লাবণ্য,

80

ঈশ্বর কর্ত্তৃক উৎপাটিত সদোম ও ঘোমরার সদৃশ্য হইবে।"
যিশাইয় ১৩ঃ১৯ ।বাইবেল এমন কি ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে শক্তিটি এই বিক্রমশালী রাজ্যকে উৎপাটন করবে।

81

(পদঃ যিরমিয় ৫১ঃ১১)
"সদাপ্রভু মাদীয় রাজগণের মন উত্তেজিত করিয়াছেন, কেননা তাঁহার সঙ্কল্প বাবিলের বিপক্ষ, তাহার বিনাশার্থক।"
যিরমিয় ৫১ঃ১১।

82

যে মানুষটি বাবিলের বিরুদ্ধে সৈন্যদল পরিচালনা করবে, তার নামটি তার জন্মের ১৫০ বছর পূর্ব্বে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল, তিনি যেভাবে করবেন ঠিক সেভাবেই বলা হয়েছিল।

83

(পদঃ যিশাইয় ৪৫ঃ১)
"সদাপ্রভু আপন অভিষিক্ত ব্যাক্তি, কোরসের, বিষয়ে এই কথা কহেন. . . আমি. . . তাহার সম্মুখে দুইটি পত্রবিশিষ্ট পুরুদ্ধার সকল খুলিয়া ফেলিব. . ."
যিশাইয় ৪৫ঃ১।
বাইবেলের ভবিষ্যৎদ্বাণীসমূহ কি পূর্ণ হয়েছিল? অক্ষরে অক্ষরেই হয়েছিল।

84

বৃটিশ জাদুঘরে পারশ্যের কক্ষে কোরসের গোলাকার পাত্রটি দাঁড়িয়ে আছে – বাবিলের ধ্বংশাবশেষের মধ্যে এটি আবিস্কৃত হয়েছিল। এই মাটির গোলাকার পাত্রে, কোরস তার অভিযান সম্পর্কে বলেন!বিস্তারিত বিবরণগুলি সঠিক!

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

85

বাইবেল শুধু বাবিলের ভবিষ্যৎ ধ্বশের কথাই বলেনি, এটি আরও বলেছেঃ

86

(পদঃ যিরমিয় ৫১ঃ৩৭)
“আর বাবিল ঢিবীতে পরিণত হইবে . . .।”
যিরমিয় ৫১ঃ৩৭।

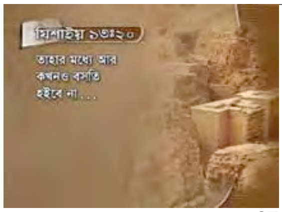

87

(পদঃ যিশাইয় ১৩ঃ২০-২১)
যিশাইয় লিখেছেনঃ
“তাহার মধ্যে আর কখনও বসতি হইবে না . . .”

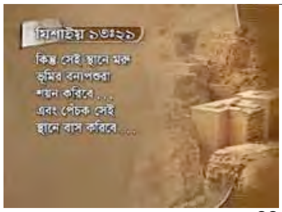

88

কিন্তু সেই স্থানে মরুভূমির বন্যপশুরা শয়ন করিবে . . . এবং পেঁচক সেই স্থানে বাস করিবে . . .”
যিশাইয় ১৩ঃ২০,২১।

89

শুধু ঈশ্বরই ভবিষ্যৎ দেখতে পেরেছিলেন এবং বিক্রমশালী বাবিলের ধ্বংশ সম্পর্কে নির্ভুলভাবে ভবিষ্যৎবাণী করতে পেরেছিলেন। অভিযানকারী অষ্টেন এইচ্ লেয়ার্ড প্রাচীন বাবিলের স্থানটি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ

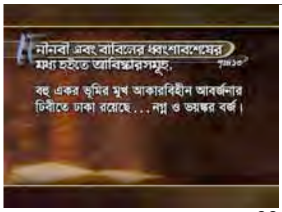

90

“বহু একর ভূমির মুখ আকারবিহীন আবর্জনার ঢিবীতে ঢাকা রয়েছে . . .নগ্ন ও ভয়ঙ্কর বর্জ।

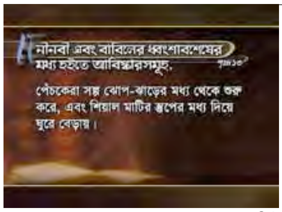

91

পেঁচকেরা সল্প ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য থেকে শুরু করে, এবং বাদুড় মাটির স্তুপের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।” নিনবী এবং বাবিলের ধ্বংশাবশেষের মধ্য হইতে আবিস্কারসমূহ, ৪১৩ পৃষ্ঠা।

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

92

বাবিলের পূর্ব্বের গৌরব কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই কিন্তু রাস্তার পাশে সাইনপোষ্টে এর নাম রয়েছে।
বিস্তৃর্ণ স্তুপ যা প্রাচীন বাবিলীয় ধ্বংশাবশেষের ওপর দিয়ে ছড়ানো রয়েছে, তা বাইবেলের অনুপ্রেরণা ও সত্যতার নিশ্চিৎ প্রমাণ।

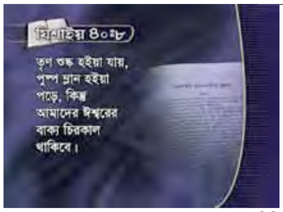

93

(পদঃ যিশাইয় ৪০ঃ৮)
আমরা ভাববাদীর সঙ্গে একমত হ'তে পারিঃ "তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকিবে।"
যিশাইয় ৪০ঃ৮।

94

আর বন্ধু, ঈশ্বর যদি ক'এক শতাব্দি পূর্ব্বেই প্রাচীন রাজ্যসমূহের ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন, আমাদের নিজেদের কি ভবিষ্যৎ রয়েছে তা সঠিকভাবে ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য তাঁর সক্ষমতা ও জ্ঞান সম্পর্কে আমরা কি একটি মূহুর্তের জন্যও সন্দেহ পোষণ করতে পারি? মোটেই নয়!

95

বাস্তবে, ঈশ্বরের চোখ দিয়ে ভবিষ্যৎ দেখার জন্য, বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণী আমাদের পর্দাগুলি পেছনের দিকে টেনে নেবার সুযোগ দেয়, এবং যে সমস্যাসমূহ মানুষকে এই গ্রহ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য ভীতি প্রদর্শন করছে সে সমাধানসমূহের প্রতি এক পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সুযোগ দেয়।

96

বাইবেল শুধু মাত্র একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসই নয়, এটি বৈজ্ঞানিক সঠিক তথ্যের চেয়ে বেশী কিছু, ভবিষ্যৎবাণীর পূর্ণতার চেয়েও বেশী কিছু।
যদি তা না হতো, মানুষ, এটি নিয়ে যা-ই করুক না কেন তাতে কিছুই হ'তো না।

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

97

এই বইটির মূল সুর, এর হৃৎপিণ্ড সবই, হ'লো উনিশ শতাব্দি পূর্ব্বে যীরুশালেমের বাইরে দূর্গম পাহাড়ে যা ঘটেছিল তারই বিবরণ। এবং ঐ সম্পর্কে যা কিছু আমরা বিশ্বাস করি, এটি একটি পার্থক্য সৃষ্টি করে থাকে!

98

হয় ঈশ্বরের জীবন্ত পুত্র ঐ ক্রুশের উপরে মরেছিলেন নতুবা মরেননি।
হয় তিনি সেই ব্যাক্তি ছিলেন যে ব্যাক্তির কথা বাইবেল বলে, নতুবা তিনি তা ছিলেন না।
কালভেরী কি কল্পনা ছিল অথবা বাস্তব ছিল?
এটি একটি পার্থক্য দেখিয়ে দেয়, এবং আমাদের জানা প্রয়োজন!

99

বাইবেল যা দাবি করে সেভাবেই সত্য, সম্ভবতঃ তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'লো বইটির মধ্যে জীবন পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে।
ঐ ক্ষমতা একটি ব্যাক্তির মধ্যে জড়ানো রয়েছে--যীশু খ্রীষ্ট! যীশু বলেছেন,

100

(পদঃ যোহন ৫ঃ৩৯)
"তোমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া থাক যে, তাহাতেই তোমাদের অনন্ত জীবন রহিয়াছে, আর তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ দেয়।"
যোহন ৫ঃ৩৯

101

যীশু পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে বলছিলেন, কারণ তখনও নূতন নিয়ম লেখা হয়নি।এবং যেমনি ভাবে আপনি পুরাতন নিয়মের পৃষ্ঠাগুলি উল্টান, আপনি আবিস্কার করবেন যে মোসীহ আছেন সে সম্পর্কে ঐগুলি ভবিষ্যৎবাণী করে এবং তার কার্য্যের উদ্দেশ্য, ভালবাসা এবং পরিত্রাণ সম্পর্কে বলে।

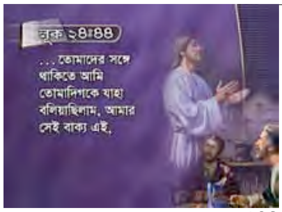

102

(পদঃ লূক ২৪ঃ৪৪)
যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেনঃ
". . . তোমাদের সঙ্গে থাকিতে আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, আমার সেই বাক্য এই,

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

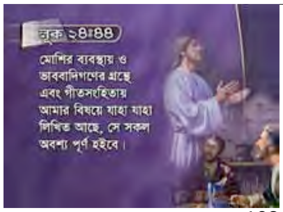

103

মোশির ব্যবস্থায় ও ভাবববদিগণের গ্রন্থে এবং গীতসংহিতায় আমার বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত আছে, সে সকল অবশ্য পূর্ণ হইবে।" লূক ২৪:৪৪।

104

পুরাতন নিয়ম খ্রীষ্টের বিষয় ভবিষ্যৎবাণী বলেছিল, এবং নূতন নিয়ম তাঁর জীবনের ইতিহাস।সুতরাং আপনি দেখুন, সমগ্র বাইবেলটি হ'লো যীশু খ্রীষ্টের একটি প্রকাশ, যিনি একটি বিদ্রোহী গ্রহের কাছে প্রমাণ করতে এসেছিলেন যে তাঁর পিতা প্রকৃত পক্ষে কেমন ছিলেন।

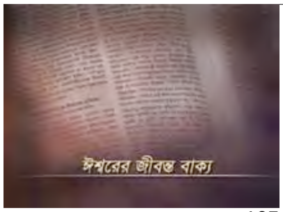

105

এই জন্য বাইবেলকে বলা হয় "ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য।"
এটি যেখানেই থাকনা কেন, এটি অপূর্ব ক্ষমতা ধারণ করে থাকে--একটি ক্ষমতা যা জীবন পরিবর্তন করে, মানুষের চরিত্র রূপান্তরিকৃত করে, দূর্ব্বলকে শক্তিমন্ত করে, হতাশাগ্রস্তদের সাহস দান করে, এবং যারা মৃত্যুবরণ করছে তাদের আশা প্রদান করে। সমগ্র ইতিহাসের মধ্য দিয়ে মানুষদের পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত বাইবেলের ক্ষমতা বারংবার প্রমাণ করা হয়েছে। বাইবেলের ক্ষমতার মাধ্যমে রাগী মানুষেরা পরিবর্তীত হয়ে শান্তিপ্রিয় হয়েছে।

106

কামলালসাকামী, অসৎ চরিত্রের মানুষ সিদ্ধ ও পরিস্কার হয়েছে। মদ্যপায়ীগণ মদপান হ'তে মুক্তি পেয়েছে, চোর তাদের চৌর্য্যবৃত্তি থেকে, প্রতারকেরা তাদের প্রতারণা থেকে।
আজ শক্ত খুনীদের পেতে আপনার দূরে জেলখানার মধ্যে তাকাতে হবে না যারা বাইবেলের ক্ষমতায় পরিবর্তীত হয়ে সুখী খ্রীষ্টিয়ানে পরিণত হয়েছে।

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

107

যে সব বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তা দেখার জন্য আপনাকে দূরে তাকাতে হবে না, যাদের বাইবেলের ক্ষমতার মাধ্যমে রক্ষা করা হয়েছে এবং নূতন প্রেমে পূর্ণ করা হয়েছে।ঈশ্বরের বই এর মাধ্যমে পরিবর্তন ছাড়াই, কেউ বাইবেল বিশ্বস্তভাবে প্রতিদিন পড়তে পারে না। এবং আপনি যদি প্রতিদিন বাইবেল অধ্যয়নে সময় যাপন করেন, আমার বন্ধু, এটি আপনাকেও পরিবর্তন করবে।

108

যীশু মানুষদের পরিবর্তীত করার জন্যে তাঁর সময় যাপন করেছিলেন। এটি-ই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের হৃৎপিণ্ড। এবং এটি-ই বাইবেলের হৃৎপিণ্ড, এর গোপন ক্ষমতা।

109

(পদঃ যোহন ৮ঃ৩২)
যীশু জানতেন কোন ক্ষমতা মানুষদের পরিবর্তীত করেছিলঃ
"আর তোমরা সেই সত্য জানিবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।" যোহন ৮ঃ৩২।

110

এটি হ'লো সত্য যা মানুষকে মুক্ত করে––যা মানুষকে পরিবর্তীত করে! এটি হ'লো সত্য যা একটি মদ্‌পায়ীকে একজন সংযমী এবং প্রেমময় পিতা বানিয়ে থাকে।
এটি হ'লো সত্য যা মাদকাসক্তকে মুক্ত করতে পারে। আজ পৃথিবীতে এতটাই প্রতারণার ব্যবহার চলছে, যা দেখে আমরা জিজ্ঞেস করি, "সত্য কি?"

111

(পদঃ যোহন ১৭ঃ১৭)
যীশু উত্তর দিয়েছিলেনঃ
"তোমার বাক্যই সত্য।" যোহন ১৭ঃ১৭।
বাইবেল, ঈশ্বরের বাক্যই সত্য!
ঐ বাক্যের ক্ষমতা নর ও নারীদের হৃদয় পরিবর্তন করতে পারে।

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

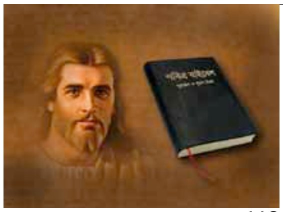
112

কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য শুধু তাদেরই পরিবর্তন করতে পারে যারা পরিবর্তীত হ'তে ইচ্ছুক––যারা এই বই এর মানুষটিকে, যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহন করতে ইচ্ছুক।

লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের জীবন পরিবর্তীত হয়েছে, যেমন ভাবে মানুষ বাইবেল অধ্যায়ন করেছে।

হৃদয় স্পর্শ করার জন্য ও জীবন পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীতে এরচেয়ে বড় ক্ষমতা আর নেই।

বন্ধু, আপনি দেখুন, এটি একটি ব্যবধান সৃষ্টি করে যে আমরা এই বই দিয়ে কি করি। এটি গীর্জাঘরে বয়ে নেবার জন্য অথবা ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্য শুধু মাত্র একটি বই তার চেয়ে বেশী কিছু। এটি সাহায্যকারী তথ্য অথবা প্রয়োজনীয় উপদেশের চেয়ে বেশী কিছু। এটি এই গ্রহ পৃথিবীতে তাঁর সন্তানদের প্রতি একটি প্রেমপত্র। এর মধ্যে রয়েছে বেঁচে থাকার গোপন রহস্য, অনন্ত কালিন আনন্দ, এবং মনের প্রশান্তি।

113

(ভিডিওঃ ১২ সেকেণ্ড) জীবন পরিবর্তন করায় ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষমতা সম্পর্কে আমাকে একটি গল্প বলতে দিন। বহু বছর আগে, একটি জাহাজ ছিল যাকে বলা হ'তো বাউন্টি।১৭৯০ খ্রীষ্টব্দে, জাহাজ বোঝাই করে ব্রেডফল এনে ক্রীতদাসদের জন্য সস্তা খাবার হিসাবে পশ্চীম ইন্ডিজে লাগাবার জন্য ক্যাপটেন ব্লাই এবং তার নাবিক দল ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন।

114

(ভিডিওঃ ৭ সেকেণ্ড) ব্লাই এর নিষ্ঠুর নেতৃত্বের কারণে এবং নাবিকদের মধ্যে খারাপ আচরণের জন্য, সেখানে একটি বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, এবং বিদ্রোহের নেতা, ফ্লেচার খ্রীষ্টিয়ান, ব্লাই এবং নাবিক দলের ১৮ জনকে ছোট একটি নৌকায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

ক্যাপ্টেন ব্লাই এর সমুদ্র যাত্রায় দক্ষ ক্ষমতার কারণে তারা কোন ভাবে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

115

(ভিডিও ৪ সেকেণ্ড) নাবিকেরা বাউন্টি জাহাজের ভিতরে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি, কিন্তু তারা অবশেষে বসতিবিহীন পিটকেয়ার্ণ দ্বীপে গিয়ে উঠেছিল।

116

(ভিডিওঃ ১০ সেকেণ্ড) তারা বাউণ্টি জাহাজটি পুড়িয়ে দিয়েছিল যেন তাদের খুঁজে বের করা না যায়। যখন তারা টাহিটিতে ছিল, ব্ল াই তার সাথে জাহাজে বেশ ক'একজন মহিলা ও কিছু স্থানীয় লোকদের নিয়েছিলেন।

বিদ্রোহীদের মধ্যে সমস্যা শুরু হ'লো যখন তারা মদ তৈরী করতে শিখলো। সেখানে খুন ও অপরাধ দেখা দিল এবং শীঘ্র সেখানে শুধু একজন মাত্র পুরুষ রইল, জন্ এ্যাডামস্, এবং বেশ কিছু মহিলা ও শিশু।

117

(ভিডিওঃ ৮ সেকেণ্ড) জন্ এ্যাডামস্ যত সময় পর্য্যন্ত বাউণ্টির বাইবেল খানা না পেলেন, তত সময় পর্য্যন্ত তিনি সেটি খুঁজলেন। তিনি এটি পড়তে শুরু করলেন এবং যেমন তিনি পড়ছিলেন, একটি ভীষণ পরিবর্তন তার মধ্যে এলো।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এই শিশুদের একটি ভবিষ্যৎ দেবার জন্য তার উপর একটি প্রকাণ্ড দায়ীত্ব এসে পড়েছে। তিনি তাদের শিক্ষা দিতে শুরু করলেন যে কি ভাবে পড়তে হয় এবং লিখতে হয় এবং কিভাবে জীবন যাপন করতে হয়।

ঐ দ্বীপের সমগ্র লোকসংখ্যার মধ্যে চমৎকার পরিবর্তন পাশ দিয়ে চলে যাওয়া জাহাজের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, পরে ব্রীটিশ সরকারকে, এবং পরিশেষে সমগ্র বিশ্বকে।

৫। প্রাচীন কালের মোড়ানো কাজগের গোপন রহস্য

118

বন্ধুগণ, এই বাইবেল আপনারও জীবন পরিবর্তন করতে পারে। যখন আমরা বাইবেল পড়ি, একই পবিত্র আত্মা যা বহু শতাব্দি পূর্ব্বে বাইবেলের লেখকগণকে ঈশ্বরের বাক্য লিখবার জন্য অনুপ্রাণীত করেছিলেন, আমরা যেমন এটি পড়ি, তেমনি এটি আমাদের জীবন পরিবর্তন করে থাকে।

উম্মুক্ত মনে ঈশ্বরের বাক্যের কাছে আসুন এবং সাধারণ বিশ্বাসে বলুনঃ

"হে সদাপ্রভু, আপনার সত্য আমাকে দেখাউন, এবং আমি এটি অনুসরণ করবো।"

"হে সদাপ্রভু, আমার জীবনে যে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন তা আমাকে প্রকাশ করুন।"

"হে সদাপ্রভু, আপনার বাক্যের পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে আমি আপনাকে একজন প্রেমময়, ক্ষমাশীল, জীবন-পরিবর্তনকারী পরিত্রাতা হিসাবে সাক্ষাৎ করতে চাই।"

119

হ্যাঁ, বন্ধু, এটি শুধু বই-ই নয়--ইনি এই বই এর লেখক যিনি পরিবর্তন সাধন করে থাকেন।

যেমন আমরা ঐ লেখকদের দিকে এক পালক চেয়ে দেখি, আমাদের বিশ্বাস উর্দ্ধে উঠবে। তাঁকে জানার অর্থ হ'লো তাঁকে ভালবাসা ও বিশ্বাস করা।

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

1

কি করে একজন প্রেমময় ঈশ্বর এটি অনুমোদন করতে পারেন?

2

ক্লারা এন্ডারসন স্যান্ফ্রান্সিস্কোতে একজন গৃহ পরিচারিকা ছিল, এবং ক্লারা একজন ভদ্র মহিলা ছিলেন এবং খুবই বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যাক্তি ছিলেন। একই গৃহকর্তার পনের বছর কাজ করার পরে, সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।
সে কোথায় চলে গিয়েছিল, গৃহকর্তার কোন ধারনাই ছিলনা। মনে হয়েছিল সে চোখের আড়াল থেকে সরে গিয়েছে। অনেক দিন খোঁজাখুজির পরে অলৌকিকভাবে শহরের স্পেশাল সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট তাকে খুঁজে পেল।

ক্লারা সান্ফ্রান্সিস্কোর বায়রে পাহাড়ের একটি লুক্কাইত স্থানে মৃত-প্রায় অবস্থায় পড়েছিল। সে বলেছিল, “আমি মরতে চাই, আমাকে একাকি থাকতে দিন্।” যে সাংবাদিক তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন, সে তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, ক্লারা বলেছিল,
“দেখুন, আমার জন্য কেউ যত্নশীল নয়। আমি শুধু মাত্র একজন পরিচারিকা--সমাজে হাজার হাজার হাজার লোকের মধ্যে যারা সাধারণ দিন মজুরের কাজ করে শুধু তাদেরই একজন। আমার জীবনের কোন মূল্য নেই। আমার কোন নিকট আত্মীয় নেই, কোন পরিবার নেই, কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। আমি খুবই নিসঙ্গ এ জন্য আমি বাঁচতে চাইনা।
আমি কাউকে নিকট বলে গণ্য করিনা--আমি কারো সাথে কথা বলতে পারিনা, সুতরাং আমাকে শুধু মরতে দিন, কারণ প্রকৃত পক্ষে কেউ আমার জন্য যত্নশীল নয়।”

৬। কেন এত দুঃখ–কষ্ট?

3

"কেউ আমার যত্ন নেয়না!" এটাই হ'লো এই নিঃসঙ্গ গ্রহে পুরুষ ও মহিলাগণের একটি মরণ-চিৎকার। হালেই, ঈশ্বর সম্পর্কে একটি জরিপে, মানুষদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনি যদি ঈশ্বরকে একটি প্রশ্ন করতে পারতেন, ঐ প্রশ্নটি কি হ'তো?"

আপনার বিষয় কি? আপনি যদি ঈশ্বরকে একটি প্রশ্ন করতে পারতেন, সেটি কি হ'তো? এভাবেই লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ জিজ্ঞেস করতোঃ
"ঈশ্বর, আপনি কি সত্যি আমার প্রতি যত্নশীল? আপনি যদি এত ভাল হয়ে থাকেন, তা হ'লে আমাদের পৃথিবীতে কেন এত দুঃখ–কষ্ট, অসুস্থতা ও মৃত্যু?"
"কেন এত হৃদয় যন্ত্রণা ও দুঃখ?"
"কেন এত দূর্ভিক্ষ, প্লাবণ, প্রাকৃতিক দূযোগ ও যুদ্ধ?"

4

আমরা চারিদিকে চেয়ে দেখি এবং এই পৃথিবীতে একটি মন্দ শক্তি উপলব্ধি করে থাকি। প্রতিদিন প্রতিটি স্থানে ভয়ানক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

5

(ভিডিওঃ ১৫ সেকেণ্ড) পৃথিবীতে এই সব মর্মান্তিক ঘটনা, দুঃখ, কষ্টের জন্য কে দায়ী?
এই সব সমস্যার জন্য অনেকে ঈশ্বরকে দোষারোপ করে থাকেন। কত ঘন ঘন আপনি তাদের এই প্রশ্ন করতে শুনে থাকেন, "ঈশ্বর কেন আমার প্রতি এমনটি করলেন?"

6

আমরা দেখি সত্য ও মন্দ শক্তির মধ্যে যে মহা যুদ্ধ চলছে সে সম্পর্কে বাইবেল কি বলে।
আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "ঈশ্বর যদি এই পৃথিবীতে এই সব সমস্যা না এনে থাকেন, তা হ'লে প্রকৃত পক্ষে এইসব মর্মান্তিক ঘটনা যা প্রতিদিন আমরা দেখছি তার জন্য কে দায়ী?

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

7

বাইবেল দোষী দলের দিকেই আঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে। যীশু একজন কৃষকের গল্প বলেছিলেন যিনি তার ক্ষেত্রে উত্তম বীজ বপন করেছিল, কিন্তু যখন বীজ অঙ্কুরিত হ'ল,

8

সেখানে ক্ষেত্রে আগাছা দেখা গেল।

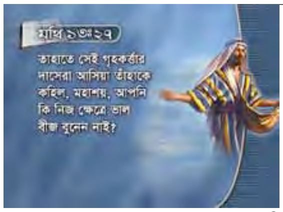

9

(পদঃ মথি ১৩ঃ২৭)"তাহাতে সেই গৃহকর্ত্তার দাসেরা আসিয়া তাঁহাকে কহিল, মহাশয়, আপনি কি নিজ ক্ষেত্রে ভাল বীজ বুনেন নাই?

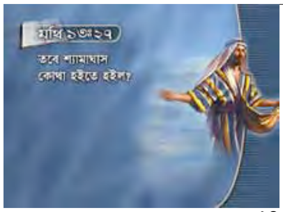

10

তবে শ্যামাঘাস কোথা হইতে হইল?"
তারা জানতে চেয়েছিল, "কোথা হইতে' আগাছাগুলি আসিল?"

11

(পদ ৩ স্লাইডঃ মথি ১৩ঃ৩৭-৩৯)"তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, 'যিনি ভাল বীজ বপন করেন, তিনি মনুষ্যপুত্র।'"

12

ক্ষেত্র জগৎ; ভাল বীজ রাজ্যের সন্তানগণ; শ্যামাঘাস সেই পাপত্মার সন্তানগণ।"

13

"যে শত্রু তাহা বুনিয়াছিল, সে দিয়াবল।"
মথি ১৩ঃ৩৭-৩৯

14

আপনি দেখুন, যখন ঈশ্বর প্রেম ও দয়া দেখাতে চেষ্টা করছেন, আর একটি শক্তি ঈশ্বরের সন্তানদের জীবনে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসছে প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দূর্ঘটনা, মৃত্যু ও ব্যাঁধি।

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

15

বাইবেলের শেষ বই, প্রকাশিত, আমাদের বলে কি করে এই সব শুরু হয়েছিল যেন আমরা প্রকৃত সত্য জানতে পারি যে স্বর্গে কি ঘটেছিল যা এই গ্রহ পৃথিবীকে এতটা সমস্যায় জর্জরিত করেছিল। আমরা মন্দতার উৎপত্তি আবিস্কার করবো। এটি আপনাকে আশ্চর্যান্বিত করতে পারে, কিন্তু স্বর্গে কোন এক সময়ে যুদ্ধ হয়েছিল!

16

(লিখনী স্লাইড ৪ঃ প্রকাশিত ১২ঃ৭-৯)
“আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল; মীখায়েল ও তাঁহার দূতগণ ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই নাগ ও তাহার দূতগণও যুদ্ধ করিল,

17

কিন্তু জয়ী হইলনা, এবং স্বর্গে তাহাদের স্থান আর পাওয়া গেলনা।

18

আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল (অপবাদক) এবং শয়তান (বিপক্ষ বলা যায়), সে সমস্ত পৃথিবীর নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়;

19

সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহার দূতগণও তাহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল।”
প্রকাশিত ১২ঃ৭-৯।

20

এখন দেখুন এই মহানাগ, অথবা শয়তানকে কি ভাবে প্রকাশিত ১২ঃ৩,৪ পদে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছে।

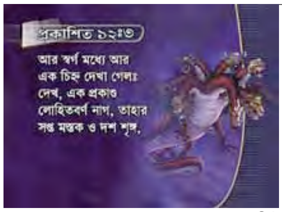

21

(লিখনী স্লাইড ২ঃ প্রকাশিত ১২ঃ৩,৪)
“আর স্বর্গ মধ্যে আর এক চিহ্ন দেখা গেলঃ দেখ, এক প্রকাণ্ড লোহিতবর্ণ নাগ, তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ,

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

22

এবং তাহার মস্তকগুলিতে সপ্ত কিরীট।”

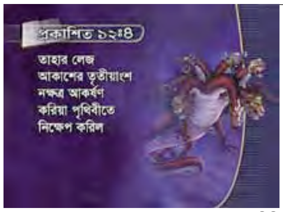

23

“তাহারা লাঙ্গুল আকাশের তৃতীয়াংশ নক্ষত্র আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল”

24

স্পষ্টতঃই স্বর্গের এক তৃতীয়াংশ দূত এই প্রতারককে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহে লিপ্ত করেছিল। কিন্তু আমরা এই পতিত দূত যাকে লূসিফর বলা হয় তার সম্পর্কে আরও বেশী তথ্য বের করি। পুরাতন নিয়মে তাকে সোরের রাজা হিসাবে বর্ণণা করা হয়েছে, এবং তার সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে;

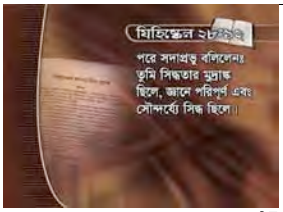

25

(লিখনী স্লাইড ৪ঃ যিহিস্কেল ২৮ঃ১২-১৪)
“পরে সদাপ্রভু বলিলেনঃ তুমি সিদ্ধতার মুদ্রাঙ্কন ছিলে, জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং সৌন্দর্য্যে সিদ্ধ ছিলে।যিহিস্কেল ২৮ঃ১২।

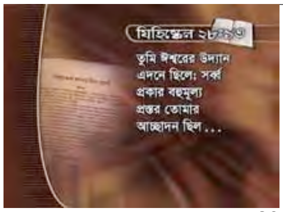

26

তুমি ঈশ্বরের উদ্যান এদনে ছিলে; সর্ব্ব প্রকার বহুমূল্য প্রস্তর তোমার আচ্ছাদন ছিল . . .
যিহিস্কেল ২৮ঃ১৩

27

তুমি অভিষিক্ত আচ্ছাদক করূব ছিলে, . . . তুমি ঈশ্বরের পবিত্র পর্ব্বতে ছিলে;

28

তুমি অগ্নিময় প্রস্তর সকলের মধ্যে গমনাগমন করিতে।” যিহিস্কেল ২৮ঃ১৪

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

29

লূসিফর একটি সুদর্শন দূত ছিল, সব দিগদিয়ে তাকে সিদ্ধ ভাবে সৃষ্টি করা হযেছিল।
সে এমনই একজন দূত ছিল যে সে আচ্ছাদক করূব হিসাবে ঈশ্বরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো।

30

লূসিফর স্বর্গে একটি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। অনুগ্রহ সিংহাসনের দু'পাশে অথবা ঈশ্বরের সিংহাসনের দু'পাশে দু'জন দূত ছিল--একজন দক্ষিণ পাশে ও একজন বাম পাশে। এদের মধ্যে একজন ছিল লূসিফর।

31

সে ঈশ্বরের পরেই থেকেও সুখী ছিলনা। সে ঈশ্বর হ'তে চেয়েছিল!
লূসিফরের এবং ঈশ্বরের সাথে তার ঘনিষ্ট সম্পর্কের কিছু একটা হয়েছিল।ঈশ্বর লূসিফরকে বল্লেন,

32

(পদঃ যিহিষ্কিল ২৮ঃ১৫)"তোমার সৃষ্টি দিন অবধি তুমি আপন আচারে সিদ্ধ ছিলে, শেষে তোমার মধ্যে অন্যায় পাওয়া গেল।" যিহিষ্কিল ২৮ঃ১৫

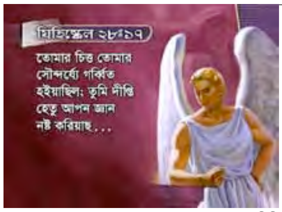

33

(পদঃ যিহিস্কেল ২৮ঃ১৭)
"তোমার চিত্ত তোমার সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিত হইয়াছিল; তুমি দীপ্তি হেতু আপন জ্ঞান নষ্ট
করিয়াছ . . ."
যিহিস্কেল ২৮ঃ১৭

34

এই সুদর্শন গৌরবময় দূতটি স্বার্থ কেন্দ্রিক হয়ে পড়লো। যে গৌরব ও অর্ঘাঞ্জলী শুধু ঈশ্বরের প্রাপ্য ছিল, সে সেগুলির প্রতি সে লোভ করেছিল। সে ক্ষমতা ক্ষুধার্ত ছিল। সমস্ত সৌরমণ্ডলের রাজত্বের জন্য সে তার সৃষ্টিকর্তাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহাস দেখিয়েছিল! মনোযোগ দিয়ে শুনুনঃ

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

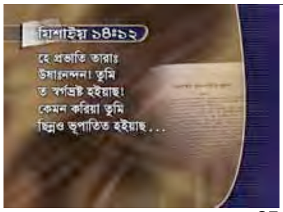

35

(লিখনী স্লাইড ৩ঃ যিশাইয় ১৪ঃ১২-১৪)
“হে প্রভাতি তারাঃ উষাঃনন্দন! তুমি ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছ! কেমন করিয়া তুমি ছিন্নও ভূপাতিত হইয়াছ . . .

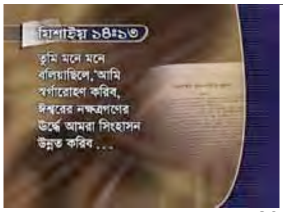

36

তুমি মনে মনে বলিয়াছিলে,‘আমি স্বর্গারোহণ করিব, ঈশ্বরের নক্ষত্রগণের উর্দ্ধে আমরা সিংহাসন উন্নত করিব . . .

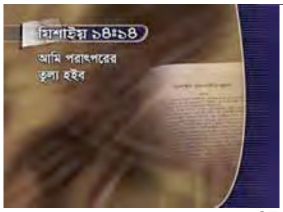

37

আমি পরাৎপরের তুল্য হইব”
যিশাইয় ১৪ঃ১২-১৪

38

যেমনিভাবে এই গর্বিত শব্দগুলি লূছিফরের ঠোঁট দিয়ে বের হ‘লো, স্বর্গের সিদ্ধ প্রেম ও ঐক্য লক্ষ লক্ষ স্বার্থপর অংশে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হ‘লো।

39

এটি খুব দীর্ঘ সময় ছিলনা যখন লূসিফর অন্য স্বর্গদূতগণের মধ্যে অসন্তোষের মনোভাব ছড়াতে সুরু করলো।ধীরে অথচ সুনিশ্চিৎভাবে, সে ঈশ্বরের প্রেম ও ন্যায় বিচারের অবমূল্যায়ন করেছিল।

40

একটি বাক্সে পচা ফলের মতো, স্বর্গে অন্য দূতগণের মধ্যে তার বিদ্রোহ ছড়িয়েছিল। সম্ভবতঃ আপনি মনে করছেন যে ঈশ্বর কেন ঐ সময়ই শয়তানকে ধ্বংশ করেননি।
ঈশ্বর লূছিফর ও দূতগণদের যারা তার বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল তাদের চোখের পলকেই ধ্বংশ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করলে, তার সব সৃষ্টজীব তাঁকে ভয়ে সেবা করতো।

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

41

আমরা ধরে নেই ঈশ্বর আমাদের মনোনয়ন ক্ষমতা সরিয়ে নিয়েছেন এবং আমাদের সকলকে রোবোট বানিয়েছেন।
আপনাদের কতজনের সন্তান-সন্ততি আছে? আপনাদের অনেকেরই আছে।
আপনি কি একটি রোবোট সন্তান চান? একটি সন্তান যাকে আপনি প্রোগ্রাম করে দিয়েছেন সে সবকিছুই সে ভাবে করলে আপনি তাকে কেমন পছন্দ করবেন? আপনার সন্তান সকালে উঠবে এবং বলবে, "হ্যাঁ, মা; আমি আমার ভাত খাব।"

"হ্যাঁ, বাবা, আমি ঘর পরিস্কার করবো।"
আপনার একটি রোবোট আছে যান্ত্রিক, ষ্টিলের, একটি ঠান্ডা রোবোট।
আপনার আর একটি সন্তান নেই।
আপনি কি এধরনের একটি সন্তান চাইবেন? অবশ্যই না। এবং ঈশ্বরও চাইবেন না।

42

ঈশ্বর একজন প্রেমের ঈশ্বর। তিনি শুধু তাঁর সৃষ্ট জীবদের সাথে প্রেমের সম্পর্কের মাধ্যমেই সুখী হতে পারেন যেখানে তারা তাঁকে আরাধনা করবে কারণ তারা তাঁকে প্রেম করে ও ভাল বাসে।

43

শয়তান ঈশ্বরের ব্যাবস্থা ও ন্যায়বিচারের চ্যালেঞ্জ করেছিল, কিন্তু কে পরিচালক তা দেখাবার জন্য ঈশ্বর এই ব্যাবস্থা জোর পূর্ব্বক তাদের দেননি। তিনি ঐ ব্যাবস্থা তৈরী করেছিলেন তাদের প্রতিরক্ষিত করার জন্য, তাদের শান্তি ও আনন্দ সুনিশ্চিৎ করার জন্য।

44

তাঁর ব্যবস্থা আলোর কেন্দ্রবিন্দু এবং গতি সীমা রোধক চিহ্ন সরূপ যা সবই আমাদের নিরাপত্তা ও সাচ্ছন্দের জন্য পরিকল্পনা করেছেন।

45

শয়তান, "ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ," নিজেকেই দিয়াবলে পরিণত করেছিল!

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

46

(ভিডিওঃ ১০ সেকেণ্ড) ঈশ্বর প্রত্যেককেই বাধ্য হ'তে অথবা না হ'তে মনোনয়ন ক্ষমতা দিয়েছেন। শয়তান যে ভাবে এই পৃথিবী চালাবে তা সৌরমণ্ডলকে দেখাবার জন্য ঈশ্বর প্রেম ও ন্যায্যতার মাধ্যমে অনুমোদন করেছিলেন।
ঈশ্বর যখন সকলের প্রতি এত প্রেমময় ও ভাল ছিলেন, আমরা বুঝিনা কেমন করে এ সব হয়েছিল।

47

যে যুদ্ধ স্বর্গে শুরু হয়েছিল তা এখনো শেষ হয়নি এটি শুধু স্থান পরিবর্তন করেছে!
পৃথিবী হ'লো সেই স্থল যেখানে ভাল ও মন্দের মধ্যে যুদ্ধ হবে, যেখানে শয়তান দেখাবে কি ধরনের প্রশাসনের মাধ্যমে সে পৃথিবী পরিচালনা করবে।

48

কিন্তু পৃথিবী কেন? কেন আমাদের এই গৃহ পৃথিবী

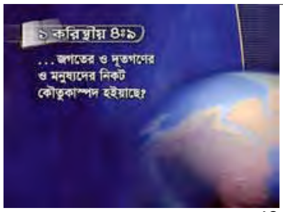

49

(পদঃ ১করিন্থীয় ৪ঃ৯)
“. . . জগতের ও দূতগণের ও মনুষ্যদের নিকট কৌতুকাস্পদ হইয়াছে?”
১ করিন্থীয় ৪ঃ৯।

50

পৃথিবী কেবল সৃষ্টিকর্তার হাত দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, এর সম্পূর্ণ গৌরব এবং সিদ্ধতা বর্ণণাতীত ভাবে সুন্দর ছিল।
স্পষ্টতঃ শয়তান ও তাই চিন্তা করেছিল, কারণ সে পৃথিবীকে দখল করা মূলবান বলেই গণ্য করেছিল। সে এই গ্রহকে ভঙ্গুর সৌন্দর্য্যে পরিণত করার লক্ষ্যে দখল করতে চেয়েছিল--একটি সদ্য নবজাত পৃথিবী।

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

51

যদিও আদম এবং হবা মানব জাতির পিতা ও মাতাকে, সিদ্ধ করে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তথাপি তাদের ভুল করার সম্ভবতার উর্দ্ধে রাখা হয়নি।

তারা ঈশ্বরকে ভালবাসতে ও অনুসরণ করার জন্য অথবা তার নির্দ্দেশাবলী উপেক্ষা করার জন্য স্বাধীন ও উম্মুক্ত ছিল। কিন্তু তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা হ'তে হবে, এবং ঐ পরীক্ষা একটি মাত্র গাছেকে কেন্দ্র করে হবে। ঈশ্বর সতর্ক করে বলেছিলেন,

52

(লিখনী স্লাইড ২ঃ আদি ২ঃ১৬,১৭)"তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল সচ্ছন্দে ভোজন করিও;

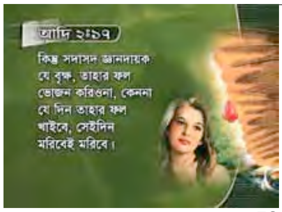

53

কিন্তু সদসদ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিওনা, কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেইদিন মরিবেই মরিবে।" আদি ২ঃ১৬,১৭।

সেটি একটি যুক্তিপূর্ণ অনুরোধ বলে মনে হয়েছিল। তারা মোটামুটি নিরাপদ অনুভব করেছিল। কিন্তু মানুষকে যখন প্রহরার সম্পূর্ণ বাইরে ধরা হয়, তখন সে সবচেয়ে অপরাধ প্রবণ হয়ে থাকে কারণ সে নিরাপদ মনে করে।

54

হবার তা-ই হয়েছিল।

শয়তান তাকে প্রতারিত করার জন্য তার অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ব্যবহার করেছিল।

শয়তান কদাচিৎ খোলাখুলি ভাবে কাজ করে থাকে। সে খুবই খলপূর্ণ।

সে প্রতিষ্ঠান, মানুষ, অথবা এমন কি সাপও ব্যবহার করে থাকে।

55

এই কারণেই পৌল বলেছিলেনঃ

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

56

(লিখনী স্লাইড ৩ঃ ইফিষিয় ৬ঃ১১-১২)
"ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধ সজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পার।

57

কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্ত্তৃত্ব সকলের সহিত, ক্ষমতার বিরুদ্ধে,

58

অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতেছি।" ইফিষীয় ৬ঃ১১,১২।

59

হবা প্রতারিত হয়েছিল।
সে কখনো সন্দেহ করেনি যে কথাবলা স্বর্পের বাক্যগুলি শয়তান থেকেই এসেছিল।
শয়তান, স্বর্পের মাধ্যমে কথা বলে, তাকে জিজ্ঞেস করেছিল,

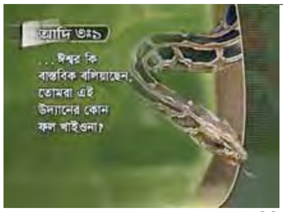

60

(পদঃ আদি ৩ঃ১)
"....ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন, 'তোমরা এই উদ্যানের কোন ফল খাইওনা'?"
আদি ৩ঃ১।

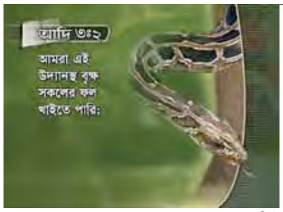

61

(লিখনী স্লাইড ৪ঃ আদি ৩ঃ২-৪)
হবা উত্তর দিয়ে বলল্লো, "আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষসকলের ফল খাইতে পারি;

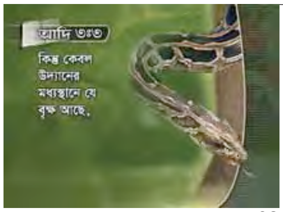

62

কিন্তু কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে,

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

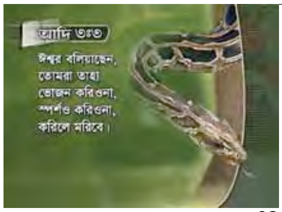

63

ঈশ্বর বলিয়াছেন, 'তোমরা তাহা ভোজন করিওনা, স্পর্শও করিওনা, করিলে মরিবে।'

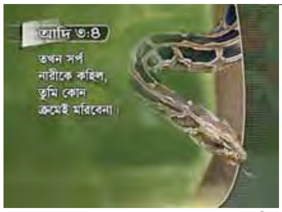

64

পরে তখন সর্প নারীকে কহিল, 'তুমি কোন ক্রমেই মরিবেনা।'"
আদি ৩ঃ২-৪

65

যেমন হবা সর্পের কথা শুনেছিল, তার মনে নিশ্চয়ই অনুভব করতে পেরেছিল যে ঈশ্বর তাদের যা বলেছিলেন তার চেয়ে ভিন্ন কিছু সে বলছিল।
সম্ভবতঃ এ কথা চিন্তা করে হবা বিভ্রান্ত অনুভব করেছিল, সর্প তাড়াহুড়া করে বলেছিল,

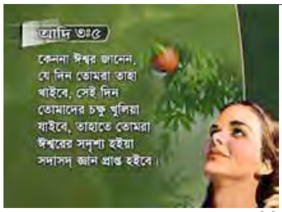

66

(পদঃ আদি ৩ঃ৫)
"কেননা ঈশ্বর জানেন, যে দিন তোমরা তাহা খাইবে, সেই দিন তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ্য হইয়া সদসদ্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।"
আদি ৩ঃ৫।

67

শয়তান ইঙ্গিত বলেছিল ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ নন, এবং তিনি কিছু উত্তম জিনিষ ধরে রাখছিলেন। ঈশ্বরের সমতুল্য হওয়া শয়তানের একান্ত বাসনা ছিল এবং এটিই তার পতনের কারণ। এখন এটি হবার কাছেও শুনতে ভাল লেগেছিল, এবং সেই মূহুর্তেই সে বিক্রীত হয়ে গিয়েছিল।

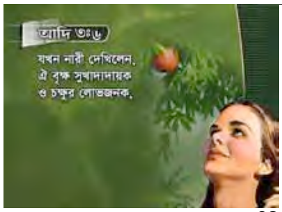

68

(লিখনী স্লাইড ২ঃ আদি ৩ঃ৬)"যখন নারী দেখিলেন, ঐ বৃক্ষ সুখাদ্যদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক,

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

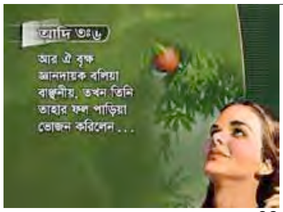

69

আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয়, তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন...”
আদি ৩ঃ৬।

70

এবং হবা ঐ ফল আদমকে দিলেন, এবং তিনি ঐ ফল খেলেন।

71

আদম ও হবা ঈশ্বরের ভালবাসা ও আনুগত্যের পরীক্ষার উপর ব্যার্থ হলেন, এবং খুব বেশী পরে নয় তারা বুঝতে পারলেন যে কোথাও কোন ভুল হয়ে গেছে।

72

শয়তান নবজাত পৃথিবীকে হাইজ্যাক করে ফেললো! সেই মূহুর্ত থেকেই, সে “এই পৃথিবীর রাজপুত্র” পদটি দাবি করলো।
একটি বিদ্রোহী গ্রহের শাসনকর্তা।
আদম ও হবা সেই মন্দ স্বরে কর্ণপাত করেছিলেন।

73

যেমন এই সবচেয়ে দুঃখজনক দিনটি ঘনিয়ে আসলো, ঈশ্বর সাভাবিক ভাবেই বৈকালের মৃদুমন্দ পরিবেশে উপস্থিত হলেন, আদম হবাকে ডাকলেন।
এ পর্য্যন্ত, এটিই দিনের সবচেয়ে আনন্দপূর্ণ সময় ছিল--যিনি তাদের সৃষ্টি করেছিলেন সেই ঈশ্বরের সাথে সরাসরি হাটা ও কথা বলার একটি সুযোগ।
কিন্তু এই দিন তারা দৌড়ে গিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকালেন!

74

অবশেষে আদম বাগানের কিছু ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে স্বীকার করলেন,

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

75

(পদঃ আদি ৩ঃ১০)
"....আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম, কারণ আমি উলঙ্গ, তাই আপনাকে লুকাইয়াছি।"
আদি ৩ঃ১০।

76

আদম এর পূর্ব্বে কখনোই ভীত হননি, কিন্তু পাপই এই কাজ করে থাকে। এমন কি পাপ ঈশ্বরকে ভয় পেতে শেখায়।

77

(পদঃ আদি ৩ঃ১১)
ঈশ্বর বললেন, "... যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ?"
১১ পদ।
আদম উত্তর দিলেনঃ

78

(পদঃ আদি ৩ঃ১২)
".... তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল, তাই খাইয়াছি।"
আদি ৩ঃ১২।
কয় একঘণ্টা পূর্ব্বে আদম হবার সাথে মরবার জন্যও রাজি ছিলেন। এখন তিনি হবাকে দোষারোপ করলেন এবং হবাকে সৃষ্টি করার জন্য ঈশ্বরকে দোষারোপ করলেন।
কিভাবে পাপ সিদ্ধ প্রেমও চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারে।

79

কিন্তু হবাও কোন অংশে কম দোষারোপ করেননি। যখন ঈশ্বর হবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তিনি কি করেছেন, তিনি উত্তরে বলেছিলেন,

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

80

(পদঃ আদি ৩ঃ১৩)
"... সর্প আমাকে ভুলাইয়াছে, তাই আমি খাইয়াছি।"
আদি ৩ঃ১৩।
হবাও ঈশ্বরকে দোষারোপ করেছিলেন! অন্য কথায়, তিনি বলছিলেন, "তুমি যে সর্প সৃষ্টি করিয়াছ সে-ই আমাকে বিপদে ফেলিয়াছে।"

81

প্রতিদিন আদম ও হবা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল!
জীবন বৃক্ষের ফল খাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্যে ঈশ্বর তাদের বাগানবাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিলেন। দিয়াবল বলেছিল তারা মরবেনা, কিন্তু বাইবেল বলে,

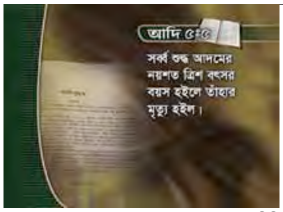

82

(পদঃ আদি ৫ঃ৫)
"সর্ব্ব শুদ্ধ আদমের নয়শত ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।" আদি ৫ঃ৫।
অনেক দেরীতে তারা আবিস্কার করেছিল যে দিয়াবল কি

83

(পদঃ যোহন ৮ঃ৪৪)
"...একজন মিথ্যাবাদী ও তাহার পিতা।"
যোহন ৮ঃ৪৪

84

পৃথিবীতে হৃদয়চূর্ণ ও ধ্বংশের জন্য খুব সহজেই ঈশ্বরকে দোষারোপ করা যায়, কিন্তু বাস্তবে শয়তানই সব ধ্বংশযজ্ঞের জন্য দায়ী।

85

(ভিডিওঃ ১০ সেকেণ্ড) সে-ই এই গ্রহ পৃথিবীতে সমস্যা এনেছে এবং সেই অবধি সে পাপ ও দুঃখকষ্ট আনায়ন করে আসছে। যীশু দিযাবলের মুখোশ খুলে দিলেন এবং যে ভাবে সে মানুষদের যাতনাগ্রস্ত করে থাকে।

৬। কেন এত দুঃখ–কষ্ট?

86

যেমন যীশু এবং শাব্বাথে মন্দিরে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তিনি লক্ষ্য করলেন একটি মহিলা তার পঙ্গুত্ব নিয়ে কুঁজো হয়ে হাটছিলেন, তার করণ অবস্থা দেখে যীশু স্পর্শিত হয়েছিলেন ও তাকে সুস্থ করেছিলেন।

87

শাসনকর্তাগণ তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে সমালোচনা করেছিলেন কারণ শাব্বাথে সুস্থ হওন কাজটি ঘটেছিল ঈশ্বর পবিত্র আরাধনার দিনে। কিন্তু লক্ষ্য করুন কিভাবে তিনি তাঁর কার্য্যকলাপ সমর্থন করেছিলেনঃ

88

(লিখনী স্লাইড ২ঃ লূক ১৩ঃ১৬)"তবে এই স্ত্রীলোক, অব্রাহামের কন্যা, যাহাকে শয়তান ....আঠারো বৎসর ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল,

89

বিশ্রামবারে এই বন্ধন হইতে তার মুক্তি পাওয়া উচিৎ নয়?" লূক ১৩ঃ১৬

90

যীশু বলেছিলেন যে শয়তান এই স্ত্রীলোকটিকে আঠারো বৎসর ধরে বেঁধে রেখেছিল। শয়তানই দোষী ব্যাক্তি ছিল! এমন কি শয়তানই সব ব্যাধী, দুঃখকষ্ট, হৃদয়ের ব্যাথা এবং মৃত্যুর পেছনে একটি অশুভ শক্তি!

91

দিয়াবল ও ঈশ্বরের মধ্যে একটি কথোপোকথোনের সময়ে সম্ভবতঃ শয়তানের কলাকৌশল সম্পর্কে ইয়োবের প্রথম অধ্যায়ে যেমন স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে বাইবেলের আর কোথাও এত পরিস্কারভাবে এটি দেখানো হয়নি।

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

92

শয়তানের পতনের কিছুকাল পরে ঈশ্বরের সন্তানেরা তাঁর সম্মুখে নিজেদের উপস্থিত করেছিলেন। শয়তানও এসেছিল। চিন্তা করে দেখুন। "ঈশ্বরের সন্তানদের" একটি সভা, এবং শয়তান নিমন্ত্রণ ছাড়াই এসেছিল।

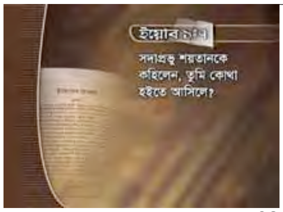

93

(লিখনী স্লাইড ২ঃ ইয়োব ১ঃ৭)
"সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিলে?"
ইয়োব ১ঃ৭।
অন্য কথায়, কে তোমাকে আমন্ত্রণ করেছে? এখানে আসার কি অধিকার তোমার রয়েছে? শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর করে বললো,

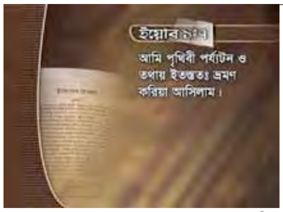

94

"আমি পৃথিবী পর্য্যটন ও তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম।"
ইয়োব ১ঃ৭।
শয়তান এই গ্রহ পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারের দাবী করে বসলো। সে আদমের স্থান দখল করে বসলো!

95

আদমকে বলা হ'তো একজন "ঈশ্বরের পুত্র" (লূক ৩ঃ৩৮ দেখুন), ঠিক যেমন ঐ দিন অন্যরাও ঈশ্বরের সাথে সভায় উপস্থিত হয়েছিল।

96

এটা কি হ'তে পারে যে তারা অন্য পৃথিবীর প্রধান ছিলেন, যেমন আদম আমাদের এই পৃথিবীর প্রধান ছিলেন?
যাই হোক, পৃথিবীকে প্রতিনিধীত্ব করার জন্য শয়তানের দাবী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হ'লো। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেনঃ

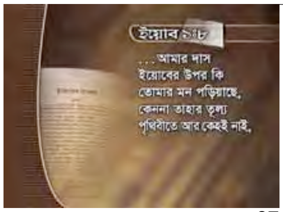

97

(লিখনী স্লাইড ৪ঃ ইয়োব ১ঃ৮,৯,১১)
"... আমার দাস ইয়োবের উপর কি তোমার মন পড়িয়াছে, কেননা তাহার তূল্য পৃথিবীতে আর কেহই নাই,

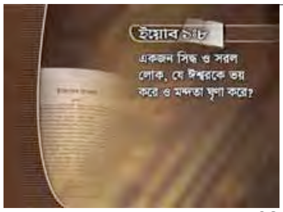

98

একজন সিদ্ধ ও সরল লোক, যে ঈশ্বরকে ভয় করে ও মন্দতা ঘৃণা করে?'

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

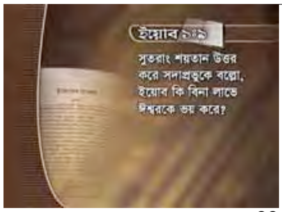

99

সুতরাং শয়তান উত্তর করে সদাপ্রভুকে বল্লো, 'ইয়োব কি বিনা লাভে ঈশ্বরকে ভয় করে?

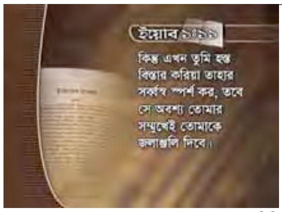

100

কিন্তু এখন তুমি হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব স্পর্শ কর, তবে সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে জলাঞ্জলি দিবে।'"
ইয়োব ১:৮,৯,১১

101

কিনা এক চেলেঞ্জ! শয়তান দাবী করেছিল যে ইয়োব ঈশ্বরের প্রতি অনুগত ছিলেন তার এক মাত্র কারণ হ'লো ঈশ্বর তার প্রতি যা করেছিলেন, এটা নয় যে তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন ও ভাল বাসতেন।

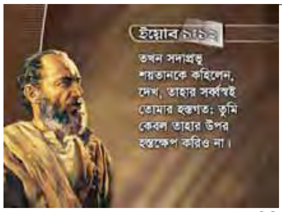

102

(লিখনী স্লাইড ২ঃ ইয়োব ১ঃ১২)
"তখন সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, 'দেখ, তাহার সর্ব্বস্বই তোমার হস্তগত; তুমি কেবল তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিও না।'

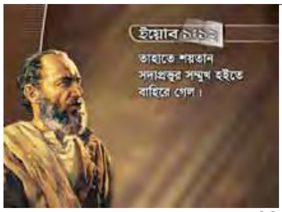

103

তাহাতে শয়তান সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে বাহিরে গেল।"
ইয়োব ১ঃ১২।
শয়তান ইয়োবের ধন সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করার জন্য ঐ স্থান ত্যাগ করলো।

104

শীঘ্র তার উপর আঘাৎ পড়তে শুরু করলোঃ প্রথমঃ শিবিয়েরা ইয়োবের গবাদিপশু হরণ করলো ও তার দাসদের হত্যা করলো।

105

দ্বিতীয়ঃ বিদ্যুৎ আঘাৎ করে তার মেষপাল ও মেষপালকদের গ্রাস করল।

106

তৃতীয়ঃ কলদিয়েরা এসে ইয়োবের উটের পাল হরণ করল।

107

চতুর্থঃ (সবচেয়ে হৃদয় বিদারক সংবাদ)ঃ একটি ঘূর্ণীঝড় ইয়োবের জেষ্ঠ পুত্রের ঘরবাড়ী চূরমার করে ফেলল। ভোজন ও পানের সময়ে ইয়োবের দশজন সন্তানদের মধ্যে সকলে মারা পড়ল!

108

বেচারা ইয়োব! তিনি চিন্তা করলেন যে ঈশ্বরই তার সব ধন সম্পদ নিয়ে গেছেন এবং সব হৃদয়ব্যাথার সৃষ্টি করেছেন।

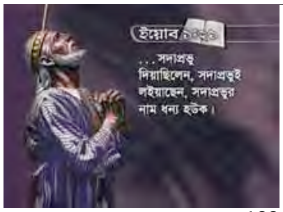

109

(পদঃ ইয়োব ১ঃ২১)
তিনি বল্লেন, "....সদাপ্রভু দিয়াছিলেন, সদাপ্রভুই লইয়াছেন, সদাপ্রভুর নাম ধন্য হউক।"
ইয়োব ১ঃ২১
যদিও তিনি বুঝতে পারেননি কেন এই মর্মান্তিক ঘটনা তার ধন সম্পদ ধ্বংশ করে দিয়েছিল, তবুও ইয়োব ঈশ্বরের সকল দয়ার উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। কিন্তু শয়তান তখনও ক্ষান্ত হয়নি। সে ঈশ্বরকে আবার এই বলে চ্যালেঞ্জ করল,

110

(লিখনী স্লাইড ৩ঃ ইয়োব ২ঃ৪-৬)
"...হ্যাঁ, প্রাণের জন্য লোক সর্ব্বস্ব দিবে।

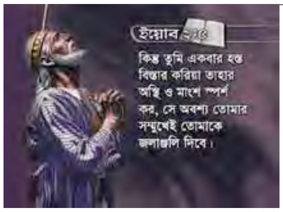

111

কিন্তু তুমি একবার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার অস্থি ও মাংশ স্পর্শ কর, সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে জলাঞ্জলি দিবে।

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

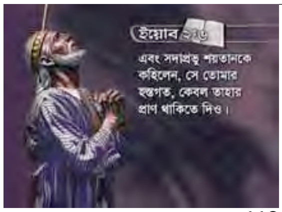

112

এবং সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, সে তোমার হস্তগত, কেবল তাহার প্রাণ থাকিতে দিও।”
ইয়োব ২ঃ৪-৬

113

পরীক্ষা চলতে থাকলো! যখন ইয়োবের পরীক্ষা আরও কঠিন হ'তে থাকলো, তখনও কি সে ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থাকবে, অথবা সে ঈশ্বরকে তার পেছন ফিরিয়ে দেখাবে?

114

(লিখনী স্লাইড ২ঃ ইয়োব ২ঃ৭)
“পরে শয়তান সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে বাহির হইয়া,

115

ইয়োবের আপাদমস্তক আঘাৎ করিয়া স্ফোটক জন্মাইল।”
ইয়োব ২ঃ৭

116

আপনার যদি কখনও ফোড়া হয়ে থাকে তা হ'লে আপনি জানেন মাত্র একটি ফোড়া কতই না যন্ত্রণাদায়ক হ'তে পারে। কল্পণা করে দেখুন মাথা থেকে বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্য্যন্ত ফোড়ায় ঢাকা!

117

যদিও শয়তান ইয়োবকে তার ধন সম্পদ, তার সন্তান-সন্ততি, এবং স্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত করেছিল, তবুও ইয়োব ঈশ্বরের প্রতি অনুগত ছিলেন। কি আশ্চর্য্য মানুষ! বাইবেল বলে,

118

“এই সকলেতে ইয়োব পাপ করিলেন না। এবং ঈশ্বরের প্রতি অবিবেচনার দোষারোপ করিলেন না।”
ইয়োব ১ঃ২২

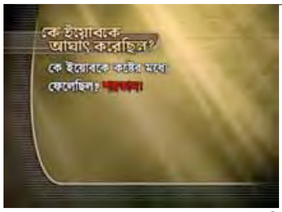

119

কে ইয়োবকে আঘাৎ করেছিল? কে ইয়োবকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছিল?
শয়তান!

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

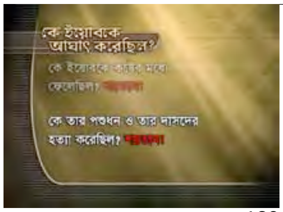
120

কে তার পশুধন ও তার দাসদের হত্যা করেছিল?শয়তান!

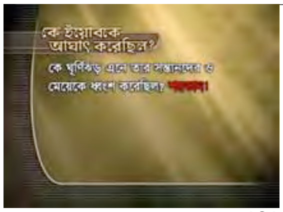
121

কে ঘূর্ণীঝড় এনে তার সন্তানদের ও মেয়েকে ধ্বংশ করেছিল? শয়তান!

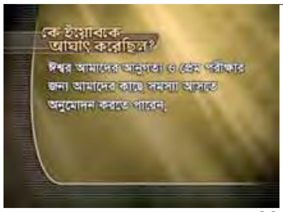
122

ঈশ্বর আমাদের আনুগত্য ও প্রেম পরীক্ষার জন্য আমাদের কাছে সমস্যা আসতে অনুমোদন করতে পারেন,

123

কিন্তু এই গ্রহ পৃথিবীতে সব ধরনের মন্দতা আনার জন্য শয়তানই দোষী ব্যাক্তি!

124

আপনি ও আমি একটি বিভ্রান্তিকর মহাজাগতিক নাটকের মাঝখানে আটকা পড়ে আছি, ক্ষমাতা ও বিশৃঙ্খলতার মধ্যে একটি সংঘর্ষ, সৃষ্টিকর্তা ও শয়তানের মধ্যে, সেই আদি বিদ্রোহী।
আমরা দর্শক নই। আমরা চাই বা না চাই, আমরাও এর সাথে জড়িত।

125

শয়তান একটি কাল্পনিক সত্যা অথবা একটি প্রভাব মাত্র এই চিন্তাধারাটি এই বাস্তবিক মেধাবী ব্যাক্তির সাথে মুখোমুখি হ'তে আমাদের সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে ফেলবে।

126

প্রকাশিত বাক্য বলেঃ

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

127

(লিখনী স্লাইড ২ঃ প্রকাশিত ১২ঃ১২)
“অতএব, হে স্বর্গ ও তন্নিবাসিগণ, আনন্দ কর! পৃথিবী ও সমুদ্রের নিবাসিগণের উপর
সন্তাপ!

128

কেননা দিয়াবল তোমাদের নিকট নামিয়া গিয়াছে; সে অতিশয় রাগাপন্ন, সে জানে, তাহার কাল সংক্ষিপ্ত।”
প্রকাশিত ১২ঃ১২
পিতর এই সতর্কবাণীটি লিখেছিলেনঃ

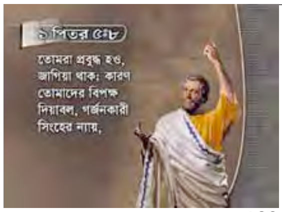

129

(লিখনী স্লাইড ২ঃ ১পিতর ৫ঃ৮)
“তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগিয়া থাক; কারণ তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জনকারী সিংহের ন্যায়,

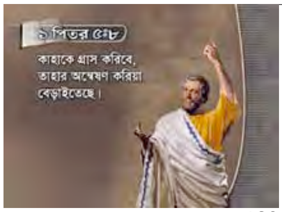

130

কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।”
১পিতর ৫ঃ৮

131

কিন্তু যদিও শয়তান তার সবচেয়ে মন্দ পরিকল্পণা করে থাকে, সৃষ্টির ঈশ্বর তাঁর পুনঃসৃষ্টির একটি পরিকল্পণা আছে যেখানে তাঁর প্রিয় পুত্র যীশু মৃত্যুবরণ করতে রাজি হয়েছিলেন যেন আমরা ঋণমুক্ত হ'তে পারি ও যেন আমরা অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি।

132

বাইবেল বলে যে শয়তান গর্জণকারী সিংহের ন্যায় আসে।

133

শয়তান হেরদ রাজার মাধ্যমে কাজ করেছিল যেন শিশু খ্রীষ্টকে ধ্বংশ করতে পারে। (সে পরাজিত হয়েছিল)

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

134

(ভিডিওঃ ১০ সেকেণ্ড) শয়তান তিনটি মহা পরীক্ষা নিয়ে স্বর্গ থেকে প্রান্তরে যীশুর কাছে একটি মূখোশধারী দূতের বেশে এসেছিল। (সে পরাজিত হয়েছিল)।

135

শয়তান কালভেরীতে জনতার মাধ্যমে যীশুকে ধ্বংশ করার জন্য এসেছিল (সে চিরদিনের জন্য একজন পরাজিত শত্রু হয়েছিল)।

136

যদিও সেখানে একটি কালভেরী ছিল, সেখানে একটি পুনুরুত্থানও ছিল। ঈশ্বরের প্রশংসা করি! সুতরাং ইনি সেই ঈশ্বর ছিলেন যিনি তাঁর পুত্রকে দিয়েছিলেন, এবং পুত্র আপনার ধ্বংশের পরিবর্তন করার জন্য নিজেকে দিয়েছিলেন।

এটি ছিল বিজয়ের একটি মূহুর্ত, এই গ্রহ পৃথিবীতে শয়তানের সব বন্দি কয়েদীদের জন্য মুক্তি ঘোষণার একটি দিন।

137

সেইদিন শয়তান একটি পরাজিত শত্রু হয়েছিল! খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে সমস্ত মন্দতা ও দুঃখকষ্ট ধ্বংশ করার জন্য অধিকার লাভ করেছিলেন।

ইব্রীয় পুস্তকের ২ঃ১৪ পদে পৌল লিখেছিলেনঃ

138

(লিখনী স্লাইড ২ঃ ইব্রীয় ২ঃ১৪)"সেই সন্তানগণ যখন রক্ত মাংশের ভাগী, তখন তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন,

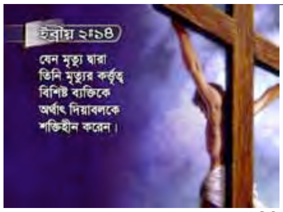

139

যেন মৃত্যু দ্বারা তিনি মৃত্যুর কর্তৃত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন।"

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

140

শয়তান সৌরমণ্ডলের সমস্ত বুদ্ধিসম্পন্ন বাহিনীর কাছে প্রমাণ করেছিল যে সে কি ধরণের এক ব্যাক্তি। এবং সে এখনও প্রমাণ করে চলেছে যে কি ভাবে সে পৃথিবী পরিচালনা করবে।
ঘূর্ণীঝড়, ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, সন্ত্রাশ, ব্যাধী, হৃদয় ব্যাথা, এবং কষ্ট যন্ত্রণা! এসবই আমরা দেখতে পাই।

141

কিন্তু এসবের পেছনে দাঁড়িয়ে শয়তান অদৃশ্যভাবে অতি প্রাকৃতিক উপায়ে কাজ করে যাচ্ছে।

142

এই সব মর্মান্তিক ঘটনাবলী "ঈশ্বরের কাজ" নয় -- এই সব দিয়াবলেরই কাজ।"

143

আপনি হয়তো আপনার জীবনের দুঃখ, হৃদয়ব্যাথা, এবং সমস্যাবলীর কথা ভেবে বিষ্মিত হচ্ছেন। আপনি হয়তো একটি শিশুর অথবা প্রিয়জনের মৃত্যুতে বিষ্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করছেন "কোথায় ঈশ্বর?"

144

বাইবেল শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর আছেন। তিনি আপনার জীবনের হৃদয় ব্যাথা, দুঃখ কষ্ট, এবং সমস্যাবলির মধ্যেও রয়েছেন। এবং তিনি শীঘ্রই পাপের সমস্যা ও দুঃখকষ্ট শেষ করে দেবার জন্য আসবেন।

145

আনন্দের সংবাদ হ'লো এই স্বর্গীয় গ্রহটি যা শয়তান হাইজ্যাক করেছে, এটি শীঘ্রই মুক্তি পাবে। এই জ্ঞান নষ্ট গ্রহটির হতভম্ব ও উৎসুক যাত্রীদের ভীতি শান্ত করা উচিৎ!
শয়তানকে ধ্বংশ করার ঈশ্বরের পরিকল্পণা রয়েছে--প্রতারক দিয়াবল--সেই পরিকল্পনাটি কি তা আমরা পরবর্তি সভায় আলোচনা করবো। আমরা দেখি শয়তান সম্পর্কে বাইবেল কি বলেঃ

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

146

(লিখনী স্লাইড ৩ঃ যিহিস্কেল ২৮ঃ১৬,১৮) “. . . আমি তোমাকে ধ্বংশ করিলাম, হে আচ্ছাদক করূব . . .”

147

এই কারণ তোমার মধ্য হইতে অগ্নি আনয়ন করিলাম;

148

ইহা তোমাকে গ্রাস করিল এবং আমি তোমাকে পৃথিবীতে ভস্মে পরিণত করিলাম . . .”
যিহিস্কেল ২৮ঃ১৮।
পাপ ও দুঃখ কষ্ট চিরতরে শেষ হয়ে যাবে।

149

হ্যাঁ, বন্ধুগণ, যীশু শীঘ্র আসছেন! একজন সাধারণ গালিলিয়ের মত নয়, তিরস্কৃত একজনের মত নয়, যাকে থুথু ফেলা হয়েছিল, এবং অস্বীকার করা হয়েছিল তেমন নয়। ক্রুশে ঝুলেছিল এমন এক জনের মতো নয়,

150

কিন্তু রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু শাসনের অধিকার নিয়ে আসবেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাদের প্রস্তুত হ'তেই হবে, আর আমরা যদি এই সুযোগ হারাই। তা হ'লে আমরা সব কিছুই হারাব!

151

(ভিডিওঃ ১২সেকেণ্ড) আজকের বিষয়টি হ'লো, কাকে আমরা বিশ্বাস করবো?
কাকে আমরা অনুসরণ করবো?
একজন প্রেমময় ঈশ্বরকে অথবা একজন পতিত দূতকে?
এই বিষয়ে রেখাসমূহ আঁকা হয়েছে;
সমগ্র পৃথিবীকে দুটি দলে ভাগ করা হয়েছে।
আপনার আনুগত্য কোথায়?
আপনি কার পক্ষে রয়েছেন?

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

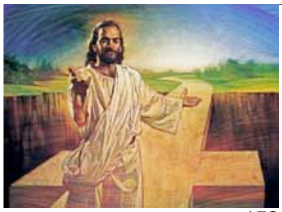

152

প্রত্যেক চঞ্চল, নিঃসঙ্গ হৃদয়ের কাছে, প্রত্যেক ব্যাথিত, দোষী আত্মার কাছে, বিদ্রোহী গ্রহে তাঁর সব সন্তানদের কাছে, যীশু তাঁর প্রেমপূর্ণ আমন্ত্রণ জানানঃ

153

(পদঃ মথি ১১ঃ২৮)
"ওহে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকসকল, আমার নিকট আইস, আমি তোমদিগকে বিশ্রাম দিব।"
মথি ১১ঃ২৮।

154

(পদঃ যোহন ৬ঃ৩৭)
". . . যে আমার কাছে আসিবে, তাহাকে আমি কোন মতে বাহিরে ফেলিয়া দিব না।"
যোহন ৬ঃ৩৭।
এটি কি আনন্দের সংবাদ নয়?

৬। কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

155

জীবনের মর্মান্তিক ঘটনা, দুঃখ কষ্ট, হৃদয় ব্যাথা, হতাশার মধ্যেও যীশু রয়েছেন।
এই মুহূর্তে আপনি যদি কোন দুঃখ অনুভব করে থাকেন, তিনি তা বুঝতে পারেন।
আপনার শরীর যদি কোন রোগে ক্ষতবিক্ষত হয়ে থাকে, যীশু বুঝেন এটি কি।
যন্ত্রণা কি তিনি জানেন।
তিনি এটি উপলব্ধি করেছিলেন যখন নিষ্ঠুর লোকেরা তাঁর হাতে অমসৃণ লোহার কাঁটা বিদ্ধ করেছিল।
একাকিত্ব কি তা তিনি জানেন।
তিনি এটি উপলব্ধি করেছিলেন যখন তিনি একাকি অন্ধকারে ক্রুশপরে ঝুলেছিলেন।
দারিদ্র কি, তিনি জানেন।
তিনি এটি উপলব্ধি করেছিলেন, যখন তিনি প্যালেষ্টাইনের ধুলাময় রাস্তা দিয়ে ক্ষুধার্ত পেটে হেঁটে ছিলেন এবং কোথাও ঘর বলতে কিছু পাননি। তাঁর কাছে আজ আসুন।
তিনি আপনাকে নূতন আশা ও উদ্দীপনা দেবেন।
এখানেই সবচেয়ে উত্তম সংবাদটি আছে।
একদিন শীঘ্র এই যীশু আবার ফিরে আসবেন এবং জীবনে সব দুঃখ ব্যাথার অবষাণ ঘটাবেন।
তিনি আবার ফিরে আসবেন একটি একেবারে নূতন পৃথিবীর সূচনা করে।
পাপ এবং পাপী ধ্বংশ হয়ে যাবে।
শয়তান পরিশেষ, পুরোপুরিভাবে পরাস্ত হবে। যীশু আপনাকে ঈশ্বরের পরিবারের সাথে পুনঃস্থাপিত করার জন্য আকাঙ্খা করে আছেন, যে গ্রহকে নূতন করে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেখানে অনন্ত জীবন দেবার জন্য।
কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতেই হবে কে আপনার প্রভু ও কর্তা হবেন?
বন্ধুগণ, এই সিদ্ধান্তটি একটি জীবন মরণ ব্যাপার!
আপনি কি এখনই খ্রীষ্টকে আপনার রাজা হিসাবে বেছে নিবেননা?

তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁর হাত দুটি প্রসস্থভাবে খোলা রয়েছে।
তিনি বলেন,"আসুন! আসুন! আসুন! যেমন আমরা প্রার্থনা করি আপনি কি মাথা নমনপূর্ব্বক এই কথা বলবেন, "হ্যাঁ, যীশু, আমি আসছি।"

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

1

তিনি আপনার জীবনও পরিবর্তন করে দিতে পারেন ।

2

দুই জন লোক রেল যোগে হাজার হাজার মাইল যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা করছিল । যেহেতু দীর্ঘ সময় তাদের যাত্রা পথে থাকতে হয়েছে তাই তারা নানা বিষয় আলাপ করছিল ।

তারা আবাহাওয়া সম্পর্কে কথা বলেছে। তারা রাজনীতি সমন্ধে আলাপ করেছে। তারা তাদের বাল্যকালের স্মৃতি, পরিবার এবং বিবাহ সমন্ধে আলাপ আলোচনা করেন।

পরিশেষে তাদের আলাপ ধর্ম্ম বিষয় পৌঁছে।

এদের এক জন ছিলেন নাস্তিক আর এক জন ছিলেন খ্রীষ্টিয়ান। এক জন ঈশ্বরকে একে বারে বিশ্বাস করত না। আর অন্য জনার ছিল ঈশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস। একজন কোন সময় বাইবেল পড়েনি। অন্যজন রিতিমত বাইবেল অধ্যায়ন করত।

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

3

সে দিন উতপ্ত গ্রীষ্মের বিকালে তাদের আলাপের বিষয় ছিল যীশু খ্রীষ্ট।
নাস্তিক বন্দ্ধু তার খ্রীষ্টান বন্ধুকে সেদিন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছিল। প্রশ্ন গুলি ছিল এ রকমঃ
তুমি কেন খ্রীষ্টিয়ান? এটি কি একটি ভৌগলিক দুর্ঘটনা নয়? তুমি একটি খ্রীষ্টিয়ান দেশে জন্ম গ্রহন করেছ তাই তুমি খ্রীষ্টিয়ান। তাই না?
যীশু অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিদের চেয়ে কেমন ভাবে পৃথক? যীশু কি একজন নৈতিক শিক্ষক অথবা আদর্শবাদী দার্শনিকের চেয়ে অধিক কিছু? আপনি কি করে জানেন যে যীশু যা দাবী করেছেন তিনি তাই?
আপনি কি করে নিশ্চিত যে,যীশু ঐশ্বরীক এবং তিনি যে অনন্ত জীবন দান করেছেন তা সত্য।
উত্তপ্ত গ্রীষ্মের বিকালে রেলগাড়ীতে নাস্তিকের প্রশ্নগুলি ভালই ছিল। তার খ্রীষ্টিয়ান বন্ধু কিছু উত্তর তাকে দিয়েছিল।
আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে, এ প্রশ্নসমূহের সঠিক ও নিশ্চিত উত্তর আছে এবং এই উত্তরসমূহ বুঝার অর্থ হ'লো অনন্ত জীবন।

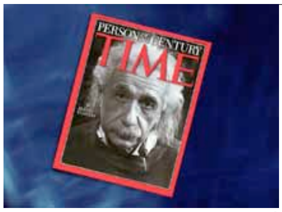

4

আমাদের পৃথিবীতে বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিশ্চয় অনেক অবদান আছে, যারা এ পৃথিবীকে এক সুন্দর স্থান বানাতে সাহায্য করেছেন।

5

রাজা, প্রেসিডেন্ট, ধর্ম্মিয় সৈনিক, নেতা, বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পীরা পৃথিবীতে তাদের অনেক অবদান রেখে গেছেন । পৃথিবীতে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির নাম আছে।

6

সবার উপরে এক জনের নাম দেখা যায়। এমন কি ইতিহাস বিভক্ত হয়েছে তার জন্মের পূর্বে ও পরের বৎসর গুলিতে তাঁর নাম যীশু। যীশু ইতিহাসের সব শ্রেষ্ঠ নাম।
কিন্তু তার নাম শুনা একটি বিষয় এবং তিনি প্রকৃত পক্ষে কে ছিলেন তা জানা অন্য আর একটি বিষয়।

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

7

আজ রাতে আমি ইতিহাসের যীশুকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই--তিনি বাইবেলের যীশু। আসুন আমরা শুরু থেকে আরম্ভ করি।

আপনারা হয়তো আশ্চর্য্যানীত হচ্ছেন কে এই যীশু? তিনি কি করে অন্যদের থেকে ভিন্ন? তিনি কি শুধু মাত্র এক জন ভাল মানুষ, নৈতিক শিক্ষক অথবা এক জন আদর্শবাদী দার্শনিক? দুইজন শিষ্যও এ বিষয় চিন্তা করেছিল

8

যীশু যখন তার পুনুরুত্থানের রবিবারে ইম্মায়ুর পথে দুই শিষ্যের সঙ্গে সাক্ষাত করেন,

9

তিনি তাদের ভাববাণী দেখিয়েছিলেন যা গত কয় এক দিনে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

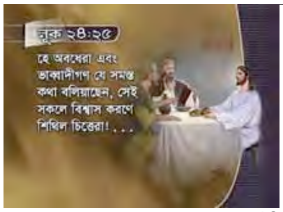

10

(লিখনী স্লাইড ৩ঃ লূক ২৪:২৫,২৭)
"হে অবধেরা এবং ভাব্বাদীগণ যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, সেই সকলে বিশ্বাস করণে শিথিল চিত্তেরা! . . .

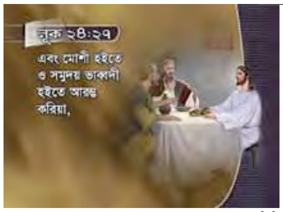

11

এবং মোশী হইতে ও সমুদয় ভাব্বদী হইতে আরম্ভ করিয়া,

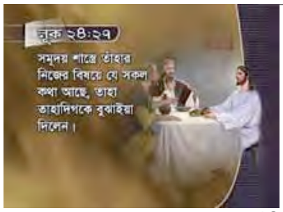

12

সমূদয় শাস্ত্রে তাঁহার নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।"
লূক ২৪:২৫, ২৭

13

আসুন আমরা প্রমাণসমূহে লক্ষ করি যেগুলি বলে দেয় যে যীশুই মোশীহ।

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

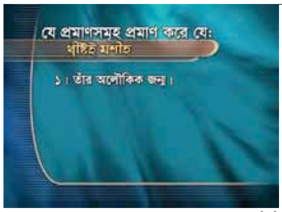

14

তাঁর অলৌকিক জন্মযীশু
মরিয়মের গর্ভে জন্ম গ্রহনের অনেক পূর্বে যিশাইয় ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন:

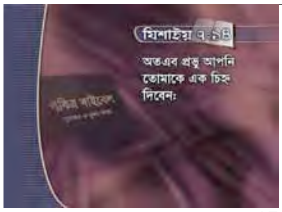

15

(লিখনী স্লাইড ২ঃ যিশাইয় ৭: ১৪)
“অতএব প্রভু আপনি তোমাকে এক চিহ্ন দিবেনঃ

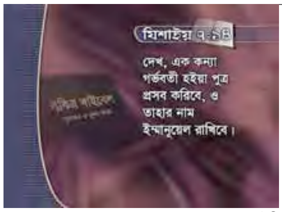

16

দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইম্মানূয়েল রাখিবে।”
যিশাইয় ৭:১৪

17

(ভিডিওঃ ৫ সেকেন্ড) যীশুর অনেকগুলি নাম আছে- ইম্মানূয়েল, যীশু, ত্রানকর্ত্তা, খ্রীষ্ট, এবং মোশিহ।
যীশু যে কুমারীর গর্ভে জন্ম গ্রহন করবেন এ সম্পর্কে যিশাইয় ভাব্বাদী তার জন্মের ৬,০০০ বৎসর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। একজন স্বর্গের দূত এই ভবিষ্যৎবাণীটির উধৃতি দিয়ে প্রমান হিসাবে বলেছিলেন যে যীশু মোশীহ ছিলেন। আসুন আমরা দেখি, দূতেরা কি ভাবে বর্ণনা করেছে যে যীশু কুমারী মেরীর গর্ভে জন্ম গ্রহন করেছেন।

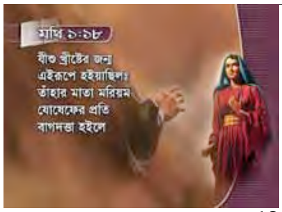

18

(লিখনী স্লাইড ২ঃ মথি ১:১৮)
“যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিলঃ তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগদত্তা হইলে,

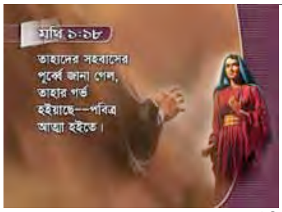

19

তাহাদের সহবাসের পূর্ব্বে জানা গেল, তাহার গর্ভ হইয়াছে––পবিত্র আত্মা হইতে।মথি ১:১৮

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

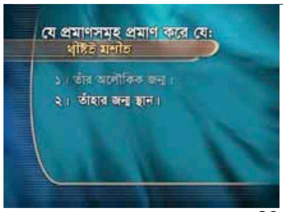

20

তাঁহার জন্ম স্থান

21

(পদঃ মীখা ৫:২)

“. . .বৈৎলেহেম, . . .তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্ত্তা হইবার জন্য আমার উদ্দেশ্যে এক ব্যাক্তি উৎপন্ন হইবেন,. . .” মীখা ৫:২।

এটি লক্ষনীয় বিষয় যে যীশু বৈৎলেহেমে জন্ম গ্রহন করেছিলেন, যা তাঁর জন্মেরও ৭০০ বৎসর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

22

(পদঃ মথি ২:১)

“. . . যিহুদিয়ার বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম . . .”
মথি ২:১।

নূতন নিয়মে মীখা ভাব্বদীর ভবিষ্যদ্বানীর পূর্ণতা প্রমানিত হয়েছে। যীশু একজন ভাল লোকের চেয়ে অধিক কিছু, তিনি একজন নৈতিক শিক্ষকের চেয়ে বড়, তিনি একজন আদর্শবাদী দার্শনিকের চেয়ে মহৎ।

তিনি ছিলেন ঐশ্বরিক, ঈশ্বরের পুত্র। যিশাইয় ভাব্বদীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তিনি কুমারীর গর্ভে জন্ম গ্রহন করেছিলেন। তিনি বৈৎলেহেমে জন্ম গ্রহন করেছিলেন যেমন, মীখা ভাব্বাণী করেছিলেন।

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

23

বাইবেল ভবিষ্যদ্বাণী খ্রীষ্টের জীবনের উল্লেখযোগ্য বিস্তারিত ঘটনা তাঁর জম্মের শত শত বৎসর পূর্বে পরিস্কার ভাবে প্রকাশ করে। এই ভবিষ্যৎদ্বাণী গুলি নিখুঁৎ ভাবে পূর্ণ হয়েছিল।

যখন, আদম এবং হবা পাপ করে, ঈশ্বর একটি পরিকল্পনা করেছিলেন।

তাঁর প্রেম যীশুকে--তাঁর পুত্রকে--আহ্ব্বান করেছিল এই পৃথিবীতে এসে সিদ্ধ জীবন যাপন করার জন্য এবং আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করার জন্য।

তিনি আমাদের স্থান গ্রহন করলেন যেন আমরা অনন্ত জীবন পাই, যদি আমরা তাঁকে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা রূপে গ্রহন করি। আর একেই বলে পরিত্রাণ পরিকল্পনা।

24

প্রায় ২,০০০ বৎসর পূর্বে পশ্চিম দেশের পন্ডিতেরা শাস্ত্র অধ্যায়ণ করেছিল। তারা পড়েছিল যে মহান এক রাজা আসবেন এবং তারা তাঁর আগমনের সময় জেনেছিল।

25

তারা সময় জানত এবং নবজাত রাজার জন্মের চিহ্ন স্বরূপ তারা দেখেছিল।বৈৎলেহেমে তারা যীশুকে পেয়েছিল এবং প্রণীপাত করে উপসনা করেছিল।

26

(লেখনী ২ স্লাইডঃ লূক ২:৭)

“আর তিনি (মরিয়ম) আপনার প্রথমজাত পুত্র প্রসব করিলেন, এবং তাঁহাকে কাপড়ে জড়াইয়া

27

যাবপাত্রে শোয়াইয়া রাখিলেন, কারণ পান্তশালায় তাহাদের জন্য স্থান ছিল না।” লূক ২:৭

28

পান্তশালায় কোন স্থান ছিল না, সুতারাং যীশুকে সে স্থানে রাখা হয়েছিল, যেখানে গরু খাবার খেত। তিনি অসহায় অবস্থাতে জন্ম গ্রহন করেছিলেন।

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

29

তাঁর মা ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও অল্প বয়সী যখন স্বর্গদূত তাকে বলেছিল যে সে ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম দেবে।

30

যদিও তিনি ছিলেন “ঈশ্বরের পুত্র”, তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর ছিলেন যেমন তাঁর পিতা ছিলেন। প্রেরিত পৌল বলেছেন, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের সমান এবং মানুষের ন্যায় তিনি দাসের রূপ ধারণ করেছিলেন।

31

(লিখনী স্লাইড ৩ঃ ফিলিপীয় ২ঃ৬)
“. . . ঈশ্বরের স্বরূপ বিশিষ্ঠ থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না।

32

কিন্তু আপনাকে শুন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ কারলেন,

33

মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন।”
ফিলিপীয় ২ঃ৬,৭ পদ।

34

যীশু পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে আমাদের ন্যায় হলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সিদ্ধ, নিষ্কলুষ এবং পাপহীন, যেন তিনি তাঁর জীবন উৎস্বর্গ করতে পারেন এবং আমরা অনন্ত জীবন পেতে পারি।
খ্রীষ্টের জীবনের শেষ ২৪ ঘন্টায় শতাব্দীর পুরানো ডজন খানেক ভবিষ্যদ্বানী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

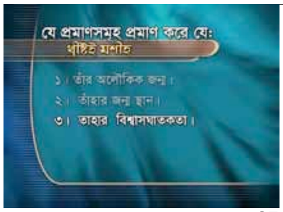

35

একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে যিহুদার বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়ে বিবেচনা করুন।

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

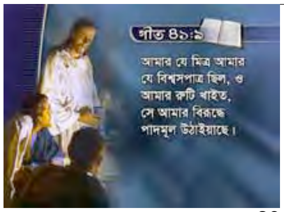

36

(পদঃ গীত ৪১:৯)“আমার যে মিত্র আমার যে বিশ্বসপাত্র ছিল, ও আমার রুটি খাইত, সে আমার বিরূদ্ধে পাদমূল উঠাইয়াছে।” পিতর প্রশ্ন করেছিল কে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, যীশু উত্তরে বলেছিলেন,

37

“...যাহার জন্য আমি রুটি খন্ড ডুবাইব ও যাহাকে দিব, সেই।”
যোহন ১৩ঃ২৬

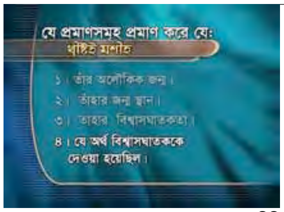

38

যে অর্থ বিশ্বাসঘাতককে দেওয়া হয়েছিল

39

“ . . . অতএব তাহারা আমার মূল্য ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা তৌল করিয়াছিল।”
সখরিয় ১১:১২।

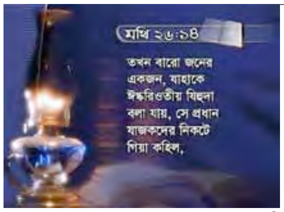

40

(লিখনী স্লাইড ২ঃ মথি ২৬ঃ১৪, ১৫)
“তখন বারো জনের একজন, যাহাকে ঈষ্করিয়োতীয় যিহুদা বলা যায়, সে প্রধান যাজকদের নিকটে গিয়া কহিল,

41

‘আমাকে কি দিতে চান, বলুন, আমি তাহাকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিব।’ তাহারা তাহাকে ত্রিশ রৌপ্য তৌল করিয়াছিল।”

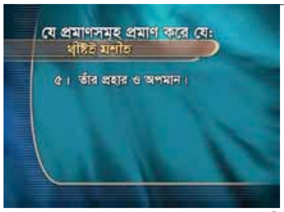

42

তাঁর প্রহার ও অপমান

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

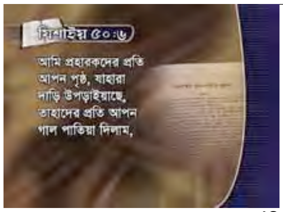

43

(লিখনী স্লাইড ২ঃ যিশাইয় ৫০:৬)“আমি প্রহারকদের প্রতি আপন পৃষ্ঠ, যাহারা দাড়ি উপড়াইয়াছে, তাহাদের প্রতি আপন গাল পাতিয়া দিলাম,

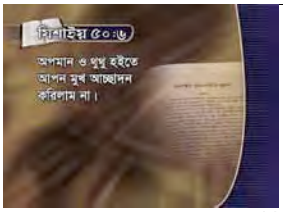

44

অপমান ও থুথু হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিলাম না।”
যিশাইয় ৫০:৬

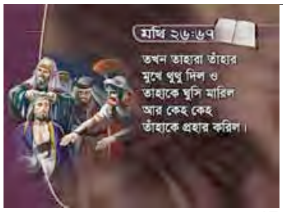

45

(পদঃ মথি ২৬: ৬৭)
“তখন তাহারা তাঁহার মুখে থুথু দিল ও তাহাকে ঘুষি মারিল আর কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিল।” মথি ২৬:৬৭

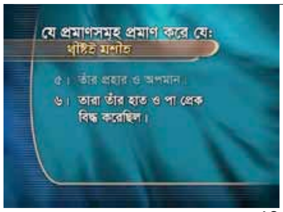

46

তারা তাঁর হাত ও পা প্রেক বিদ্ধ করেছিল

47

(পদঃ গীত ২২:১৬)
“...তাহারা আমার হস্তপদ বিদ্ধ করিয়াছে” গীত ২২:১৬।
খ্রীষ্টের পুনুরুত্থানের পর, থোমা তাঁর শিষ্যদের একজন যে তাঁর পুনুরুত্থান হয়েছে কিনা সন্দেহ করেছিল, সে উল্লেখ করেছে যে খ্রীষ্টের হাত ও পায়ে যে প্রেক বৃদ্ধ করা হয়েছিল একথা সত্য। সে বলেছে-

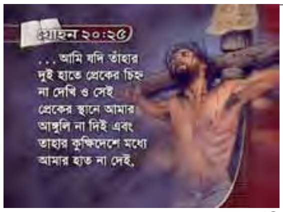

48

(ভিডিওঃ ২ সেকেণ্ড) (পদঃ যোহন ২০:২৫)“...আমি যদি তাঁহার দুই হাতে প্রেকের চিহ্ন না দেখি ও সেই প্রেকের স্থানে আমার অঙ্গুলি না দিই এবং তাহার কুক্ষিদেশে মধ্যে আমার হাত না দেই,

49

তাহা কোন মতে বিশ্বাস করিব না।”
যোহন ২০:২৫

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

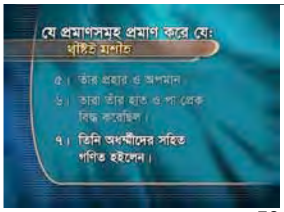

50

তিনি অধর্ম্মীদের সহিত গণিত হইলেন।
লক্ষ্য করুন এ ভবিষ্যৎদ্বাণী কি ভাবে সরাসরিভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে।

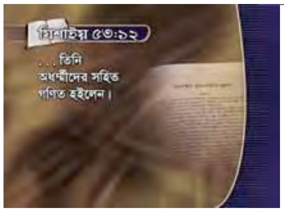

51

(পদ: যিশাইয় ৫৩: ১২)
“. . . তিনি অধর্ম্মীদের সহিত গণিত হইলেন।”
যিশাইয় ৫৩:১২

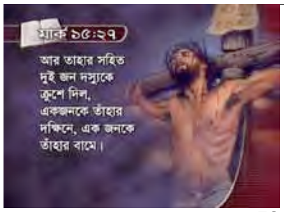

52

(লিখনী স্লাইড ২ঃ মার্ক ১৫: ২৭,২৮)
“আর তাহার সহিত দুই জন দস্যুকে ক্রুশে দিল, একজনকে তাঁহার দক্ষিনে, এক জনকে তাঁহার বামে।

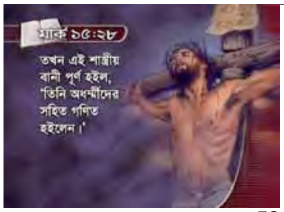

53

তখন এই শাস্ত্রীয় বানী পূর্ণ হইল, ‘তিনি অধর্ম্মীদের সহিত গণিত হইলেন।’”
মার্ক ১৫:২৭, ২৮।

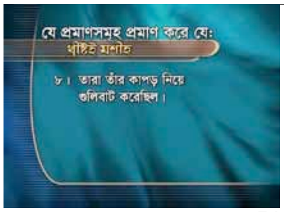

54

তারা তাঁর কাপড় নিয়ে গুলিবাট করেছিল
যীশুর কাপড় নিয়ে কি করা হবে সে বিষয় রাজা দায়ুদ যীশুর মৃত্যুর এক হাজার বৎসর পূর্বে বলেছিলেন।

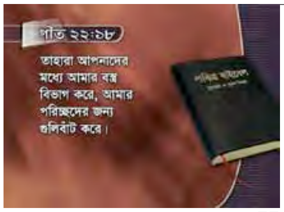

55

(পদ: গীত ২২:১৮)
“তাহারা আপনাদের মধ্যে আমার বস্ত্র বিভাগ করে, আমার পরিচ্ছদের জন্য গুলিবাঁট করে।”
গীত ২২: ১৮

56

(লিখনী স্লাইড ২ঃ যোহন ১৯:২৩, ২৪)
“. . .পরে সেনারা তাঁহার বস্ত্র সকল লইয়া চারি অংশ করিল . . .

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

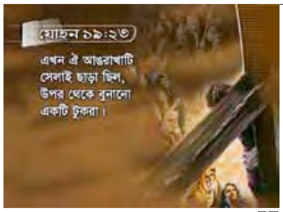

57

এখন ঐ আঙরাখাটি সেলাই ছাড়া ছিল, উপর থেকে বুনানো একটি টুকরা।

58

তাহারা বলিল . . . 'ইহা চিরিব না, আইস আমরা গুলিবাট করিয়া দেখি ইহা কাহার হইবে।'"
যোহন ১৯:২৩,২৪

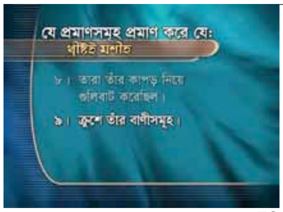

59

ক্রুশে তাঁর বাণীসমূহ

60

(পদঃ গীত ২২:১)
"ঈশ্বর আমার ঈশ্বর আমার তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?"
গীত ২২:১। এই পুরাতন নিয়মের পদটি মথি ২৭: ৪৬ পদের সঙ্গে তুলনা করে দেখুন।

61

(পদঃ মথি ২৭:৪৬)
"ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?"
যীশু এ বাক্য গুলি বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর ক্ষনিক পূর্বে নয় ঘটিকার সময়।

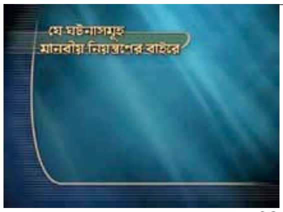

62

অনেক ভবিষ্যৎদ্বাণী ছিল যীশুর মানবিক নিয়ন্ত্রনের সম্পূর্ণ বাইরে।

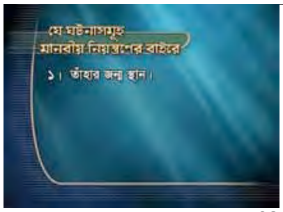

63

তাঁর জন্ম স্থান মনোনয়নে তার কোন কিছুই করার ছিল না।

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

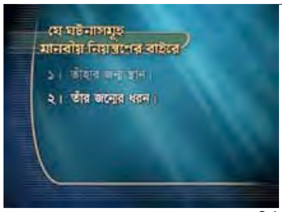

64

তাঁর জন্মের ধরন,

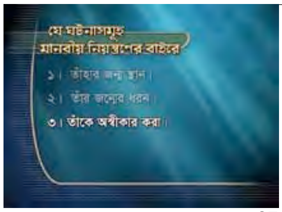

65

তাঁকে অস্বীকার করা,

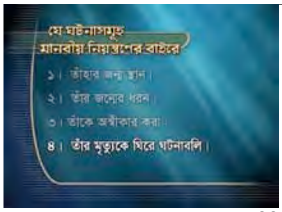

66

অথবা তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে ঘটনাবলি।

67

যীশু সত্যই তিনি যা দাবী করেছিলেন তাই ছিলেন -- মোশিহ।তাঁকে যে ভাবে নির্ম্ম ক্রুশে ঝুলতে হয়েছিল, তাঁর পায়ে, হাতে প্রেক বিদ্ধ করা হয়েছিল, কাঁটার মুকুট পরিয়ে উপহাস করে বলা হয়েছিল-

68

"তিনি তো দশ সহস্র দূত ডেকে পৃথিবীকে ধ্বংশ করে তাঁকে মুক্ত করতে পারতেন।"
তিনি নিজেকেও রক্ষা করতে পারতেন না, এবং আমাদেরও নয়!

69

আপনি কি কখনো ভাবেন, সত্য ও প্রকৃত ভাবে আপনার জন্য কি কেউ চিন্তা করেন? যীশু করে থাকে না! তিনি অনেক পূর্ব্বেই যিরূশালেমের বাইরে একটি পর্ব্বতের উপর তার প্রমান দিয়ে গেছেন। কি এক আশ্চর্য্য ভালবাসা!
এটি আমাদের গর্বিত হৃদয়কে চূর্ণ করে। তিনি দশ সহস্র দূত ডাকতে পারতেন, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি তা করেননি! পরিবর্তে, তিনি আপনার জন্য আমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন!

70

সব চেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, "আপনার কাছে যীশু কে?"

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

71

আমাদের পাপময় জীবনের পরিবর্তে যীশু আমাদের এ গ্রহে এসেছিলেন একটি নিস্কলুষ জীবন যাপন করতে! তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, যে মৃত্যু আমাদের বরণ করার কথা ছিল, যেন আমরা অনন্ত জীবন পাই। বাইবেল, তাঁর ত্যাগস্বীকার সম্পর্কে বলে,

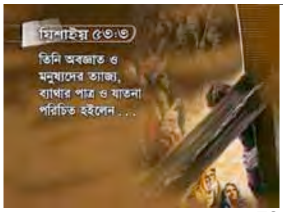

72

(লিখনী স্লাইড ৪: যিশাইয় ৫৩:৩-৭)
“তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যাথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন . . .

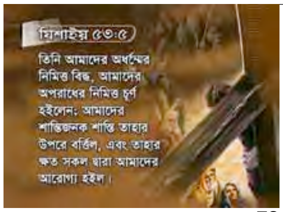

73

তিনি আমাদের অর্ধর্ম্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাহার উপরে বর্ত্তিল, এবং তাহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।

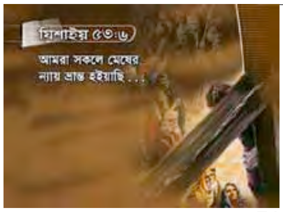

74

“আমরা সকলে মেষের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি . . .

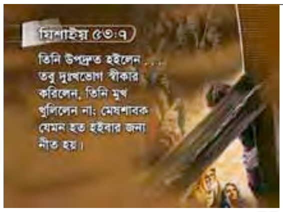

75

তিনি উপদ্রুত হইলেন . . . তবু দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, তিনি মুখ খুলিলেন না; মেষশাবক যেমন হত হইবার জন্য নীত হয়।” যিশাইয় ৫৩:৩-৭ ।

76

এখানে আমরা দেখতে পাই যীশুকে মেষ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
বাইবেলে, অনেক বার তাঁকে “মেষ” বলা হয়েছে।

77

(পদ: প্রকাশিত ১৩:৮) প্রকাশিত ১৩:৮ বলে- “মেষশাবকের জীবন পুস্তকে যিনি জগৎপত্তনের সময়াবধি হত হইয়াছিলেন।”

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

78

(লিখনী স্লাইড ২ঃ প্রকাশিত ৫:৮, ১২)
“...চব্বিশ জন প্রাচীন মেষশাবকের সাক্ষাতে প্রণিপাত করিলেন . . . ।

79

(কহিলেন) ‘মেষশাবক, যিনি হত হইয়াছিলেন।’”
প্রকাশিত ৫:৮, ১২
যীশু মেষশাবক, আমাদের সকলকে অনন্ত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন এবং পক্ষান্তরে অনন্ত জীবন দিয়েছেন ।

80

(লিখনী স্লাইড ২ঃ রোমীয় ৬ঃ২৩)
“কারণ পাপের বেতন মৃত্যু।

81

কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদেরও প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন।”
রোমীয় ৬:২৩।

82

আদম ও হবা পাপ করেছিল এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক হয়েছিল। ঈশ্বরও তাদের এদোন উদ্যান থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, যেন তারা জীবন বৃক্ষের ফল আর খেতে না পারে। তাদের জীবনী শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে, যতক্ষন না মৃত্যু হয়।

83

(লিখনী স্লাইড ২: আদি ৩:২৪)
“এই রূপে ঈশ্বর মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন এবং জীবন বৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার জন্য এদনস্থ উদ্যানের পূর্ব্বদিকে করূবগণকে ও

84

ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়গ রাখিলেন।”
আদি ৩:২৪।

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

85

ঈশ্বর তাদের রক্ষা করার জন্য তার পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন।

86

(লিখনী স্লাইড ২ঃ আদি ৩:১৫)
“আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে (শয়তানের অনুসারী) ও তাঁহার বংশে (খ্রীষ্টের অনুসারী) শত্রুতা জন্মাইব।

87

এবং সে (যীশু) তোমার (শয়তানের) মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি (শয়তান) তাহার (যীশুর) পদমূল চূর্ণ করিবে।”
আদি ৩:১৫

88

চূর্ণ করাঃ এর অর্থ কী?

89

ইব্রীয় শব্দ “চূর্ণ” অর্থ “ধ্বংশ করা”,
একজনের পা চূর্ণ করা অপেক্ষা এক জনের মস্তক চূর্ণ বেশী ভয়ানক অবস্থা।
খ্রীষ্ট শয়তানের উপর বিজয় লাভ করবেন।
ঈশ্বর তাঁর পরিত্রাণ পরিকল্পনা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আরো অন্য কিছু করেছিলেন।

90

তিনি বলিদান প্রথা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাদের ঈশ্বরের “মেষশাবক” এর (যীশুর) উপর বিশ্বাস দেখাতে হত, যিনি একদিন তাদের অনন্ত জীবনের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন।

91

বাইবেল সঠিক ভাবে বলে না যে, কখন থেকে বলি উৎসর্গ প্রথা শুরু হয়েছিল। আদম এবং হবা উলঙ্গ ছিল, এবং ঈশ্বর তাদের জন্য চামড়া দিয়ে পোষাক তৈরী করে দিয়েছিলেন । তার পরবর্তি অধ্যায়ে বলে কয়িন ও হেবল বলি উৎসর্গ করেছিল।

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

92

(লিখনী স্লাইড ২: আদি ৪:৪,৫)
"আর হেবলও আপন পালের প্রথমজাত কয় একটী পশু তাহার মেদ উৎসর্গ করিল,

93

তখন সদাপ্রভু হেবলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন।" আদি ৪:৪

94

ঈশ্বর " . . . কয়িন ও তাঁহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন না। এবং কয়িন অতিশয় ক্রোধান্বিত হইল।" আদি ৪ঃ৫
হেবল একটি মেষ এনেছিল, যা ঈশ্বরের মেষশাবককে নির্দেশ করে কিন্তু কয়িন এনেছিল ভূমির শস্য ও ফল। কয়িনের উৎসর্গে ঈশ্বরের মেষশাবকের বলির প্রতি বিশ্বাস ছিল না।

95

(পদ: ইব্রীয় ৯:২২)
"...রক্ত সেচন ব্যতিরেকে পাপমোচন হয় না।" ইব্রীয় ৯:২২

96

ঈশ্বর যখন ইস্রায়েলদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন তখন তিনি মোশীকে যে ধর্ম্মধাম তৈরী করতে বলেছিলেন সেই ধর্ম্মধাম পর্বের মাধ্যমে তিনি তাদের অনেক শিক্ষা দিয়েছিলেন। ধর্মধামটি ছিল স্বর্গীয় ধর্মধামের একটি নমূনা।

97

নিস্তার পর্ব ছিল অনেকগুলি অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি অনুষ্ঠান।

98

লোকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, প্রথম মাসের চর্তুদশ দিনে মেষ বলিদান করবে এবং মেষের রক্ত তাদের ঘরের দরজায় লেপন করে রাখবে।এর অর্থ ছিল একটি চিহ্ন যে, তারা মেষের রক্ত দ্বারা আবৃত।

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

99

যে ঘরগুলি রক্ত দিয়ে আবৃত ছিল সেই রাত্রে সংহারক দূত তার উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল এবং ভিতরে কোন ব্যাক্তিকে ক্ষতি করেনি।

100

নিস্তার পর্ব তাদের স্মরণ করিয়ে দিত যে, শুধু মাত্র মেষের রক্ত আমাদের ধ্বংশ থেকে উদ্ধার করতে পারে। যে পশু উৎসর্গ করা হতো সে গুলি আমাদের পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের উৎসর্গের প্রতি মানুষের বিশ্বাস তাদের পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

101

(পদঃ ইব্রীয় ৯:২৬)
"...তিনি আত্মযজ্ঞ দ্বারা পাপ নাশ করিবার নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়াছেন . . .।"
ইব্রীয় ৯:২৬

102

(পদ: ইব্রীয় ১০:৪)
"কারণ বৃষের কি ছাগের রক্ত যে পাপ হরণ করিবে, ইহা হইতেই পারে না।"
ইব্রীয় ১০:৪।

103

যোহন বাপ্তাইজক মোশিহের কথা ঘোষণা করেছেন এবং যীশুকে দেখিয়ে বলেছিলেন,

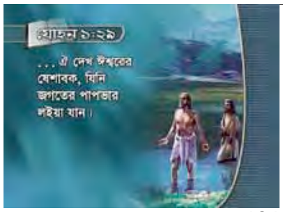

104

(পদঃ যোহন ১:২৯)
". . .ঐ দেখ ঈশ্বরের মেশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান।"
যোহন ১:২৯

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

105

যাজ্ঞিক ব্যবস্থার বলি উৎসর্গ মোশিহকে নিদের্শ করত- ঈশ্বরের মেষশাবক। পুরাতন নিয়মে যত মেষের রক্ত পাত হয়েছে, সে গুলি শত শত বৎসর যাবৎ যীশুর রক্ত সেচনকেই নিদের্শ করত।

106

যীশু জগতের পরিত্রাণকর্ত্তা।
যীশু ক্ষমা করেন।
যীশু আমাদের পাপ থেকে মুক্তি করেন।
যীশু শিক্ষা দেন, কি ভাবে জীবনযাপন করতে হয়।
যীশুর জীবন আমাদের জন্য একটি আদর্শ।
যীশু আমাদের জীবন শক্তিশালী করেন।
যীশু আমাদের হৃদয়ে পরিবর্ত্তন আনেন।
যীশু আমাদের নূতন জীবন দেন।

107

স্যার আরনেষ্ট শ্যাকেলটনের ১৯২৪ সনে এর্ন্টার্টিক মহাসাগর পারি দেবার সময় তার জাহাজ দি এনডিউরেন্স একটি ভাষমান বরফের আঘাতে ভেঙ্গে গেল। তারপর তারা ধীরে ধীরে কিছুদিন পর হস্তি দ্বীপে পৌঁছাল।

শ্যাকেলটনের লোকেরা ক্যাম্প স্থাপন করল যেন আসন্ন শীতের জন্য তাদের জিনিষ রক্ষা করতে পারে। কিন্তু খুব শিঘ্র সে বুঝতে পারল যে, তাদের উদ্ধার করতে সহসা কেউ আসবে না।

তারা কোথায় আছে, এ সম্পর্কে কোন ধারনা ছিল না। তারা বরফ আচ্ছাদিত প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবহুল এ্যান্টারটিক সাগর দ্বারা পৃথিবী থেকে পৃথক হয়ে পরেছিল। উদ্ধারের মাত্র একটি আশা ছিলঃ কারও এ ক্ষুদ্ধ সাগর পারি দিয়ে সাহায্যের জন্য যেতে হবে।

শ্যাকেলটন মাত্র বিশ ফুট একটি নৌকা নিয়ে যাত্রা শুরু করল। তার সঙ্গে ছয় জন সাহায্যকারী নিল। তাদের উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে আটশত মাইল পারি দিয়ে দক্ষীণ জর্জীয়ার একটি বরফ আবৃত দ্বীপে পৌঁছাতে হবে যেখানে নরওয়ের তিমি শিকারের একটি ষ্টেশন আছে।

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

108

বৎসরের এ ঝড়ের মৌসুমে খোলা একটি ছোট নৌকায় করে এ কাজটি মনে হচ্ছিল
অসম্ভবপর। তথাপি শ্যাকেলটন তার সঙ্গীদের জড় করল। কয়একদিন পরিশ্রমের দ্বারা তারা মোটা কাপড় দিয়ে পাল তৈরী করল ও প্রার্থনা করছিল যেন প্রচন্ড ঢেউ এবং ঝড় তাদের ছোট পাল ভেঙ্গে না দেয়।

তারা হাড় কাঁপান শীত শয্য করেছে, বিছানা বরফে শক্ত হয়ে যেত, ক্ষুধা এবং তৃঞ্চায় মৃতপ্রায় তখন তারা দূরে দক্ষীণ জর্জিয়ার কালো চুড়া দেখতে পেল!

শ্যাকেলটন কৃতকার্য হয়েছিল; শীঘ্র উদ্ধারকারী জাহাজ তার অপেক্ষাকারী লোকদের উদ্ধার করতে যাবে।

ঈশ্বর যখন আমাদের অবস্থা দেখলেন যে আমরা বিছিন্ন, পাপের সাগরে পৃথক হয়ে আছি, তখন তিনি নিজে উত্তাল সাগরে যাত্রা শুরু করলেন। তিনি স্বয়ং হত্যাকারী, নিষ্ঠুর, নিমর্ম মানবজাতির কাছে এলেন।

109

সৌরবিশ্বে যীশুর মত আর কেই নাই। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমাদের পরিত্রাণ করতে পারেন। তিনি এক মাত্র ব্যক্তি যিনি আমাদের অধর্ম মোচন করেন, আমাদের পরিবর্ত্তিত করতে পারেন। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমাদের অনন্ত জীবন দিতে পারেন।

আপনি কি আপনার দক্ষিন হস্ত উঠিয়ে বলবেন, “হ্যাঁ প্রভু, আজ রাতে আমি তোমাকে আমার প্রভু এবং ত্রাণকর্ত্তারূপে গ্রহন করি। হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি তুমি আমার জন্য মরেছিলে। হ্যাঁ প্রভু আমি আমার জীবন তোমাতে সমর্পণ করি ।” শুধু আপনার হাত উত্তোলন করুন আমি যেমন আপনাদের জন্য প্রার্থনা করছি।

৭। একটি জীবন পৃথিবী পরিবর্তন করেছিল

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

1

অমরত্বের গুপ্ত রহস্য

2

(ভিডিওঃ ১৯ সেকেন্ড) পৃথিবী কম্পিত হল। একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প সমস্ত শহরকে সমূদ্র তরঙ্গের ন্যায় দোলা দিল। অফিস আদালত ভবন, গৃহ, হাসপাতাল, স্কুল এবং গির্জাঘর সব কিছু ধংশ প্রাপ্ত হল।

ফেব্রুয়ারী ২০০১, এল সালভাডোরে সংঘটিত ভুমিকম্পে এক সঙ্গে প্রায় ৩০০০ লোক
মৃত্যুবরণ করে। হাজার হাজার লোক গৃহহীন হয়। সাহায্যকারী সংগঠন কর্মিরা দিন রাত্র বিরামহীন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্বেষণ করেন। তারা শুধু মাত্র অবশিষ্ঠ লোকদের জীবিত খুঁজে পান।

অবিরাম চার দিন মাটি খনন করার পর যখন তারা বাদ দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন ধংশ স্তুপের মধ্যে দেখতে পেল একটি অর্ধদগ্ধ হাত। এটি আরো বেশী মর্ম্মান্তিক ছিল, যখন লক্ষ করা হল যে হাতটি আস্তে আস্তে লড়ছে। উদ্ধার কর্মীরা আগ্রহ নিয়ে খনন করল।

এক জন অর্ধবয়স্ক লোককে ধংসাবশেষ খুঁড়ে বের করতে প্রায় চার ঘন্টা সময় লেগেছিল। তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি চার দিন কোন খাদ্য এবং জল ছাড়া বেঁচে থাকেন। পরে, তাকে হাসপাতালে, জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি কেমন করে, এরূপ ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও জীবিত ছিলেন।

তিনি উত্তরে বলেন, “আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম। আমি শ্বাস প্রস্বাস করার জন্য মরণপন চেষ্টা করেছি। আমি মরতে চাইনি। আমার বিশ্বাস ছিল, সাহায্য করতে কেউ আসছেন।”

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

3

আমরা বাঁচার আশা নিয়েই জন্ম গ্রহন করেছি।
এ পৃথিবীতে প্রবেশকাল থেকে আপনার আমার এ প্রত্যাশা ছিল।
যারা অতীতে ছিলেন তাদেরও প্রত্যেকের এ বাসনা ছিল।
এটি হয়তো আমাদের জীবনের সব চেয়ে বড় বাসনা।
আমরা মানব জাতি, সকলে বেঁচে থাকার বাসনায় আবদ্ধ।

4

মানব জীবন যখন হুমকির সম্মুখিন, তখন লোকেরা অবিশ্বাস্যভাবে সাহসিকতার সঙ্গে অন্যকে বাঁচাতে যায়। হতে পারে, হয়তো কোন শিশু কুপের মধ্যে পড়ে গেছে। অথবা দূরে সমুদ্রের মধ্যে কোন বিপদগ্রস্ত জাহাজে লোকেরা বাঁচতে চায়।

5

অথবা একজন পর্ব্বত আরোহী একটি বিপদজনক পর্ব্বতের খাদে আটকা পড়েছে।
অথবা, কেহ ভুমিকম্পে ধ্বংশাবশের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে।
কিন্তু, যখন কারও জীবন বিপদের সামনে ঝুলতে থাকে, তখন মানুষ ছুটে যায় তাকে রক্ষা করতে।

6

তথাপি যে সত্য আমরা কেউ চিন্তা করতে পছন্দ করি না--কিন্তু তবুও এটি সত্য--সেটি হ'লো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে শেষ ব্যাক্তিটি ও বিপদগ্রস্ত।

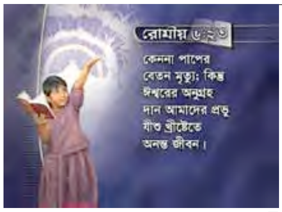

7

(পদ: রোমীয় ৬:২৩)
"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু" বাইবেল বলে, "কিন্তু, ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন।"
রোমীয় ৬:২৩।

8

পাপ একটি বিষাক্ত জিনিষ--এটি মৃত্যু জনক।এটি প্রাণনাশক। কেন? কারণ এটি আমাদের সকল জীবনের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করে--ঈশ্বর সয়ং, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এবং আমরা প্রত্যেকে পাপ করেছি।

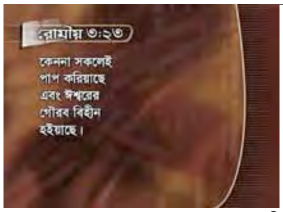

9

(পদঃ রোমীয় ৩:২৩)
“কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হইয়াছে। রোমীয় ৩:২৩।

10

(পদঃ রোমীয় ৩ঃ ১০-১২)
“ধার্ম্মিক কেহই নাই, এক জনও নাই।

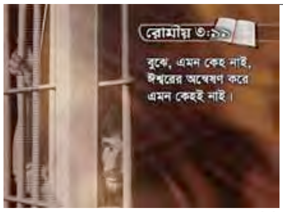

11

বুঝে, এমন কেহ নাই, ঈশ্বরের অন্বেষণ করে এমন কেহই নাই।

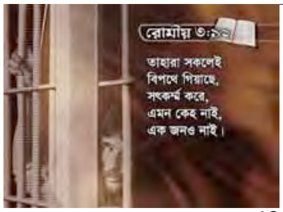

12

“তাহারা সকলেই বিপথে গিয়াছে, সৎকর্ম্ম করে, এমন কেহ নাই, এক জনও নাই।”
রোমীয় ৩:১০-১২।

13

আমাদের আদি পিতামাতা, আদম ও হবা যাদের মাধ্যমে মানব জাতির পতন হয়েছে, নিজেদের অবাধ্যতার দ্বারা ঈশ্বরের কাছ তেকে বিছিন্ন করেছে এবং নিজেদের পথে চলেছে।

14

(পদঃ রোমীয় ৫:১২)
“অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল;

15

আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলে পাপ করিল।” রোমীয় ৫:১২

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

16

পাপের প্রাকৃতিক ফলাফল হচ্ছে মৃত্যু। পাপের মৃত্যুর হার শত করা ১০০ ভাগ। আদম তার পাপের কারণ মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং, আমরা সকলে তার বংশধর--আমাদের প্রত্যেকের পরিনতি হবে সেরূপ।

17

আমরা সকলে পাতালে পতিত।
ফাঁদে আক্রান্ত এবং অসহায়।
যদি কেউ আমাদের উদ্ধার না করে, মৃত্যু আমাদের নিশ্চিত।
দুঃসংবাদ হচ্ছে, যদি কেহ আমাদের পরিত্রাণ না করে তবে আমরা ধ্বংশপ্রাপ্ত।
সু-সংবাদ হচ্ছে, পরিত্রাণের জন্য এক জন আছেন!

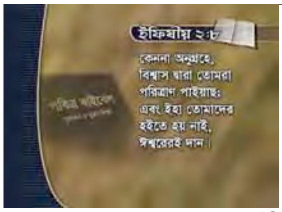
18

(পদ: ইফিষীয় ২:৮,৯)
“কেননা অনুগ্রহে, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান।

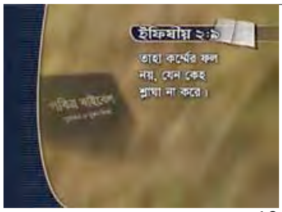
19

তাহা কর্ম্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে। ”
ইফিষীয় ২: ৮,৯।
হ্যাঁ, আমরা সকলে পাপ করেছি।
এতে কোন সন্দেহ নেই।
আমরা আমাদের প্রত্যেকটি স্বার্থপর কার্য, বাক্য অথবা চিন্তায় পাপ করে থাকি।

20

প্রতিদিন আমরা যে অসংক্ষবার পাপ করি, সে বিষয় চিন্তা করুন।আমরা যে সকল পাপ করেছি এ গুলিই আমাদের সমস্যা নয়, বিষয় হলো আমরা সকলে পাপী।

21

একজন গুরুতর অসুস্থ্য ব্যক্তি যে তার সমস্যা সম্পর্কে কখনো সচেতন ছিল না বা চিকিৎসার সাহায্য গ্রহন করেনি, তার মৃত্যু অনিবার্য। আর পাপীদের ভাগ্যেও একেই অবস্থা, যারা তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুভব এবং সাহায্য গ্রহন করতে ব্যার্থ হয়।

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

22

(পদ: যিশাইয় ৫৯:২)
"তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে।"
যিশাইয় ৫৯:২।
ঈশ্বর সমস্ত জীবনের উৎস, এবং আদম যখন পাপ করল, সে সরতে শুরু করল।
কিন্তু, প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণের আশা ছাড়া পাপের পরিনামের কথা বলেন নি।
সুসমাচার হলো এই-

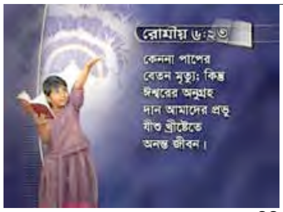

23

(পদ: রোমীয় ৬ঃ২৩)
"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন।"
রোমীয় ৬:২৩।

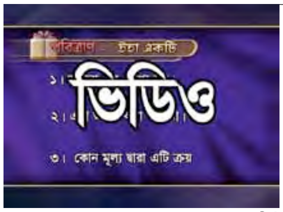

24

(ভিডিওঃ ৩ সেকেণ্ড)
পরিত্রাণ একটি উপহার।
আমরা এর যোগ্য নই।
আমরা আমাদের উত্তম কার্যের দ্বারা এটি ক্রয় করতে পারি না, কোন মূল্য দ্বারা এটি ক্রয় করা যাবে না।

25

অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে যে, মানুষ ভাল কাজের মাধ্যমে ক্ষমা এবং অনন্ত জীবন পেতে পারে।
মানুষ কন্টকময় বিছানাতে ঘুমায়। তারা বিশ্বাস করে যে শারীরিক কষ্ঠ দিয়ে তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করবে।

26

কিছু লোকেরা তাদের শরীর চাবুক এবং শিকল দিয়ে প্রহার করে, অন্যরা ধারাল বর্শী দ্বারা শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করে। এবং

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

27

অনেকে খালি পায়ে জ্বলন্ত কয়লার উপর হাটে, মনে করে ব্যতিক্রমি শারিরীক অত্যাচারের দ্বারা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ অন্বেষণ করে।

28

অন্যরা বিশ্বাস করে যে, তারা মন্দীর নির্মাণ বা সাধুদের খাওয়ানো দ্বারা ভবিষৎতের জন্য পূণ্য অর্জন করে। এবং

29

অন্যদের জন্য, ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাবার নিমিত্ত মক্কায় হজ্ব করা বা ইসলাম রক্ষার জন্য মৃত্যু- বরণ করা এর চেয়ে বড় আনন্দের কাজ আর নেই।

30

অনেক খ্রীষ্টিয়ান মনের অজান্তে এ ধরনের কাজ করে থাকে। তারা গির্জায় যায়, চাঁদা দেয়, বাইবেলের স্বর্ণময় নিয়ম পালন করে, মনে করে এতে ঈশ্বরকে সুখী করবে এবং এভাবে তারা অনন্ত জীবন দাবী করে।
কিন্তু, এটি কী সম্ভব?

31

মানুষ কি শারিরীক শাস্তি, মানষিক নির্যাতন অথবা দয়ার কার্যের মাধ্যমে পাপ ক্ষমা এবং অনন্ত জীবনের জন্য ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে?

32

আমরা কি পরিত্রাণ অর্জন অথবা জয় করতে পারি, যেমন একজন ক্রীড়া–শিরোপা অথবা সোনার মেডেল জয় করার জন্য করে থাকে?

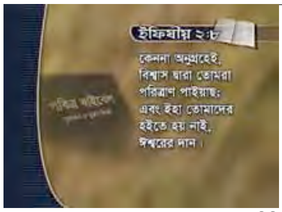

33

(পদ: ইফিষীয় ২:৮,৯)
বাইবেল বলে, “কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরের দান।

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

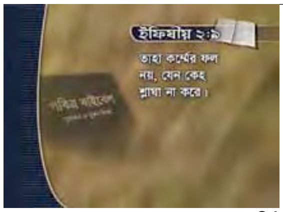

34

তাহা কর্ম্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে। ইফিষীয় ২: ৮,৯।

35

আমরা আমাদের নিজের কার্য্য দ্বারা নিজেদের রক্ষা করতে পারি না, আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ, এবং তাঁর প্রেম ও দয়ার উপর নির্ভর করতেই হবে, যা তিনি আমাদের জন্য বিনা মূল্যে প্রদান করেছেন ।আমরা যদি অর্জন করতে পারতাম, তবে এটি উপহার হত না।

36

মনে করুন, আপনার কর্মকর্তা একটি খাম দিয়ে বললেন, এটি তোমার উপহার।

37

খামটি খুলে দেখলেন সেখানে, আপনার গত দুই সপ্তাহের বেতন রয়েছে। এটি কি একটি উপহার? যদি আপনি অর্জন করে থাকেন,তবে তা উপহার নয়!

38

কিন্তু, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর যিনি এ বিশ্বমণ্ডল নিয়ন্ত্রন করেন, তিনি কেন

39

(ভিডিওঃ ১২ সেকেন্ড) এ বিশাল সৌর জগতের মধ্যে এ গ্রহের মানুষের জন্য চিন্তিত?কেন তিনি স্বার্থপর, বিদ্রহী মানুষকে তার পাপের সাজা ভোগ করার জন্য পরিত্যাগ করেননি?

40

(পদঃ ১ যোহন ৪:৮)
এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় যোহনের প্রথম পত্রেঃ
“ঈশ্বর প্রেম” ১ যোহন ৪:৮

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

41

আপনারা অনেকেই পিতামাতা।

42

এবং আপনারা জানেন, একটি শিশু অসুস্থ হলে, কি অবস্থা হয়, সে দিন রাত কাঁদে।
আপনি তাকে সুখী করার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু মনে হয় কিছুতেই কাজ হয় না।
তাকে নিয়ে হাঁটেন, শিশুকে গান শুনান, এবং বন্ধুদের পরামর্শমত সব রকম কাজ করেন, কিন্তু কোন কাজ হয় না। কিন্তু আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সুযোগদিন।
শিশু যতই বিরক্ত করুক না কেন, সে যতই অসুস্থ্য হোক না কেন, আপনি কি কখনো, শিশুকে একা একা কষ্ট ভোগ করার জন্য ফেলে রেখে দেবেন?

43

না! কেন? কারণ আপনি, সেই অসহায়, অসুস্থ শিশুকে ভালবাসেন, যেহেতু সে কষ্ট, ব্যাথা, যন্ত্রনা ভোগ করছে।ঈশ্বরও তেমন!

44

পৃথিবী নামক গ্রহে তাঁর সন্তানেরা পাপময় রোগে কষ্ট পাচ্ছে।

45

যেহেতু তারা দুঃখ, কষ্ট ভোগ করছে একমাত্র সে জন্যই ঈশ্বর তাদের বেশী ভালবাসেন।

46

ঈশ্বর কখনোই আমাদের পরিত্যাগ করে চলে যাননি। তিনি কখনোই আমাদের বিদ্রোহের কারনে মৃত্যুর জন্য আমাদের পরিত্যাগ করেননি।

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

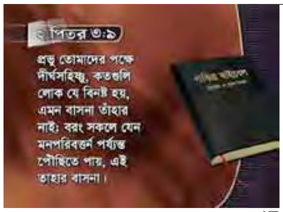

47

(পদ: ২ পিতর ৩:৯)
বাইবেল বলে; "প্রভু তোমাদের পক্ষে দীর্ঘসহিষ্ণু, কতগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনপরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পায়, এই তাহার বাসনা।" ২ পিতর ৩:৯।

48

আপনি ভাল অথবা মন্দ হন না কেন, ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন এবং আপনার পরিত্রাণ কামনা করেন।তিনি চান না যে, আপনার মৃত্যু হয়।

49

আমরা সকলে পাপ করেছি। আমরা সকলে তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেছি, এবং তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছি

50

জাগতিক প্রশাসকেরা আইন লঙ্ঘন সহ্য করে বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না।

51

আইন লঙ্ঘনকারীগণ সাজাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন আরো বেশী গুরুতর, কারণ পাপ আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করেছে- যিনি আমাদের পরিত্রাণ করার জন্য সাহায্য করতে পারেন।

52

যদিও ঈশ্বর একজন অনন্ত প্রেমিক ঈশ্বর, তথাপি তিনি একজন ন্যায় বিচারক ঈশ্বর। সিনয় পর্বতে তিনি নিজেকে বর্ণনা করেছেন:

53

(পদ: যাত্রা ৩৪:৬,৭)
". . . সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান;

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

54

সহস্র সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত দয়ার রক্ষক, অপরাধের, অধর্ম্মের ও পাপের ক্ষমাকারী; তথাপি তিনি অবশ্য (পাপের) দণ্ড দেন।"
যাত্রা ৩৪:৬,৭।

55

এর কি কোন সমাধান নেই? বের হয়ে আসার কোন পথ নেই?হ্যাঁ, একটি পথ আছে। এক জন প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের রক্ষার জন্য পথ বের করেছেন।

56

তিনি আমাদের পরিবর্তে এক জন নিঃষ্পাপ ব্যক্তিকে পেয়েছেন যিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত মৃত্যুবরণ করেছেন যেন আমরা মুক্তি পেতে পারি।

57

(পদ: যোহন ৩:১৬)
"কারণ ঈশ্বর জগৎ কে এমন প্রেম করিলেন, যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন,

58

যেন যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।"
যোহন ৩:১৬।

59

যীশু এ পৃথিবীতে একজন মানুষের মত জীবন যাপন করতে এসেছিলেন, প্রত্যেক মানুষ যে সমস্যা এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তিনিও সে সকলের সম্মুখিন হলেন।
তিনি সম্পূর্ণ একটি সিদ্ধ আজ্ঞাবহ জীবন যাপন করেছেন।
তার পর মানবের মধ্যে একজন নিঃস্পাপ ব্যক্তিরূপে, খ্রীষ্ট স্বইচ্ছায় আমাদের প্রত্যেকের পাপের ভার তাঁর উপর নিলেন এবং আমাদের পরিবর্তে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

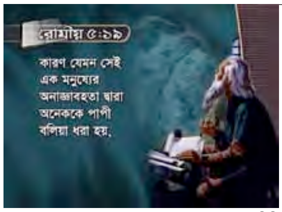

60

(পদ: রোমীয় ৫:১৯)
পৌল লিখেছেন, "কারণ যেমন সেই এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে পাপী বলীয়া ধরা হয়,

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

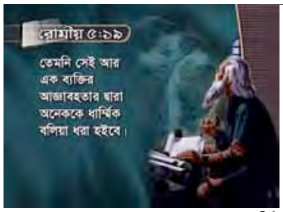

61

তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতার দ্বারা অনেককে ধার্ম্মিক বলিয়া ধরা হইবে।”
রোমীয় ৫: ১৯।

62

কোন ক্রমেই যীশুর মৃত্যু একজন ক্রোধান্বিত ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয় ।যীশু আমাদের রক্ষা করার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, এবং ঈশ্বর আমাদের এত ভাল বাসেন যে, তার এক মাত্র প্রিয় পুত্রকে আমাদের জন্য উৎসর্গ করলেন। যীশু ছিলেন ঈশ্বরের মেষশাবক, উৎসর্গীকৃত মেষশাবক!

63

(ভিডিও ২৫ সেকেন্ড)
ঈশ্বরের মনোনীত লোক, ইস্রায়েলরা যখন মোশী কর্তৃক পরিচালিত হয়ে মিশর থেকে মুক্তি পেয়ে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে সিনয় পর্ব্বতের কাছে পৌঁছায়, তখন তারা প্রতি দিন উৎসর্গের নিদর্শন দেখেছে, যে কি ভাবে ঈশ্বর পতিত মানবের জন্য পরিকল্পনা করেছেন।

প্রান্তরের ধর্মধাম ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে তৈরী করা হয়েছিল, এবং তাঁর নির্দেশ মত অনুষ্ঠান পরিচালিত হত, যা লোকের দৃষ্টি ভবিষৎ কালভেরির দিগে আকর্ষণ করত- যে পর্ব্বতের উপর যীশু মৃত্যুবরণ করবেন,

যেখানে প্রকৃত মেষশাবক সকল মানব জাতির পাপের জন্য উৎর্সগীকৃত হবেন, এবং সকল পাপের ক্ষমা ও পরিত্রাণের আশার নিশ্চয়তা প্রদান করবেন।

64

এক জন পাপী একটি বলির পশু নিয়ে এসেছিল। সে পশুর মাথায় হাত রেখে তার পাপ স্বীকার করল।

তার পর সে একটি ছুরি দিয়ে সেটি হত্যা করল, এর নিদর্শন ছিল তার পাপের জন্য মেষশাবকের উৎস্বর্গীকৃত মৃত্যুবরণ, যা যীশুকে নির্দেশ করত।

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

65

অপ্রীতিকর, হ্যাঁ! কিন্তু, কালভেরীর ক্রুশ মানব জাতির জীবনে অনন্ত জীবনের প্রতিজ্ঞা এনেছে, যা ছিল আরো বেশী কষ্টকর। এ কার্যের দ্বারা ঈশ্বর দেখিয়েছেন যে, পাপ মৃত্যু আনে, হতে পারে, এটি পাপীর অথবা নির্দোষ ব্যক্তির মৃত্যু।

66

বাইবেলে, ঈশ্বরের লোকেরা, বলি উৎস্বর্গ করত, ঈশ্বরের পুত্রের মৃত্যুর নির্দশনের প্রতি বিশ্বাস প্রর্দশনের জন্য যিনি মানবের পরিবর্তে মৃত্যুবরণ করবেন।

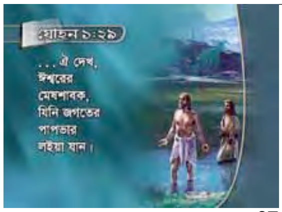

67

(পদঃ যোহন ১ঃ২৯)
যীশু ছিলেন প্রকৃত যজ্ঞের বলি। যীশু যখন বাপ্তিস্ম গ্রহন করতে আসেন,তখন যোহন বলেন, “. . . ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান।”
যোহন ১:২৯।
এটি কতই না, পরিতাপের বিষয় যে, যিনি তাদের রক্ষা করতে আসলেন, আর সেই লোকেরা তার প্রাণ নাশ করার জন্য ষড়যন্ত্র করল।
যীশুকে প্রহার, উপহাস করা হয়েছিল এবং তাদের দ্বারা ক্রুশের মৃত্যু আদেশ প্রদান করা হয়েছিল, যারা ছিল মৃত্যু দন্ড প্রার্থী।

68

(পদঃ ১ পিতর ২:২২)
তথাপি, বাইবেল, বলে, “তিনি পাপ করেন নাই, তাঁহার মুখে কোন ছলও পাওয়া যায় নাই” ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন!
১ পিতর ২:২২।

69

নিস্তার পর্ব্বের সময় খ্রীষ্ট ক্রুশরোপিত হয়েছিলেন। রোমীয় শাসনকালে নিয়ম ছিল এ সময় এক জন অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হত ।জনতা বারব্বাকে মুক্তি দেবার জন্য দাবী করল এবং পরিবর্তে যীশুকে ক্রুশে দিতে বলল।

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

70

মৃত্যু দ্বারা যীশু পাপীদের সঙ্গে গণিত হলেন। তিনি দুই জন দস্যুর মাঝে ক্রুশারোপিত হয়েছিলেন। আর ঈশর যখন সমস্ত পৃথিবীর পাপ তার উপর অর্পন করলেন,

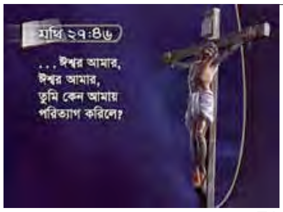

71

(পদঃ মথি ২৭:৪৬)
তিনি চিৎকার করে কেঁদে বলেছিলেন, “. . . ঈশ্বর আমার ঈশ্বর আমার তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিলে?”
পাপ যে বিচ্ছেদ আনে তা তিনি গভীর ভাবে অনুভব করেছিলেন। যীশু পিতার কাছ থেকে বিচ্ছেদের কষ্টের ভার সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি হৃদয়ে ভেঙ্গে পরেছিলন।

72

(পদঃ মার্ক ১৫:৩১)জনতা বিদ্রুপ করে বলেছিল, “. . . ঐ ব্যক্তি অন্য লোকদের রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না।”

73

হ্যাঁ, এটি সত্য ছিল।
তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি, যদিও তিনি অন্যদের পারতেন। তিনি ছিলেন হারানো জাতি, লজ্ঘিত আজ্ঞা এবং পাপের বেতনের জন্য ঈশ্বরের দত্ত মূল্য।
আর ঈশ্বর মানুষকে এত প্রেম করেন, যে তিনি তাদের তাঁর পরিবারে পুনরুদ্ধার না করে তৃপ্ত হলেন না, তাই তিনি মানুষের পরিবর্তে নিজ পুত্রকে মৃত্যুর জন্য সমর্পন করেছিলেন।

74

যীশু আমাদের যা প্রাপ্য তা গ্রহন করলেন যেন আমরা তাঁর প্রাপ্য দান প্ৰাপ্ত হই। তিনি আমাদের পাপের জন্য দোষবহন করলেন এবং আমাদের মৃত্যু তিনি গ্রহন করলেন যেন আমরা সকলে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হই।
আর এ ভাবে ঈশ্বর আমাদের জন্য অনন্ত জীবন দান করলেন, এবং ন্যায় বিচার স্থাপন করলেন। আমাদের কোন সৎকাজের জন্য আমাদের প্রতি এরূপ করেননি, কিন্তু, ঈশর যীশু খ্রীষ্টের সিদ্ধ নিঃস্পাপ জীবন যাপনের দ্বারা আমাদের বাঁচাতে চেয়েছেন।

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

75

(পদঃ ইফিষীয় ২:৮)
বিজাতিদের কাছে প্রেরিত পৌল বলেন, “কেননা, অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ।”
ইফিষীয় ২:৮
আর এ বিশ্বাস হচ্ছে পারত্রাণের কেন্দ্র বিন্দু।

76

যখন ফিলিপীয় কারারক্ষক পৌলকে জিজ্ঞাসা করেছিল, পরিত্রাণ পেতে হলে তাকে কি করতে হবে, তখন পৌল উত্তর দিয়েছিলন,-

77

(পদঃ প্রেরিত ১৬:৩১)
“প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে।”
প্রেরিত ১৬:৩১।

78

যাই হোক, মনে মনে স্বীকার করলেই যথেষ্ট নয় যে খ্রীষ্ট এ পৃথিবীতে ছিলেন। এটি পরিত্রাণের বিশ্বাস নয়।এর মধ্যে এর চেয়েও অধিক কিছু আছে।

79

(পদঃ যাকোব ২:১৯)
বাইবেল বলে যে, “ভূতেরাও তাহা বিশ্বাস করে এবং ভয়ে কাঁপে।”
যাকোব ২:১৯।

80

যীশুতে বিশ্বাস করার অর্থ হ’লো তিনি ১৯০০ বৎসর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন এটি স্বীকার করার চেয়েও অধিক কিছু। বাইবেল বলে,

81

(পদঃ হিতোপদেশ ৩:৫,৬)“তুমি সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর, তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না;

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

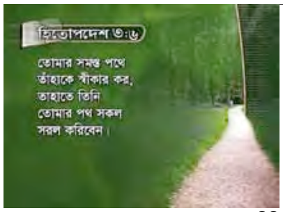

82

তোমার সমস্ত পথে তাঁহাকে স্বীকার কর, তাহাতে তিনি তোমার পথ সকল সরল করিবেন।”
হিতোপদেশ ৩:৪,৫।
আপনি কি তাঁকে বিশ্বাস করেন?
সত্যি কি আপনি তাঁকে বিশ্বাস করেন?
তাঁকে আপনার জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়াই কি যতেষ্ট?

83

পরিত্রাণের বিশ্বাস হচ্ছে, খ্রীষ্টের ত্যাগস্বীকারের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন যেমন তিনি আমাদের প্রত্যেকটি পাপের জন্য সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করেছেন।এর অর্থ, আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, আমরা আমাদের রক্ষা করতে পারিনা, কিন্তু খ্রীষ্ট কালভেরীতে যা সাধন করেছেন তা আমাদের পরিত্রাণ করতে সক্ষম।

84

কোন মানব সন্তান শ্লাঘা করতে পারে না যে, সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।
সমস্ত মহিমা ঈশ্বরের।
ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য তাঁর উপর নির্ভরশীল হওয়া।

85

পরিত্রাণপ্রাপ্ত হওয়া খুব সহজ, তথাপী অনেকে, এটি অত্যন্ত কঠিন এবং সমস্যাপূর্ণ মনে করে।আমাদের উত্তর দেওয়া আবশ্যক, যে প্রশ্ন ফিলিপীয় কারারক্ষক কেঁদে কেঁদে পৌল ও সাইলাসকে ভয়াবহ রাত্রিতে জিজ্ঞাসা করেছিল যখন ভূমিকম্পে কারাগারের সব দরজা খুলে গেল:

86

(পদ: প্রেরীত ১৬:৩০)“পরিত্রাণ পাইতে আমাকে কি করিতে হইবে?”

87

পরিত্রাণ পাবার জন্য চারটি শর্ত আছে, যা আমাদের জানা প্রয়োজন ,মাত্র চারটি:

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

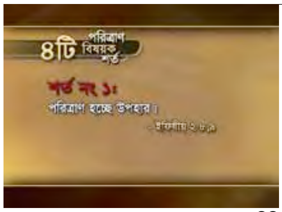

88

(পদ: ইফিষীয় ২:৮,৯)
শর্ত নং ১: পরিত্রাণ হচ্ছে উপহার। "কেননা, অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান; তাহা কর্ম্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, "কেন পরিত্রাণ আমাদের জন্য বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে?

এটি কেন আমাদের জন্য বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে এর কারণ হচ্ছে, দ্বিতীয় নম্বর

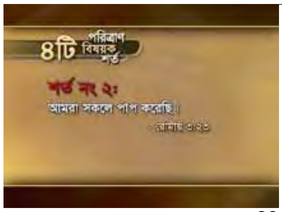

89

(পদ: রোমীয় ৩:২৩)
শর্ত নং ২: আমরা সকলে পাপ করেছি।
রোমীয় ৩: ২৩ পদ বলে "কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হইয়াছে।"

90

এর অর্থ হচ্ছে, আমি উপহার পাবার যোগ্য নই।
আমি পরিত্রাণ পাবার যোগ্য নই। আমি পাপ করেছি। আমি ঈশ্বরের গৌরবের অমর্জাদা করেছি।

যদি পরিত্রাণ আমার কাজের উপর নির্ভর করত, তবে আমি কখনো অর্জন করতে পারতাম না, কারণ আমি পাপ করেছি, আমি কখনো যথেষ্ট ভাল কাজ করতে পারবো না।

আর এ কারনেই পরিত্রাণ আমাদের জন্য বিনা মূল্যে দান করা হয়েছে, কারন আমি এটি অর্জন করতে পারিনা এবং আমি পাবার যোগ্যও নই।

আমরা সকলে পাপ করেছি এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হয়েছি।

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

91

(পদঃ রোমীয় ৬ঃ২৩)
শর্ত নং ৩ঃ সমস্যাঃ পাপ অর্থ মৃত্যু। রোমীয় ৬ঃ২৩ “কেননা পাপের বেতন মৃত্যু।” আর আমরা সকলে এ মহা সমস্যার সম্মূখীন। আমি এক জন পাপী, সুতারং আমি মৃত্যুর যোগ্য। আমি বিনা মূল্যের উপহারটি পাবার যোগ্য নই। আর এ জন্যই এটি বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে, কারণ আমরা সকলে পাপ করেছি এবং আমরা সকলে ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হয়েছি।
সমস্যা হচ্ছে একজন পাপী হিসাবে আমি মৃত্যুর যোগ্য। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে এ সমস্যার সমাধান আছে।

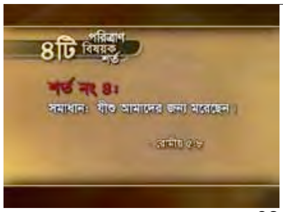

92

(পদঃ রোমীয় ৫ঃ৮)
শর্ত নং ৪ঃ সমাধানঃ যীশু আমাদের জন্য মরেছেন।
-রোমীয় ৫ঃ৮ বলে, “কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন।”
এটি কী চমৎকার নয়? যীশু আমার মত পাপীর জন্য মরেছেন। এবং বন্ধু, তিনি আপনার জন্যও মরেছেন!

93

চারটি সহজ শর্ত। আসুন আমরা পুনর্বার আলোচনা করিঃ

94

১। পরিত্রাণ হচ্ছে বিনামূল্যে উপহার।

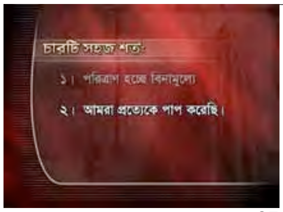

95

২। আমরা প্রত্যেকে পাপ করেছি।

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

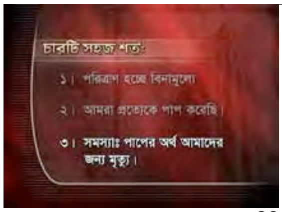

96

৩। সমস্যাঃ পাপের অর্থ আমাদের জন্য মৃত্যু।

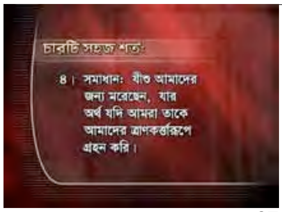

97

৪। সমাধান: যীশু আমাদের জন্য মরেছেন। যার অর্থ আমাদের জন্য জীবন যদি আমরা তাকে আমাদের ত্রাণকর্ত্তারূপে গ্রহন করি।

98

আমরা যখন পাপী ছিলাম,যীশু তখনও আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন। আমার বন্দ্ধুগন আপনারা কি তাকে ভাল বাসেন না? তিনি যে আপনার, আমার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, সে জন্য কী তাকে ভাল বাসেন না?
তিনি যে আমাদের জন্য বিনা মূল্যে পরিত্রাণ দিয়েছেন, সে জন্য কী তাকে ভাল বাসবেন না?

99

আপনি হয় তো প্রশ্ন করতে পারেন, “কি ভাবে আমি বিনা মূল্যের উপহার গ্রহন করবো?”

100

(পদ: প্রকাশিত ৩:২০)
এর উত্তর বাইবেলে প্রকাশিত ৩:২০ পদে দেয়া হয়েছে-
“. . . দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি এবং আঘাত করিতেছি।”
যার কাছে অনন্ত জীবন আছে তিনি যদি আপনার ঘরের দ্বারে আঘাত করে, তাকে কি বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না, ভিতরে নিমন্ত্রন জানাবেন?

101

অবশ্যই, আপনি তাকে ভিতরে নিমন্ত্রন জানাবেন! লক্ষ করুন, যীশুকে গ্রহনের মাধ্যমে তার কাছে যে উপহার আছে সেটিও আমরা পাচ্ছি।
এটি কি চমৎকার নয়!
যীশু আমাদের জীবনে আসতে চান।
আসুন, আমরা তাকে ভিতরে নিমন্ত্রন জানাই।

102

আর এভাবেই আমরা উপহার গ্রহন করি। শুধু আমাদের বলতে হবে- “যীশু, তোমাকে ধন্যবাদ।
আমার জীবনে তুমি এস।
আমার হৃদয়ে তুমি এস।
আমার জীবনের নিয়ন্ত্রন গ্রহন কর, আমার হৃদয়ের নিয়ন্ত্রন গ্রহন কর।”
আর যখন যীশু আসেন, তখন তাকে আমাদের বন্দ্ধু, আমাদের ত্রাণকর্ত্তা এবং প্রভু বলে তাঁকে গ্রহন করি।

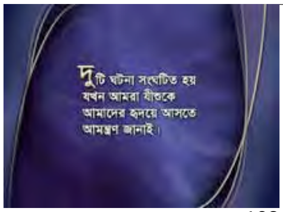

103

দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় যখন আমরা যীশুকে আমাদের হৃদয়ে আসতে আমন্ত্রণ জানাই-যখন আমরা তাঁকে আমাদের হৃদয়ে গ্রহন করি।

104

(পদঃ ১ যোহন ১:৯)
প্রথমে আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি এবং তাঁর ক্ষমা প্রাপ্ত হই।
“যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন,

105

এবং আমাদিগকে সমস্ত অধাম্মির্কতা হইতে শুচি করিবেন।” ১ যোহন ১:৯
বন্দ্ধুগন, এটি এক অপূর্ব প্রতিজ্ঞা।

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

106

আমরা কি কাজ করেছি, কোথায় গিয়েছি, কি রকম জীবন যাপন করেছি এতে কিছু আসে যায় না; যদিও আমরা যঘন্য পাপী তথাপি আমরা যীশুর কাছে আসতে পারি এবং তাঁকে গ্রহন করে বিনামূল্যে পরিত্রাণ গ্রহন করতে পারি।

আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করতে পারি এবং সম্পূর্ণ ক্ষমা লাভ করতে পারি।

107

বাইবেল আমাদের বলে, যীশু আমাদের পাপ সমূদ্রের মধ্যে ফেলে দেবেন এবং আর কোন সময় স্মরণ করবেন না।

108

আমার বন্ধুগণ, যীশু যখন ক্ষমা করেন তখন তিনি পূর্বের পাপ ভুলে যান।

কোন পাপ কি আপনি ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করেছেন তথাপী আপনাকে দোষারোপ করা হয় এবং অপরাধের বোঝায় ভারাক্রান্ত । আপনি হয়তো অনুভব করেন যে অনেক বড় পাপ আছে যা ঈশরের পক্ষে ক্ষমা করাও কঠিন।

ঈশ্বর যা বলেছেন, আমাদের তা বিশ্বাস করতে হবে।

১যোহন ৫:১০পদ স্পষ্ট করে বলে যে আমরা যদি ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করি তবে তাঁকে আমরা মিথ্যাবাদী করি।

109

(পদঃ ১ যোহন ৫:১০)
"ঈশ্বরের পুত্রে যে বিশ্বাস করে, ঐ সাক্ষ্য তাহার অন্তরে থাকে।"

110

ঈশ্বরকে যে বিশ্বাস না করে, সে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করিয়াছে।

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

111

কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা সে বিশ্বাস করে নাই। ১ যোহন ৫:১০ পদ।
যীশু যখন প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি আমাদের সব পাপ ক্ষমা করবেন এবং আমাদের অপরাধ দূর করবেন, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর কথা মত কাজ করবেন।

112

যীশু যখন ক্ষমা করেন, তিনি ভুলে যান এবং আমাদেরও ভুলে যাওয়া উচিত।

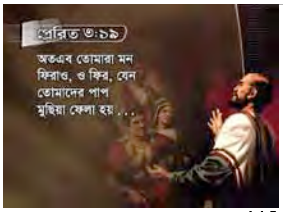

113

(পদঃ প্রেরিত ৩:১৯ পদ)পৌলের ভাষায় প্রেরিত ৩:১৯ পদ বলে : “অতএব তোমারা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়...”

114

আপনি দেখুন, আমরা যীশুর কাছে আসি, আমরা তার পরিত্রাণ উপহার গ্রহন করি, আমরা তাঁকে আমাদের জীবনে নিমন্ত্রণ জানাই, এবং প্রথম জিনিষ ঘটে, তিনি আমাদের ক্ষমা করেন ও ধৌত করেন, তিনি পরিষ্কার করেন, তিনি
আমাদের পাপ সাগরের গভীরে নিক্ষেপ করেন।
আমার প্রিয় বন্ধুগণ, এটি কি চমৎকার নয়? আপনি কি আপনার ও আমার পরিত্রাণকর্ত্তাকে ভালবাসেন না? যখন আমরা যীশুকে আমাদের হৃদয়ে নিমন্ত্রণ জানাই তখন বিশেষ কিছু ঘটে।

115

তিনি আমাদের পাপের উপর বিজয়ী হতে ক্ষমতা দান করেন এবং আস্তে আস্তে তাঁর মত হয়ে যাই, তার পদ চিহ্নে হাঁটি।
চোর আর চুরি করে না।
মিথ্যাবাদী আর মিথ্যা কথা বলে না।
মদ্যপায়ী আর মদ পান করে না।

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

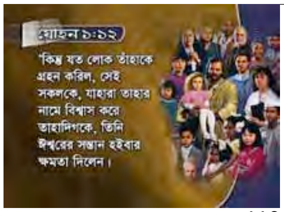

116

(পদঃ যোহন ১:১২)যোহন ১:১২ পদে লক্ষ করুনঃ "কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহন করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।"

117

তিনি আমাদের তাঁর সন্তান হবার ক্ষমতা দিবেন; তাঁর পুত্র, তাঁর কন্যা ।"

আমরা আর শয়তানের অধীনে থাকবো না। আমরা আর অন্ধকারের সন্তান থাকবো না।

118

তিনি আমাদের তাঁর পদ চিহ্নে চলতে ক্ষমতা দেবেন। আমরা যেমন করে তাকে বিশ্বাস করবো, তাঁর পরিত্রাণ উপহার গ্রহন করবো, তিনি আমাদের বিজয়ী হতে ক্ষমতা প্রদান করবেন।

119

যদি আমরা উছট খাই এবং তাঁর পরিত্রাণ গ্রহনের পর স্খলিত হই, তিনি বার বার আমাদের ক্ষমা করবেন। তারপর তিনি আমাদের বিজয়ী হবার জন্য ক্ষমতা দান করবেন এবং উত্তর উত্তর আমরা যীশুর ন্যায় হবো।

আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশুতে বিশ্বাস, আস্থা এবং নির্ভরশীল জীবন হচ্ছে একটি ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা। আমরা স্বিদ্ধ হবো না, কিন্তু আমরা ক্ষমা প্রাপ্ত হবো। শয়তান আর আমাদের প্রভু থাকবে না। যীশু আমাদের প্রভু।

120

বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে- আস্থা স্থাপন এবং পরিত্রাণের উপহার গ্রহন করা। তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং তিনি আমাদের তাঁর পদ চিহ্নে চলতে ক্ষমতা দান করেন।

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

121

যীশু যখন আমাদের হৃদয় দ্বারে আঘাত করেন এবং আমরা সাড়া প্রদান করি এবং তাঁকে ভিতরে নিমন্ত্রন জানাই, তিনি আমাদের পাপময় হৃদয় পরিস্কার করেন এবং ক্ষমা করেন ।তিনি আমাদের পরিবর্ত্তিত হবার জন্য শক্তি দেন এবং পাপের উপর বিজয়ী হতেও ধীরে ধীরে তাঁর মত হতে সাহায্য করেন।

122

আর যীশু যখন আমাদের ভীতর বাস করেন, তখন আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি যে, আমাদের অনন্ত জীবন নিশ্চিত। আপনি কি তা জানতেন?আমাদের চিন্তা করতে হবে না, যে আমরা পরিত্রাণ পাব অথবা যীশুর সঙ্গে চিরদিন বাস করবো কি না।

123

(পদঃ ১ যোহন ৫:১২, ১৩)“পুত্রকে যে পাইয়াছে, সে সেই জীবন পাইয়াছে; ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নাই, সে সেই জীবন পায় নাই।

124

তোমরা যাহারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করিতেছ, আমি তাহাদিগকে এই সকল কথা লিখিলাম,

125

যেন তোমরা জানিতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পাইয়াছ।” যোহন ৫: ১২, ১৩।

126

যীশু চান আমরা যেন জানি যে আমাদের অনন্ত জীবন আছে এখানে এবং এখনই।

আমরা এখানে এবং এখনই জাণিতে পারি যে, যখনই আমরা যীশুকে আমাদের হৃদয়ে নিমন্ত্রন জানাই, তখনই আমরা পরিত্রাণের নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হই।

যেখানেই আমরা থাকি না কেন যীশু আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান জানান, কারণ-

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

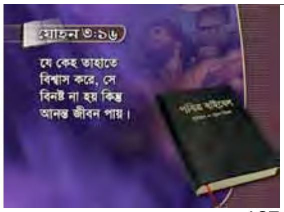

127

(পদঃ যোহন ৩:১৬)

“যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু আনন্ত জীবন পায়।”

যোহন ৩:১৬।

আপনি হয়তো মনে করছেন আপনি এক জন আশাহীন পাপী, কিন্তু সে কথা ঠিক নয়।

ঈশ্বর সব চেয়ে অসম্ভব অবস্থাতে বিজয় দান করতে পারেন।

কোন জীবনই মন্দ নয়, কোন পাপই এত বড় নয় যে, খ্রীষ্ট ক্ষমা করতে পারেন না!

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

128

নিউ ইয়ার্ক শহরে ডিসেম্ভর ৩১, ১৯৯৫, এক জন অভিজ্ঞ অগ্নি নির্বাপক, জন ক্লান্সি, মান্হাটান শহরতলির একটি প্রজ্জ্বলিত দালানে উদ্ধার কাজের নেত্রিত্ব দিয়েছিলেন। আগুন যেমন ভাবে নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গিয়েছিল, অগ্নি নির্বাপক কর্মিরা চিন্তিত ছিল যে, হয়তো দালানের মধ্যে এখনো কেউ আটকা পড়ে আছে।

যদিও সে ছিল এক জন ভবঘুরে, মাদকাআসক্ত, মদ্যপায়ী এবং দেহ ব্যবসায়ী বেশ্যা। তথাপি, ক্লান্সি এবং তার সহকর্মিরা সিদ্ধান্ত নিল যে, জলন্ত দালানের মধ্যে তারা উদ্ধার অভিযান চালাবে। দালানটি ধুমায় আচ্ছাদিত ছিল, সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছিলনা।

উদ্ধারকারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভবঘুরে ব্যক্তির খোঁজে গেল যে ক্ষনস্থায়ীভাবে ঐ দালানে আশ্রয় নিয়েছিল। হঠাৎ করে দ্বীতিয় তলার ছাদ ধ্বসে জন ক্লান্সি আটকা পড়ে গেল। তার সহকর্মিরা তাকে এ ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করতে প্রাণপন চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যখন তারা তাকে পেল-

তখন তার দগ্ধ শরীর চেনা যায়নি। ১৯৯৫ সালের শেষ দিনটি ছিল তার সাহসী অগ্নিনির্বাপক কর্ম জীবনের শেষ দিন। তিনি রেখেগিয়েছিলেন তার ছয় মাসের অন্তঃসত্বা স্ত্রীকে, যে সুন্দর এক ভবিষৎতের স্বপ্ন দেখেছিল। জন ক্লান্সি বিশ্বাস করতেন যে, সব জীবনই মূল্যবান।

সুতরাং, দালানের ভিতর যে কেউ থাকুক না কেন, তাকে উদ্ধার করতে তিনি নিজের জীবনের বিনিময় রাজি হয়েছিলেন। তিনি আগুনে বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার করতে নিজের পরিবারে নিরাপত্তাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, তিনি অগ্নি শিখার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং নিজের জীবন

দান করেন। তার কর্ত্তব্যবোধের মূল্যের জন্য জীবন দিতে হয়েছে। অন্য কেউ মারা যাচ্ছে জেনে তিনি অলসভাবে বসে থাকতে পারেননি।

এ অগ্নিকান্ডের কারণ যখন উৎঘাটিত হলো, জানা গেল যে অগ্নিকান্ডের কারণ ছিল ইচ্ছাপূর্বক অগ্নি সংযোগ। এ্যডুইন স্মিথ, যিনি অগ্নিকান্ড সম্পর্কে প্রতিবেদন করেছেন, তিনি এক নির্মম

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ঘটনা হলো এই, জন ক্লান্সি যাকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, সেই ব্যক্তিই ঐ অগ্নিকান্ড ঘটিয়েছিল।
যীশু খ্রষ্টের কি এক অপূর্ব উদাহরণ!

129

যীশু তাঁর স্বর্গীয় গৃহের নিরাপত্তা বিসর্জন দিলেন এবং জ্বলন্ত পৃথিবীতে আমাদের উদ্ধার করতে এলেন। আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছেন এবং পাপ অগ্নি তাঁকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছে।
আমাদের নিজের ইচ্ছাতেই আমরা পাপ করেছিলাম।
আমরা এ পৃথিবীকে আমাদের ক্রোধ, অসততা, যৌন-লালসা, লোভ, ব্যাভিচার এবং মিথ্যা কথা দ্বারা আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি।
খ্রীষ্ট মৃত্যু বরণ করলেন যেন, আমরা জীবন পাই।
তিনি ক্রুশের উপরে পাপের অগ্নিশিখার কষ্ঠের অভিজ্ঞতা সহ্য করেছেন যেন আমরা নরক আগুনে দগ্ধ হবার কষ্ট না পাই, যখন যীশু পাপকে চিরতরে বিনাশ করতে আসবেন।
আজকে যীশু আপনাকে এ নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যেন আপনি চিরদিন বাঁচতে পারেন।

130

তিনি শুনচ্ছেন এবং অপেক্ষা করচ্ছেন। কেন আপনি আজকে আপনার হৃদয় দ্বার খুলে দিয়ে তাঁকে ভিতরে প্রবেশ কতে নিমন্ত্রন জানান না এবং ত্রাণকর্ত্তা ও প্রভুকে আপনার জীবনে গ্রহন করেন না, তিনি অপেক্ষা করচ্ছেন! এবং শুনচ্ছেন!
একটি জিনিষ যীশু করতে পারেন না, আর তা হলো তিনি জোর পূর্বক আপনার হৃদয় দ্বার খুলেন না।
তিনি আমাদের প্রত্যেককে, স্বাধীন নৈতিক শক্তি দান করেছেন।
আমাদের দ্বার আমাদেরই খোলা উচিত।
আমরা যদি আমাদের হৃদয় দ্বার খুলে দেই তিনি আনন্দে প্রবেশ করবেন! প্রিয় বন্ধুরা, আপনি কি সে কাজটি এখনই করবেন? আপনি কি আর এক মূহুর্ত দেরী না করে এখনই যীশুকে আপনার হৃদয়ে নিমন্ত্রন জানাতে ইচ্ছা করেন?

৮। অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য জন্ম

131

যদি হয়, তবে আমার সঙ্গে এই প্রার্থনা করুন।

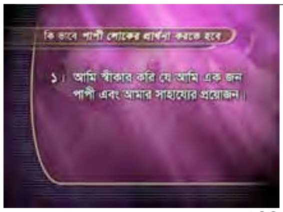

132

“প্রিয় ঈশ্বর, আমি স্বীকার করি যে আমি এক জন পাপী এবং আমার সাহায্য প্রয়োজন।

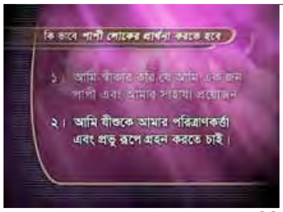

133

আমি যীশুকে আমার পরিত্রাণকর্ত্তা এবং প্রভু রূপে গ্রহন করতে চাই।

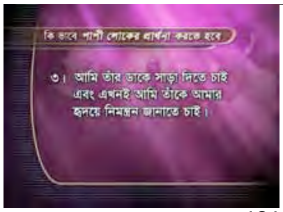

134

আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিতে চাই এবং এখনই আমি তাঁকে আমার হৃদয়ে নিমন্ত্রন জানাতে চাই।

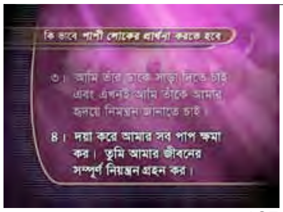

135

দয়া করে আমার সব পাপ ক্ষমা কর। তুমি আমার জীবনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রন গ্রহন কর।

136

আমি চাই যীশু আমার হৃদয়ে আসুন এবং ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে দিন, তার পর তাঁর হয়ে জীবন যাপন করতে সাহায্য করেন। আমার প্রার্থনা শুনার এবং উত্তর দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। যীশুর নামে যাচঞা করি- আমেন।”

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

1

বিচারক আপনার পক্ষে রয়েছেন।

2

ইংল্যান্ডের একজন রাজা, জেমস্ প্রথম বলেছিলেন বিচারক হিসাবে তার হাত বাঁধা। তিনি একটি মামলার এক পক্ষের কথা মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। তিনি যখন তার মন স্থির করতে যাচ্ছেন, তখন অন্য পক্ষের কথা শুনলেন।

তার পর তিনি সম্পূর্ণভাবে মুশকিলে পরে গেলেন, তিনি জানতেন না কি করবেন। যে লোকদের প্রথমে মনে করেছিলেন নির্দোষ, এখন মনে হচ্ছে তারা দোষী। প্রথমে যে লোকদের মনে হয়েছিল দোষী এখন মনে হচ্ছে নির্দোষী। অবশেষে তিনি হতাশ হয়ে বিচারকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন।

রাজা জেমস্ প্রথমে এ ভাবে বলেছিলেন, “আমি শুধু এক পক্ষের কথা শুনে বেশ ভাল করতে পারি, কিন্তু আমার হৃদয় যখন দু’পক্ষের কথা শুনে, তখন আমি জানি না কোনটি ঠিক।

একজন বিভ্রান্ত বিচারকের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করা কষ্ট কর। ঈশরও এক জন নিরপেক্ষ, সম্পূর্ণ ন্যায্য এবং নির্ভুল বিচারক। তিনি যখন আমাদের বিচার করেন, তিনি কখনো বিভ্রান্ত হন না।

3

(ভিডিও : ৪ সেকেন্ড)বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বরের সম্মুখে আমাদের প্রত্যেকের এক একটি মামলা রয়েছে।

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

4

(ভিডিওঃ ১২ সেকেন্ড)
এমন কি এখন আমরা কি ভাবে জীবন যাপন করছি, এবং কি কাজ করেছি তার হিসাব দিতে বাধ্য করা হবে।

এ যাবৎ যে সব নর নারী পৃথিবীতে বাস করেছে প্রত্যেক কে ঈশ্বরের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে-সৌরমণ্ডলের সর্বোচ্চ আদালতে।

প্রেরিত পৌল নির্দিষ্ট যে সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন, জগতের সকলকে তা মেনে চলতে হবেঃ

5

(পদঃ প্রেরিত ১৭:৩১)
"...তিনি একটি দিন স্থির করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরুপিত ব্যক্তি দ্বারা ন্যায়ে জগৎ সংসারের বিচার করিবেন।" প্রেরিত ১৭:৩১

কেউ বাদ যাবে না। কেউ পালাতে পারবে না। বাইবেল পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করেছে যে প্রত্যেককে উপস্থিত হতে হবে।

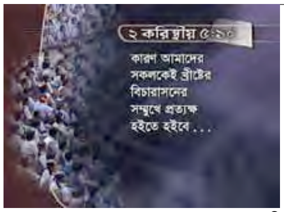

6

(পদঃ ২ করিন্থীয় ৫:১০)
"কারণ আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে . . ."
২করিন্থীয় ৫:১০।

7

আমরা বিশ্বাস করি বা না করি। আমরা পছন্দ করি বা না করি।

আমরা খ্রীষ্টিয়ান বলে পরিচয় দেই বা না দেই।

আমরা যে কেই হই না কেন, আমাদের প্রত্যেককে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। ঈশ্বরের কাছে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। যখনই আমাদের স্বর্গীয় আদালতে ডাকা হবে তখনই আমাদের উপস্থিত হতে হবে। কেন? পৌল উত্তর দিয়েছেনঃ

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

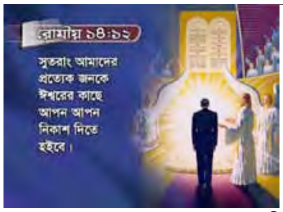

8

(পদঃ রোমীয় ১৪:১২)
“সুতরাং আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে আপন আপন নিকাশ দিতে হইবে।”
রোমীয় ১৪:১৩।

9

স্বর্গীয় আদালতের সিদ্ধান্তই হবে প্রত্যেকের শেষ গন্তব্য স্থান।আর এ সিদ্ধান্ত হবে অপরিবর্তনীয়- কারণ এর পর আর কোন উচ্চ আদালত নেই

10

(ভিডিওঃ ১৫ সেকেন্ড)কিন্তু বিচারের রায় দিবার পূর্বে, সেখানে অবশ্যই তদন্ত বা যোগ্যতা পরীক্ষা করা হবে। আসুন আমরা বাইবেল খুলি এবং স্বর্গীয় বিচারালয়ের কার্য্য ব্যবস্থার চিত্রটি লক্ষ করি। দানিয়েল ভাব্বাদী লিখেছেনঃ

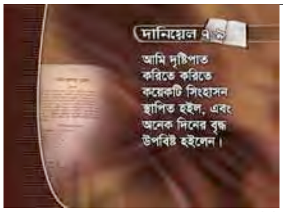

11

(পদঃ দানিয়েল ৭:৯, ১০)“আমি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে কয়েকটি সিংহাসন স্থাপিত হইল, এবং অনেক দিনের বৃদ্ধ উপবিষ্ট হইলেন।

12

তাঁহার পরিচ্ছদ হিমানীর ন্যায় শুক্লবর্ণ এবং তাঁহার মস্তকে বিশুদ্ধ মেষ লোমের তুল্য;

13

তাঁহার সিংহাসন অগ্নি শিখাময়, তাহার চক্র সকল জ্বলন্ত অগ্নি।

14

তাঁহার সম্মুখ হইতে অগ্নির স্রোত নির্গত হইয়া বহিতে ছিল।

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

15

সহস্রের সহস্র তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে ছিল,

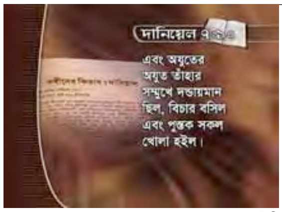

16

এবং অযুতের অযুত তাঁহার সম্মুখে দন্ডায়মান ছিল, বিচার বসিল এবং পুস্তক সকল খোলা হইল।" দানিয়েল ৭:৯,১০।

17

এখানে দানিয়েল ঈশ্বরকে চিত্রিত করছেন, একজন পিতা, বা অনেক দিনের বৃদ্ধ, তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন এবং অগণিত দূতগন তাঁকে ঘিরে আছে। এখন লক্ষ করুণ, দানিয়েল দর্শনে এর পর কি দেখেছিলেনঃ

18

(পদঃ দানিয়েল ১৭:১৩)"আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ,

19

আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন,

20

তিনি সেই আনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন। দানিয়েল ১৭:১৩।

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

21

এখানে ঈশ্ব পুত্র অনেক দিনের বৃদ্ধের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখতে এ পৃথিবীর বিচারালয়ের দৃশ্যের মত অনেকটা। সেখানে একজন ভারপ্রাপ্ত বিচারক আছেন: অনেক দিনের বৃদ্ধ। সেখানে স্বাক্ষী আছে: পবিত্র দূতগন যারা সব কিছু দেখেছে এবং তথ্য সংগ্রহ করেছে। এবং সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন যীশু- মানুষের উকিল, যোহন লিখেছেন:

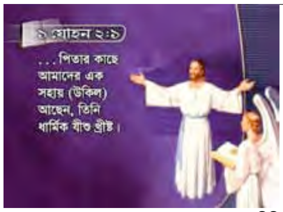

22

(পদঃ ১ যোহন ২:১)
"...পিতার কাছে আমাদের এক সহায় (উকিল) আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট।"
১ যোহন ২:১।

23

(ভিডিওঃ ৫ সেকেন্ড)"হ্যাঁ, আপনি বলেন, "সেখানে হয়তো প্রত্যেকে উপস্থিত থাকবে কিন্তু একজন সহায়তা করবেন। বাইবেল এ বিষয় কি বলে লক্ষ করুন:

24

(পদঃ দানিয়েল ৭:১০)
"...বিচার বসিল এবং পুস্তক সকল খোলা হইল দানিয়েল ৭:১০
অবশ্যই এ পুস্তকে বিচারের জন্য উপস্তিত ব্যক্তিদের কর্মকান্ড লেখা আছে, কারণ শলোমন লিখেছেন:

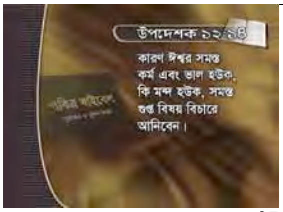

25

(পদ: উপদেশক ১২:১৪)"কারণ ঈশ্বর সমস্ত কর্ম এবং ভাল হউক, কি মন্দ হউক, সমস্ত গুপ্ত বিষয় বিচারে আনিবেন। উপদেশক ১২:১৪।

26

(পদ: মালাখি ৩:১৬)মালাখি বলেছেন: "তখন যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, তাহারা পরস্পর আলাপ করিল, এবং সদাপ্রভু কর্ণপাত করিয়া শুনিলেন,

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

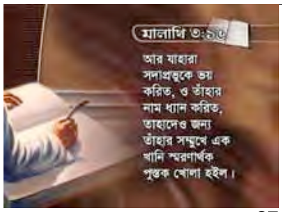

27

আর যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, ও তাঁহার নাম ধ্যান করিত, তাহাদেও জন্য তাঁহার সম্মুখে এক খানি স্মরণার্থক পুস্তক খোলা হইল।" মালাখি ৩:১৬

আমাদের হৃদয় যখন ঈশ্বরের দিগে আকৃষ্ট হয়, প্রতিবার তিনি তা লক্ষ করেন। অন্যকে যখন আমরা কোন আশার বাণী বলি অথবা কোন দয়া প্রদর্শন করি সে গুলি লেখা হয়।

রাজা দায়ূদও এ হিসাবের বিষয় অবগত ছিলেন, কারণ তিনি লিখেছেন:

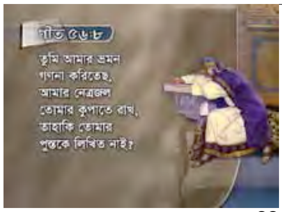

28

(পদ: গীত ৫৬:৮)

"তুমি আমার ভ্রমন গণনা করিতেছ, আমার নেত্রজল তোমার কুপাতে রাখ, তাহাকি তোমার পুস্তকে লিখিত নাই?" গীত ৫৬:৮।

ঈশ্বর আপনার জীবনের সব চেয়ে বড় দুঃখের কথা জানেন। ঈশ্বর আমাদের সকলের বিষয় অবগত আছেন, কারণ দায়ূদ লিখেছেন:

29

(পদ: গীত ১৩৯:১,৩,১৬)"হে সদাপ্রভু, তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়াছ, আমাকে জ্ঞাত হইয়াছ।

30

...আমার সমস্ত পথ ভালরূপে জান।

31

...তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল, যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল।" গীত ১৩৯:১,৩,১৬।

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

32

ঈশ্বর যখন আমাদের সব কিছু জ্ঞাত আছেন, সে জন্য তাঁর প্রয়োজনার্থে কোন হিসাব রাখার দরকার নেই। হিসাব রাখা হয় বিশ্ব বাসীর সুবিধার্থে কারণ তারা যেন পরিস্বার ভাবে প্রত্যেকটি বিচারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রেম ও ন্যায় বিচার দেখতে পায়।
ঈশ্বরের প্রতি আমাদের জবাবদিহিতা একটি পবিত্র চিন্তা

33

সব চেয়ে বহুমূল্য উপহার জীবন, আর এর জন্য আমাদের জবাবদিহি হওয়া আবশ্যক।
আর এ জন্যই শলোমন লিখেছেন:

34

(পদ: উপদেশক ১১:৯)
“হে যুবক তোমার তরুণ বয়সে আনন্দ কর, যৌবনকালে তোমার হৃদয় তোমাকে আল্হাদিত করুক।

35

তুমি তোমার মনোগত পথ সমূহে ও তোমার চক্ষুর দৃষ্টিতে চল,

36

কিন্তু জানিও, ঈশ্বর এ সকল ধরিয়া তোমাকে বিচারে আনিবেন।উপদেশক ১১:৯

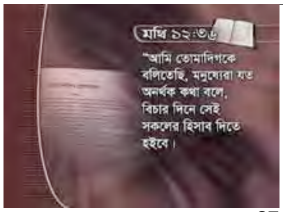

37

(পদ: মথি ১২:৩৬,৩৭)মথি লিখেছেন: “আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যেরা যত অনর্থক কথা বলে, বিচার দিনে সেই সকলের হিসাব দিতে হইবে।

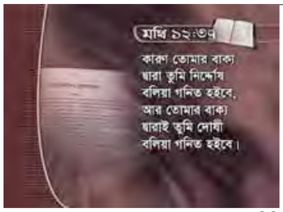

38

কারণ তোমার বাক্য দ্বারা তুমি নির্দ্দোষ বলিয়া গনিত হইবে, আর তোমার বাক্য দ্বারাই তুমি দোষী বলিয়া গনিত হইবে। মথি ১২:৩৬,৩৭।

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

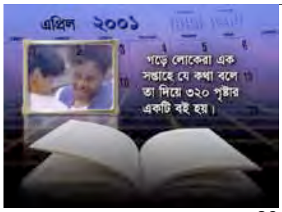

39

কোন এক ব্যক্তি হিসাব করে দেখেছেন যে, গড়ে লোকেরা এক সপ্তাহে যে কথা বলে তা দিয়ে ৩২০ পৃষ্টার একটি বই হয় ।এর অর্থ হচ্ছে, ৬০ বৎসরে এ রূপ ৩০০০ বইয়ের বেশী হতে পারে।

40

বিচারের দিনে আপনার লাইব্রেরীর বই গুলির আপনার সম্পর্কে কি বলার থাকবে? এবং তার চেয়েও বেশী, এসব বাক্যের নেপথ্যে যে উদ্দেশ্য রয়েছে ও কার্যসমূহ তাও দেখবার জন্য উম্মুক্ত করা হবে। লাইব্রেরীর বইসমূহের আপনার সম্পর্কে কি বলার থাকবে?

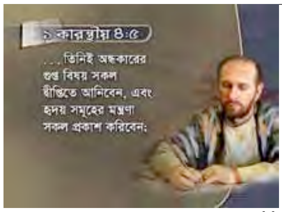

41

(পদঃ ১ কারন্থীয় ৪:৫)"...তিনিই অন্ধকারের গুপ্ত বিষয় সকল দীপ্তিতে আনিবেন, এবং হৃদয় সমূহের মন্ত্রণা সকল প্রকাশ করিবেন;" ১ করিন্থীয় ৪:৫।

42

সেখানে কিছু দিয়ে মুছে ফেলা যাবেনা অথবা ঢেকে রাখা যাবে না। মানুষ হয়তো তার বন্ধু বা পরিবারকে বোকা বানাতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি ঈশ্বরকে ঠকাতে পারে না ।তিনি হৃদয়ের সংকল্প জানেন।

43

আপনি দেখুন আমাদের বিচার দিন যখন আসবে, তখন আমাদের দুটির মধ্যে একটি অবস্থায় পাওয়া যাবে। হয়তো আমাদের বিগত জীবনের সব পাপ যীশুর রক্তের দ্বারা মোচন হয়ে যাবে অথবা আমাদের কর্মবৃতান্ত (রেকর্ড) আমাদের দোষী সাবস্ত করবে।
এবং অবশ্যই আমরা যা স্বীকার করি তার দ্বরা নয়, কিন্তু আমরা যা করি এবং আমাদের প্রকৃত অবস্থা দ্বারাই পার্থক্য বোঝা যাবে!

44

(পদ: মথি ১৬:২৭)
আমাদের বলা হয়েছে যখন যীশু আসবেন, "...আর তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ক্রিয়া অনুসারে প্রতিফল দিবেন।" মথি ১৬ঃ২৭।
আমাদের ভাল কাজ অমাদের পরিত্রাণের ভিত্তি নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে। ভাল কাজ প্রকাশ করে যে আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি নিবেদীত।

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

45

এখন, আপনি হয়তো বলছেন, “যদি আমরা অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত হই, তবে কেন আমরা আমাদের কার্য দ্বারা বিচারিত হবো?”
এটি একটি ভাল প্রশ্ন। ডাঃ সাকায়ি কুবো সম্প্রতি লিখেছেন:

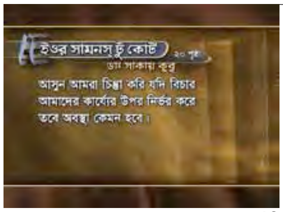

46

“আসুন আমরা চিন্তা করি যদি বিচার আমাদের কার্য্যের উপর নির্ভর করে তবে অবস্থা কেমন হবে।

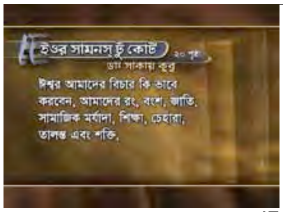

47

ঈশ্বর আমাদের বিচার কি ভাবে করবেন, আমাদের রং, বংশ, জাতি, সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষা, চেহারা, তালন্ত এবং শক্তি,

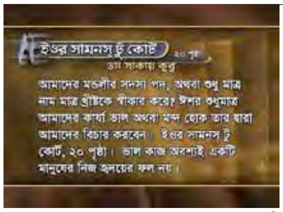

48

আমাদের মন্ডলীর সদস্য পদ, অথবা শুধু মাত্র নাম মাত্র খ্রীষ্টকে স্বীকার করে? ঈশর শুধুমাত্র আমাদের কার্য ভাল অথবা মন্দ হোক তার দ্বারা আমাদের বিচার করবেন। ইওর সামনস্ টু কোর্ট, ২০ পৃষ্ঠা। ভাল কাজ অবশ্যই একটি মানুষের নিজ হৃদয়ের ফল নয়।

49

(ভিডিওঃ ৮ সেকেন্ড)
সে গুলি হচ্ছে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি অবিরাম ভালবাসার ফল।
এ টি হচ্ছে যীশুর সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক যা তাঁর অনুসারীদের ভাল কাজ করতে অনুপ্রাণীত করে। উপদেশক পুস্তকের সারাংশে শলোমন বলেন:

50

(পদঃ উপদেশক ১২:১৩,১৪)“আইস, আমরা সমস্ত বিষয়ের উপসংহার শুনিঃ

51

ঈশরকে ভয় কর, ও তাহার, আজ্ঞা সকল পালন কর, কেননা ইহাই সকল মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

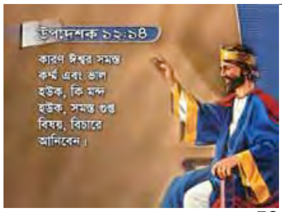

52

কারণ ঈশ্বর সমস্ত কর্ম্ম এবং ভাল হউক, কি মন্দ হউক, সমস্ত গুপ্ত বিষয়, বিচারে আনিবেন। উপদেশক ১২:১৩,১৪ পদ।যেহেতু খ্রীষ্টের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তার আচরণের দ্বারা বিচার করা হবে, সুতারং আচরণ মাপার জন্য স্পষ্ট মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন।

53

আমাদের পৃথিবীতে বিচারের জন্য কিছু পদ্ধতি রয়েছে, বিশেষ ভাবে আদালতে কোন ব্যক্তিকে দোষীসাবস্ত করতে হলে বলা হয় সে কোন আইন ভঙ্গ করেছে কি না।শুধু মাত্র এক জন ব্যক্তিকে দোষী সাবস্ত করা যেতে পারে যখন সে কোন আইন/নিয়ম ভঙ্গ করে।

54

ঈশ্বরের বিচারেও আইন বা মানদণ্ড রয়েছে এবং যাকোব স্পষ্ট বলেছেন কোন আইন উচ্চে তুলে ধরা হবে।

55

(পদঃ যাকোব ২:১২)“তোমরা স্বাধীনতার ব্যবস্থা দ্বারা বিচারিত হইবে বলিয়া তদনুরূপ কথা বল ও কার্য্য কর।” যাকোব ২:১২।

56

(পদ: যাকোব ২:১১)
এর পূর্ব পদে যাকোব দুটি আজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছেন, “ব্যভিচার করিও না,” এবং “নরহত্যা করিও না।”
সুতরাং, ঈশ্বর অবশ্যই দশ আজ্ঞাকে “স্বাধীনতার ব্যবস্থা” বলে উল্লেখ করেছেন, যার দ্বারা মানুষের বিচার করা হবে।

57

(ভিডিও : ৪ সেকেন্ড)
বিচারক শুধু মাত্র নির্ধারণ করবেন, খ্রীষ্ট এবং শয়তানের মধ্যে মহাসংঘর্ষের কোন্ দলে আমাদের অবস্থান।
আমরা কি তাঁকে আমাদের জীবনে বাস করতে দিয়েছি?

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

58

আমাদের কি তাঁর প্রতি এবং দশ আজ্ঞার মাধ্যমে যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তার প্রতি মহা প্রেম দেখিয়েছি? তাঁর শক্তিতে তাঁর ইচ্ছা পালন করা কি আমাদের বাসনা?

59

লক্ষ রাখুন, যখন কোন অভিবাসী একটি দেশের নাগরীক হতে চায় তখন নিয়ম অনুসারে সে দেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার পূর্বক অঙ্গীকার করতে হয় যে, সে বিশ্বস্ত নাগরীক হবে এবং দেশের নিয়ম কানুনের মর্জাদা রক্ষা করবে।

60

(ভিডিওঃ ১০ সেকেন্ড)খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতিও একই নিয়ম প্রযোজ্য। যখন তারা খ্রীষ্টকে গ্রহন করে এবং তার রাজ্যের নাগরীক হতে চায়, ঈশ্বর তাদের ও তাঁর সরকারের নিয়মের প্রতি আনুগত্য এবং ভালবাসার অঙ্গীকার আশা করেন।

61

তথাপি সব অধিবাসীগণ তাদের প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে না। অনেকে দেখতে মনে হয় দেশের প্রতি খুবই বিশ্বস্ত, কিন্তু পরে দেশের অনিষ্ট করে। আর যখন সেটি প্রমানিত হয় তখন তার নাগরীকত্ব প্রত্যাহার করে তাকে বহিস্কার করা হয়।

62

ঠিক একই ভাবে সব খ্রীষ্টিয়ানগণ তাদের প্রতিজ্ঞায় বিস্বস্ত থাকে না। তাই, ধার্ম্মিক বলে তাদের ঘোষণা করে দেয়াই যথেষ্ট নয়, তাদের যীশুর আগমন পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত থাকতে হবে।
আমাদের শুধু স্বীকার করাই যথেষ্ট নয় যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী, আমাদের যীশুর নিষ্পাপ বাধ্যতার জীবন গ্রহন করা প্রয়োজন এবং আমাদের জীবনে তাঁর প্রতি বাধ্যতা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা প্রয়োজন।

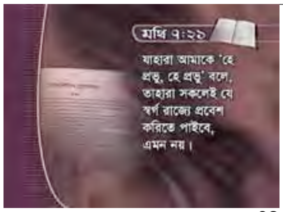

63

(পদঃ মথি ৭:২১)যীশু বলেছেনঃ "যাহারা আমাকে 'হে প্রভু, হে প্রভু' বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে, এমন নয়।

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

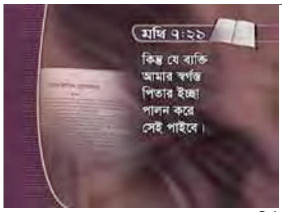

64

কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্ত পিতার ইচ্ছা পালন করে সেই পাইবে।
মথি ৭:২১।
ভাল ও মন্দের মধ্যে সম্পূর্ণ সংঘর্ষ হচ্ছে খ্রীষ্ট এবং শয়তানের মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসার চরিত্র নিয়ে।

65

এবং ব্যাবস্থা হচ্ছে সে চরিত্রের লিখিত মানদন্ড।শেষ বিচারের সময় এটিই স্পষ্টভাবে দেখানো হবে।

66

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে খুব অল্প সংক্ষক খ্রীষ্টিয়ানগণ জানেন যে স্বর্গীয় আদালতে বিচার এখন চলছে। এমন কি বাইবেলের শেষ পুস্ত ক প্রকাশিত বাক্য প্রকাশ করে যে বাস্তবিক পক্ষে বর্তমানে ঈশ্বরের বিচার চলছে।

67

সে জন্য প্রকাশিত বাক্যের শেষ অধ্যায় যোহন পৃথিবীর দৃশ্যের রূপ-রেখা দ্বারা সতর্ক করেছেন এবং এ বাক্যের মাধ্যমে নিমন্ত্রনও জানিয়েছেন।

68

(পদঃ প্রকাশিত ১৪:৬,৭)“পরে আমি আর এক দূতকে দেখিলাম, তিনি আকাশের মধ্যপথে উড়িতেছেন,

69

তাঁহার কাছে অনন্তকালিন সুসমাচার আছে, যেন তিনি পৃথিবীনিবাসীদিগকে,

70

প্রত্যেক জাতি ও বংশ ও ভাষা ও প্রজাবৃন্দকে সুসমাচার জানান;

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

71

তিনি উচ্চ রবে এই কথা কহিলেন, ঈশরকে ভয় কর, ও তাঁহার গৌরব প্রদান কর, কেননা তাহার বিচার সময় উপস্থিত;

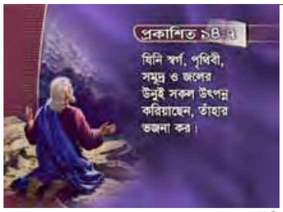

72

যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমূদ্র ও জলের উনুই সকল উৎপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার ভজনা কর। প্রকাশিত ১৪:৬,৭

73

তিন খন্ডে বার্তার দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে, শেষকালে ঈশ্বরের লোকদের ভ্রান্ত ধর্ম্মিয় ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে আসার আহ্বান।

74

বার্তার শেষাংশে ঈশ্বরের লোকদের প্রকাশিত ১৩ অধ্যায় উল্লেখিত পশুকে উপাসনা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইস

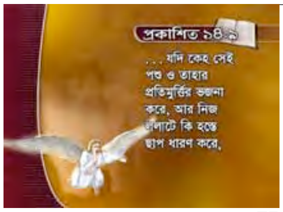

75

(পদঃ প্রকাশিত ১৪:৯,১০)
"...যদি কেহ সেই পশু ও তাহার প্রতিমুর্ত্তির ভজনা করে, আর নিজ ললাটে কি হস্তে ছাপ ধারণ করে,

76

তবে সেই ব্যক্তিও ঈশ্বরের সেই রোষ মদিরা পান করিবে। প্রকাশিত ১৪:৯,১০এখন লক্ষ করুন ১৪ ও ১৫ পদ যেখানে দূতত্রয়ের বার্তা ঘোষণা করা হয়েছে।

77

(পদঃ প্রকাশিত ১৪:১৪, ১৫)"আর আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, শুভ্রবর্ণ এক খানি মেঘ, "সেই মেঘের উপরে মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন,

78

তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ মুকুট ও তাহার হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা।

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

79

পরে মন্দির হইতে আর একদূত বাহির হইয়া, যিনি মেঘের উপর বসিয়া আছেন, তাঁহাকে উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া কহিলেন,

80

আপনার কাস্ত্যা লাগাউন, শস্য ছেদন করুন, কারণ শস্য চ্ছেদনের সময় আসিয়াছে।

81

কেননা পৃথিবীর শস্য শুকাইয়া গেল।”

82

পৃথিবীর শস্য চ্ছেদন কি? এ হচ্ছে পৃথিবীর শেষ। শষ্যচ্ছেদন খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনকে নির্দেশ করে। যীশুর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে কি ঘটে? ঈশ্বরের বিচার।

তাঁর বিচার প্রকাশ করে কে তাঁর আগমনের জন্য প্রস্তুত আছে। কিন্তু এ বিষয়ের আরো গভীরে যেতে আমাদের এখানে বিরতি প্রয়োজন। আপনারা হয়তো ভাবছেন, কখন এ বিচার কার্য শুরু হয়েছে?

83

এর আসল তথ্য পাওয়া যায় সব চেয়ে উল্লেখ যোগ্য ভাববাদী পুস্তক দানিয়েলে।

84

(পদ: দানিয়েল ৮:১৪)“দুই সহস্র তিন শত সন্ধ্যা ও প্রাত:কালের নিমিত্ত; পরে ধর্ম্মধামের পক্ষে বিচার নিস্পত্তি হইবে। দানিয়েল ৪:১৪-এটি বাইবেলে সব চেয়ে বড় ভাববাণীর সময় কাল।

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

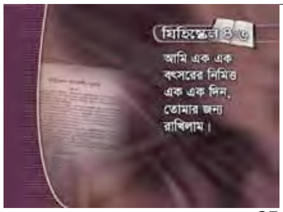

85

পদঃ যিহিষ্কেল ৪:৬) ভবিষ্যৎদ্বাণীতে লক্ষ করুন একদিন এক বৎসরকে নির্দেশ করে। “আমি এক এক বৎসরের নিমিত্ত এক এক দিন, তোমার জন্য রাখিলাম।” যিহিষ্কেল ৪:৬। সুতরাং ২৩০০ দিন ২৩০০ বৎসর নিদের্শ করে।

86

২৩০০ বৎসরের ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে দানিয়েল পুস্তকের ৭,৮, ও ৯ অধ্যায়ের উপর এক সাবির্ক অংশ।

87

এ ভবিষ্যদ্বাণী নির্দৃষ্টভাবে আমাদের প্রভুর বাপ্তিস্ম এবং ক্রুশারোপনের তারিখ উল্লেখ করে।এটি সঠিক ভাবে প্রকাশ করে যে কখন বিচার কার্য শুরু হবে।

88

২৩০০ দিন বা বৎসরের ভবিষ্যৎদ্বাণী শুরু হয় রাজা অহশ্বেরশের যিরুশালেম মন্দির পুন: নির্মাণের আদেশের দ্বারা। ইস্রায়েলরা ৭০ বৎসর যাবৎ বাবিলে বন্দি ছিল এবং তারা তাদের প্রিয় দেশে ফিরে যেতে প্রার্থনা জানালো।

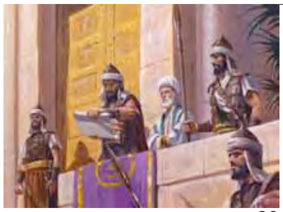
89

পরিশেষে, ৪৫৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে রাজা তাদের প্রতিক্ষাত আদেশ প্রদান করলেন। দুই হাজার তিনশত বৎসর শেষ হয়েছে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে।

আসুন, আমরা আবার আমাদের বাইবেল পদে ফিরে যাই। দুই সহস্র তিনশত ভাববাণীর দিন বা বৎসর পরে ধর্ম্মধামের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি হইবে। এবং আমরা দেখেছি যে এর ভবিষ্যৎদ্বাণী শেষ হয়েছে ১৮৪৪ সালে।

ধর্ম্মধাম পরিস্কার কি?

90

১৮৪৪ সালে ঈশ্বরের বিচার শুরু সম্পর্কে বাইবেল কি ব্যাখ্যা দেয়? ঘড়ি সময় বলে দেয়। আপনি হয় চিন্তা করছেন, “দানিয়েল ২৩০০ দিনের শেষে ধর্ম্মধাম পরিস্কার সমন্ধে যে ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছেন, এখানে বিচারের কি সম্পর্ক রয়েছে?

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

91

ধর্ম্মধামের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি কি? বিচারের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক রয়েছে? বাইবেল দু'টি ধর্ম্মধামের বর্ণনা দেয়- একটি পার্থিব, অন্যটি হচ্ছে স্বর্গীয়।

92

প্রাচীন ইস্রায়েলরা প্রতিদিন তাদের নৈবেদ্য ধর্ম্মধামে আনতো।

93

সেখানে তারা তাদের পাপ স্বীকার করতো এবং ভবিষ্যতে ঈশ্বরের পুত্র যীশুর মৃত্যুর প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করে একটি মেষ বলি দিত।

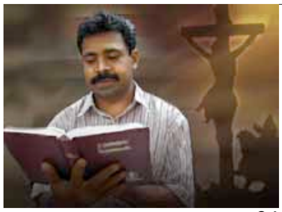
94

বর্তমানে, আমরা যদি পাপ করি, আমাদের পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাই, কারণ যীশু আমাদের পাপের মূল্য দিতে মৃত্যুবরণ করেছেন।

95

কালভেরীর পূর্বে, লোকদের কোন নৈবেদ্যের প্রতি প্রত্যাশা ছিল না। সুতরাং তারা বিশ্বাসে ভবিষ্যতের দিগে তাকিয়ে ছিল যে, কখন ঈশ্বরের মেষশাবক তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন।

একটি নিষ্কলঙ্ক পশু উৎস্বর্গের দ্বারা তারা তাদের প্রত্যাশা স্বীকার করতো যে ত্রাণকর্ত্তা আসবেন, তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন যেন তাদের পাপের ক্ষমা হয়।

96

তারপর তাদের পাপ সমূহের প্রতীকরূপে রক্ত ধর্ম্মধামে নিয়ে যাওয়া হতো এবং যাজক মেষের রক্ত ধর্ম্মধামের মহা পবিত্রস্থানের তিরস্করনীতে ছিটাতেন।

97

তার পর প্রত্যেক সৎসরের একদিন ইস্রায়েল সন্তানরা মহা পবিত্রতার সঙ্গে একটি উৎস্বর্গের দিন যাপন করতো, যাকে বলা হতো মহা প্রায়শ্চিত্ত দিবস বা ধর্ম্মধাম পরিস্কারকরন দিবস। ইস্রায়েল জাতির জন্য এটি ছিল বিচার দিন।

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

98

মহাপ্রায়শ্চিত্ত দিনের দশ দিন পূর্বে তুরী বাজান হতো, ইস্রায়েলদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হতো যে এখন তাদের জীবনে হিসাব করার সময় তারা কেমন জীবন যাপন করেছে- তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যারা এটি করতে ব্যার্থ হতো, তাদের সমাজ থেকে বিতাড়িত করা হতো।

99

“কেননা সেই দিন তোমাদিগকে শুচি করণার্থে তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা যাইবে;

100

তোমরা সদাপ্রভুর সম্মুখে আপনাদের সকল পাপ হইতে শুচি হইবে। লেবীয় ১৬:৩০

101

এখন আমাদের কাছে ইব্রীয় পুস্তক খুব পরিস্কার করে দিয়েছে যে, পৃথিবীর ধর্ম্মধাম এবং এর কার্যক্রম ছিল স্বর্গীয় ধর্ম্মধামের প্রতিক স্বরূপ; সেখানে খ্রীষ্ট আমাদের পাপক্ষমার্থে মহা যাজকের কাজ করেন।

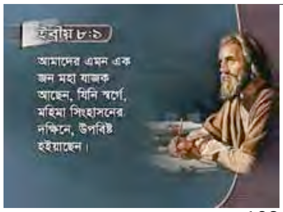

102

(পদ: ইব্রীয় ৮:১,২)
পৌল বলেন, “আমাদের এমন এক জন মহা যাজক আছেন, যিনি স্বর্গে, মহিমা সিংহাসনের দক্ষিনে, উপবিষ্ট হইয়াছেন।

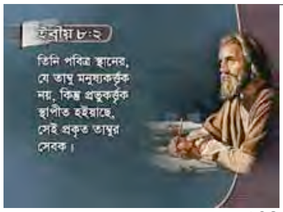

103

তিনি পবিত্র স্থানের, যে তাম্বু মনুষ্যকর্ত্তৃক নয়, কিন্তু প্রভুকর্ত্তৃক স্থাপীত হইয়াছে, সেই প্রকৃত তাম্বুর সেবক। ইব্রীয় ৮: ১,২

104

(পদ: ইব্রীয় ৯: ১১,১২,২৪)আবার:“ কিন্তু খ্রীষ্ট আগত উত্তম উত্তম বিষয়ের মহাযাজকরূপে উপস্থিত হইয়া . . .

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

105

ছাগের বা গোবৎসদের রক্তের গুণে নয় কিন্তু নিজ রক্তের গুনে একে বারে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন,

106

ও আমাদের নিমিত্ত অনন্তকালিন মুক্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন।

107

কেননা খ্রীষ্ট হস্তকৃত পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন নাই-

108

এ- ত প্রকৃত বিষয়গুলির প্রতিরূপ মাত্র কিন্তু স্বর্গেই প্রবেশ করিয়াছেন,

109

যেন তিনি এখন আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রকাশমান হন . . .”

ইব্রীয় ৯: ১১,১২,২৪।

কালভেরীতে খ্রীষ্টের মৃত্যু আমাদের পাপের জন্য সম্পূর্ণ পাপার্থক নৈবেদ্য উৎস্বর্গ করেছেন।

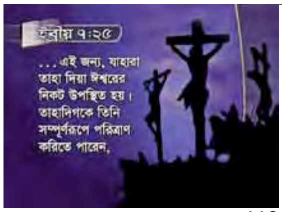

110

(পদঃ ইব্রীয় ৭:২৫)“ . . . এই জন্য, যাহারা তাহা দিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়। তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন,

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

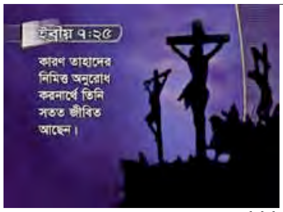

111

কারণ তাহাদের নিমিত্ত অনুরোধ করনার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।”
ইব্রীয় ৭ঃ২৫ পদ।
স্বর্গে প্রকৃত ধর্ম্মধাম অথবা মন্দির আছে। এ পৃথিবীতে যা কিছু করা হয় তা পরিত্রাণ পরিকল্পনা অনুসারে সংগঠিত হয়ে থাকে।
যীশু মেষ যিনি মৃত্যুবরণ করেন।
যীশু একজন যাজক যিনি জীবিত আছেন।
যীশু আমাদের মহাযাজক।
যেমন ভাবে ইস্রায়েলদের মহাযাজক বৎসরে একবার মাত্র মহা পরিত্রস্থানে প্রবেশ করত, সে ভাবে, যীশুও শেষকালে বিচার কার্য্য করনার্থে মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছেন।
বিচারকালে খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি আমাদের মনোভাব অনন্ত গন্তব্যের সিদ্ধান্ত দান করে।

112

(পদঃ মথি ১০:৩২,৩৩)আমাদের পরিত্রাণার্থে তিনি সব কিছু করছেন, তিনি বলেছেনঃ “অতএব যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে,

113

আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিব।

114

কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করিব। মথি ১০:৩২,৩৩

115

দেখুন, বিচারের সম্মুখে আপনাকে একা দাঁড়াতে হবে না। আমরা যদি যীশুকে স্বীকার করি, তবে তিনি আমাদের তাঁর পিতার কাছে স্বীকার করবেন। আমরা যদি খ্রীষ্টের হই, তবে তিনি আমাদের উকিল। যীশুর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে দাড়াব, মনে হবে আমরা কখনো পাপ করিনি।

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

116

আমাদের জীবনের হিসাব (রেকর্ড) আমাদের ত্রাণকর্ত্তার সুন্দর জীবনকে দেখাবে, এবং আমরা তাঁর নিষ্পাপ জীবনের পরিবর্তে মুক্তি পাবো। যারা যীশুকে তাদের হৃদয় দিয়ে ভালবাসে এবং তাঁর পথে চলে, তাদের বিচার দিন সমন্ধে কোন ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ যোহন লিখেছেন, আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তবে যীশু তার নিজ গুণে তাঁর পবিত্র রক্তের দ্বারা আমাদের পক্ষে কথা বলবেন:

117

(পদঃ ১ যোহন ১:৭)
“তাহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে।
১ যোহন ১:৭

118

(ভিডিওঃ ১৩ সেকেন্ড) আমরা পৃথিবীর শেষ সময়ে বাস করছি। আগমন পূর্ব বিচার স্বর্গে ১৮৪৪ থেকে চলছে।

119

(ভিডিওঃ চলছে) নি:সন্দেহে বিচার শুরু হয়েছিল হেবলকে দিয়ে যিনি এ পৃথিবী নামন গ্রহে প্রথম ধার্ম্মিক ব্যাক্তি মৃত্যুবরণ করেন।

120

(পদঃ ১ পিতর ৪:১৭)
পৌল লিখেছেঃ “কিননা ঈশ্বরের গৃহে বিচার আরম্ভ হইবার সময় হইল।”
১ পিতর ৪:১৭ পদ।
অন্য কথায়, যারা ঈশ্বরের লোক তাদের দিয়ে বিচার শুরু হয়েছে।

121

আমাদের কল্পনার দৃষ্টিতে হেবলের বিচার দিনের ছবি আমরা দেখতে পাই। যখন তার মামলা আদালতে উঠল, ঈশ্বর হেবলের জীবন বৃত্তান্ত (রেকর্ড) দেখলেন এবং সেখানে পাওয়া গেল যে ঈশ্বরের উদ্দেশে তার মেষ উৎস্বর্গ গ্রহন করা হয়েছিল।

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

122

বাইবেলে হেবলের কৃত শেষ ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনায় দেখা যায় সে ত্রাণকর্ত্তার আগমনের বিশ্বাসে যজ্ঞ উৎসর্গ করেছিল।
খ্রীষ্টের জীবনের উৎকৃষ্টতা তার পক্ষে যোগ করা হয়েছিল। তার সব পাপ খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা আবৃত হয়েছিল।

123

আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে যীশু, যিনি হেবলের উকিল তিনি তার ক্রুশেবিদ্ধ হাত প্রসারিত করে বলছেন: “পিতা, আমি হেবলের জন্য আমার রক্ত দিয়েছি।”
এবং আপনি কি অগণিত দূতের উল্লাসধ্বনী শুনতে পাচ্ছেন না যখন যীশু বলেন: “হেবলের নাম জীবন পুস্তকে রাখ।” আর যীশুর প্রতিজ্ঞা অনুসারে তার নাম এখনো সেখানে আছে:

124

(পদ: প্রকাশিত ৩:৫)
যে জয় করে সে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে,

125

এবং আমি তাহার নাম কোন ক্রমে জীবন পুস্তক হইতে মুছিয়া ফেলিব না,

126

কিন্তু আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁহার দূতগনের সাক্ষাতে তাহার নাম স্বীকার করিব। প্রকাশিত ৩:৫

127

এবং যিহুদার নাম স্বর্গীয় আদালতে যে উঠবে এতে কোন সন্দেহ নেই। যিহুদা, ছিল খ্রীষ্টের অনুসারী, তাঁর একজন শিষ্য।
সে খুব খারাপ ছিল না, কিন্তু সে তার জীবন তার বিশ্বাস অনুসারে পরিচালিত করেনি। সে যীশুকে সর্ব্বান্তকরণে বিশ্বাস করেনি।

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

128

সে একসময় খ্রীষ্টের কাছে এসেছিল, কিন্তু একটি দুর্ব্বলতা তাকে শেষ পর্য্যন্ত তার প্রভুকে ত্রিশ মুদ্রায় বিক্রি করতে বাধ্য করেছিল। তার পর দু:খে সে নিজেকে ফাঁসি দিল!

129

যীশু যিহুদাকে ভালবাসতেন। প্রভুর ভোজের রাত্রে যীশু তার ধুলামাখা পা ধুয়ে মুছে দিয়েছিলেন। যীশু আশা করেছিলেন যে যিহুদার গর্বিত হৃদয়ে স্পর্শ লাগবে। তিনি বিচার দিনে তার পক্ষে উকিল হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন।

130

কিন্তু, যিহুদা ফিরে গিয়েছিল। যিহুদার নাম পর্য্যালোচনা করা যীশুর কাছে কত না দু:খের বিষয়।
বিচারদিনে আমাদের নিজেদের ধার্ম্মিকতা গণিত হবে না।

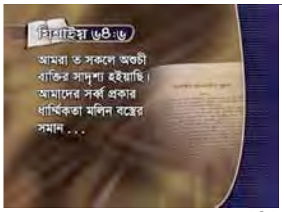

131

(পদ: যিশাইয় ৬৪:৬)"আমরা ত সকলে অশুচী ব্যক্তির সাদৃশ্য হইয়াছি। আমাদের সর্ব্ব প্রকার ধার্ম্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান... ।" যিশাইয় ৬৪:৬

132

শুধু মাত্র যারা খ্রীষ্টকে তাদের জীবনে অগ্রাধিকার দেয় তারাই খ্রীষ্টের ধার্ম্মিকতার বস্ত্র পরিহিত হয়।
এ ছাড়া কেহ বিচারের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে না।
অতএব, যিহুদার নাম জীবন পুস্তক থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

133

আমরা এক বিশেষ সময় বাস করছি। ইস্রায়েলদের মত, আমাদের জীবন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।
যীশুর সঙ্গে আমাদের প্রতিজ্ঞা নবায়ন করা প্রয়োজন এটাই একমাত্র আদালতে উপস্থিত হবার জন্য আমাদের সম্ভাব্য প্রস্তুতি। শীঘ্রই মানুষের অনুগ্রহের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে এবং আদেশ জারি হয়ে যাবে:-

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

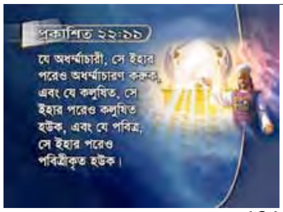

134

(পদঃ প্রকাশিত ২২:১১)
“যে অধর্ম্মাচারী, সে ইহার পরেও অধর্ম্মাচারণ করুক, এবং যে কলুষিত, সে ইহার পরেও কলুষিত হউক, এবং যে পবিত্র,সে ইহার পরেও পবিত্রীকৃত হউক।” প্রকাশিত ২২:১১
এ সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে যে অনুগ্রহ এবং ক্ষমা এ যাবৎ প্রদান করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করা হবে।
যারা খ্রীষ্টকে তাদের প্রভু এবং উকিল বলে স্বীকার করবেনা, তাদের জন্য মানব ভাষার সবচেয়ে দু:খের বাক্য উচ্চারিত হবে।

135

(পদঃ যিরিমিয় ৮:২০)
তারা বলবে, “শষ্য কাটিবার সময় গেল ফল চয়নের কাল শেষ হইল, কিন্তু আমাদের পরিত্রাণ হয় নাই!” যিরিমিয় ৮:২০
তারপর যীশু পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। কেননা লেখা আছে:−

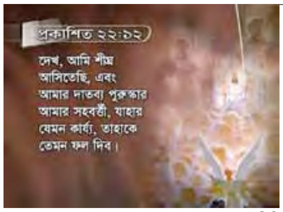

136

(পদঃ প্রকাশিত ২২:১২)“দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি, এবং আমার দাতব্য পুরুস্বার আমার সহবর্ত্তী, যাহার যেমন কার্য্য, তাহাকে তেমন ফল দিব।” প্রকাশিত ২২:১২

137

বন্ধু, যীশু বিচার দিনে আপনার উকিল হতে চান! তিনি চান আপনি যেন কালভেরীতে তাঁর ত্যাগের যজ্ঞ গ্রহন করেন।
তিনি চান, আপনি যেন আপনার পাপ স্বীকার করেন, এবং তিনি যেন সে গুলি মুছে ফেলতে পারেন।
তিনি বাসনা করেন আপনার নাম যেন জীবন পুস্তকে লেখা থাকে।
যোহন বর্ণনা দিয়েছেন, কে পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করবে এবং কে প্রবেশ করবে নাঃ

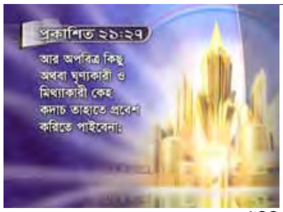

138

(পদঃ প্রকাশিত ২১:২৭)
“আর অপবিত্র কিছু অথবা ঘৃণ্যকারী ও মিথ্যাকারী কেহ কদাচ তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবেনা;

৯। বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের সম্মুখীন

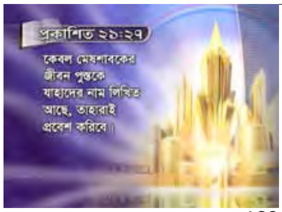

139

কেবল মেষশাবকের জীবন পুস্তকে যাহাদের নাম লিখিত আছে, তাহারাই প্রবেশ করিবে।” প্রকাশিত ২১:২৭

140

আপনি কি এখনই যীশুর কাছে আপনার হৃদয় খুলে দিতে চান? আপনার জীবনে যা কিছু তার রাজ্য থেকে দূরে রাখতে পারে সে গুলি কি তাঁকে দূর করতে বলবেন?
বিচার দিনে ঈশ্বর আমাদের সব কিছু প্রকাশ করবেন।
সব কিছু বিশ্বের সম্মুখে উন্মুক্ত করা হবে। আমাদের সব পাপ লেখা আছে। আপনি চান আপনার পাপসমূহ ঢেকে দেয়া হোক- ঢেকে দেয়া হোক যীশুর রক্তের দ্বারা? আপনি কি চান, যীশু এগিয়ে এসে বলেন, “হ্যা, এ লোক, অথবা এ মহিলা আমার।
আমি তাদের পাপ ক্ষমা করেছি। আমি তাদের ঋণ পরিশোধ করেছি। আমি তাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করেছি। তাদের পাপ সকল আমার রক্ত দ্বারা আবৃত এবং চিরদিনের জন্য মুছে ফেলা হয়েছে। যীশু স্বর্গীয় সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। বিচারের সময় তিনি আপনার মুক্তিকর্ত্তারূপে উপস্থিত আছেন।
এখনই! এ মুহূর্তে! আপনি কি তার কাছে আসবেন? আপনি কি সম্পূর্ণ জীবন তাঁর কাছে সমর্পণ করবেন? আমরা যেভাবে প্রার্থনায় নিবিষ্ঠ হব, আপনি কি আপনার হাত উঠিয়ে বলবেন- “হ্যাঁ প্রভু, আমার জীবন গ্রহন কর। আমি তোমার হতে চাই।”

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

1

বাস্তবিক পক্ষে এর মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

2

(ভিডিওঃ ৭ সেকেন্ড)
সারা পৃথিবী ব্যাপী সব শহর গুলিতে যে ভাবে অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে তা কি লক্ষ করেছেন?
এটি আশ্চর্য্যজনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে?

3

একদিন একজন ব্যক্তি পুলিশের প্রধান কার্যালয়ে ঝড়ের বেগে ঢুকলেন। তিনি ছিলেন ক্রোধান্বীত। কারণ রাত্রে তার ঘরে জোর করে ঢুকে অনেক মূল্যবান জিনিস নিয়ে গেছে। সে চোরকে এক নজর দেখার সুযোগ করে নিল এবং পুলিশের কাছে অভিযোগ করলো যেন সে কিছু করে।
কোন এক জন লোক, অফিসার তাকে জমাকৃত কত গুলি ছবি দেখালেন। সে বল্ল, আপনি আমাকে তাই সাহায্য করুন, এবং বলুন এ দুষি ব্যক্তিদের ছবি থেকে ঐ চোরকে চিনতে পারেন কিনা,

4

হঠাৎ, অফিসার বললেন, “একটু অপেক্ষা করুন।” তার পর তিনি ফটো বইয়ের পাতা উল্টিয়ে তার দিগে বার বার তাকালেন এবং উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, “এটি আপনার ছবি না?” এখানে বলছে, আপনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারের অভিযোগ রয়েছে।
আর তাই করা হলো, যে গৃহকর্ত্তা পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে এসেছিল, সে নিজেই এক জন ফেরারি আসামি হিসাবে নিজেই চিহ্নিত হলো।

5

সর্বস্থানে সন্ত্রাস ও অপরাধ, এমন কি যেখানে আমরা আশা করি না এটি রয়েছে কার্যস্থানে, কারখানাতে, আমাদের গ্রামে, ও শহরে।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

6

কোন কোন দেশে দাঙ্গা, বিদ্রোহ, এবং চুরি-ডাকাতি সাধারণ ব্যাপার। জন পথ যেন নিরাপদ নয়।
গুপ্তহত্যা, ছিনতাই, সন্ত্রাসিদের বোমা বাজি, লুট, ধর্ষণ, চুরি, আত্মসাৎ এবং সরকারী দুর্নীতির সংবাদ প্রতিদিন পৃথিবীব্যাপী সব দেশে পাওয়া যায়।
কেন এ অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে?
আইন-কানুন লঙ্ঘণের নেপথ্যে কি কারণ রয়েছে?
আমাদের পৃথিবীর কি হয়েছে?

7

পাশ্চাত্যের জগৎ এবং পৃথিবীর অধিকাংশ ধনী দেশগুলির নূতন প্রজন্ম, উদীয়মান যুব সমাজ যাদের প্রশ্ন সন্দেহবাদী, ও নাস্তিকবাদী।
ঈশর বয়স্কদের আহ্বান করছেন যেন তারা সন্তানদের কাছে আদর্শ হয়।
শিশুরা তাদের চারিপাশের সামাজিক আচারণ অনুসরণ করে থাকে।
কে হবে তাদের আধ্যাতিক আদর্শ?

8

বাবা কাজ এবং কর ফাঁকি দেয়, মা গর্ভপাত করে এবং বাবা-মা উভয়ই একে অন্যকে প্রবঞ্চনা করে।

9

সন্তানেরা এগুলি সব দেখে!
ভগ্ন পরিবারের অবস্থা তো আরো বেশী ভয়াবহ।
কে তাদের ভাল এবং সন্দেহের জ্ঞান দেবে যদি পিতা মাতারা না দিতে পারে অথবা না দেয়?
অবশ্যই পিতামাতারা এ মহান দায়িত্ব স্কুলের উপর ছেড়ে দিতে পারেন না। অনেক স্কুলে নৈতিক বিষয় নেই বা সে বিষয় জোর দেওয়া হয় না।
সাধারণ ভাবে এটি অনুভুত হচ্ছে যে, বাইবেলের নৈতিক মানদণ্ড থেকে আমাদের অবস্থা অনেক নীচে।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

10

এমন কি অনেক মন্ডলী বর্তমানে শিক্ষা দেয় যে, ভাল ও মন্দ সম্পর্কে ঈশ্বরের মানদণ্ড এখন আর প্রযোজ্য নয়।

11

তারা বলে, তাঁর আজ্ঞাসকল বিলুপ্ত হয়ে গেছে,

12

অথবা সেগুলি এখন অপ্রাসঙ্গিক,

13

সে গুলি পালন করা অসম্ভব।

14

এর ফলে অনেক লোকেরা তাদের যা ইচ্ছা তাই করছে−−এবং সমাজে পারিবারিক বিচ্ছেদ, নিয়ন্ত্রনহীন সন্তান-সন্ততী এবং সন্ত্রাস অপরাধ অধিক পরিমানে চয়ন করছে।

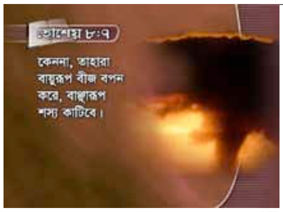

15

(পদঃ হোশেয় ৮:৭)
হোশেয়র বাক্যে, ভাববাদী বলেছেন,
“কেননা, তাহারা বায়ুরূপ বীজ বপন করে, ঝঞ্ঝারূপ শস্য কাটিবে।”

16

কিন্তু প্রশ্ন করা আবশ্যকঃ কে সিদ্ধান্ত নিবে, অবস্থা ন্যায় বা অন্যায়, ভাল না খারাপ? ভাল মানুষ সময় বিশেষ মন্দ কাজ করে ফেলে এর নৈতিক বিচার কি হবে?

আমাদের জন্য যদি কোন সঠিক মানদণ্ড না থাকে, তবে আমরাই যে কোন আচরণকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করবো।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

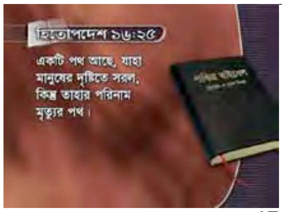

17

(পদ: হিতোপদেশ ১৬:২৫)কিন্তু বাইবেল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কোনটি ভাল এবং কোনটি মন্দ এ বিচার করার জন্য আমরা উপযুক্ত নই:- "একটি পথ আছে, যাহা মানুষের দৃষ্টিতে সরল, কিন্তু তাহার পরিনাম মৃত্যুর পথ।" হিতোপদেশ ১৬: ১৫

18

(পদ: ২ তীমথিয় ৪:৩,৪)প্রেরীত পৌল ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছিলেন: "কেননা এমন সময় আসিবে, যে সময় লোকেরা নিরাময় শিক্ষা, সহ্য করিবে না, কিন্তু কান চুলকানি বিশিষ্ট হইয়া আপন আপন অভিলাষ অনুসারে-

19

আপনাদের জন্য রাশি রাশি গুরু ধরিবে,

20

এবং সত্য হইতে মন ফিরাইয়া গল্পের দিগে বিপথে যাইবে।"২ তীমথিয় ৪:৩,৪

21

হ্যাঁ দুঃখের বিষয় হচ্ছে, নিয়ম কানুন দ্বার করিয়ে দিয়ে আমরা স্বাধীন হতে পারিনা। ন্যায় এবং অন্যায়ের মানদণ্ড অপসারিত হলেই তার পরই বিশৃঙ্খলা শুরু হয়।

22

আপনি যদি রাস্তার সব চিহ্নগুলি সরিয়ে ফেলেন, সেখানে অবশ্যই বিশৃঙ্খলা, যানজট হবে।

23

আইন কি?
ন্যায় অথবা অন্যায় কি তা কি আমরা জানতে পারি?

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

24

অনেক দিন আগে ঈশ্বর আমাদের একটি সন্ত্রাস মুক্ত, সমাজের সূত্র দান করেছিলেন। আর, এটি যদি অনুসরণ করা হতো তবে কোন অপরাধ থাকতো না ।প্রত্যেকে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে নিরাপদে এবং আনন্দে থাকতে পারতো।

25

(পদঃ যাত্রা ২০:২)
ইস্রায়েল সন্তানেরা যখন সীনয় পর্ব্বতে তাদের তাম্বু খাটিয়েছিল, তখন সদাপ্রভু তাদের কাছে এসেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ "আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিশর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন। যাত্রা ২০:২।

26

(ভিডিওঃ ৬ সেকেন্ড)
প্রথমে সদাপ্রভু নিজেকে তাদের মুক্তিকর্ত্তা রূপে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সেই, যিনি তাদের সম্মুখে সূফ সাগর উন্মুক্ত করেছিলেন।
তিনি ছিলেন তাদের রক্ষাকারী। অন্য কথায় তিনি বলছেন, "আমি তোমার জন্য চিন্তা করি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার।"

27

তার পর তিনি তার স্বর্গীয় নিয়ম দিলেন যেন মানুষ শান্তিতে, নিরাপদে বাস করতে পারে এবং ন্যায়, অন্যায় কি তা যেন জানে।

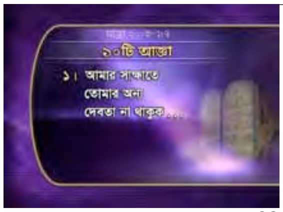

28

আসুন আমরা দশ আজ্ঞার প্রতি একটু দৃষ্টি করি যা তিনি সীনয় পর্ব্বতের উপরে বসে দিয়েছিলেনঃ
(পদঃ যাত্রা ২০ থেকে ১০ আজ্ঞা)
"আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।"

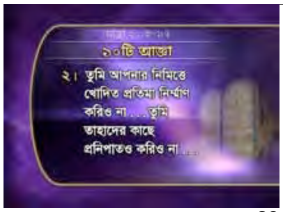

29

"তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না...তুমি তাহাদের কাছে প্রনিপাত করিওনা।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

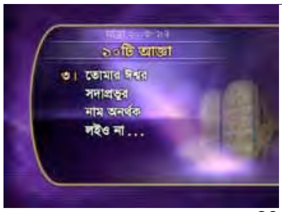

30

তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনার্থক লইও না।

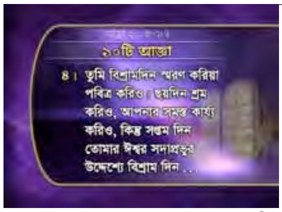

31

"তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও। ছয়দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য্য করিও, কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্রাম দিন . . .

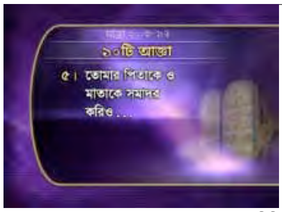

32

তোমার পিতাকে ও মাতাকে সমাদর করিও . . .

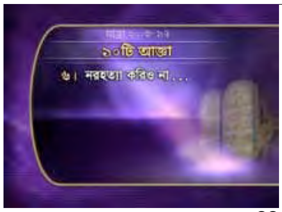

33

নরহত্যা করিও না . . .

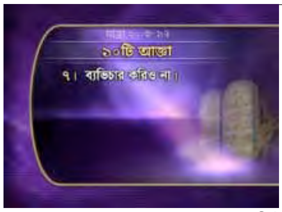

34

ব্যভিচার করিও না।

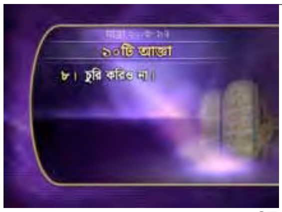

35

চুরি করিও না।

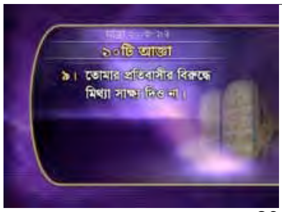

36

"তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।"

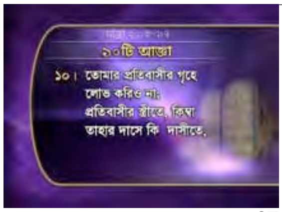

37

"তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর স্ত্রীতে, কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে,

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

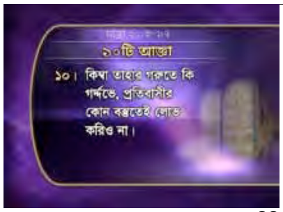

38

কিম্বা তাহার গরুতে কি গর্দ্দভে, প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না ।যাত্রা ২০ঃ৩-১৭

39

(ভিডিও : ১০ সেকেন্ড)
ইস্রায়েলরা এ কথা শুনে, অনুপ্রাণীত হয়েছিল।
এটি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তবে তারা পালন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।

40

কিন্তু, মানুষ কত অন্যমনস্ক তা জেনে, ঈশ্বর তাঁর নিজের আঙ্গুল দিয়ে দশ আজ্ঞা দু'খানি পাথরে লিখে দিয়েছিলেন।

41

(পদঃ যাত্রা ৩১:১৮)"পরে তিনি সীনয় পর্ব্বতে মোশীর সহিত কথা সাঙ্গ করিয়া

42

সাক্ষের দুই ফলক, ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা লিখিত

43

দুই প্রস্তর ফলক, তাঁহাকে দিলেন। যাত্রা ৩১ঃ১৮।

44

যদিও ঈশ্বর প্রথমবার তার আজ্ঞা লিখিত ভাবে দিয়েছিলেন, কিন্তু শুরু থেকেই এর অস্থিত্য ছিল।
সীনয়ের পূর্বে এমন কি আদম এবং হবার পূর্বেই চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় ন্যায়ের মানদণ্ড যা ঈশ্বরের স্বর্গীয় সরকারের ভিত্তি সরূপ ছিল।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

45

এমন কি দূতেরাও ঈশ্বরের আদেশে পরিচালিত হতো। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন অথবা লজ্ঘন করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা তাদের ছিল।

46

শয়তান এবং তার দূতরা তাদের ইচ্ছামত চলতে ও তাদের নিজেদের নিয়ম তৈরী করার জন্য মনোনয়ন করেছিল। এবং তাদের এ বিদ্রোহ তাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছে।

47

(পদ: প্রকাশিত ১২:৭-৯)বাইবেল বলে, “আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল; মীখায়েল ও তাঁহার দূতগণ ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই নাগ ও তাঁহার দূতগণও যুদ্ধ করিল,

48

কিন্তু জয়ী হইল না, এবং স্বর্গে তাহাদের স্থান পাওয়া গেল না।

49

আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল, এ সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল, (অপবাদক) এবং শয়তান (বিপক্ষ) বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়,

50

সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহার দূতগণও তাহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল।”
প্রকাশিত ১২;৭-৯
কিন্তু সেখানে আরো অনেক দূতছিল যারা ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত এবং তা পালন করতে মনোনীত করেছিল।

51

(পদ: গীত ১০৩:২০)“সদাপ্রভুর দূতগণ! তাঁহার ধন্যবাদ কর, তোমরা বলে বীর, তাঁহার বাক্য সাধক, তাঁহার বাক্যের রব শ্রবনে নিবিষ্ট।” গীত ১০৩:২০

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

52

এদোন বাগানে আদম এবং হবা ঈশ্বরের আজ্ঞা স্বীকার করেছিল, কারণ তারা পাপ করার পর অপরাধ বোধ এবং লজ্জা অনুভব করেছিল।

53

কয়িন ক্রোধান্বিত হয়েছিল, কারণ ঈশ্বর হেবলের যজ্ঞ গ্রহন করেছিলেন এবং তার টি করেননি। সদাপ্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন;

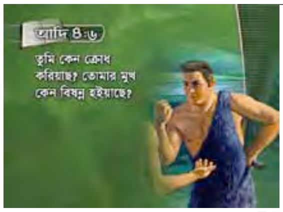

54

(পদঃ আদি ৪:৬,৭)"তুমি কেন ক্রোধ করিয়াছ? তোমার মুখ কেন বিষন্ন হইয়াছে?

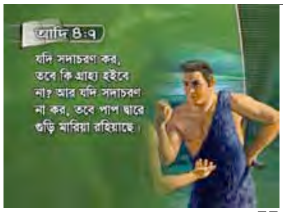

55

যদি সদাচরণ কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবে না? আর যদি সদাচরণ না কর, তবে পাপ দ্বারে গুড়ি মারিয়া রহিয়াছে। আদি ৪: ৬,৭ পদ।ঈশ্বরের আজ্ঞা সর্বদাই স্বকৃয় ছিল। কারণ আমাদের বলা হয়েছে,

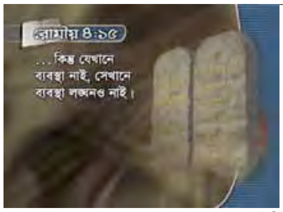

56

(পদঃ রোমীয় ৪:১৫)
"...কিন্তু যেখানে ব্যবস্থা নাই, সেখানে ব্যবস্থা লঙ্ঘনও নাই।"
রোমীয় ৪:১৫

57

ওয়েবষ্টারস্ নিউ ওয়ার্ল্ড ডিক্সনারী বলে,
"আইন লঙ্ঘন, কর্ত্তব্যে অবহেলা পাপ।"

58

সীনয় পর্ব্বতে ঈশ্বর নিয়ম, আজ্ঞা প্রদানের অনেক পূর্বে অব্রাহাম ঈশ্বরের আজ্ঞা জানতেন এবং তাঁর আজ্ঞাসমূহের প্রতি বাধ্য ছিলেন।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

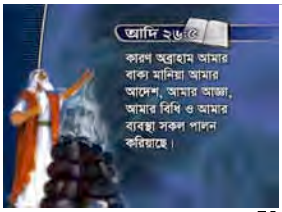

59

(পদঃ আদি ২৬:৫)
ঈশ্বর বলেছিলেন তিনি অব্রাহামকে এবং তার বংশকে আশীর্ব্বাদ করবেন,
“কারণ অব্রাহাম আমার বাক্য মানিয়া আমার আদেশ, আমার আজ্ঞা, আমার বিধি ও আমার ব্যবস্থা সকল পালন করিয়াছে। আদি ২৬:৫

60

অবশ্যই, সীনয় পর্ব্বতের অনেক পূর্বে যোষেফের বিবেক পটিফরের স্ত্রীর কু-প্রস্তাবের প্রলোভনে বলেছিল,

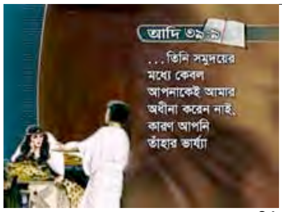

61

(পদঃ আদি ৩৯:৯)“...তিনি সমুদয়ের মধ্যে কেবল আপনাকেই আমার অধীনা করেন নাই, কারণ আপনি তাঁহার ভার্য্যা

62

অতএব আমি কিরূপে এই মহা দুষ্কর্ম্ম করিতে ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিতে পারি?” আদি ৩৯:৯

63

যোষেফ জানতো ব্যাভচার করা পাপ। সে ন্যায়, অন্যায় সমন্ধে ঈশ্বরের মানদণ্ড সমন্ধে অবহিত ছিল।সে ঈশ্বরের পবিত্র ব্যাবস্থা লঙ্ঘন না করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল।

64

(ভিডিওঃ ৪ সেকেন্ড)ইস্রায়েল সন্তানদের ঈশ্বরের নির্দেশের প্রতি আনুগত্য এবং বাধ্য থাকতে বলা হয়েছিল, কিন্তু,মিশরে তাদের নির্ম্মম বন্দিত্বের কালে তারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ভুলেগিয়েছিল।

65

যাত্রাকালে, ইস্রায়েলরা সিনয়ে পৌঁছানোর কয় এক সপ্তাহ পূর্বে, সদাপ্রভু মোশীকে অনুযোগ করেছিলেন, কারণ ইস্রায়েলরা শাব্বাথদিনে মান্না সংগ্রহ করতে চেষ্টা করে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছিল।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

66

(পদঃ যাত্রা ১৬ঃ ২৮,৩০)“তখন সদাপ্রভু মোশীকে কহিলেন, তোমরা আমার আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন করিতে কত কাল অসম্মত থাকিবে?

67

তাহাতে লোকেরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিল।” যাত্রা ১৬:২৮, ৩০সুতরাং আপনারা লক্ষ করুন, চতুর্থ আজ্ঞা সিনয় পর্ব্বতের পূর্বেও ছিল।

68

হ্যাঁ, ঈশ্বরের আইন হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ন্যায়ের মানদণ্ড। আর এতে কি আমাদের আশ্চর্যান্বীত হওয়া উচিত যে, ঈশ্বরের আইনে তাঁর রাজ্য পরিচালিত হচ্ছে?

69

(পদঃ ১ করিন্থীয় ১৪:৩৩,৪০)প্রেরীত পৌল লিখেছেনঃ “কেননা ঈশ্বর গোলযোগের ঈশ্বর নহেন . . .”

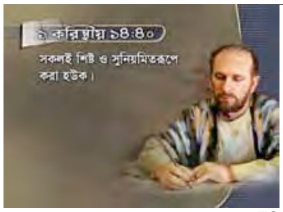

70

“সকলই শিষ্ট ও সুনিয়মিতরূপে করা হউক।” ১ করিন্থীয় ১৪:৩৩, ৪০

71

আইন ছাড়া কোন সুনিয়ন্ত্রীত সরকারের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। নিয়ম কানুন ছাড়া, সমন্বয়পূর্ণ, সুখী, নিরাপদ সমাজ ব্যাবস্থা কাজ করতে পারেনা।

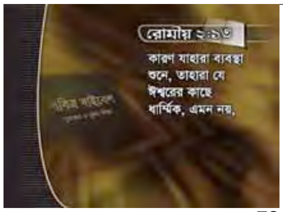

72

(পদঃ রোমীয় ২:১৩)বাইবেল বলে, “কারণ যাহারা ব্যবস্থা শুনে, তাহারা যে ঈশ্বরের কাছে ধার্ম্মিক, এমন নয়,

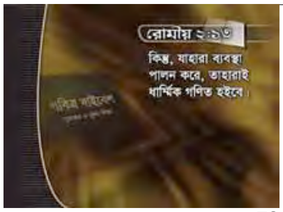

73

কিন্তু, যাহারা ব্যবস্থা পালন করে, তাহারাই ধার্ম্মিক গণিত হইবে।” রোমীয় ২:১৩ নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, ঈশ্বরের ব্যবস্থা জানাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমাদের তাঁর প্রতি সাড়া প্রদান করতে হবে।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

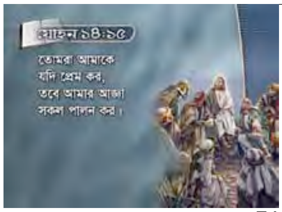

74

(পদঃ যোহন ১৪:১৫)
যীশু বলেছেনঃ "তোমরা আমাকে যদি প্রেম, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন কর।"
যোহন ১৪:১৫
অবশ্যই, যীশু পুরাতন নিয়ম থেকে উধৃতি দিয়েছেন, এবং বুঝিয়েছেন যে সব আজ্ঞা পালনের মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রেম।

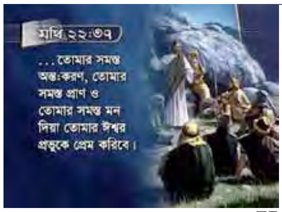

75

(পদঃ মথি ২২:৩৭-৪০)". . . তোমার সমস্ত অন্ত:করণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।"

76

এইটী মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা।"

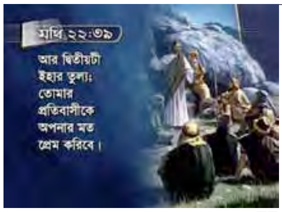

77

তার পর যীশু বলেছিলেন, "আর দ্বিতীয়টী ইহার তুল্য; তোমার প্রতিবাসীকে অপনার মত প্রেম করিবে।

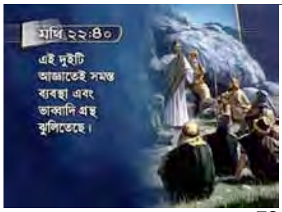

78

এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাব্বাদি গ্রন্থ ঝুলিতেছে।"
মথি ২২ঃ৩৭-৪০

79

আমরা যদি সত্যিই ঈশ্বরকে আমাদের হৃদয়, মন এবং অন্ত:করণ দিয়ে ভালবাসী,

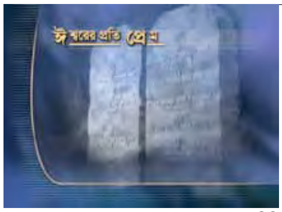

80

তবে অবশ্যই, আমরা প্রথম চারটি আজ্ঞা পালনের দ্বারা প্রকাশ করবোঃ

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

81

ঈশ্বর হবেন আমাদের জীবনে প্রথম।

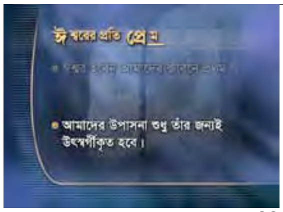

82

আমাদের উপাসনা শুধু তাঁর জন্যই উৎস্বর্গীকৃত হবে।

83

আমরা তাঁর পবিত্র নামের প্রতি সন্মান ও সমাদর করবো।

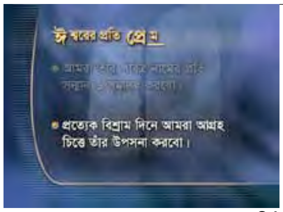

84

প্রত্যেক বিশ্রাম দিনে আমরা আগ্রহ চিত্তে তাঁর উপসনা করবো।

85

আর, আমরা যদি সত্যিই আমাদের সহ-মানবকে আমাদের মত ভালবাসী, তবেঃ

86

আমাদের পিতা ও মাতাকে সন্মান দেখাবো।

87

জীবনকে মূল্য দেব।

88

নৈতিকতা রক্ষা করবো।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

89

অন্যের দ্রব্যের প্রতি সন্মান দেখাবো।

90

একে অন্যের সম্পর্কের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো।

91

অন্যের জিনিসের প্রতি লোভ করবো না।

92

একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রন করতে প্রায় ৩৫,০০০,০০০ (৩৫ মিলিয়ন) আইনের খসড়া করতে হয়েছে।

93

কিন্তু দশ আজ্ঞার মধ্যে ঈশ্বর যে ব্যবহারীক নীতি দিয়েছেন, তা মানুষের সম্পূর্ণ আচারণকে নিদের্শনা দান করে।
শুধু মাত্র ঈশ্বরই এরূপ সিদ্ব ব্যবস্থা প্রদান করতে পারেন। বাইবেল বলে:

94

(পদ: গীত ১৯:৭)
"সদাপ্রভুর ব্যবস্থা সিদ্ধ, প্রাণের স্বাস্থ্য জনক।"
গীত ১৯:৭

95

(পদ: গীত ১৯:১১)
"তাহা পালন করিলে মহাফল হয়। গীত ১৯:১১

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

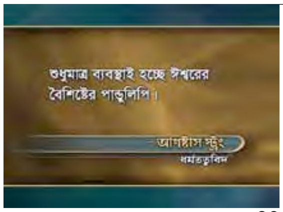

96

একজন বাইবেলে পন্ডিত ব্যক্তি, আগষ্টাস স্ট্রং লিখেছেনঃ “শুধুমাত্র ব্যবস্থাই হচ্ছে ঈশ্বরের বৈশিষ্টের পাণ্ডুলিপি।”

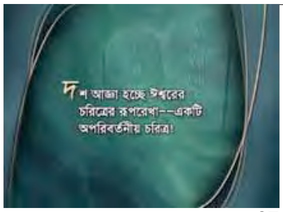

97

আজকে আমরা বলতে পারিঃ “দশ আজ্ঞা হচ্ছে ঈশ্বরের চরিত্রের রূপরেখা--একটি অপরিবর্তনীয় চরিত্র!”

98

মনে রাখবেন, ঈশ্বরের ব্যবস্থায় যদি কোন পরিবর্তন করা হয়, তবে তা হবে সিদ্ধতা থেকে কম।সিদ্ধ ব্যবস্থাকে কোন ক্রমে পরিবর্তন, পরিমার্জন করা যায় না।

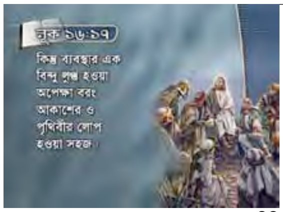

99

(পদঃ লূক ১৬:১৭)
যীশু সত্যই বলেছেনঃ
“কিন্তু ব্যবস্থার এক বিন্দু পড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা বরং আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হওয়া সহজ।” লূক ১৬:১৭

100

কিন্তু, আপনি বলছেন, “আমি সব সময় অনুভব করছি দশ আজ্ঞা আনন্দের বাঁধা--আমার চারি পাশে বেড়া হয়ে আছে।”ঈশ্বর কখনো চাননি যে তার ব্যবস্থা মানুষের বোঝা হবে অথবা তার আনন্দের বাঁধা হবে।

101

কিন্তু, পক্ষান্তরে ঈশ্বর চেয়েছিলেন এটি হবে তাদের দুঃখ, অপরাধের জন্য নিরাপত্তা, প্রাচীরের ন্যায় রক্ষা দুর্গ। তিনি চেয়েছিলেন যে তার ব্যবস্থা হবে সবার জন্য সর্ব্বস্থানে স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

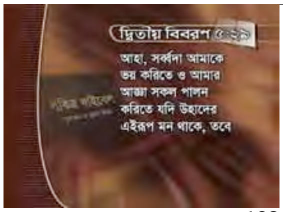

102

(পদঃ দ্বিতীয় বিবরণ ৫ঃ২৯)সদাপ্রভু বলেন, “আহা, সর্ব্বদা আমাকে ভয় করিতে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করিতে যদি উহাদের এইরূপ মন থাকে, তবে

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

103

উহাদের ও উহাদের সন্তানদের চিরস্থায়ী মঙ্গল হইবে!"দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২৯

104

বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য সেতু এবং পর্ব্বতের উপরে রাস্তায় যেমন নিরাপত্তা বেড়া দেয়া হয়, ঠিক একই ভাবে ঈশ্বর আমাদের জীবন পথে রক্ষা করবার জন্য তাঁর ব্যবস্থা দিয়েছেন।

105

(পদঃ রোমীয় ৩:২০)ঈশ্বরের ব্যবস্থা দানের আর একটি ভিন্ন কারণ ছিলঃ ". . . কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে।" রোমীয় ৩:২০

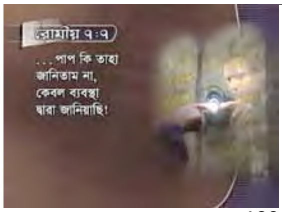

106

(পদঃ রোমীয় ৭:৭)পৌল বলেন, "...পাপ কি তাহা জানিতাম না, কেবল ব্যবস্থা দ্বারা জানিয়াছি!

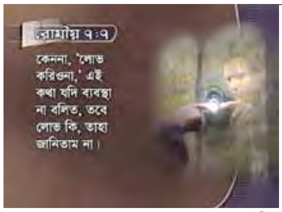

107

কেননা, 'লোভ করিওনা,' এই কথা যদি ব্যবস্থা না বলিত, তবে লোভ কি, তাহা জানিতাম না।" রোমীয় ৭:৭ পদ।

108

এক রাজ কন্যার গল্প বলা আছে, যাকে তার প্রজারা বলতো যে তার রূপ অতুলনীয়।

কিন্তু, এক দিন এক জন ব্যবসায়ী তাদের রাজ্যে এলো এবং তার কাছে একটি আয়না বিক্রি করলো।

সে যখন তার চেহারা আয়নাতে দেখল, সে তার চেহারা দেখে ক্ষুব্ধ হলো এবং আয়নাটি ছুড়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেললো।

109

ঈশ্বরের ব্যবস্থা আয়নার মত, এবং রাজ কন্যার মত আমরা যখন এর প্রতি দৃষ্টি করি তখন হয়তো সুখী না হতে পারি,

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

110

কিন্তু ব্যবস্থা লঙ্ঘন বা অবহেলা করা আমাদের অবস্থার পরিবর্তন আনায়ন করবে না।

111

ব্যবস্থা আমাদের পাপ দেখিয়ে দেয়। এটি আমাদের সুখী জীবনের জন্য পথনির্দ্দেশক, আমরা যদি তাঁর ব্যবস্থা অনুসরণ করি তবে অপরাধহীন জীবন যাপন করতে পারবো।

112

ব্যবস্থা আমাদের পাপের উপর অথবা অপরাধ অপসরনের উপরে ক্ষমতা প্রদান করতে পারে না।

ভবিষ্যতে আমরা যত বেশী ভাল কাজ করি না কেন,সে গুলি কখনো আমাদের অতীতের পাপ মুছে ফেলতে পারে না।

তা হলে আমরা কিভাবে ক্ষমা পাব? কি করে আমরা ব্যবস্থা লঙ্ঘন, যার শাস্তি মৃত্যু, থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি?

113

এদন বাগানের দরজাতেই ঈশ্বর এক অনুষ্টানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে অবাধ্যতার ফল মৃত্যু--হয়তো অবাধ্য অথবা তার পরিবর্তে নির্দোষ কোন ব্যক্তির মৃত্যুবরণ।

মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে পাপীদের বিশ্বাস প্রর্দশনের জন্য একটি মেষশাবক উৎসর্গ করা হয়েছিল।

114

এর দ্বারা ঈশ্বর আদমকে বুঝতে সাহায্য করেছিলেন যে, কি ভাবে নির্দ্দোষ ঈশ্ব পুত্র ব্যবস্থা লঙ্ঘনের কারণে মৃত্যুবরণ করে মূল্য প্রদান করবেন।খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের মেষশাবক, মানুষের শাস্তি বহন করবেন এবং তার পরিবর্তে মৃত্যু বরণ করবেন।

115

আপনি দেখুন, ব্যবস্থা কাউকে পাপ থেকে মুক্ত করতে পারে নাই।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

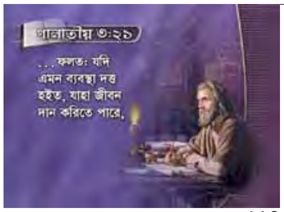

116

(পদ: গালাতীয় ৩:২১)প্রেরীত পৌল বলেন; "…ফলত: যদি এমন ব্যবস্থা দত্ত হইত, যাহা জীবন দান করিতে পারে,

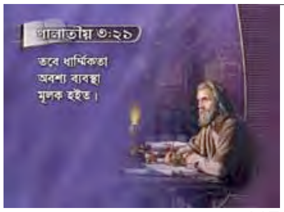

117

তবে ধার্ম্মিকতা অবশ্য ব্যবস্থা মূলক হইত"। গালতীয় ৩ঃ২১
ব্যবস্থা পাপ ক্ষমা ও পরিত্রাণ করতে পারে না––এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা হয়!
শুধু মাত্র খ্রীষ্টের প্রায়ঃশ্চিত্ত আমাদের অনন্ত জীবন দিতে পারে।

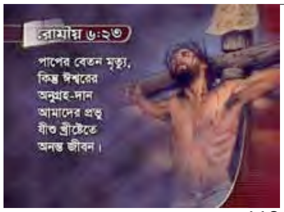

118

(পদ: রোমীয় ৬:২৩)
কারণ, "পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন। রোমীয় ৬:২৩
ব্যবস্থা পালনের মাধ্যমে পরিত্রাণ অর্জন করা সম্ভব না।

119

(পদ: ইফিষীয় ২:৮,৯)"কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ, এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান;

120

তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে। ইফিষীয় ২:৮,৯

121

আমরা যদি অনুগ্রহ দ্বারাই পরিত্রান পাই, তবে কি আমরা অবাধ্যতায় জীবন যাপন করতে স্বাধীন? কখনো না!

122

(পদ: রোমীয় ৬: ১,২)পৌল লিখেছেন:"তবে কি বলিব? অনুগ্রহে বাহুল্য যেন হয় এই নিমিত্ত কি পাপে থাকিব?

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

123

তাহা দূরে থাকুক। আমরা ত পাপের সম্বন্ধে মরিয়াছি, আমরা কি প্রকারে আবার পাপে জীবন যাপন করিব?” রোমীয় ৬:১,২
পরিত্রাণ তাদের জন্য দান করা হয়েছে যারা পাপ থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং ঈশ্বরের রাজ্যের অংশী হতে চায়।

124

যে সব লোকেরা চিন্তা করে ঈশ্বরের ব্যবস্থা তুলে নেয়া হয়েছে,

125

ব্যবস্থা নেই, একটু চিন্তা করুন।যদি ব্যবস্থা না থাকে, পাপ নাই, কারণ “ব্যবস্থা লঙ্ঘনই” পাপ।

126

যদি ব্যবস্থা না থাকে, তবে আমাদের অনুগ্রহের প্রয়োজন নাই, কেননা, ঈশ্বরের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করার জন্যই আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রদান করা হয়।

127

যদি আমাদের অনুগ্রহ প্রয়োজন না হয়, তবে আমরা ক্রুশ থেকে দূরে।

128

যদি ক্রুশের কোন প্রয়োজন না হয়, তবে অবশ্যই আমাদের পরিত্রাণের প্রয়োজন নেই।

আপনি যদি ব্যবস্থা উঠিয়ে দেন, তা হ’লে আপনি পাপ, অনুগ্রহ, ক্রুশ, এবং ত্রাণর্তাকেও বাদ দিয়ে থাকেন।

আমাদের একজন ত্রাণকর্তার কতইনা প্রয়োজন, যিনি তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদের বাঁচাতে ক্রুশপরে মরেছিলেন যেন পাপের ঋণ পরিশোধ করা যায় কারণ আমরা তাঁর ব্যবস্থা লঙ্ঘণ করেছি।

আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালনের অনুপ্রেরণা পাই।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

129

যদি এক জন কারাবন্দি মৃত্যুর অপেক্ষা করে

130

এবং তাকে ক্ষমা করে মুক্তি দেওয়া হয় এবং অর্থ কি এই যে, সে আইন বিহীন জীবন যাপন করার জন্য স্বাধীন?নিজের ইচ্ছা মত কাজ করবে? একেবারেই না!

131

যেহেতু তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তার উচিত পূর্ব্বের চেয়েও আরো অধীক ভাবে দেশের নিয়ম কানুন পালন করে চলা।

132

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, ঈশ্বরের ব্যবস্থা আমাদের পাপ দেখিয়ে দেয় এবং আমাদের পরিত্রাণের প্রয়োজন অনুভব করতে সাহায্য করে ।আমরা যখন খ্রীষ্টকে আমাদের পরিত্রাতা ও প্রভুরূপে গ্রহন করি তিনি আমাদের ক্ষমা করেন এবং তাঁর আজ্ঞা পালনের ক্ষমতা প্রদান করেন; কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন:

133

(পদ: ইব্রীয় ৮:১০)“...আমি তাহাদের চিত্তে আমার ব্যবস্থা দিব, আর তাহাদের হৃদয়ে তাহা লিখিব।” ইব্রীয় ৮:১০

134

আপনি যা ভালবাসেন তা করা সহজ, তাই নয়কি?আর এটিই ঈশ্বর তাদের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন যারা তাঁকে অনুসরণ করতে মনোনয়ন করেছে।

135

(ভিডিও: ৮ সেকেন্ড)শুধু মাত্র এ ভাবেই মানুষ ঈশ্বরের বাধ্য থাকবে এবং তাঁকে অনুসরণ করবে। কারণ তিনি তাঁর পিতাকে প্রেম করতেন, আর সে জন্যই খ্রীষ্ট আজ্ঞা পালনে সমর্থ হয়েছিলেন।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

136

(পদঃ যোহন ১৫:১০)আর তিনি বলেনঃ “আমি আমার পিতার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি, এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করিতেছি।” যোহন ১৫:১০

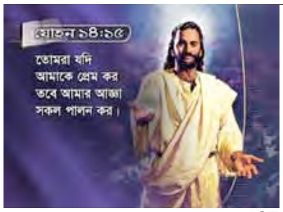

137

(পদঃ যোহন ১৪:১৫)আর যীশু বলেছেন, আমার আজ্ঞা পালনের দ্বারা তোমরা আমার প্রতি প্রেম দেখাওঃ “তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন কর।” যোহন ১৪:১৫

138

ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রেম এবং বাধ্যতার সুস্পষ্ট প্রমান মিলেছিল একটি শীতল, অন্ধকারাময় রাত্রিতে জলপাই গাছের নীচে। ঈশ্ব পুত্র যখন প্রার্থনায় রত ছিলেন, তার মন্ডল থেকে ঘামের ন্যায় রক্ত ফোটায় ফোটায় ঝরে পরেছিল।

139

(পদঃ মথি ২৬:৩৯)
“. . . হে আমার পিতঃ যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছা মত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক।”
মথি ২৬:৩৯

মানব জাতির ভাগ্য দাড়ি পাল্লায় ঝুলন্ত ছিল––একটি দোষীসাবস্ত পৃথিবী পরিত্রাণ পাবে, না হয় হারিয়ে যাবে।

140

এ গালিলীয় যুবক কি মানব জীবনের সব বাসনা , ইচ্ছা পরিত্যাগ করবেন এবং কালভেরীতে মৃত্যু বরণ করবেন?তিনি ঘাম মুছে ফেলে বলতে পারতেন “মানুষ তাদের নিজেদের পাপের ফল ভোগ করুক।”

141

অথবা তিনি আমাদের জন্য ক্রুশ বহন করতে পারতেন। তিনি আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করতে মনোনয়ন করলেন । তিনি তার রক্ত দান করলেন যেন আমরা ক্ষমা পাই। যে মৃত্যু আমাদের প্রাপ্য ছিল সে মৃত্যু তিনি গ্রহন করলেন যেন আমরা অনন্তকাল তাঁর সঙ্গে বাস করি।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

142

যেহেতু খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মূল্য দিয়েছেন, যেন আমরা তার প্রায়ঃশ্চিত্তে এখনই ক্ষমা পাই।

143

ব্যবস্থা লঙ্ঘনের ফলে পাপী মানুষের শাস্তির মূল্য হিসাবে কালভেরীর পাহাড়ের উপরে সেই পুরাতন এবরো খেবরো ক্রুশ একটি অনন্ত কালিন স্মারক যা তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে দিয়েছেন যেন তিনি ভগ্ন ব্যবস্থার দাবী পূরণ করতে পারেন ও পাপী মানুষকে রক্ষা করতে পারেন।

144

যদি ঈশ্বরের ব্যবস্থা লোপ করা হত, বা পরিবর্ত্তন করা হত, তবে যীশুর মৃত্যুবরণ প্রয়োজন ছিল না। কালভেরী নিঃস্বপ্রয়োজন ছিল।

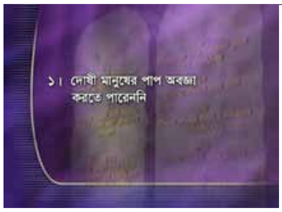

145

কিন্তু, ঈশ্বর দোষী মানুষের পাপ অবজ্ঞা করতে পারেননি!

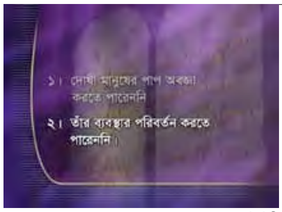

146

তিনি তাঁর ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারেননি।

147

সুতরাং পাপী মানুষের একজন ত্রাণকর্ত্তার প্রয়োজন ছিল।ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কারণ তিনি প্রেমের জন্য তাঁর এক মাত্র প্রিয় পুত্রকে আমাদের পরিবর্তে মৃত্যু বরণ করতে প্রদান করলেন।

148

(পদঃ যোহন ৩:১৬)“কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন, যে আপনার একমাত্র পুত্রকে দান করিলেন,

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

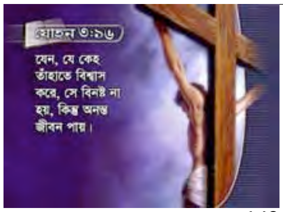

149

যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।"   যোহন ৩:১৬

150

প্রকাশিত বাক্য পুস্তক বর্ণনা দিয়েছে, লোকেরা যারা যীশুর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় আগমনে মিলিত হবার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং তাঁর সঙ্গে আনন্তকাল বাস করার জন্য সেই স্বর্গীয় নগরীর গৃহে প্রবেশ করবে।

151

(পদঃ প্রকাশিত ১৪:১২)
ঈশ্বর তাদের সমন্ধে বলেনঃ "এস্থলে সেই পবিত্রগণের ধর্য্য দেখা যায়, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও যীশুর বিশ্বাস পালন করে।"
প্রকাশিত ১৪:১২

152

(পদঃ প্রকাশিত ১৪:১৪)১৪ পদে যোহন বলেন, "আর আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, শুভ্রবর্ণ একখানি মেঘ সেই মেঘের উপরে মনুষ্য পুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি, বসিয়া আছেন,

153

তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ মুকুট ও তাহার হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা।"এটি হচ্ছে সদাপ্রভুর পৃথিবীতে চয়ন করতে আসার একটি বর্ণনা।

154

মণ্ডলীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যৎবাণী যা যীশু যোহনের মাধ্যমে প্রকাশিত বাক্যে প্রকাশ করেছেন, প্রথিবীর শেষাংশে ঈশ্বরের মন্ডলীতে কারা অবশিষ্ট থাকবে তার বর্ণনা এরূপ দিয়েছেনঃ

155

(পদঃ প্রকাশিত ১২:১৭)
"আর সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি নাগ ক্রোধান্বিত হইল, আর তাহার বংশের সেই অবশিষ্ট লোকদের সহিত,

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

156

যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল।” প্রকাশিত ১২:১৭

157

এটা বাইবেলের শেষ পুস্তকে আছে!

158

ঈশ্বরের লোকেরা তাদের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তাদের ত্রাণকর্ত্তাকে এত প্রেম করে যে, তিনি যা বলেন ও ইচ্ছা করেন তারা সেগুলি পালন করে। তাঁর ইচ্ছা পালনের দ্বারা তাদের প্রেম দেখিয়ে থাকে।

তারা উপলব্ধি করে যে ঈশ্বরের ব্যবস্থার মধ্যে তাঁর ইচ্ছা নিহিত রয়েছে।

তারা বাধ্যতার মাধ্যমে তার প্রতি সারা প্রদান করে, যিনি তাদের পাপ থেকে মুক্ত করতে এত কিছু করেছেন।

যীশু তার হাত বাড়িয়ে ডাকছেন, “এসো”! তিনি এখনো আমাদের ডাকছেন!

তিনি, তাঁর জন্য জীবন যাপন করতে শক্তি দিতে চান।

159

(পদ: প্রকাশিত ২২:১৭)তিনি আমাদের পাপ মোচন করতে চান। তাঁর অনুরোধের স্বর এখনো ডাকছেন,“...আর যে পিপাসিত, সে আইসুক, যে ইচ্ছা করে, সে বিনামুল্যেই জীবন জল গ্রহন করুক।” প্রকাশিত ২২:১৭

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

160

একটি বৃহৎ শহরের এক বেশ্যাপল্লিতে একজন প্রচারক সাক্ষাৎ করতে গেলেন। ঘরের মহিলা বেশ ভাল ব্যবহার করলেন কিন্তু তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধঃ "আমি বাইবেল বা খ্রীষ্ট ধর্মে আগ্রহী না। একেবারেই না।" সে বলল,

"কিন্তু আপনি যদি কোন সন্ধ্যায় ফোন করেন, আমার স্বামীকে পাবেন, তিনি এ বিষয় শুনতে আগ্রহী। আমি চাই, আপনি তার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করুন।"

প্রচারক এক শনিবার বিকালে আবার ফিরে আসলেন। যেহেতু এটি কাজের দিন ছিল না, তাই তার স্বামী তার অভ্যাসমত বিকালে বন্ধুদের সঙ্গে জুয়া খেলার জন্য একটি হোটেলে গিয়েছিল।

সে কথা বলার মনোভাব নিয়েই ছিল, কিন্তু ঐ প্রকার প্রভাবের মধ্যে একজন ব্যাক্তি অতিরিক্ত কথা বলতে চায়, কিন্তু সে অল্পই বলে থাকে।

সে বল্ল, "আমার একটি বাইবেল আছে। আমার বাইবেলটি আপনি অবশ্যই দেখবেন। আমি যখন বিবাহ করার জন্য ঘর ত্যাগ করি তখন আমার মা এটি একটি থলির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। আমার বাইবেল কোথায় প্রিয়া?" অনেক খুঁজর পর, একটি মাত্র প্রার্থনার বই পাওয়া গেল। সে বাইবেল কখনোই খুঁজে পেল না।

161

কিন্তু, তার শুধুমাত্র সমস্যা ছিল মদ্যপান। সে জুয়া খেলত এবং অত্যন্ত ধুম পান করত যা ছিল খুবই ক্ষতিকারক। এ ছাড়া তার আরো খারাপ অভ্যাস ছিল যে গুলি তার এবং তার স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। তার স্ত্রী গৃহ পারিত্যাগ করার জন্য তার জিনিস পত্র গুছিয়েছিল।

তারা পৃথক হয়ে যাবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। কিন্তু, সে ব্যক্তির হৃদয়ে খুব ভাল একটি জিনিসের প্রচন্ড বাসনা ছিল। এমন কি তার মদ্যপান এটিকে কেড়ে নিতে পারেনি। প্রচারক সোমবার আবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সময় ঠিক করল। তার পর থেকে সাপ্তাহিক বাইবেল অধ্যায়ণ শুরু হয়ে গেল।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

162

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঈশ্বরের বাক্য যে ভাবে উপস্থাপন করা হল, ক্রুশের আবেদন তার হৃদয় কাজ করতে শুরু করলো। খ্রীষ্ট, তাঁর আত্মায় আর একটি অভাবগ্রস্ত পরিবারে কাজ করতে শুরু করলেন।
সেই অপূর্ব বিকেলে লোকটি যখন বলেছিল, "আজ রাতে আপনি আর একটু থাকুন। আমার স্ত্রী এখন ঘুমাতে যাবে। পুরুষেরা আমরা কি আর একটু সময় আলাপ করতে পারি না?"

163

তার পর সে মন খুলে প্রচারকের কাছে দুঃখের গল্প বলল যার শুরু ছিল খুব ভাল । সে একটি স্বক্রিয় খ্রীষ্টিয়ান পরিবারে জন্ম গ্রহন করেছিল, কিন্তু যৌবনের তাড়নায় সে নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গিয়েছিল। অবাধ্যতা তাকে বদ অভ্যাসে পরিনত করেছে এবং শহরের বাইরে নিয়ে এসেছে।
সে শীঘ্রই মণ্ডলীকে ভুলে গিয়েছিল এবং বাইবেল অবজ্ঞা করেছিল। খ্রীষ্টকে আবেদন করা হয়েছে শুধু অযথা কিছু সপথ করার জন্য।
"কিন্তু, প্রচারক, আমি যা জানতে চাই, আপনি আমার প্রতি কি করেছেন? চার সপ্তাহ হলো, আমি মদ পান করিনি এবং কোন বাজি ধরিনি। অনর্থক ঈশ্বরের নামে কোন প্রতিজ্ঞাও করিনি।"
তার পর সে একটি পুরা সিগারেটের অর্ধেকটা ছাই দানিতে পুতে বলল, "সিগারেট ও আমার কাছে স্বাদহীন হয়ে যাচ্ছে। আমি জানি এটিও আমি পরিত্যাগ করব।
কিন্তু সব চেয়ে বড় আশ্চর্য্যের ঘটনা হচ্ছে, আমার স্ত্রী তার সব জিনিস খুলে রেখেছে। তিন সপ্তাহ আগেই সে এ কাজটি করেছে। আজ সকালে সে দরজার কাছে এসেছিল এবং দীর্ঘ বৎসর পর সে আমাকে চুমু খেয়ে বিদায় জানিয়েছে।
হ্যাঁ, সে করেছে! প্রচারক, আমি হতবম্ভ হয়েছিলাম এবং অবাক হয়ে গেলাম যখন সে হেসে বলল, 'আমি নূতন জ্যাককে পছন্দ করি'। এখন, আমার কি হয়েছে? আমি নিশ্চিত যে, সোমবার বিকালে আমাদের যে বাইবেল অধ্যায়ন হয় তার সঙ্গে এর যোগ সুত্র আছে।"

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

164

প্রচারক বললেন, “আমি ব্যক্তিগত ভাবে কিছুই করিনি। কিন্তু, আমি বিশ্বাস করি বাইবেল এর ব্যাখ্যা দিতে পারে।” তারপর ২ করিন্থীয় ৫:১৭ খুলে পড়লেন; “ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ,সে গুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে।”

ধীরে ধীরে “নূতন জ্যাক” নিজের জন্য পদটি পড়ল। ”নূতন সৃষ্টি- একজন জ্যাক! এ সেই নূতন জ্যাক! প্রচারক, আপনি দেখুন আজ রাতে আমি কেমন ব্যক্তি।”

হ্যাঁ,বন্ধুগণ, যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র এবং শুধু তাঁর ক্ষমতা আছে নারী ও পুরুষকে পরিবর্তন করতে।

যীশু আপনার জীবনেও পরিবর্তন আনতে চান। তিনি চান তাঁর আজ্ঞা পালন করতে শক্তি এবং অনুগ্রহ প্রদান করতে। আপনি দুর্ব্বল মনে করেন কিন্তু যীশু শক্তিশালী। আপনি অতীতে যা কিছুই করেন না কেন, যীশু আপনাকে ক্ষমা করবেন এবং পরিস্কার করবেন। তিনি আপনাকে একটি নূতন জীবন যাপন করতে শক্তি যোগাবেন। আপনাকে কোন কিছু যেন পিছে টেনে রাখতে না পারে।

যীশু ডাকছেন । তিনি আপনাকে বাড়ী যাবার জন্য ডাকছেন। আপনি কি নীরবে নত জানু হয়ে বলবেন, “হ্যাঁ, প্রভু আমি আসছি?” এখনই, নত জানু হউন। পাশে শ্রোতাদের কথা ভুলে যান। আপনি যখন নত জানু হবেন শুধু যীশুর কথা চিন্তা করুন। বলুন, হ্যাঁ, প্রভু আমি আসছি। আমি এখুনি আসছি।

১০। ন্যায় ও অন্যায়ের অবস্থা কি হয়েছিল?

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

1

কি ভাবে আপনার প্রগাঢ় বাসনাকে পরিতৃপ্ত করবেন?

2

জীব বিজ্ঞানী থমাস হাস্ক্লের সমন্ধে একটি গল্প আছে। তিনি এক দিন একটি শহরে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দেরী হয়েছে বিধায় তিনি তাড়াতাড়ী একটি ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে বসলেন। ঘোড়া দ্রুত দৌড়াতে শুরু করলো এবং তিনি চিৎকার করে গাড়োয়ানকে বললেন, "আস্তে চালাও!"

3

গাড়োয়ান কথা মত তার দড়িতে টান দিল এবং গাড়ীর চাঁকা উচুনীচু রাস্তাতে থেমে গেল। ক্লান্ত হাস্ক্লে কিছু সময়ের জন্য স্বস্তি পেলেন এবং নড়েচড়ে আবার ভাল করে নিজের আসনে বসলেন। তার পর তিনি বললেন, "শুন, তুমি কি জান, আমি কোথায় যাব?" গাড়োয়ান উত্তর দিল, "না স্যার, তা তো জানি না;" কিন্তু আমি খুব দ্রুত চালিয়ে যাচ্ছি।"

4

বর্তমানে এ ধরনের অনেক লোক আছে। অনেকেই তাদের জীবন পথে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু যদিও তারা খুব দ্রুত যায়, বাস্তবিক পক্ষে তারা জানেনা কোথায় যাচ্ছে। তারা অবগত নয় কোথায় তাদের জীবনের গন্তব্য স্থান।

5

আর এ কারণেই ঈশ্বর বাইবেলের শেষ পুস্তক প্রকাশিত বাক্যে তাঁর শেষ আবেদন জানিয়েছেন। ১৪ অধ্যায়ের ৭ পদে প্রেরিত পৌল যীশুর আগমনের অপেক্ষায়রত জগৎবাসীকে আবেদন করে বলেন . . .

6

(পদঃ প্রকাশিত ১৪:৭)
" . . . ঈশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহাকে গৌরব প্রদান কর, কেননা তাঁহার বিচার সময় উপস্থিত;

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

7

যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও জলের উনুই সকল উৎপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার ভজনা কর।” প্রকাশিত ১৪:৭

আপনার কাছে যদি একটি মানচিত্র থাকে এবং আপনি সেটি অনুসরণ করে কোথাও যেতে চান, কিন্তু সেই মানচিত্রটিতে ভুল থাকে, তবে অবশ্যই ভিন্নতা দেখা যাবে।

8

কাকে উপাসনা করব? যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী নির্মাণ করেছেন তাকে উপাসনা কর। সব কিছুর সৃষ্টি কর্ত্তাকে ভজনা কর। ঈশ্বর আমাদের ধীরে চলতে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং আমরা কোথায় যাচ্ছি তা বুঝতে বলেছেন।

আমরা যখন বুঝতে পারব যে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি, তখন এটি বুঝতে সাহায্য করবে আমরা কেন এখানে এবং আমরা কোথায় যাচ্ছি।

9

কিন্তু বর্তমানে, মানুষ ভুলে গেছে যে ঈশ্বর সৌরমণ্ডল, আমাদের পৃথিবী এবং আমাদের পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অনেক লোক বলে অমরা বাইবেল নিঃস্বন্দেহে বিশ্বাস করতে পারি। অন্যরা বলছে পারি না। কে ঠিক? কার কথা সত্য?

10

(ভিডিওঃ ৬ সেকেন্ড)

বর্তমানে লক্ষ লক্ষ লোক চিন্তা করে আমাদের ক্রমবিকাশ হয়েছে সমুদ্র-প্রাণী।

কোটি কোটি বৎসর ধরে একটি ক্ষুদ্র কোষ থেকে হয়েছে, তার পর স্থল–প্রাণী হয়েছে এবং পরে মানুষ।

তারা চিন্তা করে সব কিছু আকস্মিক ভাবে বা র্দুঘটনার মাধ্যমে হয়েছে যা আমরা বুঝতে পারি না।

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

11

কিন্তু, আপনি কি জানেন সৃষ্টিকর্ত্তা হিসাবে ঈশ্বর আমাদের তাঁর কার্যের এটি নিদর্শন দিয়েছেন?
তিনি এমন কিছু দিয়েছেন যা প্রতি সপ্তাহে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তিনি অমাদের পৃথিবী, আমাদের সৌর জগৎ নির্মান করেছেন?
বাইবেল যদি সত্য হয়, তবে আপনার অনন্ত গন্তব্য নির্ভর করে আপনি এটি বিশ্বাস করেন কি না তার উপর।
আপনি বাইবেল সম্বন্ধে কি বিশ্বাস করেন, সেটি র্নিভর করে আপনি ঈশ্বর সমন্ধে কি বিশ্বাস করেন,

12

এমনকি, তিনি সৃষ্টির পর থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের স্বরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু, প্রায় সারা পৃথিবী ভুলে গেছে সেই স্মৃতি স্মারকটি কি?

13

(ভিডিওঃ ১৫ সেকেন্ড) সেই স্মৃতিস্মারকটি ছাড়া, প্রায় সকলে ভুলে গেছে যে ঈশ্বর এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং বর্তমানে চাঁদে মানুষ পাঠান হয়েছে পৃথিবীর সৃষ্টির রহস্য অনুসন্ধান করার জন্য।

14

আমরা মহা বিশ্বের সূচনা অনুসন্ধানের জন্য শক্তিশালী দূরবিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আকাশে দৃষ্টিপাত করে থাকি।
সুতরাং, আসুন আমরা এর প্রমানের জন্য মহা পুস্তক পবিত্র বাইবেল যাকে ঈশ্বরের বাক্য ও বলা হয় সে দিগে দৃষ্টিপাত করি এবং দেখি এটি বিশ্বাস যোগ্য কিনা।

15

কেন এত শ্রম এবং অর্থব্যয়--কেন এই প্রবল আগ্রহ? কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর পেতে চাই। এ বিশ্বে আমরা কি একা? কি ভাবে আমরা এখানে এসেছি? কেন আমরা এখানে? এবং আমরা কোথায় যাচ্ছি?
সুতরাং, অনুসন্ধান চলছে। কিন্তু, সর্ব্বদাই উত্তর আমাদের সম্মুখেই আছে। আমরা কোথা থেকে এসেছি?

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

16

এ পৃথিবী ভুলে গেছে যে ঈশ্বর বলেন, "স্মরণ কর, - স্মরণ কর যে আমি তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা। আর তোমাদের মনে রাখতে সাহায্য করার জন্য আমি তোমাদের জন্য একটি চিহ্ন দিয়েছি--একটি প্রতিক!"

17

(ভিডিওঃ ৫ সেকেন্ড)ইতিহাসের এই সময়ের যখন ক্রমবিকাশ শিক্ষা দেয় যে আমরা দূর্ঘটনার ফল, তখন ঈশ্বর বলেন, "তোমরা ক্রমবিকাশের দ্বারা হওনি, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি।"

18

কিন্তু, অনেকে হয়তো বলতে পারেন, "কি চিহ্ন বা প্রতিক আছে যা স্মরণ করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন?" আপনার কি স্মরণে আছে যখন আমরা আলোচনা করেছি যে ঈশ্বর সৃষ্টি সপ্তাহের প্রতিটি দিনে কি সৃষ্টি করেছিলেন?

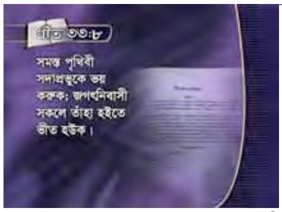

19

(পদঃ গীত ৩৩: ৮,৯)সৃষ্টি ছিল সন্তস্ত! এত দ্রুত কি করে তিনি এটি করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর পবিত্র বাইবেল দেয়ঃ "সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুকে ভয় করুক; জগৎনিবাসী সকলে তাঁহা হইতে ভীত হউক।

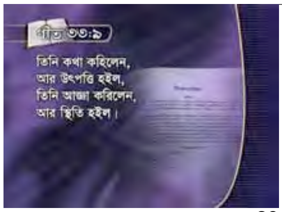

20

তিনি কথা কহিলেন, আর উৎপত্তি হইল, তিনি আজ্ঞা করিলেন, আর স্থিতি হইল," গীত ৩৩:৮,৯

21

এটি কি করে সম্ভব তা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর বাক্যের দ্বারা সৃষ্টি করতে সক্ষম। ঈশ্বরের বাক্য বলা অথবা বাইবেলে লেখা বাক্য উভয় সৃষ্টিকারী এবং শক্তিশালী!

আর এর ব্যাখ্যা শুধুমাত্র স্বীকৃত হবে এর দ্বারা যে ঈশ্বর আমাদের এ পুস্তক দিয়েছেন যেন তিনি তাঁর ইচ্ছা আমাদের কাছে বলতে পারেন।

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

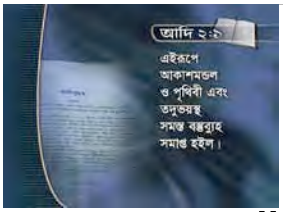

22

(পদঃ আদি ২:১)
“এইরূপে আকাশমন্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল।”
আদি ২ঃ১।

23

ছয় দিনে সৃষ্টিকর্ত্তা এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন- সব গুল্ম, বৃক্ষ, ফুল এবং ঝরনা নদী-নালা।

24

তিনি সুন্দর সূর্য্যকিরণ এবং অপূর্ব সূর্যাস্তের আভা ও আমাদের উপভোগের জন্য রাত্রিতে চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলো দিয়েছেন।

25

সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে, তিনি দুজন নিঃস্পাপ সিদ্ধ মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। নির্মাতা তাঁর নিজের প্রতিমুর্ত্তিতে তাদের সৃষ্টি করেছিলেন। কি মহান মর্যাদা! এ পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থ সব কিছুর উপর কর্ত্তৃত্ব করার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল!

26

(পদঃ আদি ১:২৭)“পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূত্তির্তে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।” আদি ১:২৭

27

কিন্তু, ঈশ্বরের কাজ এখনো শেষ হয়নি। তিনি আর একটি জিনিষ করতে চান। আসুন আমরা মন দিয়ে শুনি, সৃষ্টির সপ্তম দিনে কি হয়েছিল সে সম্পর্কে বাইবেল কি বলেঃ

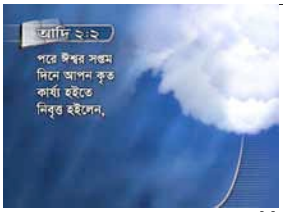

28

(পদঃ আদি ২:২-৪)পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপন কৃত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন,

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

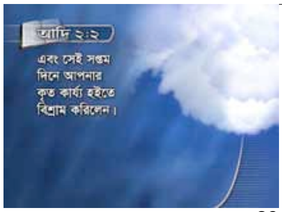

29

এবং সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।

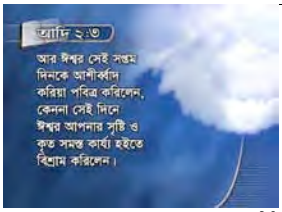

30

আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিনে ঈশ্বর আপনার সৃষ্টি ও কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।

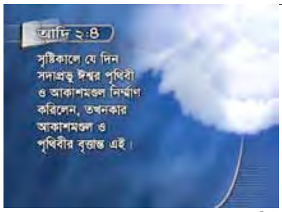

31

সৃষ্টিকালে যে দিন সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল নির্ম্মাণ করিলেন, তখনকার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর বৃত্তান্ত এই।
আদি ২:২-৪ পদ।

32

শুধুমাত্র ঈশ্বর কিছু পবিত্র করতে পারেন এবং বাইবেল বলে যে, ঈশ্বর সপ্তম দিনকে পবিত্র করে আর্শীব্বাদ করলেন।

33

আশীর্ব্বাদ করার অর্থ পবিত্র কাজের জন্য পৃথক করা। ঈশ্বর বিশ্রামবারকে অন্য দিন থেকে পৃথক করেছেন। এ দিনকে তিনি পবিত্র করে পৃথক রেখেছিলেন--শুধুমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যে উৎস্বর্গীকৃত করেছেন।

অনেক লোক মনে করে দিনের মধ্যে পার্থক্য কি? এ উদাহরণটি হয়তো বুঝতে সাহায্য করবে।

34

বিবাহের দ্বারা এক জন নারীকে একজন পুরুষের জন্য আশীর্ব্বাদ বা পৃথক করে রাখা হয়। মনে করুন এটি আপনার বিবাহের দিন। আপনি খুব আনন্দিত। এবং অপেক্ষায় আছেন কখন এ দিনটি আসবে।

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

35

আরো মনে করুন আপনার স্ত্রীর ছয় জন বোন আছে। বিবাহের দ্বারা একজন নারী এবং এক পুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। তাকে পৃথক রাখা হয়েছে। সে আর সাত জনের মধ্যে নেই। সে আর্শীব্বাদকৃত নারী। বিবাহের মাধ্যমে তাকে তার স্বামীর জন্য আশীর্ব্বাদ করা হয়েছে।

36

বিবাহের পর যদি আপনার স্ত্রীর এক বোন বলে, “কি পার্থক্য আছে? সাত জনের এক জন হলেই হবে। সাত জনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই সকলেই সমান ভাল।” আপনি কি বলবেন? এতে কি কোন পার্থক্য আছে?

37

আপনি কি বলবেন, মা/বোন, কন্যার কাছে কি কোন পার্থক্য আছে? অবশ্যই আছে।
স্বামী হিসাবে আপনি বলবেন, “আমার ভার্য্যাকে মনোনীত করা হয়েছে, আর্শীব্বাদ করা হয়েছে পৃথক করা হয়েছে, এবং আমার জন্য কি তাকে সমর্পন করা হয়নি?
সুতরাং, ঈশ্বর শুধু মাত্র চব্বিশ ঘন্টা, সপ্তম দিনকে মনোনীত করলেন, পবিত্র করলেন, পৃথক রাখলেন এবং আশীর্ব্বাদ করলেন। বিশ্রাম বার পবিত্র ও আর্শীব্বাদের দিন। ঈশ্বরের ব্যাখ্যানুসারে, এটি আর কোন দিন নয়, সপ্তম দিন।

38

(পদঃ মার্ক ২ঃ ২৭, ২৮)এখানে খ্রীষ্ট যা বলেছেন, “বিশ্রামবার মনুষ্যের নিমিত্তই হইয়াছে, মনুষ্য বিশ্রামবারের নিমিত্ত হয় নাই;

39

সুতরাং মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের ও কর্ত্তা।” মার্ক ২ঃ ২৭,২৮

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

40

ঈশ্বর আমাদের বিশ্রামবার দিয়েছেন, যেন আমরা সময় নিয়ে স্মরণ করতে পারি যে আমরা ক্রমবিকাশের মাধ্যমে হইনি। ঈশ্বর মানুষকে এবং পৃথিবীর সব আশ্চর্য্য জিনিসগুলি ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

এ সময় হবে পবিত্র যখন মানুষ এবং তাঁর সৃষ্টিকর্ত্তা তাদের প্রেমের ও ধ্যানের মাধ্যমে প্রত্যেক সপ্তাহে পুনর্মিলীত হবে। প্রত্যেক সপ্তাহে মানুষ “স্মরণে রাখবে” যে ঈশ্বর পৃথিবী ও আকাশমন্ডল ছয় দিনে নির্ম্মাণ করেছেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছেন।

41

ঈশ্বর যখন তাঁর নিজের আঙ্গূল দিয়ে এ আজ্ঞা লিখেছেন তখন তিনি মানুষকে স্মরণ করতে বলেছেন। চতুর্থ আজ্ঞাটি হচ্ছে ঈশ্বরের পবিত্র আজ্ঞার মাঝখানে।

তিনি মানব জাতিকে এ দিন স্মরণ করতে বলেছেন, কারণ ছয় দিনে তিনি পৃথিবী, সমুদ্র এবং জলের ফোয়ারা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

42

বিশ্রামবারকে যদি সৃষ্টির স্মারকরূপে সর্ব্বদা মনে রাখতে হয়, তবে আজকে কোন বিবর্তনবাদী, নাস্তিক এবং সন্দেহবাদীর জন্ম হত না।

তারা প্রত্যেক সপ্তাহে তাদের অতীত এবং সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্মরণ করত।

পৃথিবীতে পাপের বৃদ্ধির ফলে মানুষ ভুলে গেছে তারা কোথা থেকে এসেছে, কেন তারা এখানে এবং কোথায় তারা যাচ্ছে। তারা আরো ভুলে গেছে যে তাদের কি ভাবে জীবন যাপন করতে হবে।

43

(ভিডিওঃ ১০ সেকেন্ড)

মোশির সময় কাল পর্য্যন্ত, ইস্রায়েল লোকেরা ঈশ্বর সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়েছিল।

তারা মানুষের তৈরী প্রতিমা পূজায় নিমজ্জীত ছিল।

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

44

(ভিডিও: ৭ সেকেন্ড)
ঈশ্বর তাদের আশ্চর্য্যভাবে শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন এবং প্রান্তরের মধ্য দিয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশে পরিচালিত করেছিলেন।
প্রান্তরে বিশ্রামবার, যা তিনি পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম সপ্তাহে সৃষ্টি করেছিলেন সে বিষয় শিক্ষা দেবার জন্য দুটি জিনিস করেছিলেন।

45

(ভিডিও: ১০ সেকেন্ড)
প্রথমে ঈশ্বর তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি তাদের যত্ন নেন এবং তিনি তাদের মিসর থেকে বের করে এনেছিলেন। তারা যথেষ্ট খাবার আনতে পারেনি। সুতরাং তারা বচসা করেছিল কারণ তাদের খাবার শেষ হয়ে গিয়েছিল।
মনে হয়েছিল, ঈশ্বর যে সব আশ্চর্য্য কাজ করেছেন এবং তাদের প্রতি দয়া করেছেন সেগুলি তারা মনে রাখেনি, কিন্তু প্রেমময় ঈশ্বর তাদের জন্য খাবার দান করলেন।

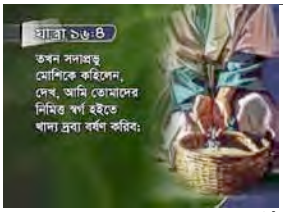

46

(পদ: যাত্রা ১৬:৪,৫)
"তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদের নিমিত্ত স্বর্গ হইতে খাদ্য দ্রব্য বর্ষণ করিব;

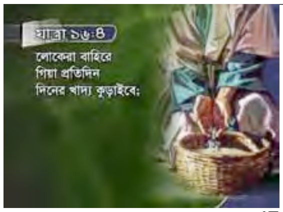

47

লোকেরা বাহিরে গিয়া প্রতিদিন দিনের খাদ্য কুড়াইবে;

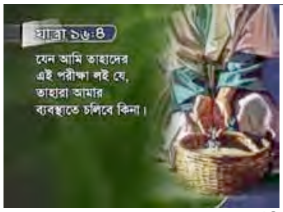

48

যেন আমি তাহাদের এই পরীক্ষা লই যে, তাহারা আমার ব্যবস্থাতে চলিবে কিনা।
যাত্রা ১৬:৪
এখানে "খাদ্যকে" কে নাম দেয়া হয়েছিল "মান্না"।

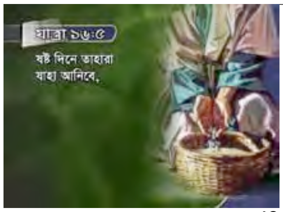

49

ষষ্ট দিনে তাহারা যাহা আনিবে,

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

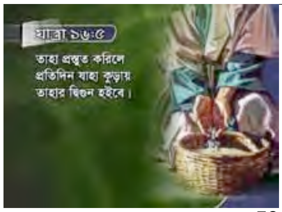

50

তাহা প্রস্তুত করিলে প্রতিদিন যাহা কুড়ায় তাহার দ্বিগুন হইবে। যাত্রা ১৬:৫

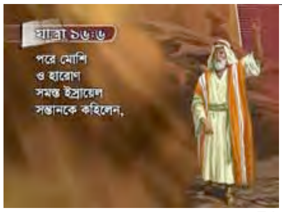

51

(পদ: যাত্রা ১৬:৬)
“পরে মোশি ও হারোণ সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানকে কহিলেন

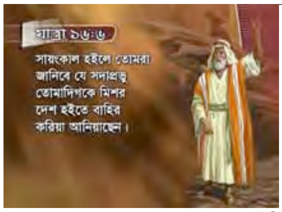

52

সায়ংকাল হইলে তোমরা জানিবে যে সদাপ্রভু তোমাদিগকে মিশর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন।” যাত্রা ১৬:৬

53

(ভিডিওঃ ১৬ সেকেন্ড)
রাত্রে মান্না শিশিরের মত পড়ত। সকালে শিশির বাষ্প হয়ে গেলে পর মান্না ভুমিতে দেখা যেত।
লোকেরা প্রত্যুশেষ গিয়ে সেগুলি সংগ্রহ করত। মান্না দুপুর হলে আর দেখা যেত না। কিন্তু, লক্ষ করুন সপ্তাহের ষষ্ট দিনে কি ঘটনা ঘটতো।

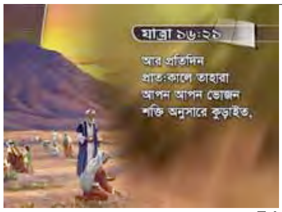

54

(পদ: যাত্রা ১৬:২১, ২২)আর প্রতিদিন প্রাত:কালে তাহারা আপন আপন ভোজন শক্তি অনুসারে কুড়াইত,

55

কিন্তু প্রখর রৌদ্র হইলে তাহা গলিয়া যাইত।

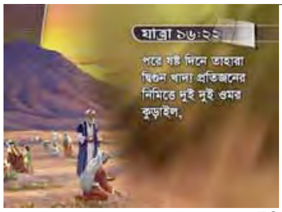

56

পরে ষষ্ট দিনে তাহারা দ্বিগুন খাদ্য প্রতিজনের নিমিত্তে দুই দুই ওমর কুড়াইল,

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

57

আর মন্ডলীর অধ্যক্ষেরা সকলে আসিয়া মোশিকে জ্ঞাত করিলেন।

58

(পদঃ যাত্রা ১৬:২৩)
“তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন সদাপ্রভু তাহাই বলিয়াছেন; কল্য বিশ্রাম পর্ব্ব, সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র বিশ্রামবার;

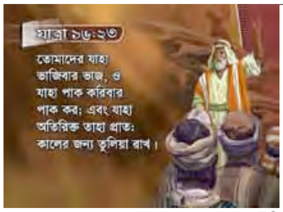

59

তোমাদের যাহা ভাজিবার ভাজ, ও যাহা পাক করিবার পাক কর; এবং যাহা অতিরিক্ত তাহা প্রাত:কালের জন্য তুলিয়া রাখ। যাত্রা ১৬: ২৩

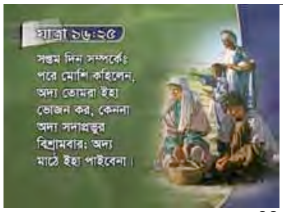

60

(পদঃ যাত্রা ১৬: ২৫,২৬)
সপ্তম দিন সম্পর্কেঃ “পরে মোশি কহিলেন, অদ্য তোমরা ইহা ভোজন কর, কেননা অদ্য সদাপ্রভুর বিশ্রামবার; অদ্য মাঠে ইহা পাইবেনা।

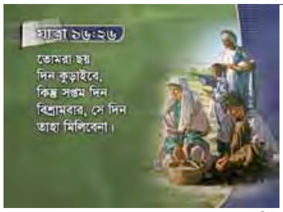

61

তোমরা ছয় দিন কুড়াইবে, কিন্তু সপ্তম দিন বিশ্রামবার, সে দিন তাহা মিলিবেনা।” যাত্রা ১৬:২৫, ২৬

62

ঈশ্বর যা বলেছিলেন, অধিকাংশ লোক তা শুনেছিল, কিন্তু কেহ কেহ বিশ্রামবারে মান্না কুড়াইতে গেল। ঈশ্বর তাদের কি বলেছিলেন তা লক্ষ করুন!

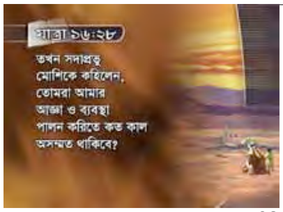

63

(পদঃ যাত্রা ১৬: ২৮-৩০)“তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তোমরা আমার আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন করিতে কত কাল অসম্মত থাকিবে?”

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

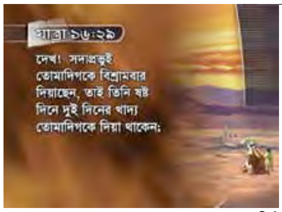

64

দেখ! সদাপ্রভুই তোমাদিগকে বিশ্রামবার দিয়াছেন, তাই তিনি ষষ্ঠ দিনে দুই দিনের খাদ্য তোমাদিগকে দিয়া থাকেন;

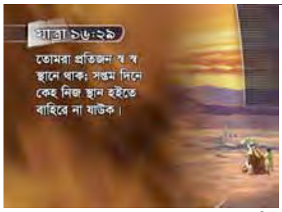

65

তোমরা প্রতিজন স্ব স্ব স্থানে থাক; সপ্তম দিনে কেহ নিজ স্থান হইতে বাহিরে না যাউক।

66

তাহাতে লোকেরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিল।" যাত্রা ১৬:২৮-৩০

67

বিশ্রামবার ঈশ্বর সৃষ্টির সময় স্থাপন করেছিলেন এবং ঈশ্বরের লোকেরা সিনয়ে আসার পূর্বেই বিশ্রামবার পালন করত, যেখানে ঈশ্বর দশ আজ্ঞা প্রদান করেছিলেন।

68

যাত্রার তৃতীয় মাসে ঈশ্বর লোকদের সীনয় পর্বতে এনেছিলেন এবং সেখানে তিনি মোশির সঙ্গে দেখা দেন ও লোকদের জন্য বার্তা দেন:

69

(পদ: যাত্রা ১৯:৫,৬)

"এখন যদি তোমরা আমার রবে অবধান কর ও আমার নিয়ম পালন কর,

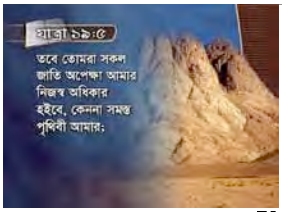

70

তবে তোমরা সকল জাতি অপেক্ষা আমার নিজস্ব অধিকার হইবে, কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার;

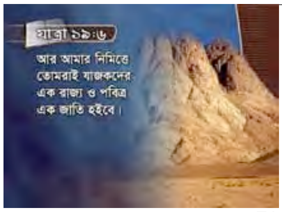

71

আর আমার নিমিত্তে তোমরাই যাজকদের এক রাজ্য ও পবিত্র এক জাতি হইবে।

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

72

এই সকল কথা তুমি ইস্রায়েল সন্তানদিগকে বল।” যাত্রা ১৯: ৫,৬

73

ঈশ্বর লোকদের জন্য এক উদার আহ্বান জানালেন। যদি তাঁর লোকেরা তার ব্যবস্থা ও আজ্ঞা পালন করে, তবে তারা এক বিশেষ লোক ও জাতি হবে।

আজ্ঞার মধ্যে একটি আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে তাঁর লোকেরা সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভুলে যাবে না। এমন কি এটি শুরু হয়েছে এই শব্দ দিয়ে, স্মরণ করিয়া,

74

(পদ: যাত্রা ২০:৮-১১)
“তুমি বিশ্রাম দিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও। ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য্য করিও।

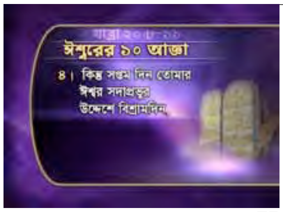

75

কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন,

76

সে দিন তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা, কি তোমার দাস কি দাসী

77

কি তোমার পশু, কি তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্ত্তী বিদেশী, কেহ কোন কার্য্য করিও না।

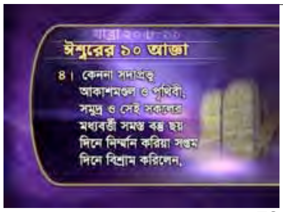

78

কেননা সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্ম্মান করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন,

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

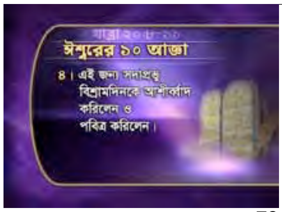

79

এই জন্য সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও পবিত্র করিলেন।" যাত্রা ২০: ৮-১১

80

দশটি আজ্ঞার মধ্যে বিশ্রামবার হচ্ছে কেন্দ্র বিন্দু অথবা হৃৎপিণ্ড। বিশ্রামবার সৃষ্টির স্মারক। এর বয়ষ পৃথিবীর বয়ষের সমান। ঈশ্বরের লোকেরা যদি তাঁর সৃষ্টির স্মারক স্মরণে রাখে এবং তাঁর বাধ্য থাকে তবে তিনি তাদের জন্য অনেক আশির্ব্বাদ প্রতিজ্ঞা করেছেন।

81

(পদঃ যিশাইয় ৫৮: ১৩, ১৪)
"তুমি যদি বিশ্রামবার হইতে আপন পা ফিরাও, যদি আমার পবিত্র দিনে নিজ অভিলাষের চেষ্টা না কর, যদি বিশ্রামবারকে আমোদায়ক,

82

ও সদাপ্রভুর পবিত্র দিন কে গৌরবান্বিত কর, এবং তোমার নিজ কার্য্য সাধন না করিয়া,

83

নিজ অভিলাষের চেষ্টা না কর এবং নিজ কথা না বল,

84

তবে তুমি সদাপ্রভুতে আমোদিত হইবে . . .।" যিশাইয় ৫৮: ১৩,১৪
মানুষ যদি সৃষ্টির স্মারক স্মরণে রাখত, তবে আনেক সমস্যার সম্মুখিন হোত না--ঈশ্বরকে ভুলে যাওয়া, অর্থহীন জীবন, পরিচয় দানের সমস্যা--সবই সমাধান হয়ে যেত। কোন বিবর্তনবাদী থাকতনা।

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

85

(ভিডিওঃ ৮ সেকেন্ড)
কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঈশ্বরের লোকেরা ভুলে গেছে। তারা তাঁকে পবিত্র দিনে উপসনা করতে ভুলে গেছে এবং

86

অনেক পুর্বেই তারা পাথর এবং কাঠের তৈরী প্রতিমার উপসনা শুরু করেছিল। তারা তাদের অস্তিত্বের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিল।

87

ঈশ্বরের ভাব্বদী পুনরায় যখন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বললেন তখন শাব্বাথ পালনের পুনরজাগরণ দেখা গেল।
যিশাইয় জোর দিয়ে বলেছেন যে শাব্বাথ কখনো যিহুদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

88

শাব্বাথ যিহুদী জাতির কাছে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।
ঈশ্বর কখনো চাননি যে এ আশীর্ব্বাদ শুধু একটি জাতির মধ্যে সীমিত থাকুক।

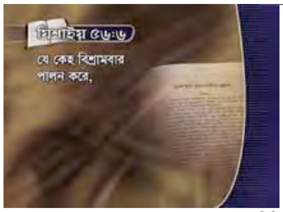

89

(পদঃ যিশাইয় ৫৬:৬,৭)তিনি সকলকে, সর্ব্ব স্থানে স্মরণ করতে এবং তাঁর সঙ্গে বিশ্রামদিন পালন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। "যে কেহ বিশ্রামবার পালন করে, অপবিত্র করে না,

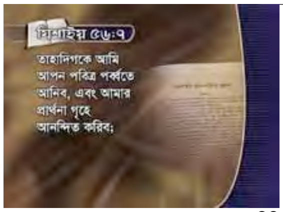

90

তাহাদিগকে আমি আপন পবিত্র পর্ব্বতে আনিব, এবং আমার প্রার্থনা গৃহে আনন্দিত করিব;

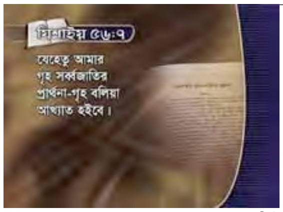

91

যেহেতু আমার গৃহ সর্ব্বজাতির প্রার্থনা-গৃহ বলিয়া আখ্যাত হইবে।"
যিশাইয় ৫৬:৬,৭

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

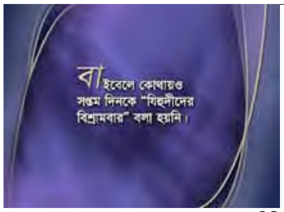

92

বাইবেলে কোথায়ও সপ্তম দিনকে “যিহুদীদের বিশ্রামবার” বলা হয়নি ।যীশু এ বিষয়টি পরিস্কার করে দিয়েছেন যখন তিনি বলেছেনঃ

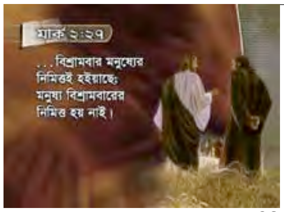

93

(পদ: মার্ক ২:২৭)
“. . . বিশ্রামবার মনুষ্যের নিমিত্তই হইয়াছে; মনুষ্য বিশ্রামবারের নিমিত্ত হয় নাই।”
মার্ক ২:২৭

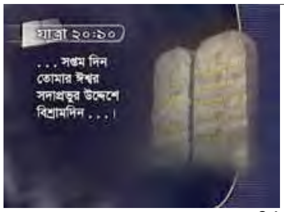

94

(পদ: যাত্রা ২০:১০)
ঈশ্বর বলেছেন, “. . . সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন . . .।”
যাত্রা ২০:১০

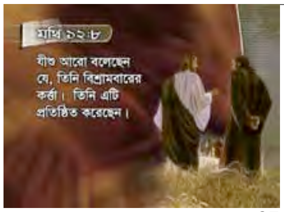

95

(পদ: মথি ১২:৮)
যীশু আরো বলেছেন যে, তিনি “বিশ্রামবারের কর্ত্তা।” (মথি ১২:৮) তিনি এটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

96

(পদঃ প্রকাশিত ১:১০)
সে জন্য যোহন বলেছেন, “সদাপ্রভুর দিন।” প্রকাশিত ১:১০
বিশ্রামবার সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির স্মারক এর চেয়ে অধিক কিছু । এটি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এক চিহ্ন।

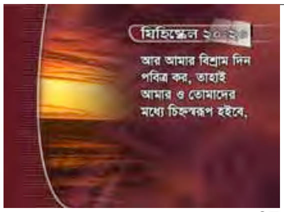

97

(পদ: যিহিস্কেল ২০:২০)
“আর আমার বিশ্রাম দিন পবিত্র কর, তাহাই আমার ও তোমাদের মধ্যে চিহ্নস্বরূপ হইবে,

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

98

যেন তোমরা জানিতে পার যে, আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু। যিহিষ্কেল ২০;২০

যিনি সৃষ্টির সপ্তাহে শাব্বাথকে পবিত্র করেছিলেন, সেই একই ঈশ্বর পাপী মানুষকে পবিত্র করেন। আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তাই আমাদের ত্রাণকর্ত্তা!

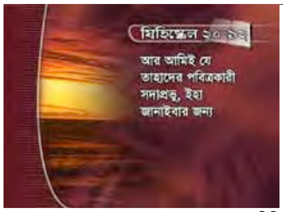

99

(পদঃ যিহিস্কেল ২০:১২)

“আর আমিই যে তাহাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু, ইহা জানাইবার জন্য

100

আমার ও তাহাদের মধ্যে চিহ্নস্বরূপে আমার বিশ্রামদিন সকলও তাহাদিগকে দিলাম।”

যিহিস্কেল ২০:১২

101

(ভিডিওঃ ১২ সেকেন্ড)পৃথিবীতে পাপ আসার পূর্বে বিশ্রামবার স্থাপন করা হয়েছিল এবং পৃথিবী থেকে পাপ সম্পূর্ণ ধ্বংশ করার পরেও পালন করা হবে।

102

(পদঃ যিশাইয় ৬৬:২২,২৩)

“কারণ আমি যে নূতন আকাশমণ্ডল ও নূতন পৃথিবী গঠন করিব, তাহা যেমন আমার সম্মুখে থাকিবে,

103

তেমনি তোমাদের বংশ ও তোমাদের নাম থাকিবে,ইহা সদাপ্রভু কহেন।

104

আর প্রতি অমাবস্যায় ও প্রতি বিশ্রামবারে

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

105

সমস্ত মর্ত্ত্য আমার সম্মুখে প্রনিপাত করিতে আসিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।”যিশাইয় ৬৬:২২,২৩

106

(ভিডিওঃ ৬ সেকেন্ড) অনন্তকাল ব্যাপী ঈশ্বরের লোকেরা তাদের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং ত্রাণকর্ত্তার সম্মানার্থে বিশ্রামদিন পালন করবে। বিশ্রামদিন যদি পাপ আসার পূর্বে পালিত হয় এবং নূতন পৃথিবীতেও পালিত হবে, তবে বর্তমানেও ঈশ্বরের লোকদের পালন করা কি উচিত নয়

107

যদি আপনাদের ঈশ্বর এবং বিশ্রামবার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকে, তবে আমরা দেখতে পারি যীশু এ বিষয় কি করছেন।

108

যীর বিশ্রামবারে কি করেছেন সে বিষয় লূক বলেঃ

109

(পদঃ লূক ৪:১৬)
(ভিডিওঃ ৩ সেকেন্ড) “আর তিনি যেখানে পালিত হইয়াছিলেন, সেই নাসারতে উপস্থিত হইলেন,

110

এবং আপন রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজ গৃহে পৃবেশ করিলেন, ও পাঠ করিতে দাঁড়াইলেন। লূক ৪:১৬ বাইবেল বলে এটি ছিল যীশুর রীতি।

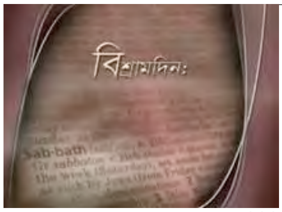

111

ওয়েবষ্টারস ডিক্‌শনারী বলে, “ শাব্বাথ;

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

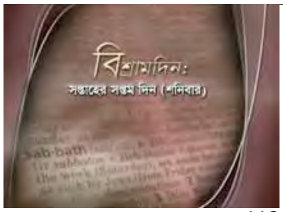

112

সপ্তাহের সপ্তম দিন (শনিবার)ওয়েবষ্টারস্ নিউ ওয়ার্ল্ড ডিক্শনারী, দ্বিতীয় কলেজ সংস্কারণ

113

(ভিডিওঃ ৯ সেকেন্ড)আদম ও মোশির মধ্যবর্তী সময় কালে যদি দিনটির পরিবর্তন হ'তো বা ভুলে যেত তা হ'লে ঈশ্বর সিনয়ে যখন দশ আজ্ঞা লিখেছিলেন তখন তিনি সেটি সংশোধন করে দিতেন।

114

(ভিডিওঃ ১১ সেকেন্ড)মোশী ও যীশুর মধ্যবর্ত্তীকাল সময়ের মধ্যে যদি দিনটি হারিয়ে যেত, খ্রীষ্ট নিশ্চয়ই বিষয়টি শংশোধান করে দিতেন।

115

(ভিডিওঃ ৯ সেকেন্ড)শিষ্যদের জীবন কালেও যদি কোন পরিবর্ত্তন হোত, তবে নিশ্চয়ই তারা এ বিষয় লিখতেন।

116

(ভিডিওঃ ৯ সেকেন্ড)অবশ্যই, যিহুদীরা, যারা সময়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখতেন, তারা এখনও সপ্তম দিন বা শনিবার উপাসনা করে থাকে।

117

(ভিডিওঃ ১৯ সেকেন্ড) এ পৃথিবীতে যীশু যখন ছিলেন তখন বিশ্রামবার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হয়নি।

শুধুমাত্র প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি কেমন করে পালন করেন।

রব্বিরা বিশ্রামবার পালনকে কঠিন দুর্বহ নিয়ম কানুন স্থাপনের দ্বারা বিকৃত করেছিল।

যীশু চেষ্টা করেছিলেন মানুষের তৈরী নিয়ম মুছে ফেলে বিশ্রামদিন পালনের প্রকৃত অর্থ দেখাতে।

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

118

যখন লোকেরা বিশ্রামবার লঙ্ঘনের জন্য দোষারোপ করেছিল, কারণ তিনি সে দিনে সুস্থ্য করেছিলেন, তিনি উত্তর করেছিলেন,

119

(পদঃ মথি ১২:১২)
“. . . বিশ্রামবারে সৎ কর্ম্ম করা বিধেয়।” মথি ১২:১২

120

(ভিডিওঃ ১৮ সেকেন্ড)
বাইবেল বলে যে যীশু সুস্থ্য এবং সেবা করতেন-
বিশ্রামবার আমাদের পবিত্র করার জন্য, আমাদের মন্দ, কুসংস্কার ও স্বার্থপরতা থেকে স্বাধীন করে এবং মনে শান্তি আনে।
এটি আমাদের ঈশ্বরের প্রতিমুর্ত্তি পুনস্থাপন করে এবং আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে আবার ফিরে যেতে নির্দেশ করে।
এ কাজ করতে যীশু এসেছিলেন এবং তিনি যাবার পর তাঁর শিষ্যগণ এ কাজ করেছিল।

121

(ভিডিওঃ ১১ সেকেন্ড)
বিশ্রাম দিন পালনের অর্থ যীশুর অনুসারীগণ তার মৃত্যুর সময় প্রমান করেছিলেন।
এ সংকটের সময় যীশুর বন্ধুগণ ঈশ্বরের নির্দেশমত বিশ্রামবারের পূর্বে যীশুর শরীরে সুগন্ধি তেল মাখানো শেষ করেছিল।

122

(পদঃ লূক ২৩:৫৪-৫৬)
“সেই দিন আয়োজনের দিন, এবং বিশ্রামবারের আরম্ভ সন্নিকট হইতেছিল।

123

আর যে স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সহিত গালীল হইতে আসিয়াছিলেন, তাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সেই কবর, এবং কি প্রকারে তাঁহার দেহ রাখা যায় তাহা দেখিলেন;

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

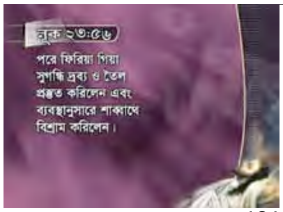

124

পরে ফিরিয়া গিয়া সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈল প্রস্তুত করিলেন এবং ব্যবস্থানুসারে শাব্বাথে বিশ্রাম করিলেন।” লূক ২৩:৫৪-৫৬

125

(ভিডিওঃ ৮ সেকেন্ড)
বিশ্রাম বারের পূর্ব দিনে তাদের প্রত্যাশা চূর্ণ হয়েছিল।
তারা যীশুকে ক্রুশে নির্ম্মমও নিষ্ঠুরভাবে মারতে দেখেছিল । তাদের আশা ও স্বপ্ন কবরের অন্ধকারে নিঃশেষ হয়েছিল। তারা চেয়েছিল যীশুর মৃত দেহে সুগন্ধি তেল মাখাতে।

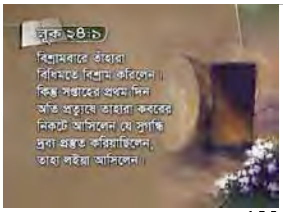

126

(পদঃ লূক ২৪:১)
“বিশ্রামবারে তাঁহারা বিধিমতে বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিন অতি প্রত্যুষে তাহারা কবরের নিকটে আসিলেন যে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া আসিলেন।” লূক ২৪:১

127

আসুন আমরা সেই স্মরণীয় তিন দিনের ঘটনাগুলির দিগে আলোকপাত করি।

128

১। শুক্রবারঃ যীশু মৃত্যুবরণ করেন; মহিলাগণ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করেছিল।

129

২। শনিবার (বিশ্রামদিন): যীশু কবরে বিশ্রাম করেন। তাঁর অনুসারীগণ বিশ্রাম করেছিল।

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

130

৩। রবিবার (সপ্তাহের প্রথম দিন)ঃ যীশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হন।

মহিলাগণ যীশুকে তেল মাখাতে এসেছিল।

এখানে কোন সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, যীশুর মৃত্যুকালে
কোন দিন বিশ্রামবার ছিল।

131

(পদঃ যোহন ১৯:৩০)
যীশু প্রস্তুতির দিনে ক্রুশে ঝুলন্ত ছিলেন এবং উচ্চরবে বলেছিলেন, "...সমাপ্ত হইল!..." যোহন ১৯:৩০

132

তাঁর পরিত্রাণ কার্য সমাপ্ত হয়েছিল। বিশ্রামবারে তিনি কবরে বিশ্রাম করেছিলেন।

133

(ভিডিওঃ ৬ সেকেন্ড) এবং রবিবার সপ্তাহের প্রথম দিনে উঠছিলেন।
এমন কি মৃত্যুতেও তিনি বিশ্রামদিন পালন করেছেন।
বিশ্রামবার তিনি কবরে বিশ্রাম করেন।
আমরা যদি ক্রুশের কাছে আসি তবে অনুভব করবো যে, সপ্তাহের ছয় দিন এক রকম নয়। কারণ বিশ্রামবারের গুরুত্ব হচ্ছে সৃষ্টিতে, সিনয়ে এবং স্বয়ং কালভেরীতে।

134

হ্যাঁ, সপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে আমরা কোনদিন পালন করি এটি গুরুত্বপূর্ণ। একজন খ্রীষ্টিয়ান লেখক জর্জ ভ্যান্ডেম্যান লিখেছেনঃ

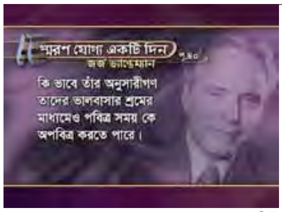

135

কি ভাবে তাঁর অনুসারীগণ তাদের ভালবাসার শ্রমের মাধ্যমেও পবিত্র সময় কে অপবিত্র করতে পারে।

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

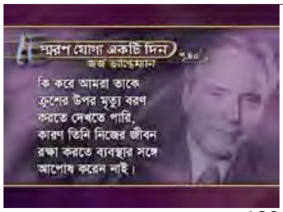

136

কি করে আমরা তাকে ক্রুশের উপর মৃত্যু বরণ করতে দেখতে পারি, কারণ তিনি নিজের জীবন রক্ষা করতে ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ করেন নাই।

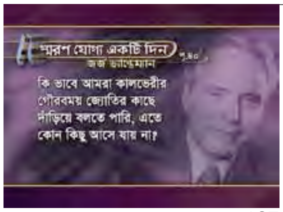

137

কি ভাবে আমরা কালভেরীর গৌরবময় জ্যোতির কাছে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, এতে কোন কিছু আসে যায় না?এ ডে টু রিমেম্বার, পৃঃ ৪০

138

সৃষ্টিকর্ত্তা বলেছেন, “স্মরণ করিয়া” তথাপি অনেকে ভুলে যায়। কিন্তু ঈশ্বরের বাসনা এটি ছিল না।যীশু চেয়েছিলেন খ্রীষ্টিয়ানগণ সর্ব্বদা বিশ্রামবার পালন করবে।

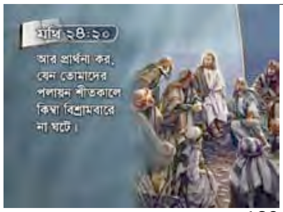

139

(পদঃ মথি ২৪:২০)
“আর প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পলায়ন শীতকালে কিম্বা বিশ্রামবারে না ঘটে।” মথি ২৪:২০

140

(ভিডিওঃ ৬ সেকেন্ড) যীশু চেয়েছিলেন যে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যখন যিরূশালেম ধ্বংশ হয় তখনও বিশ্রামবার পালন করা হবে!

141

(পদঃ প্রেরিত ১৭:১, ২)
নূতন নিয়ম সাক্ষ দেয় যে যীশুর পুনুরুত্থানের পর তাঁর অনুসারীগণ বিশ্রামদিন পালন করতঃ
“পরে তাঁহারা থিষলনীকীতে আসিলেন। সেই স্থানে যিহুদীদের এক সমাজ গৃহছিলঃ

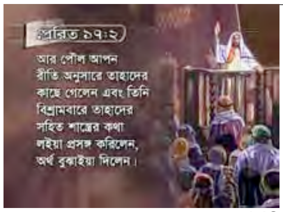

142

আর পৌল আপন রীতি অনুসারে তাহাদের কাছে গেলেন এবং তিনি বিশ্রামবারে তাহাদের সহিত শাস্ত্রের কথা লইয়া প্রসঙ্গ করিলেন, অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। প্রেরিত ১৭: ১,২অন্য এক বিশ্রামবারে পৌল যখন প্রচার করছিলেন, তখন কিছু বিজাতীয় লোকেরা একটি অনুরোধ নিয়ে এলোঃ

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

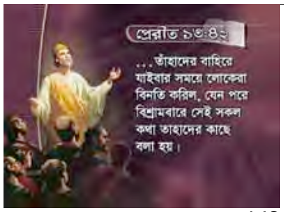

143

(পদঃ প্রেরীত ১৩:৪২, ৪৪)
“ . . . তাঁহাদের বাহিরে যাইবার সময়ে লোকেরা বিনতি করিল, যেন পরে বিশ্রামবারে সেই সকল কথা তাহাদের কাছে বলা হয়।

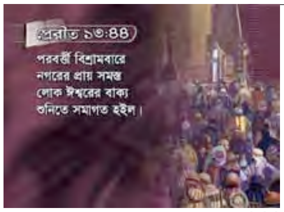

144

পরবর্ত্তী বিশ্রামবারে নগরের প্রায় সমস্ত লোক ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে সমাগত হইল।” (প্রেরীত ১৩:৪২,৪৪)

145

এমন কি, প্রেরিতের পুস্তক বলে পৌল ৪৮টি সভা বিশ্রামবারে করেছিলেন।

146

আদি থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্য্যন্ত বিশ্রামবার একটি স্বর্ণময় সংযোগ স্থাপন করেছে যা বনর্ণা দেয় যে, কে যীশুর দ্বিতীয় আগমনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত থাকবে।

147

পদঃ প্রকাশিত ১৪:১২)
“এস্থলে সেই পবিত্রগনের ধৈর্য্য দেখা যায়, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও যীশুর বিশ্বাস পালন করে।” প্রকাশিত ১৪:১২

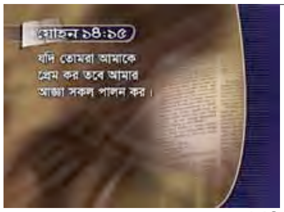

148

(পদঃ যোহন ১৪:১৫)
যীশু বলেছেনঃ “যদি তোমরা আমাকে প্রেম কর তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন কর।”
যোহন ১৪:১৫
এবং এর একটি আজ্ঞা আমাদের বলে “বিশ্রামদিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও।”

149

আমরা যদি প্রত্যেক সপ্তাহে সপ্তম দিন আমাদের ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তার উপসনা করি, তবে আমরা কখনো ভুলে যাব না যে আমরা কোথা থেকে এসেছি, কে আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং আমাদের পৃথিবীর পরিবেশ কে সৃষ্টি করেছেন।

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

150

আমরা যদি প্রতি সপ্তাহে বিশ্রামদিন পালন করি তবে আমরা কখনো অবাক হব না যে কারা সৌরমণ্ডলের রাজাধিরাজ ঈশ্বরের পুত্র এবং কন্যা।

151

আমরা কখনো বিস্মিত হবনা কি করে আমরা এখানে এসেছি,- আমরা এখানে, তার কারন তিনি আমাদের ঈশ্বর, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

152

স্মরণে রাখুন, সেই একই যীশু যিনি কালভেরীতে ক্রুশে আপনার আমার পাপের জন্য বিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি সেই হাত বারিয়ে আজ রাতে ডাক্ছেন, "আমার পশ্চাৎ আইস।"

153

আপনি কি আপনার সৃষ্টিকর্ত্তাকে এখন অনুসরণ করবেন?
আপনার জন্য যে বিশ্রামদিন তিনি দিয়েছেন তা স্মরণ করে, তাঁর আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা দেখাতে চান?
আপনি কি প্রতি সপ্তাহের সপ্তমদিনে তাঁর বিশ্রাম দিনে উপসনা করবেন?
আপনি কি বিশ্রামবার পালনের দ্বারা যীশু এবং প্রেরিতদের আদর্শ অনুসরণ করতে চান?

১১। ভালর জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন

154

বিশ্রামদিন পালনের অর্থ যে কোন একদিন উপসনা করা নয়। এ হচ্ছে যীশুকে অনুসরণ করা। এ হচ্ছে আদম এবং হবার সঙ্গে চলা যেমন করে তারা এদনে প্রথম বিশ্রামবার পালন করেছিল।

এ হচ্ছে ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতা যেমন ঈশ্বর মোশীকে বলেছিলেন, "বিশ্রামদিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও।"

এটি হচ্ছে যিশাইয়, যিরিমিয়, দানিয়েল এবং পুরাতন নিয়মের সব বিশ্বাসীবর্গের মত উপাসনা করা।

এ হচ্ছে প্রতি বিশ্রামবারে পিতর, যাকোব, ও যোহনের ন্যায় ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্ত্তার গৌরব করা।

এ হচ্ছে শেষ কালে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া যাদের কথা প্রকাশিত বাক্যে বর্ণনা করা, "যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে।"

আপনি কি বলবেন, "হ্যাঁ, যীশু আমি তোমার সঙ্গে থাকবো, আমি তোমাকে প্রথমে স্থান দেব। আমি সর্বপথে তোমাকে অনুসরণ করবো।"

এটি যদি আপনাদের বাসনা হয় তবে আপনাদের হাত তুলুন যখন আমরা প্রার্থনা করি।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

1

আপনার প্রতি এরূপ যেন না হয়।

2

পৌরানিক বা রূপকথা সহজেই সত্য বলে গ্রহন যোগ্যতা পায় যখন সেটি অনেক দিন যাবৎ বলা হয়। মাকড়সার কথা বলা যাক। প্রায় ৩৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটাল মাকড়সাকে ছ'পা প্রানীবলে শ্রেনীভুক্ত করেছিলেন।

তারপর বিশ শতাব্দি যাবৎ মানুষ বিশ্বাস করেছে যে মাকড়সার ছয় পা আছে। কেউই গুনে দেখার জন্য চিন্তাই করেনি। কথা হচ্ছে, প্রখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টোটালকে কে চ্যালেঞ্জ করবে?

কিন্তু, স্বনাম ধন্য জীব বিজ্ঞানী ল্যামার্ক মাকড়সার পা গুনেছিলেন। বলতে পারেন তিনি কয় টা পা গুনেছেন? আটটি! যে পৌরানিক শত শত বৎসর যাবৎ সত্য বলে শিক্ষা দিয়েছিল ধ্বংশ হয়ে গেল কারণ ল্যামার্ক গুনার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

3

খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীতে কি কোন ধর্ম্মিয় রূপকথা প্রবেশ করতে পারে? এমন কি হতে পারে না যে, আমরা ছয় বা আট পা বিশিষ্ট মাকড়সা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি?

লক্ষ লক্ষ লোক সপ্তাহের প্রথম দিন বিশ্বাস পূর্বক উপাসনা করে যে এটি বাইবেলে লেখা আছে। আমরা গত সভায় আবিস্কার করেছি যে সপ্তাহের সপ্তম দিন, শনিবার হচ্ছে ঈশ্বরের প্রকৃত বিশ্রাম দিন।

দুই হাজার বৎসর যাবৎ পাঠ্যপুস্তক যেমন ভুল শিক্ষা দিয়েছে যে মাকড়সার ছয় পা, ঠিক একেই ভাবে কোটি কোটি লোক বিশ্রামবার সম্পর্কে রূপ কথা গ্রহন করেছে।

আপনি এ বাইবেল শিক্ষা শুনছেন, কারণ আপনার হৃদয়ে সত্য জানার বাসনা আছে। আপনি জানতে চান, সত্যি করে ঈশ্বরের বাক্য কি বলে। ধর্ম্মিয় নেতারা কি বলে সে বিষয় আপনি নিশ্চয়ই আগ্রহী নন। আসুন গত সভায় যে বিষয় আলোচনা করেছি তা একটু পুনরালোচনা করি।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

4

(ভিডিওঃ ৮ সেকেণ্ড)
আমরা জেনেছি যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক সপ্তাহে বিশেষ দিন দিয়েছেন- বিশ্রামবার উপাসনা করবার জন্য যা আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ও তাঁর কার্য্যকে স্মরণ করে দেয়।
আমরা জেনেছি যে, বিশ্রামবার সপ্তাহের যে কোন দিন নয়, কিন্তু সপ্তাহের সপ্তম দিন।
আমরা আরো জেনেছি যে, বিশ্রামবার পৃথিবীর শেষ পর্য্যন্ত পালিত হবে এবং আমরা সষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে স্বর্গে পালন করব।

5

কিন্তু, আমরা যখন পৃথিবীর দিগে দৃষ্টি করি আমরা দেখতে পাই অনেক লোক এমন কি বেশীর ভাগ মানুষ সপ্তম দিনে ঈশ্বরের উপাসনা করেন না।

6

অনেকেই বাইবেলের ঈশ্বরের উপাসনা করে না, কিন্তু অন্য দেবতাদের উপাসনা করে।

7

কিন্তু যারা বাইবেলে উল্লেখিত ঈশ্বরের উপাসনা করে তবে, যে দিন তিনি পবিত্র করে পৃথক করেছেন সে দিন বাদ দিয়ে অন্য দিনে।
এর কারণ কি?
ঈশ্বর কি দিন পরিবর্তন করেছেন?
অন্য কোন ব্যক্তি দিন পরিবর্তন করেছে?
কেন এত লোক সপ্তম দিন বিশ্রাম বার পালনের পরিবর্তে রবিবারকে ঈশ্বরের দিন বলে পালক করে?

8

আমরা জেনেছি যে বাইবেল আমাদের বলে ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞার মধ্যে আমাদের এক বিশেষ চিহ্ন দিয়েছেনঃ

9

(পদঃ যিহিস্কেল ২০ঃ১২,২০)“আর আমিই যে তাহাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু, ইহা জানিবার জন্য

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

10

চিহ্ন স্বরূপ আমার বিশ্রামদিন সকলও তাহাদিগকে দিলাম . . .”

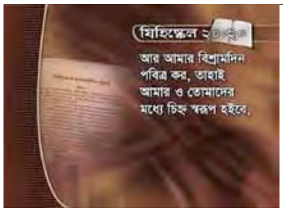

11

“আর আমার বিশ্রামদিন পবিত্র কর, তাহাই আমার ও তোমাদের মধ্যে চিহ্ন স্বরূপ হইবে,

12

যেন তোমরা জানিতে পার যে, আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু।”

13

(ভিডিওঃ ৪ সেকেণ্ড)
বাইবেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্য বহন করে যে ঈশ্বর বিশ্রামদিন স্থাপন করেছেন এবং বিশ্রামদিন হচ্ছে সপ্তাহের সপ্তম দিন।

বাইবেলের কোথায়ও উল্লেখ নাই যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের এবং তাঁর মধ্যে চিহ্ন স্বরূপ উপাসনার দিনটি পরিবর্তন করেছেন।

14

(ভিডিওঃ ১০ সেকেণ্ড)
আসুন আমরা আর একটিবার পুনর্আলোচনা করি যে বার্তা আমরা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যায়নের মাধ্যমে পেয়েছি।

ঈশ্বর যখন পৃথিবী নামক গ্রহ ও মানুষ সৃষ্টির কাজ শেষ করেন, তখন তিনি বিশ্রাম দিন সৃষ্টি করেন

15

যেন পৃথিবীর ইতিহাসব্যাপি তাঁর সৃষ্টির স্মারক রূপে সপ্তাহের সপ্তমদিন পালন করা হয় যা সৃষ্টির প্রথম সপ্তাহে করা হয়েছিল।

16

সিনয় পর্ব্বতে ঈশ্বর যখন তাঁর আজ্ঞা লিখেছিলেন, তখন তিনি বিশ্রামবার আজ্ঞাটি কেন্দ্র স্থলে রেখেছেন।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

17

(ভিডিওঃ ৫ সেকেণ্ড)এ আজ্ঞাটি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের অস্তিত্ব নিজে নিজে হয়নি।

18

ঈশ্বর মানুষকে সপ্তম দিন পালন করতে বলেছেন কারণ তিনি ছয়দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন

19

এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছেন। তাঁর আদেশ সমন্ধে ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে লোকদের বলেছেন যে যেন তারা এর সঙ্গে বিয়োগ বা যোগ না করে।

20

(পদঃ দ্বিঃবিবরণ ৪ঃ২)
“আমি তোমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করি, সেই বাক্যে তোমরা আর কিছু যোগ করিবে না, এবং তাহার কিছু হ্রাস করিবে না।

21

আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আদেশ করিতেছি, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেই সকল আজ্ঞা পালন করিবে।”দ্বিঃবিবরণ ৪ঃ২। ঈশ্বর তাদের আরো বলেছেনঃ

22

(পদঃ গীত ৮৯ঃ৩৪)
“আমি আমার নিয়ম ব্যর্থ করিব না, আমার ওষ্ঠনির্গত বাক্য অন্যথা করিব না।” গীত ৮৯ঃ৩৪

23

যীশু নিজেও তাঁর আজ্ঞা উচ্চে স্থাপন করার জন্য দৃঢ় ছিলেন।তিনি পর্ব্বতের দত্ত উপদেশের সময় বলেছিলেন যে, তিনি আজ্ঞা লুপ্ত করতে আসেননি কিন্তু পূর্ণ করতে এসেছেন।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

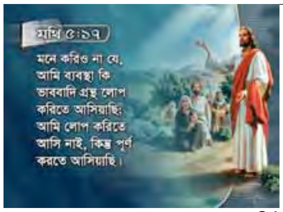

24

(পদঃ মথি ৫ঃ১৭-১৯)
তাঁর বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করুনঃ মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদি গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করতে আসিয়াছি।

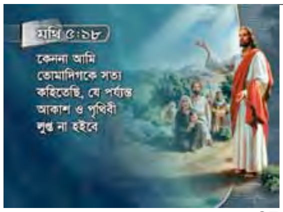

25

কেননা আমি তোমদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে

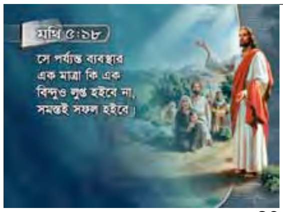

26

সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।

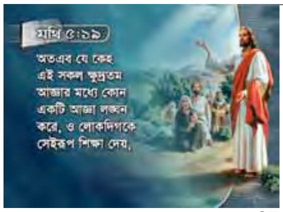

27

অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি আজ্ঞা লজ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়,

28

তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে . . .” মথি ৫ঃ১৭-১৯
যখন ঈশ্বর তাঁর লোকদের দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন তখন তিনি তাদের পরিস্কার ভাবে বলেছিলেন যে, কোন মানুষ যেন তার মুখ নির্গত পবিত্র নির্দেশ পরিবর্তন না করে।

29

যীশু নিজে আদর্শ স্থাপন করেছেন, তিনি এবং পিতা পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম সপ্তাহের যা পবিত্র করেছিলেন তার প্রতি তিনি সম্মান দেখিয়েছেন।

30

(পদঃ লূক ৪ঃ১৬)
“আর তিনি যেখানে পালিত হইয়াছিলেন, সেই নাসরতে উপস্থিত হইলেন, এবং আপন রীতি অনুসারে,

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

31

বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন, ও পাঠ করিতে দাড়াইলেন।” লূখ ৪ঃ১৬

32

ধর্মিয় নেতারা যখন যীশুর শিষ্যদের বিশ্রামদিন লজ্ঘন করার জন্য দোষারোপ করেছিল, তখন যীশু বলেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন দিনের কর্ত্তা।

33

(পদঃ মার্ক ২ঃ২৭,২৮)
“তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, বিশ্রামবার মানুষ্যের নিমিত্তই হইয়াছে, মনুষ্য বিশ্রামবারের নিমিত্ত হয় নাই;

34

সুতরাং মনুষ্যই বিশ্রামবারের কর্ত্তা।”মার্ক ২ঃ২৭,২৮

35

যীশু শুধু মাত্র বিশ্রামবারের প্রতি সম্মান দেখাননি কিন্তু তিনি তার শিষ্যদের প্রার্থনা করতে বলেছেন যেন তারা ভবিষ্যতে তাঁর পবিত্র দিন পালন করতে পারে।

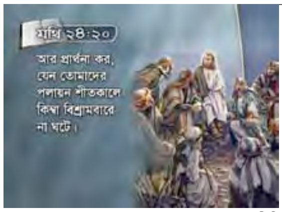

36

(পদঃ মথি ২৪ঃ২০)
আমরা এ আবেদন মথি ২৪ঃ২০ পদে পাইঃ “আর প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পালায়ন শীতকালে কিম্বা বিশ্রামবারে না ঘটে।”

37

যীশু এখানে তাঁর অনুসারীদের যিরুশালেম থেকে পলায়নের কথা বলেছেন, যে ধ্বংশ কায

38

৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয়দের কর্ত্তৃক সংঘটিত হয়েছিল।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

39

তিনি যখন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি আশা করেছিলেন তাঁর অনুসারীগণ বিশ্রামবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রাখবে।

40

যিহুদীগণ মিসর থেকে যাত্রার পর ৩,৫০০ বৎসরেরও বেশী কাল যাবৎ সপ্তম দিন উপাসনা করে আসছে।তারা পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন, তারা সপ্তাহের সপ্তম দিন, শনিবার কে ভুলে যায় না যা ঈশ্বর উপাসনার জন্য পৃথক রেখেছেন।

41

এমন কি বইবেল যদি আমাদের একমাত্র তথ্যের উৎস হতো, তা হলেও আমরা বুঝতে সক্ষম হতাম যে কোন দিন সপ্তম দিন বা বিশ্রামবার।

আমরা যখন ক্রুশোরাপনের ঘটনা বর্ণনা করি, লূক লিখিত সুসমাচার আমাদের সে সপ্তাহের ঘটনাবলির সারসংক্ষেপ বলে দেয়।

খ্রীষ্ট শুক্রবার ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার পর যা হয়েছে, সে সমন্ধে বাইবেল বলেঃ

42

(পদঃ লূক ২৩ঃ৫৪-৫৬, ২৪ঃ১)

“সেই দিন আয়োজনের দিন, এবং বিশ্রামবারে আরম্ভ সন্নিকট হইতেছিল।”

43

আর যে স্ত্রীলোকেরা তাঁহার সহিত গালীতল হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সেই কবর, এবং কি প্রকারে তাঁহার দেহ রাখা যায়, তাহা দেখিলেন;

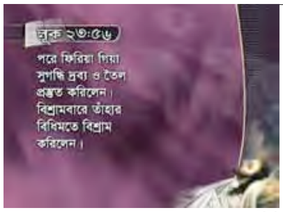

44

পরে ফিরিয়া গিয়া সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈল প্রস্তুত করিলেন। বিশ্রামবারে তাঁহার বিধিমতে বিশ্রাম করিলেন।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

45

কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিন অতি প্রত্যুষে তাহারা কবরের নিকটে আসিলেন,

46

যে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া আসিলেন। লূক ২৩ঃ৫৪-৫৬; ২৪ঃ১ পদ।

47

অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ানগণ খ্রীষ্টের মৃত্যু স্বরনার্থে পূন্য শুক্রবার (গুড ফ্রাইডে) উদ্‌যাপন করে। তারা খ্রীষ্টের পুনুরুত্থানের স্মরণে ইষ্টের সানডে পালন করে।

48

বাইবেল আমাদের বলে এর মাঝে হচ্ছে “দশ আজ্ঞা অনুসারে” বিশ্রামবার।

49

(ভিডিওঃ ৪ সেকেণ্ড)
যদিও লূক ক্রুশের অনেক বৎসর পরে লিখেছেন, তথাপি তিনি রবিবারকে সপ্তাহের প্রথম দিন উল্লেখ করেছেন।
আর সপ্তম দিনকে “বিশ্রামদিন” বলেছেন। বাইবেলের হিসাব অনুসারে এ দুদিনকে সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক করেছেন।

50

এমন কি, ক্রুশের ঘটনার অনেক বৎসর পরেও প্রেরিতগণ সপ্তমদিনে বিশ্রাম করেছে, উপাসনায় প্রচার করেছে।

51

(পদঃ প্রেরিত ১৩ঃ১৪,৪২,৪৪)
বাইবেল পৌল এবং তাঁর সহযোগীদের কথা বলে, যখন তারা আন্ত ীয়খিয়াতে গিয়েছিল তখন তারা “. . . বিশ্রামবারে সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিয়া বসিলেন।”

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

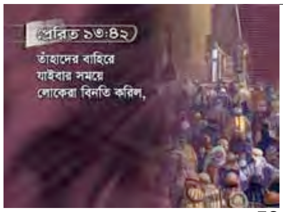

52

প্রেরিত ১৩ঃ১৪ পরে, “তাঁহাদের বাহিরে যাইবার সময়ে লোকেরা বিনতি করিল,

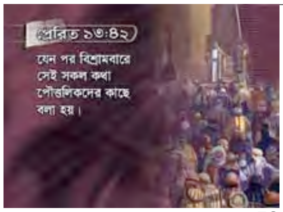

53

যেন পর বিশ্রামবারে সেই সকল কথা তাহাদের কাছে বলা হয়।”

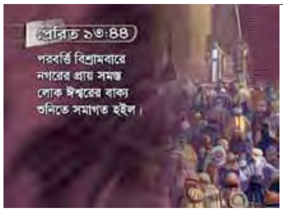

54

“পরবর্ত্তি বিশ্রামবারে নগরের প্রায় সমস্ত লোক ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে সমাগত হইল।”

প্রেরিত ১৩ঃ৪২,৪৪

পৌলের রীতি ছিল প্রতি বিশ্রামবারে ধর্মধামে উপসনা করা।

55

(প্রেরিত ১৮ঃ৪)

“প্রতি বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে কথা প্রসঙ্গ করিতেন, এবং যিহুদী ও গ্রীকদিগকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি দিতেন।

বাইবেলের এব সব ঘটনা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে খ্রীষ্ট এবং তাঁর শিক্ষায় উপসনার দিন কোন সময় পরিবর্ত্তন করেননি । এ প্রকার পরিবর্ত্তনের আদেশর কথা বাইবেলের কোন স্থানে উল্লেখ নেই!

56

নূতন নিয়মের কোন লেখকই বিশ্রামবারের পরিবর্ত্তনের কথা লিখেন নাই।

এরূপ একটি অতি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ের পরিবর্তন যদি হতো, তবে বাইবেলের নূতন নিয়মের প্রত্যেক পুস্তকে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে স্থান পেত!

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

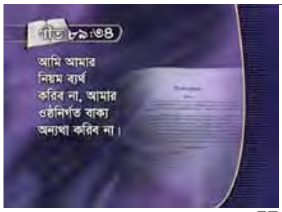

57

(পদঃ গীত ৮৯ঃ৩৪)
ঈশ্বর বলেছেন, “আমি আমার নিয়ম ব্যর্থ করিব না, আমার ওষ্ঠনির্গত বাক্য অন্যথা করিব না।” গীত ৮৯ঃ৩৪।
ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থা পরিবর্তন করেন নাই এবং কোন লোকের অধিকার নেই ঈশ্বরের ব্যবস্থার পরিবর্তন করে।
রবিবার পালনকারি অনেক বিজ্ঞজনেরা এ বিষয়টি স্বীকার করেন।

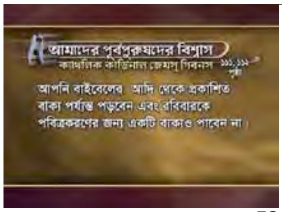

58

ক্যাথলিক কার্ডিনাল জেমস্ গিবনস্ কোন এক সময়ে লিখেছেন, “আপনি বাইবেলের আদি থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্য্যন্ত পড়বেন এবং রবিবারকে পবিত্রকরণের জন্য একটি ব্যক্যও পাবেন না।

59

শাস্ত্র ধর্মিয় উপসনার জন্য শনিবারকেই দাবি করে।দি ফেইথ অব আওয়ার ফাদারস্, ১১২ পৃষ্ঠা।

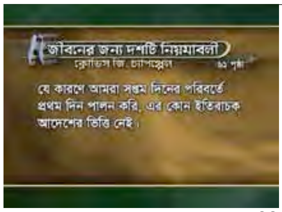

60

ক্লোভিস জি, চ্যাপপ্লেল, এক জন মেথডিষ্ট একই বিষয় উল্লেখ করে বলেন, “যে কারণে আমরা সপ্তম দিনের পরিবর্তে প্রথম দিন পালন করি, এর কোন ইতিবাচক আদেশের ভিত্তি নেই।
টেন রুলস্ ফর লিভিং, ৬১ পৃষ্ঠা।

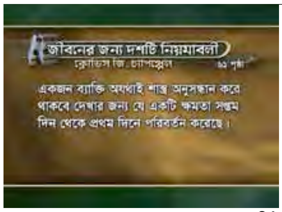

61

একজন ব্যাক্তি অযথাই শাস্ত্র অনুসন্ধান করে থাকবে দেখার জন্য যে একটি ক্ষমতা সপ্তম দিন থেকে প্রথম দিনে পরিবর্তন করেছে।টেন রুলস্ ফর লিভিং, ৬১ পৃষ্ঠা

62

বাইবেলে এমন কোন কিছু লেখা নেই যে, যীশু অথবা তাঁর শিষ্যগণ অন্য দিন পালন করেছেন বা শিক্ষা প্রদান করেছেন।
“তা হলো প্রশ্ন করতে পারেন, “তবে, কি ভাবে রবিবার পালন শুরু হ’ল?”

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

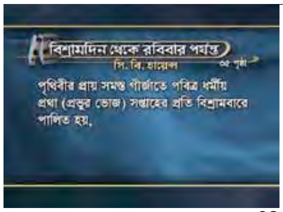

63

পঞ্চম শতাব্দির ইতিহাসবিদ সক্রেটেস স্কলাসটিকাস্ এর কাছ থেকে জানতে পারিঃ "পৃথিবীর প্রায় সমস্ত গীর্জাতে পবিত্র ধর্মিয় প্রথা (প্রভুর ভোজ) সপ্তাহের প্রতি বিশ্রামবারে পালিত হয়,

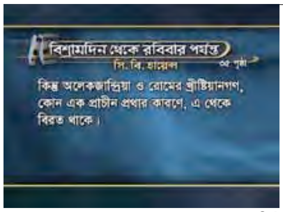

64

কিন্তু অলেকজান্দ্রিয়া ও রোমের খ্রীষ্টিয়ানগণ, কোন এক প্রাচীন প্রথার কারণে, এ থেকে বিরত থাকে।"ইলিজিয়াস্টিকাল হিষ্ট্রি, সি, বি, হায়েন্স উক্তি ব্যবহার করেছেন, ফ্রম শাব্বাথ টু সান্ডে, ৩৫ পৃষ্ঠা

65

অন্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন যে মধ্য যুগে অনেক মণ্ডলীর লোকেরা সপ্তমদিন বিশ্রামবার পালন করত এবং আধুনিক কালেও পৃথিবীব্যপি অনেক খ্রীষ্টিয়ানগণ পালন করে থাকে।

66

অনেক মণ্ডলীর ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে ৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৫ সালের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ভাবে পরিবর্ত্তন শুরু হয়। এ সময় দুটি তিক্ত এবং রক্তক্ষয়ী যিহুদীদের বিদ্রোহ রোমীয়দের কর্ত্তৃক চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।

67

যিহুদীদের বিরুদ্ধে রোমীয়দের ক্রমবর্ধমান শত্রুতা যিহুদী ও খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে দন্দের সূচনা করে, যিহুদী বিরুদ্ধ অসঙ্গত সাহিত্য উৎসাহিত করে যা সমগ্র রোমিয় সাম্রাজ্যে যিহুদী বিদ্ধেষী মনোভাবের সৃষ্টি করে।
খ্রীষ্টিয়ানগণ যিহুদীদের সঙ্গে পরিচয় রক্ষার জন্য সংবেদনশীল হতে থাকে।
যেহেতু বিশ্রাম দিন পালন যিহুদীদের সঙ্গে পরিচয় রক্ষা করে, তাই অনেক খ্রীষ্টিয়ানগণ এ নৈতিক বাধ্যবাধকতা কমিয়ে আনতে শুরু করে।

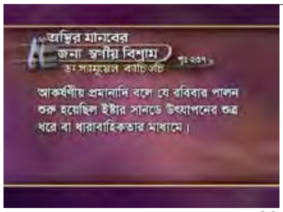

68

"আকর্ষণীয় প্রমানাদি বলে যে রবিবার পালন শুরু হয়েছিল ইষ্টার সানডে উৎযাপনের শুত্র ধরে বা ধারাবাহিকতার মাধ্যমে।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

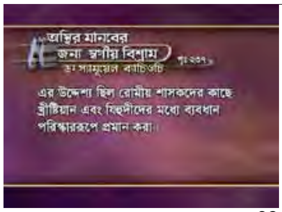

69

এর উদ্দেশ্য ছিল রোমীয় শাসকদের কাছে খ্রীষ্টিয়ান এবং যিহুদীদের মধ্যে ব্যবধান পরিস্কাররূপে প্রমান করা। ঐ, পৃঃ ২৩৭

70

এ ঘটনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, যে সব খ্রীষ্টিয়ানগণ রোমীয় সম্রাটের রাজধানীতে বাস করত তারা কি ভাবে বিশ্রামবার পালন না করে নিজেদের পৃথক রেখেছিল। তারা ছিল কেন্দ্র স্থলে ছিল যেখানে শত্রুতা ছিল সবচেয়ে প্রবল।

71

(ভিডিও ঃ ৭ সেকেণ্ড)
বিশেষ করে এটি বুঝতে সাহায্য করে যে তারা বিশ্রামবার পালন করতে লজ্জা বোধ করত, যা রোমীয়গণ ঘৃণার চোখে দেখতো, এর কারণ ছিল যে রোমে মণ্ডলী মূলতঃ পুতুল পূজারীদের দ্বারা গঠিত ছিল, যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

72

(পদঃ রোমীয় ১১ঃ১৩)
এটি একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার যে, পৌল কি ভাবে রোমীয় মণ্ডলীতে কথা বলেছিলেনঃ "হে পরজাতীয়েরা তোমাদিগের নিকট কথা কহিতেছি . . ." রোমীয় ১১ঃ১৩

73

এই খ্রীষ্টিয়ানগণ সবে মাত্র প্রতিমা পূজা থেকে ধর্মান্তরীত হয়েছিল, তারা যিহুদী খ্রীষ্টিয়ান, যারা সর্ব্বদা বিশ্রামদিন পালন করত তাদের ন্যায় বিশ্রাম দিন পালন করতে অভ্যস্থ ছিল না।

74

কিন্তু সপ্তাহের অন্যদিন বাদ দিয়ে কেন রবিবারকে মনোনীত করা হল?
এটি একটি ভাল প্রশ্ন?
রোমীয় সম্রাজ্যের লোকেরা অনেক অনেক বৎসর যাবৎ সূর্যের পূজা করত এবং রবিবার সূর্যের উপসনা করত।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

75

এমন কি রোমীয় সম্রাটগণ নিজেদের সূর্য্য দেবতা দাবী করত, তাদের মুদ্রায় সূর্যের ছাপ ছিল এবং তাদের প্রজাদের কাছ থেকে উপসনা দাবী করত।

অনেক ধর্মবিদগণ বিশ্বাস করে যে, মণ্ডলী দেখেছে যে প্রতিমা উপাসকদের সঙ্গে আপোষ করায় একটি সুবিধা রয়েছে। কিছু প্রতিমা পুজার রীতি নীতি গ্রহন করে প্রতিমা উপাসকগণ খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহন করে মনে করে তারা নিজেদের ঘরেই রয়েছে।

এটি আরও সম্রাজ্যের নাগরীকগণকে একটি সুবৃহৎ ধর্ম্মের সাথে মিলিত করে সম্রাজ্যের প্রতি উপকার করা হবে।

76

শত শত বৎসর যাবৎ রবিবার ছুটির দিন হিসাবে পালন করা হয়েছে কিন্তুর পবিত্র দিনরূপে নয়। তার পর উভয় দিনকেই পবিত্র বলে পালন করত।

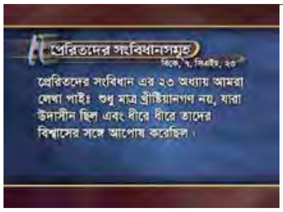

77

প্রেরিতদের সংবিধান এর ২৩ অধ্যায় আমরা লেখা পাইঃ "শুধু মাত্র খ্রীষ্টিয়ানগণ নয়, যারা উদাসীন ছিল এবং ধীরে ধীরে তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে আপোষ করেছিল।

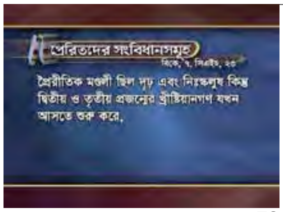

78

প্রৈরীতিক মণ্ডলী ছিল দৃঢ় এবং নিঃস্কলুষ কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের খ্রীষ্টিয়ানগণ যখন আসতে শুরু করে,

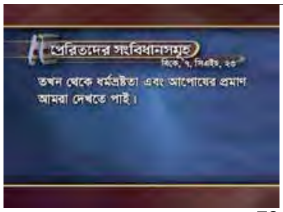

79

তখন থেকে ধর্মভ্রষ্টতা এবং আপোষের প্রমাণ আমরা দেখতে পাই।"

80

আর এ রকমে আপোষের ফলোশ্রুতিতে মার্চ ৭, ৩২১ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় সম্রাট কন্‌ষ্টেনটাইন প্রথম রবিবার আইন জন সাধারণের জন্য পাস করেন।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

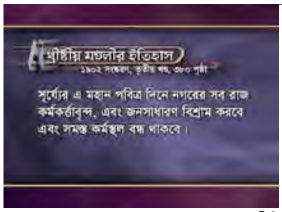
81

যেহেতু তিনি একজন প্রতিমা পূজক ছিলেন, তিনি আইন প্রণয়ন করেনঃ “সূর্য্যের এ মহান পবিত্র দিনে নগরের সব রাজ কর্মকর্ত্তাবৃন্দ, এবং জনসাধারণ বিশ্রাম করেব এবং সমস্ত কর্মস্থল বন্ধ থাকবে।

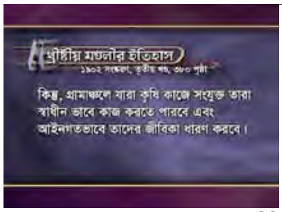
82

কিন্তু, গ্রামাঞ্চলে যারা কৃষি কাজে সংযুক্ত তারা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবে এবং আইনগতভাবে তাদের জীবিকা ধারণ করবে।”হিষ্ট্রি অব খ্রীষ্টিয়ান চার্চ, ১৯০২ সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা

83

এর পরের ধাপে লায়দেকীয় পরিষদের রোমীয় মণ্ডলী কর্ত্তক রবিবার পালন খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে তৈরী করে নেওয়া হয় ।এটি ছিল রবিবার পালন সম্পর্কীয় সর্ব প্রথম ধর্ম্মিয় আইন।

84

“সিলভেষ্টার, রোমের বিশপ ৩২৫ সালে দিনের শিরনাম পরিবর্তন করে “সদাপ্রভুর দিন” রাখেন।
--হিস্টোরিয়া ইক্‌লিসিয়াসটিকা, ৭৩৯ পৃষ্ঠা।
পরবর্তিকালে, ৩৬৪ সালে আর একটি লায়দেকীয় পরিষদে এই আইন তৈরী করা হয়ঃ

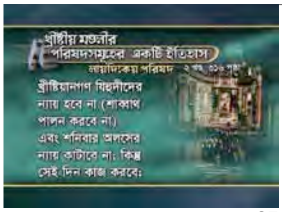
85

“খ্রীষ্টিয়ানগণ যিহুদীদের ন্যায় হবে না (শাব্বাথ পালন করবে না) এবং শনিবার অলসের ন্যায় কাটাবে না; কিন্তু সেই দিন কাজ করবে;

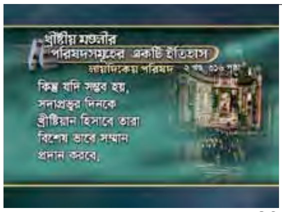
86

কিন্তু যদি সম্ভব হয়, সদাপ্রভুর দিনকে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে তারা বিশেষ ভাবে সম্মান প্রদান করবে,

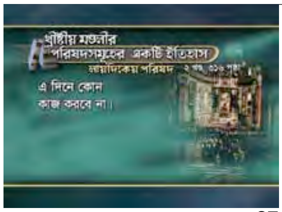
87

এ দিনে কোন কাজ করবে না।”হিষ্ট্রি অব দ্যা কাউন্সিলস্ অব দ্যা চার্চ, ২ খণ্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

88

তৎসত্ত্বেও, ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত খ্রীষ্টিয়ানগণ বিশ্রামবার পালন করেছে, যে কারণে পোপ জর্জ ক্রোধে জনসম্মুখে অভিযোগ করেছিলেনঃ

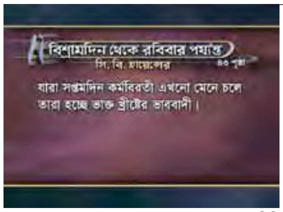

89

"যারা সপ্তমদিন কর্মবিরতী এখনো মেনে চলে তারা হচ্ছে ভাক্ত খ্রীষ্টের ভাববাদী।"
দ্যা ল অব সানডে সি, বি, হায়েন্সের উক্তি, শাব্বাথ ন্টু সান্‌ডে, ৩৪ পৃষ্ঠা

90

(ভিডিওঃ ৭ সেকেণ্ড)
স্মরণে রাখবেন, এখন যেমন প্রত্যেকের কাছে বাইবেল পাওয়া যায় তখন এমন ছিল না।
ধর্ম্মিয় শিক্ষা মুখে মুখে স্থানান্তর করা হ'তো ও স্বাধীন সভ্য/সভ্যাগণ শাস্ত্রীয় শিক্ষা ও সামাজিক রীতি নীতির মধ্যে খুব কমই পার্থক্য বুঝতে পারতো।

91

অবশেষে অধিকাংশ লোক খ্রীষ্ট ও তাঁর শিষ্যগণের কাছ থেকে সত্য অবগত হ'তো কয়েক শতাব্দী কেটে গেল,

92

এবং প্রেটেষ্ট্যান্ট সংস্কার এল এবং অনেক প্রথাও রীতিনীতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হ'লো যা ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষাসমূহ উচ্ছিন্ন করতো।

93

সংস্কারের প্রাধান চিৎকার ছিল, "বাইবেল এবং শুধু বাইবেলই আমাদের বিশ্বাসের একমাত্র মানদণ্ড।"

94

যেমন জন হাস্ এবং জিরম ও আরো অনেকে বাইবেলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য তাদের খুটির সঙ্গে বেধে জীবন্ত আগুনে পোড়ান হয়েছিল!

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

95

যাইহোক, ষষ্ট শতাব্দির পর বিশ্রামদিনের সত্য শিক্ষা প্রায় সুপ্ত অবস্থায় সমাজিক নীতির আড়ালে শত শত বৎসর যাবৎ গুপ্ত ছিল।অত্যন্ত অল্প লোকেরাই বাইবেলের শিক্ষা পরীক্ষা করত। বংশের পর বংশ যা পালন করেছে তারা তাই অনুসরণ করেছে, কখনও প্রশ্ন করেনি এটি কি সত্য না রূপ কথা বা কাল্পনীক।

96

আনেক সময় লোকেরা কোন প্রশ্ন ছাড়াই কোন কিছু গ্রহন করে। শত শত বৎসর যাবৎ লোকেরা বিশ্বাস করত যে পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র বিন্দু। তারা বিশ্বাস করত সুর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহ পৃথিবীর চারিপাশে ঘুড়ছে।

অবশ্য, কপারনিকাস্ ঈশ্বরের আকাশমণ্ডলকে পরিবর্তন করেননি। তিনি শুধু দীর্ঘ কাল যাবৎ অন্ধ বিশ্বাস যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না তা উৎঘাটন করেছিলেন। শুধুমাত্র অনেক দিন যাবৎ কোন কিছু বিশ্বাস করলেই তা সত্য হয় না।

বিশ্রামবারের পরিবর্তন কি করে হয়েছিল? আসুন আমরা ক্যাথলিক লেখকদের কয় একটি আশ্চার্য্য উক্তি শুনি, যে মণ্ডলী শনিবারের পরিবর্তে রবিবার করেছেঃ

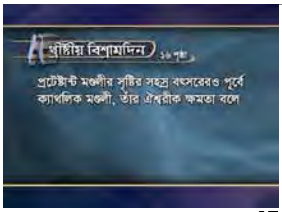

97

"প্রটেষ্টান্ট মণ্ডলীর সৃষ্টির সহস্র বৎসরেরও পূর্বে ক্যাথলিক মণ্ডলী, তাঁর ঐশ্বরীক ক্ষমতা বলে

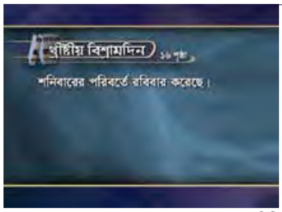

98

শনিবারের পরিবর্তে রবিবার করেছে।
দ্যা খ্রীষ্টিয়ান শাব্বাথ, ১৬ পৃষ্ঠা।

99

কন্ভার্টস্ ক্যাটেসিসম্, থেকে আমরা পড়িঃ

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

100

“প্রশ্নঃ কোন দিন বিশ্রাম দিন?

101

উত্তরঃ শনিবারই বিশ্রাম দিন।

102

প্রশ্নঃ কেন আমরা শনিবারের পরিবর্তে রবিবার পালন করি?

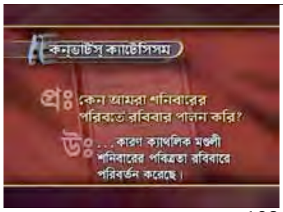

103

উত্তরঃ . . . কারণ ক্যাথলিক মণ্ডলী শনিবারের পবিত্রতা রবিবারে পরিবর্তন করেছে।এ পরিবর্তন লায়দেকীয়া পরিষদ কর্তৃক ৩৩৬ সালে করা হয়।

104

হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কেন ক্যাথলিক মণ্ডলী তার নিজের ইচ্ছায় ও খোলাখুলি স্বীকারোক্তির মাধ্যমে এ পরিবর্তনটি করল?এর আংশিক উত্তর হবে ক্যাথলিক মণ্ডলীর ক্ষমতা বলে তারা সমাজিক রীতি অনুসারে পরিবর্তনটি করেছে।

105

মণ্ডলী সংস্কারের প্রাথমিক সময়ে সংস্কারক এবং ক্যাথলিক মণ্ডলীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল রীতি নীতির উপর মণ্ডলীর ক্ষমতা। মার্টিন লূথার যখন ঘোষণা করলেন যে তিনি শুধুমাত্র বাইবেল এবং বাইবেলই অনুসরণ করবেন। এর দ্বারা তিনি ক্যাথলিক মণ্ডলীর অনেক অনুষ্ঠান, আচার আচারণ যা শুধু মাত্র সামাজিক রীতিনীতির উপরে ভিত্তি করে স্থাপিত হয়েছিল তার প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

106

এমন কি, ট্রেন্টের পরিষদ আহবান করা হয়েছিল শুধু মাত্র এ সিদ্ধান্ত গ্রহন করার জন্য যে, ক্যাথলি মণ্ডলী বাইবেলের সনেট সম্পর্ক রেখে সামাজি রীতি নীতি সমন্ধে কোন অবস্থান গ্রহন করবে।

অবশেষে প্রশ্নের সমাধান হয়েছিল।

এইচ, এইচ হল্টস্ম্যান (ঐ.ঐ. ঐড়ষ্ঃসধহ) কত্তৃক লেখা, একটি বক্তৃতার সারাংশ লক্ষ করুন, যা জোয়ারকে উল্টে দিয়েছিলঃ

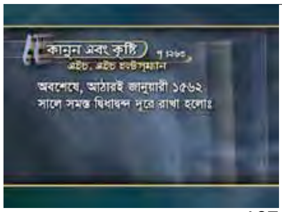

107

"অবশেষে, আঠারই জানুয়ারী ১৫৬২ সালে সমস্ত দ্বিধাদন্দ দূরে রাখা হলোঃ

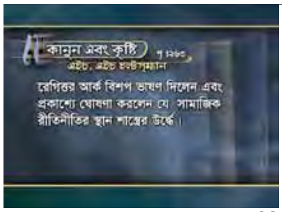

108

রেগিত্তর আর্ক বিশপ (অৎপযনরংযড়ঢ় ড়ভ জবমমরড়) ভাষণ দিলেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে সামাজিক রীতিনীতির স্থান শাস্ত্রের উর্দ্ধে।"

ক্যানন এ্যাণ্ড ট্রেডিশন্, ২৬৩ পৃষ্ঠা।

বাইবেল এটি সমর্থন করে না যে, মণ্ডলীর শিক্ষার (ঈযঁৎপয উড়পঃৎরহব) ভিত্তি হবে সামাজিক রীতিনীতি।

109

আপনাদের কি মনে আছে যীশু তার সময়ে ধর্ম্মিয় নেতাদের যে প্রশ্নটি করেছিলেন?

110

(পদঃ মথি ১৫ঃ৩,৯)তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ "-- তোমরাও আপনাদের পরমপরাগত বিধির জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন কর কেন?"

111

তিনি আরো যোগ করেন, "ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে, মনুষ্যদের আদেশ ধর্ম্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়।" মথি ১৫ঃ৩,৯।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

112

আপনারা কি সমস্যাটা বুঝতে পারছেন? আপনারা কি খ্রীষ্ট এবং বাইবেল অনুসরণ করবেন না মানুষের তৈরী পরমপরাগত রীতি নীতি মেনে চলবেন?
এটি শুধু মাত্র দিন এবং সংখার ব্যপার নয়।
এর প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে কে আপনার প্রভু!
যীশু খ্রীষ্ট কী আপনার প্রভু না অন্য কোন সংস্থার তৈরী নিয়ম আপনার প্রভু?

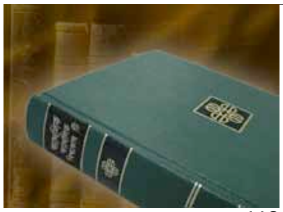
113

আমরা ইতোমধ্যে বেশ কয় এক জন বিশ্বাসযোগ্য লেখক এবং ইতিহাস বিদগণের গ্রন্থ্ থেকে জেনেছি। কিন্তু এখন বিশ্রামবার পরিবর্তন সমন্ধে কয় একটি অধুনিক কালের বাক্য লক্ষ করুনঃ

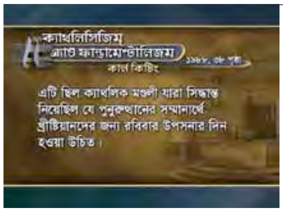

114

আমরা এ উক্তিটি লক্ষ করিঃ
"এটি ছিল ক্যাথলিক মণ্ডলী যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে পুনুরুত্থানের সম্মানার্থে খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য রবিবার উপসনার দিন হওয়া উচিত।"
কার্ল কিটিং, ক্যাথলিসিজিম্ এ্যাণ্ড ফান্ডামেণ্টালিজম্, ১৯৮৮, ৩৮ পৃষ্ঠা।

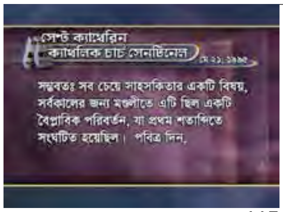

115

আর একটি উক্তি বা বাক্য যা আপনাকে চিন্তা করবেও থমকে দেবে যে, মে ২১, ১৯৯৫ সালে সেণ্ট ক্যাথেরিন ক্যাথলিক চার্চ সেনটিনেল থেকে একটি বাক্য উচ্চারণ করতে হয়েছিল। এটি বলেছিল,
"সম্ভবতঃ সব চেয়ে সাহসকিতার একটি বিষয়, সর্বকালের জন্য মণ্ডলীতে এটি ছিল একটি বৈ বৈপ্লাবিক পরিবর্তন, যা প্রথম শতাব্দিতে সংঘটিত হয়েছিল। পবিত্র দিন,

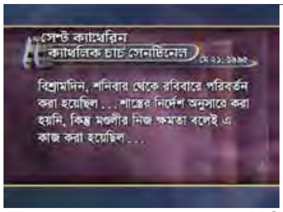

116

বিশ্রামদিন, শনিবার থেকে রবিবারে পরিবর্তন করা হয়েছিল .. শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে করা হয়নি, কিন্তু মণ্ডলীর নিজ ক্ষমতা বলেই এ কাজ করা হয়েছিল... ।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

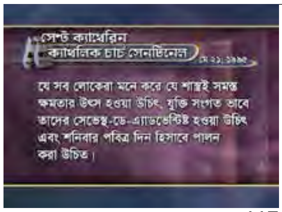

117

যে সব লোকেরা মনে করে যে শাস্ত্রই সমস্ত ক্ষমতার উৎস হওয়া উচিৎ, যুক্তি সংগত ভাবে তাদের সেভেন্থ-ডে-এ্যাডভেন্টিষ্ট হওয়া উচিৎ এবং শনিবার পবিত্র দিন হিসাবে পালন করা উচিত।"

118

দানিয়েল ৭ অধ্যায়ের ভবিষদ্বাণীতে, ঈশ্বর দানিয়েলের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে, দানিয়েল ২ঃ২১, ২৫ পদের "ক্ষুদ্র শৃঙ্গ"

119

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২৫)
"নিরূপিত সময়ের ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিবে।"
কি এক ভবিষ্যৎদ্বাণী!
এখানে পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছিল যে পৃথিবীতে এক ধর্ম্মিয় শক্তি ঈশ্বরের ব্যবস্থার পরিবর্তন করবে।

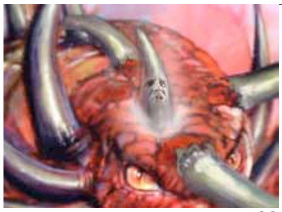
120

রোমীয় মণ্ডলী এই পরিবর্তনের কাজটি করতে চিন্তা করেছিল, কিন্তু সেই একই ঈশ্বর এখনো আছেন যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি এদোনে যা স্থাপন করিছিলেন, তা তিনি পরিবর্তন করেননি।
এমন কি ভবিষ্যদ্বাণী আহবান করে যেন প্রত্যেকে সর্বস্থানে সৃষ্টিকর্ত্তার উপাসনা করে, কারণ তিনিই সেই যিনি মানব জাতির বিচার করবেন।

121

এই ভবিষ্যৎদ্বাণী দেওয়া হয়েছে লোকদের আহ্ব্বান করার জন্য যেন যীশু যখন গৌরবময় মেঘে ফিরে আসবেন তখন তাঁর সাথে তারা সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। যে সব লোকেরা সাড়া প্রদান করবে এবং প্রস্তুত থাকবে, তাদের সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

122

(পদঃ প্রকাশিত ১৪ঃ১২)
"এস্থলে সেই পবিত্রগণের ধৈর্য্য দেখা যায়, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও যীশুর বিশ্বাস পালন করে।" প্রকাশিত ১৪ঃ১২।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

123

এটি বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে, যারা যীশুর ইচ্ছায় বিশ্বাস করবে তারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের হৃদয়ের ভালবাসার জন্য তার আজ্ঞা পালন করবে।

124

হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাদের তাঁকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে তাঁর পবিত্র দিন পালনের মাধ্যমে স্মরণ করতে বলেছেন। তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা স্মরণ কর তিনি যা করতে বলেছেন তা করার অর্থ আমরা তাঁর প্রতি অনুগত্য প্রদর্শন করি।

আমরা যখন মানুষের তৈরী বিশ্রামদিন পালন করি, আমরা মানুষের পরমপরাগত নিয়মের বাধ্য থকি।

আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে পারি, তা পালন করা আমাদের আনন্দের বিষয়। মানুষের রীতিনীতি বা পরমপরাগত নিয়ম সমন্ধে ঈশ্বরের কিছু বলার আছে।

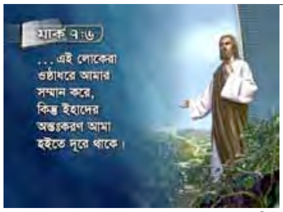

125

(পদঃ মার্ক ৭ঃ ৬,৭)

“. . . এই লোকেরা ওষ্ঠধরে আমার সম্মান করে, কিন্তু ইহাদের অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে থাকে।

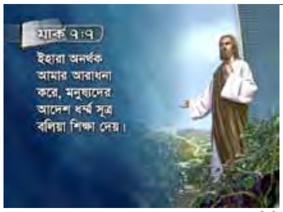

126

ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে, মনুষ্যদের আদেশ ধর্ম্ম সূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়।”মার্ক ৭ঃ৬,৭ পদ।

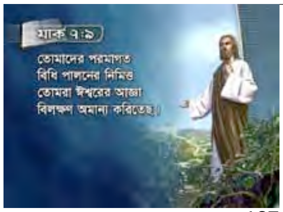

127

(পদঃ মার্ক ৭ঃ৯)

এবং পুনরায় কহিলেনঃ “তোমাদের পরামরাগত বিধি পালনের নিমিত্ত তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা বিলক্ষণ অমান্য করিতেছ।” মার্ক ৭ঃ৯ পদ।

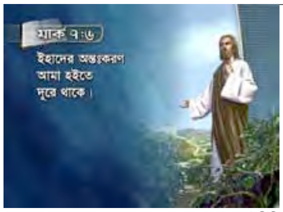

128

(পদঃ মার্ক ৭ঃ৬)

যীশু বলেছেনঃ “ইহাদের অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে থাকে।” আপনারা লক্ষ্য রাখুন, এটি হৃদয়ের ব্যাপার, ভালবাসার ব্যাপার।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

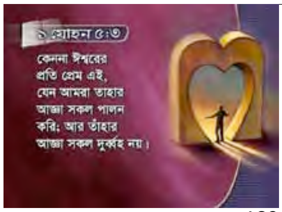

129

(পদঃ ১ যোহন ৫ঃ৩)
বাইবেল বলে,“ কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই, যেন আমরা তাহার আজ্ঞা সকল পালন করি; আর তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্ব্বহ নয়।” ১যোহন ৫ঃ৩।

130

যীশু, একদিন শিক্ষা দেবার সময় তাঁর শ্রোতাদের বলেছিলেন যে, সকলে স্বর্গে যাবে না।তিনি বলেছেন, তোমরা একটি গাছকে তার ফল দ্বারাই চিনতে পারবে যে, এটি ভাল বা মন্দ।

131

(পদঃ মথি ৭ঃ২১)
তারপর তিনি বলেন, “যাহারা আমাকে হে প্রভু হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে এমন নয়,

132

কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে।”মথি ৭ঃ২১ পদ।

133

এটি খুবই সোজা। ঈশ্বর তাদের জীবনের ফল দেখে জানেন কারা তাঁর, এটি শুধু মুখ দিয়ে বললেই হবে না যে, তারা ঈশ্বরের দলে আছেন কিন্তু সেই লোকেরাই তাঁর পক্ষে, যারা তিনি যা বলেছেন সে অনুসারে কাজ করে। আর এরাই হবে সেই ব্যক্তিগণ যাদের ঈশ্বরের রাজ্যে স্বাগতম জানান হবে।

134

আপনি যদি তাকে ভালবাসেন, তবে আপনি তাঁকে আপনার জীবনে প্রবেশ করতে দেবেন যেন তিনি আপনাকে পরিচালিত করতে পারেন। আমরা যখন বিশ্রামদিন পালন করি, তখন আমরা শুধু ঈশ্বরের আজ্ঞাই পালন করি না, কিন্তু অপূর্ব্ব আর্শীব্বাদ পাবার জন্য আমাদের জীবনকে উম্মক্ত করে দিয়ে থাকি।

১২। অসংখ্য লোক রূপকথায় মোহিত

135

প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা যেমন সপ্তাহের বিশেষ দিনটি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার স্মরনার্থে এবং তাঁর কাছে পৌছানোর জন্য পালন করি, তখন আমরা তাঁকে আরো বেশী ভাল ভাবে জানতে পারি।
বর্তমানে আমাদের জীবন খুব ব্যস্ত। মনে হয় প্রত্যেকেই ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছে।
অনেক কিছু করার আছে কিন্তু সব কিছু করার জন্য সময় অল্প।

136

এত ব্যাস্ততা, চাপ এবং মানষীক চিন্তার মধ্যে ঈশ্বর আমাদের সপ্তাহের একদিন তার কাছে এসে বিশ্রাম করার জন্য নিমন্ত্রণ জানান। তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ জানান সপ্তাহের একটি দিন তাঁর সঙ্গে কাটাতে, উপসনা করতে, কথা বলতে, শুনতে, যা তিনি তাঁর বাক্য পবিত্র বাইলের মাধ্যমে আমাদের কাছে বলতে চান।
কি এক অপূর্ব সুযোগ- তাঁর সঙ্গে প্রতি সপ্তাহের একটি সম্পূর্ণ দিন অতিবাহিত করা, কথা বলা যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন!

137

বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে বিষয়টা আরো সহজ করে দেই। আমাদের এক পাশে আছে সত্য এবং অন্য পাশে আছে সামাজিক রীতিনীতি।
আমাদের এক দিগে আছে বাইবেল আর অন্য দিগে আছে মানুষের শিক্ষা। একদিগে আছে ঈশ্বরের আজ্ঞা আর অন্য দিগে রয়েছে মানুষের তৈরী রীতিনীতি।
আমাদের একপাশে আছে বিশ্রামদিন আর অন্য দিগে আছে রবিবার। এটি শুধু মাত্র দিনের ব্যপার নয়--এটি হ'ল প্রভুত্বের বিষয়।
এটি শুধু মাত্র ঈশ্বরের বাধ্যতা নয়--এটি হচ্ছে যীশুকে অনুসরণ করা।
আপনি কী মানুষের তৈরী রীতিনীতি পালন অপেক্ষা ঈশ্বরের সত্য পালনের মাধ্যমে আপনার জীবন তার কাছে সমর্পন করতে চান? আমরা যখন প্রার্থনা করব তখন কি বলবেন, যীশু আমি তোমাকে অনুসরণ করব।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

1

স্বর্গ, নরক বা কিছুই না?

2

১৯৫৬ সালে বেলজিয়ান কংগে ভয়াবহ গৃহ যুদ্ধ পরিনত হয়। ডাঃ পল কার্লসনের হাসপাতালটি বিদ্রোহীরা দখল করে নেয়।
অনেক হাসপাতাল কর্মচারীদের মেরে ফেলে।
দুর্ভাগ্যবশতঃ ডাঃ কার্লসন ও তার মধ্যে ছিলেন। কয় এক দিন পর যখন তার মৃত দেহ পাওয়া গেল তার জ্যাকেটের পটেকে একটি নূতন নিয়ম ছিল। এ পুস্তকের পৃষ্ঠায় তিনি তারিখ লিখেছিলেন।
যে দিন তাকে গুলি করে হত্যা করা হয় তার আগের দিন একটি শব্দ লিখেছিলেন "শান্তি।"
সবচেয়ে সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেও তার মুখমণ্ডলে শান্তির ছাপ ছিল।
মৃত্যুর পরেও মুখে প্রশান্তি।
কি কর্লসনকে এ প্রকার শান্তি দান করেছিল?

3

মৃত্যুর সময়ও কি আমাদের এ প্রকার অবিশ্বাস্য শান্তি থাকা সম্ভব? মৃত্যু যখন আমাদের আঘাত করে তখনও আমাদের কি দৃঢ় করে রাখতে পারে?
মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের অনেক অনিশ্চিত প্রশ্ন আছে।
মানুষ মরলে কি হয়?
স্বর্গে যায়? নরকে যায়? অথবা কিছুই হয় না?
দেহের অবস্থা কি হয় সে সমন্ধে আমরা অবগত আছি, কিন্তু দেহের মধ্যে যে ব্যক্তি বাস করে সে কোথায় যায়?
যখন কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তার অস্থিত্ব কী সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় অথবা সে অন্য কোথাও জীবিত থাকে?

4

মৃত্যুর বেদনা এত মর্মান্তিক যে আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে প্রকৃত পক্ষে আমাদের ভালবাসার মানুষটি চলে যায়নি। তাই যে কোন উপায় আমরা খুঁজে বের করি যেন তার সঙ্গে কথা বলা যায়।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

5

অত্যন্তঃ জোড়ালো কণ্ঠে নিশ্চয়তার উচ্চারণ শোনা গেছে যে এ সবই সত্য এবং সম্ভব। উদাহরণ সরূপ, জেমস্ ভ্যান প্রাগ তথাকথিত একটি মাধ্যম, তার কথা চিন্তা করুন।

তাঁর বই “টকিং টু হেভেন” স্বর্গের সঙ্গে আলাপ জীবনের পর মৃতদের সঙ্গে আলাপের একটি মাধ্যম ল্যারী কিং শো, নামক টেলিভিসন অনুষ্ঠানে প্রচারের পর এ বইটি বিক্রির সর্ব্বোচ্চ তালিকায় স্থান পায়।

6

মৃত্যুর পা যেমন আমরা কবরের সম্মুখীন হই তখন কি হয় এ সত্য জানার জন্য আমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন।

7

(ভিডিওঃ ৫ সেকেণ্ডে) এ বিষয় ঈশ্বরের কি কোন কিছু বলেছেন? আমরা যখন মৃত্যুবরণ করি, সে সমন্ধে বাইবেল কি কিছু বলে? উত্তরঃ অবশ্যই হ্যাঁ!

8

এবং এর উত্তর পাওয়া যায় যীশু খ্রীষ্টের পুনুরুত্থানে।

9

বাইবেল বলে, যীশু ক্রুশে মৃত্যু বরণ করার পর, তাঁর বন্ধুরা তার মৃত দেহ যোষেফের নূতন কবরে” রেখেছিল।

10

রোমীয় শাসক পীলাত প্রহরী এবং সৈন্য প্রেরণ করেছিল এবং কবরের মুখ রোমীয়দের দ্বারা আটকিয়ে দিয়েছিল।
এখন আর কেউ তাঁর দেহ নিতে পারবে না।
শুধু মাত্র খ্রীষ্টের পিতা ব্যতিত কেহই পারে না।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

11

রবিবার প্রভাতে, তখন প্রায় অন্ধকার ছিল, একজন উজ্জ্বল স্বর্গীয় দূত এসে কবর আচ্ছাদিত পাথর খানা সরিয়ে দিলেন এবং খ্রীষ্টকে ডাকলেন।

12

পুনুরুত্থিত ত্রাণকর্ত্তা বের হয়ে আসলেন এবং সম্পূর্ণভাবে মৃত্যুকে জয় করলেন এক জন মৃত্যুঞ্জয়ী ত্রাতা।দূতগণের আলোর প্রতাপে সৈন্যরা প্রায় মৃত হয়ে গিয়েছিল।

13

খ্রীষ্টের পুনুরুত্থানের কাহিনী প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীতে আশার সঞ্চার করেছিল, যেখানে রোমীয়দের মধ্যে কবরের পরে কোন প্রত্যাশা ছিল না।

তারা শুধু জানত কবর হচ্ছে গভীর, অন্ধকার একটি গহব্বর সেখানে যদি একবার কেউ যায়, তার আর জীবিত করে আশা থাকে না।

এখন খ্রীষ্টিয়ানদের একটি সত্য প্রত্যাশার বার্তা আছে। কবর তার শেষ নয়।

যারা খ্রীষ্টে মরে তারা আবার একদিন জীবিত হবে।

14

রোমীয় শহরে ভূগর্ভস্থিত সমাধিগুলি প্রতিমা পূজারী এবং প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ানদের মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করে।লক্ষ করুন, প্রতিমা পূজারীদের সমাধি ফলকে যে বাক্য লেখা, সেগুলি হতাশা জনক।

15

বারংবার দুঃখের বাক্যই খোদিত হয়েছেঃ চির বিদায় অথবা অনন্ত কালের জন্য বিদায়!আর অন্যদিগে লক্ষ করুন খ্রীষ্টিয়ানদের সমাধিতে লেখা কথাঃ

16

পুনুরায় মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিদায় অথবা প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত শুভ রাত্রি।তাঁদের সমাধি ফলকগুলি ছিল প্রত্যাশা এবং সাহসের বাণী পুনুরুত্থান দিনের জন্য একটি প্রত্যাশা।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

17

(পদঃ প্রকাশিত ১ঃ১৮)“আমি মারিয়া ছিলাম, আর দেখ, আমি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত;

18

আর মৃত্যুর ও পাতালের চাবি আমার হস্তে আছে।” প্রকাশিত ১ঃ১৮ ।মৃত্যুর পরে ভবিষ্যতের আর কোন আশা নাই, যাবৎ না একজন খ্রীষ্টিয়ান জানেন ঈশ্বর তার জন্য কি রেখেছেন!

19

১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায় মৃত্যু এবং পুনুরুত্থান সমন্ধে পৌলের শ্রেষ্ট প্রবন্ধ ।তিনি পরিস্কার ভাবে বলেছেন যদি কোন পুনুরুত্থান না থাকে তবে খ্রীষ্টিয়ানদের কোন ভবিষৎ প্রত্যাশা নেই।

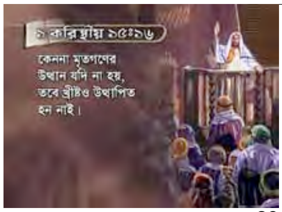

20

(পদঃ ১ বংশাবলি ১৫ঃ১৬-১৮)
লক্ষ করুন তিনি কি বলেছেনঃ
“কেননা মৃতগণের উত্থান যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও উত্থাপিত হন নাই।

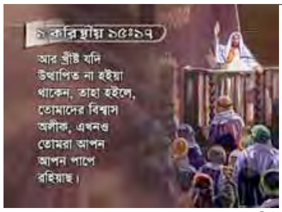

21

আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তোমাদের বিশ্বাস অলীক, এখনও তোমরা আপন আপন পাপে রহিয়াছ।

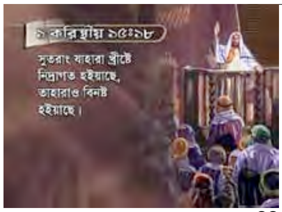

22

সুতরাং যাহারা খ্রীষ্টে নিদ্রাগত হইয়াছে, তাহারাও বিনষ্ট হইয়াছে।” ১ করিন্থীয় ১৫ঃ১৬-১৮ ।

23

কিন্তু, তিনি যা বলেছেন তা বুঝতে হলে, আমাদের জানতে হবে বাইবেল মৃত্যু সমন্ধে কি বলে।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

24

ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর কোন পরিকল্পনা ছিল না যে, মানুষ চিরতরে মৃত্যুবরণ করবে। ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করার পর, তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি করলেন এবং বাইবেলের আদি ১ঃ৩২ আমাদের বলে সব কিছু ছিল অতি উত্তম।

আদম এবং হবার পতনের পূর্বে এ পৃথিবী নামক গ্রহে কোন রোগ, দুঃখ এবং মৃত্যু ছিল না।

হয়তো আপনাদের মনে আছে ঈশ্বর মানুষকে কি বলেছিলেনঃ

25

(পদঃ আদি ২ঃ১৬,১৭)"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও।

26

কিন্তু সদসদ-জ্ঞান দায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না,

27

কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে।"আদি ২ঃ১৬, ১৭।

28

পরবর্তি অধ্যায়ের গল্প এত আনন্দের নয়। আদি ৩ অধ্যায় মর্মান্তিক দুঃখের কাহিণী লেখা আছে।

29

শয়তান সম্পর্কে তার মাধ্যম রূপে ব্যবহার করে, এবং হবাকে ঈশ্বরের নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাবার জন্য ঈশ্বরের অবাধ্য হতে পরীক্ষা করে। যখন হবা বলেছিল যে ঈশ্বর তাকে ঐ ফল খেতে নিষেধ করেছেন এবং ফল খেলে সে মারা যাবে,

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

30

(পদঃ আদি ৩ঃ৪)
সর্প বলেছিল, “কোন ক্রমেই মরিবে না।”
বাইবেলের তথ্য অনুসারে মৃত্যু সম্পর্কে এটি হচ্ছে সর্ব প্রথম মিথ্যা কথা। হবা শয়তানের কথা বিশ্বাস করে এবং সদসদ-জ্ঞান দায়ক বৃক্ষের ফল খায়,

31

ফলে ঈশ্বর আদম এবং হবাকে জীবন দায়ক বৃক্ষের কাছ থেকে তাদের পৃথক হতে বাধ্য করেছিলেন, কারণঃ

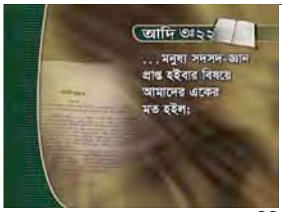

32

পদঃ আদি ৩ঃ২২,২৩)“... মনুষ্য সদসদ-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার বিষয়ে আমাদের একের মত হইল;

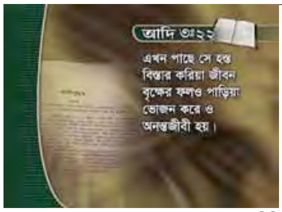

33

এখন পাছে সে হস্ত বিস্তার করিয়া জীবন বৃক্ষের ফলও পাড়িয়া ভোজন করে ও অনন্তজীবী হয়।

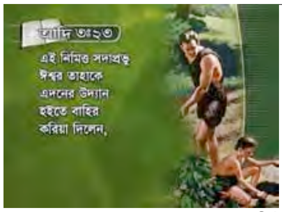

34

এই নিমিত্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর তাহাকে এদনের উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিলেন,

35

যেন, তিনি যাহা হইতে গৃহীত, সেই মৃত্তিকাতে কৃষিকর্ম্ম করেন।”
অদি ৩ঃ২২,২৩।

36

মানুষের জীবনে মৃত্যু এসেছিল কারণ তারা ঈশ্বর, যিনি জীবনের উৎস, তাঁর থেকে এবং জীবন দায়ক বৃক্ষ থেকে পৃথক হয়েছিল।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

37

(পদঃ আদি ৩ঃ১৮,১৯)এ সময় ঈশ্বর আদমকে বলেছিলেনঃ
“.....তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে।

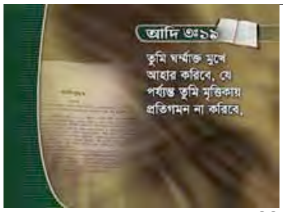

38

তুমি ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্য্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে,

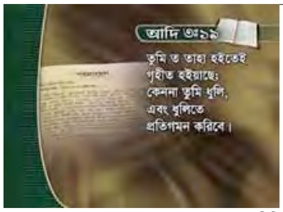

39

তুমি ত তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছে; কেননা তুমি ধুলি, এবং ধুলিতে প্রতিগমন করিবে।” আদি ৩ঃ১৮,১৯

40

এখানেই বুঝার মূল বিষয় হচ্ছে, আসলে মৃত্যু কী, এবং ঈশ্বর আমাদের এ অনন্ত বিচ্ছেদ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি কি চিন্তা করেছেন।

41

বাইবেল বলে, মানুষ ধুলিতে গমন করবে যেখান থেকে সে এসেছে।লক্ষ করুন ঈশ্বর কি ভাবে আদমকে সৃষ্টি করেছিলেনঃ

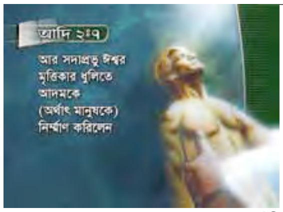

42

(পদঃ আদি ২ঃ৭)“আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধুলিতে আদমকে (অর্থাৎ মানুষকে) নির্ম্মাণ করিলেন

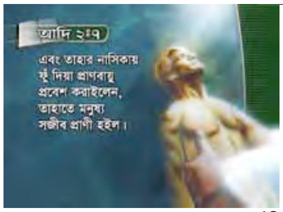

43

এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন, তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।”
আদি ২ঃ৭

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

44

ঈশ্বর ভূমি থেকে মৃর্ত্তিকা নিয়ে মানুষের দেহ তৈরী করেছিলেন। তিনি যখন তার দেহ তৈরী করা শেষ করেছিলেন, তিনি শুধু জীবনহীন একটি দেহ বানিয়েছিলেন।
সজীব প্রাণী হতে তার আরো কিছু প্রয়োজন ছিল।
বাইবেল বলে যে, ঈশ্বর আদমের নাসিকায় প্রাণ বায়ু দিলেন এবং মানুষ সজীব প্রাণী হল।

45

(ভিডিওঃ ৩ সেকেণ্ড)
আমরা এখানে একটি সমীকরণ করতে পারিঃ
দেহ + শ্বাসবায়ু = একটি জীবন্ত আত্মা

46

(ভিডিওঃ ৩ সেকেণ্ড)
অথবা মৃত্যুর জন্য লিখতে পারি-
সজীব মানুষ - প্রাণবায়ু = মৃতদেহ

47

(পদঃ উপদেশক ১২ঃ৭)
জ্ঞানী ব্যক্তি উপদেশক এ কথা বলেনঃ
"আর ধুলি পূর্ব্ববৎ মৃত্তিকাতে প্রতিগমন করিবে; এবং আত্মা যাঁহার দান, সেই ঈশ্বরের কাছে প্রতিগমন করিবে।"
উপদেশক ১২ঃ৭।

48

মৃত্যু সম্পর্কে একই কথা ইয়োবের পুস্তকে বাইবেলের মধ্যে প্রথম লেখা বইয়ে বলা হয়েছে।

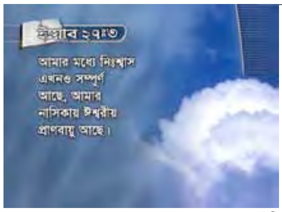

49

(পদঃ ইয়োব ২৭ঃ৩)
"আমার মধ্যে নিঃশ্বাস এখনও সম্পূর্ণ আছে, আমার নাসিকায় ঈশ্বরীয় প্রাণবায়ু আছে।"
ইয়োব ২৭ঃ৩।
বাইবেল যা বলে তা লক্ষ করুন, "সর্বদা ঈশ্বরীয় প্রাণবায়ু আছে"

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

50

এ হচ্ছে সেই, যা ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার নাসিকায় দিয়েছিলেন।

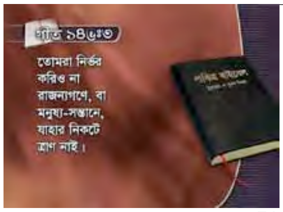

51

(পদঃ গীত ১৪৬ঃ৩,৪)
অন্য আর একটি পদ পড়িঃ
"তোমরা নির্ভর করিও না রাজন্যগণে, বা মনুষ্য-সন্তানে, যাহার নিকটে ত্রাণ নাই।

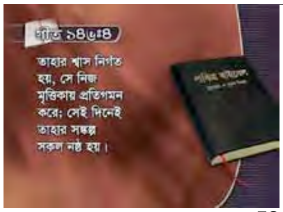

52

তাহার শ্বাস নির্গত হয়, সে নিজ মৃত্তিকায় প্রতিগমন করে; সেই দিনেই তাহার সঙ্কল্প সকল নষ্ঠ হয়।"গীত ১৪৬ঃ৩,৪

53

রাজা দায়ুদ মৃত্যু সম্পর্কে সত্য প্রকাশ করেছেন, তখন তিনি বলেছেন যে, শ্বাস দেহ ত্যাগ করে এবং ভুমিতে প্রতিগমন করে মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

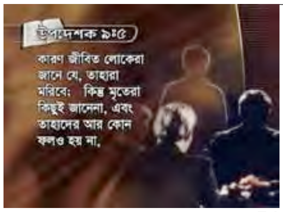

54

(পদঃ উপদেশক ৯ঃ৫,৬)
শলোমন সমন্বয় রেখে বলেছেনঃ
"কারণ জীবিত লোকেরা জানে যে, তাহারা মরিবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানেনা, এবং তাহাদের আর কোন ফলও হয় না,

55

কারণ লোকে তাহাদের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছেন।"

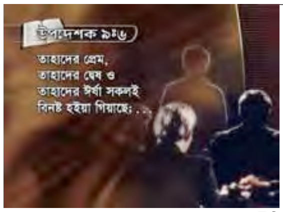

56

তাহাদের প্রেম, তাহাদের দ্বেষ ও তাহাদের ঈর্ষা সকলই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; . . ."উপদেশক ৯ঃ৫,৬।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

57

(ভিডিওঃ ৫ সেকেণ্ড)
সে কিছুই জানে না!
কিছুই না!
না! কিছুই না।
একই কথা গীতরচক লিখেছেন যে, মৃতেরা স্বর্গে ঈশ্বরের প্রসংশা করে না। তা হলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, তারা কোথায়?(ভিডিওঃ ৫ সেকেণ্ড)
সে কিছুই জানে না!
কিছুই না!
না! কিছুই না।
একই কথা গীতরচক লিখেছেন যে, মৃতেরা স্বর্গে ঈশ্বরের প্রসংশা করে না। তা হলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, তারা কোথায়?

58

(পদঃ গীত ১১৫ঃ১৭)
দায়ুদ বিষয়টি পরিস্কার করেছেনঃ
"মৃতেরা সদাপ্রভুর প্রশংসা করে না, যাহারা নিস্তব্ধ স্থানে নামে, তাহারা কেহ করে না।"
গীত ১১৫ঃ১৭

59

(পদঃ ইয়োব ১৪ঃ১০,১২,১৩)
" কিন্তু মানুষ মরিলে ক্ষয় পায়; মনুষ্য প্রাণ ত্যাগ করিয়া কোথায় থাকে?

60

তদ্রুপ মনুষ্য শয়ন করিলে আর উঠে না, যাবৎ আকাশ লুপ্ত না হয়,

61

সে জাগিবে না, নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে না।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

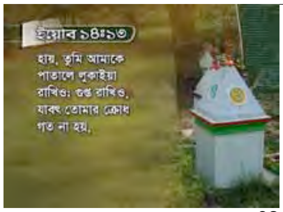

62

হায়, তুমি আমাকে পাতালে লুকাইয়া রাখিও; গুপ্ত রাখিও, যাবৎ তোমার ক্রোধ গত না হয়,

63

আমার জন্য সময় নিরুপন কর, আমাকে স্মরণ কর।
ইয়োব ১৪ঃ১০,১২,১৩।

64

এখানে আমরা ঈশ্বরের নিজ বাক্য থেকে পাই যে, মানুষ মৃত্যুবরণ করে কবর প্রাপ্ত হয় এবং পুনুরুত্থানের পূর্বে সে আর উঠবে না। লক্ষ করুন তিনি এখানে কি ভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ

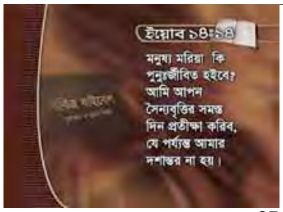

65

(পদঃ ইয়োব ১৪ঃ১৪,১৫)
"মনুষ্য মরিয়া কি পুনুঃর্জীবিত হইবে? আমি আপন সৈন্যবৃত্তির সমস্ত দিন প্রতীক্ষা করিব, যে পর্য্যন্ত আমার দশান্তর না হয়।

66

পরে তুমি আহবান করিবে, ও আমি উত্তর দিব . . ."ইয়োব ১৪ঃ১৪,১৫।

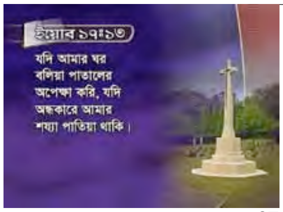

67

(পদঃ ইয়োব ১৭ঃ১৩)
ইয়োব যা বলেছেন লক্ষ করুনঃ "যদি আমার ঘর বলিয়া পাতালের অপেক্ষা করি, যদি অন্ধকারে আমার শয্যা পাতিয়া থাকি।
ইয়োব ১৭ঃ১৩।

68

লক্ষ করুন ইয়োব মৃত্যুকে নিদ্রা বলেছেন। বাইবেলের অন্য লেখকেরা একই কথা লিখেছেন।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

69

(পদঃ গীত ১৩ঃ৩)
দায়ুদ লিখেছেনঃ "হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, দৃষ্টিপাত কর, আমাকে উত্তর দাও; আমার চক্ষু আলোকময় কর, পাছে আমি মৃত্যু নিদ্রায় নিদ্রিত হই।"
গীত ১৩ঃ৩।
দায়ুদ মৃত্যু নিদ্রায় নিদ্রিত হতে ভীত ছিল - সে জীবিত থাকতে চেয়েছিল!

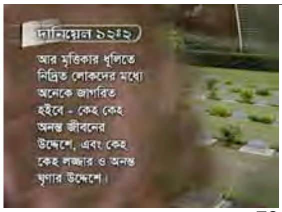

70

(পদঃ দানিয়েল ১২ঃ২)
দানিয়েল মৃতদের সম্পর্কে বলেছেন যারা উঠবেঃ "আর মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে - কেহ কেহ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, এবং কেহ কেহ লজ্জার ও অনন্ত ঘৃণার উদ্দেশে।
দানিয়েল ১২ঃ২

71

ঈশ্বরের বাক্যের সব চেয়ে বড় সত্য হচ্ছে, একজন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলে সে নীরবে বিশ্রাম করে, জীবনের কোন সমস্যা দ্বারা সে জীবন দাতা ডাকা না পর্য্যন্ত নিরুপদ্রব থাকবে।বাইবেল মৃত্যুকে নিদ্রার সঙ্গে যোগ করা কি কোন বিস্ময়কর ব্যাপার?

72

ভাববদী নাথন রাজা দায়ূদকে বলেছিলেন তার মৃত্যুর সময় সন্নিকট হলে কি হবে।

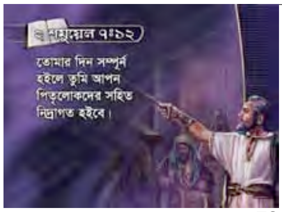

73

(পদঃ ২ শমুয়েল ৭ঃ১২)
"তোমার দিন সম্পূর্ন হইলে তুমি আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইবে।"
২শমূয়েল ৭ঃ১২।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

74

যীশু নিজে মৃত্যুকে নিদ্রা বলেছেন।
তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু লাসারের মৃত্যুকে একই ভাবে ব্যাখা করেছেন। আসুন আমরা দেখি, যীশু এবং তাঁর সঙ্গীরা মৃত্যু সমন্ধে কি বলেছেন। বৈথেনিয়াতে একটি বাড়ী ছিল যেখানে যীশু লাসার, মরিয়ম এবং মার্থার গৃহে বেড়াতে যেতেন।

75

(পদঃ যোহন ১১:৫)
বাইবেল বলেঃ "যীশু মার্থাকে ও তাঁহার ভগিনীকে এবং লাসারকে প্রেম করিতেন।"
যোহন ১১:৫।

76

একদিন যীশু এবং তাঁর শিষ্যগণ যর্দ্দন নদীর পরপারে ছিলেন, হঠাৎ তিনি তাঁর তিন বন্ধুদের কাছ থেকে সংবাদ পেলেন যে লাসার অসুস্থ, কিন্তু যীশু আরো দুই দিন সেখানে থাকলেন।

77

(পদঃ যোহন ১১:১১,১২,১৪,১৫)
তার পর যীশু বললেন, "আমাদের বন্ধু লাসার নিদ্রা গিয়াছে, কিন্তু আমি নিদ্রা হইতে তাহাকে জাগাইতে যাইতেছি।"

78

তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, সে যদি নিদ্রা গিয়া থাকে, তবে রক্ষন পাইবে।

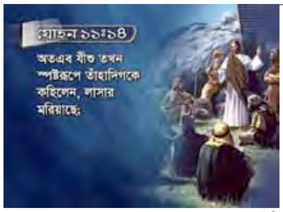

79

অতএব যীশু তখন স্পষ্টরূপে তাঁহাদিগকে কহিলেন, লাসার মরিয়াছে;

80

আর তোমাদের নিমিত্ত আনন্দ করিতেছি যে, আমি সেখানে ছিলাম না, যেন তোমরা বিশ্বাস কর; তথাপি চল, আমরা তাহার কাছে যাই।
যোহন ১১:১১-১৫।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

81

তাহারা বৈথনিয়াতে গেলেন যেখানে সেই পরিবার বাস করত।তারা যখন নগরের কাছে এলো, মার্থা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দৌড়ে এলো।

82

(পদঃ যোহন ১১ঃ২১,২৩,২৪)
সে যখন যীশুর সঙ্গে সাক্ষত করল, সে বলল, "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, লাসার ভাই মরিত না।" যোহন ১১ঃ২১।
সে সত্য কথা বলেছিল, এতে কোন সন্দেহ নাই।

83

যীশু তাহাকে কহিলেন, "তোমার ভাই আবার উঠিবে।"
এখন সতর্কতার সঙ্গে মার্থার উত্তর লক্ষ করুন।

84

আমি জানি, শেষ দিনে পুনুরুত্থানে সে উঠিবে।
যোহন ১১ঃ২৩,২৪।
মার্থা যীশুকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, সে আশা করে যে পৃথিবীর শেষে লাসার আবার পুনুরত্থিত হবে।

85

কিন্তু যীশু সেই ঘটনার এক নাটকীয় দৃশ্য দেখাতে যাচ্ছিলেন।

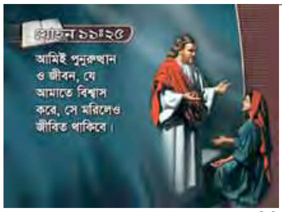

86

(পদঃ যোহন ১১ঃ২৫)
তার পর যীশু সরল ভাবে বললেনঃ "আমিই পুনুরুত্থান ও জীবন, যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে।"
যোহন ১১ঃ২৫।

87

যোহন আমাদের বলে, যীশু যখন লাসারের কবরের কাছে এসেছিলেন,

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

88

(পদঃ যোহন ১১ঃ৩৫)
যীশু,কেঁদেছিলেন।
তিনি তার বন্ধু লাসারের জন্য কাঁদছিলেন না।
তিনি জানতেন, তিনি তাকে জীবন দিতে যাচ্ছেন।

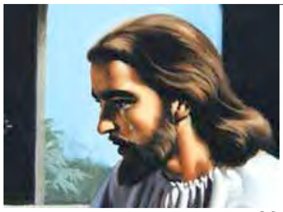
89

তিনি শোকার্ত পরিবার এবং বন্ধুদের জন্য কাঁদছিলেন ছিলেন, এবং যারা এত বৎসর যাবৎ দুক্ষার্ত ও শোকার্ত হয়েছে তাদের প্রিয় জনের বিদায়ের জন্য তিনি দুঃখ এবং শোক করেছিলেন।

90

যীশু বললেন যেন কবরের মুখ ঢাকা পাথর খানা

91

সরিয়ে ফেলা হয়।

92

(পদঃ যোহন ১১ঃ৩৯)
মার্থা এ ধরনের একটি অনুরোধের প্রতিবাদ করলঃ কিন্তু "প্রভু এখন উহাতে দুর্গন্ধ হইয়াছে, কেননা আজ চারি দিন।"
যোহন ১১ঃ৩৯।
হ্যাঁ, যীশু বৈথনিয়াতে যেতে চারদিন বিলম্ব করেছিলেন। এ দেরী তাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ মুক্ত করেছিল যে, লাসার মারা গিয়েছিল।

93

কিন্তু পাথর খানা সরান হয়েছিল এবং যীশু চিৎকার করে ডাকলেন," লাসার বাহির হইয়া আইস।"

94

কোন এক ব্যক্তি বলেছিলেন, এটি ভালই হয়েছে যে, যীশু নিদৃষ্ট ভাবে লাসারকে ডেকে ছিলেন তানা হলে, এই গ্রহ পৃথিবীর সব কবর খুলে যেত!

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

95

বৈথনিয়াতে তিন বন্ধুর জন্য কি না এক সুন্দর দিন ছিল এটি।
কত না আনন্দ এবং উল্লাস!
বন্ধুগণ, বৈথনিয়াতে কি এক উত্তেজনাপূর্ণ দিন ছিল!

96

কিন্তু, এটি ছিল সেই মহা আনন্দময় দিনের একটি ক্ষুদ্র পূর্বদৃশ্য যা সংঘটিত হবে, যেদিন যীশু আবার আসবেন এবং
যারা তাঁকে ত্রাণকর্ত্তা বলে গ্রহন করেছে সেই সব বন্ধুদের কবর থেকে উঠাবেন এবং তারা তাঁর সঙ্গে মেঘরথে সাক্ষাৎ করবেন!
পৌল, প্রৈরিতিক খ্রীষ্টিয়ানদের এ শান্তনার বার্তা বন্টন করেছিলেনঃ

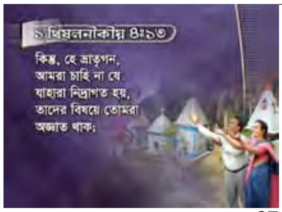

97

(পদঃ ১ থিষলনীকীয় ৪ঃ১৩,১৬)"কিন্তু, হে ভ্রাতৃগন, আমরা চাহি না যে যাহারা নিদ্রাগত হয়, তাদের বিষয়ে তোমরা অজ্ঞাত থাক;

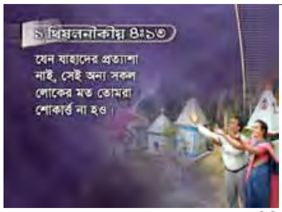

98

যেন যাহাদের প্রত্যাশা নাই, সেই অন্য সকল লোকের মত তোমরা শোকার্ত্ত না হও।" ১থিষলনীকীয় ৪ঃ১৩ ।পৌল বলেছেন, যীশু যখন দ্বিতীয় বার আসবেন তখন কি করবেনঃ

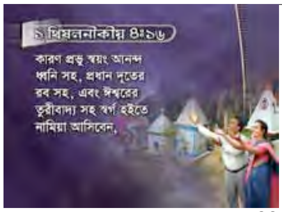

99

'কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দ ধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তুরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন,

100

আর যাহারা খ্রীষ্ট মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে।"১ থিষলনীকীয় ৪ঃ১৬।

101

যীশু যখন আসবেন, সে ঘটনা পৌল কিভাবে বণৃনা করেছেনঃ

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

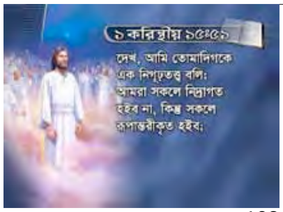

102

(পদঃ ১ থিষলনীকীয় ১৫ঃ৫১-৫৫)
“দেখ, আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি; আমরা সকলে নিদ্রাগত হইব না, কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হইব;

103

এক মূহুর্ত্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে শেষ তুরীধ্বনিতে হইব।

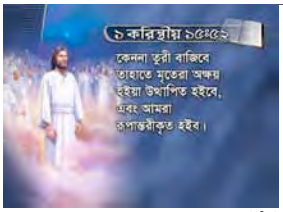

104

কেননা তুরী বাজিবে তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে,
এবং আমরা
রূপান্তরীকৃত হইব। ১করিন্থীয় ১৫ঃ৫১,৫২
তার পর পৌল বলেছেন, আমরা কি ভাবে রূপান্তরীকৃত হবো।

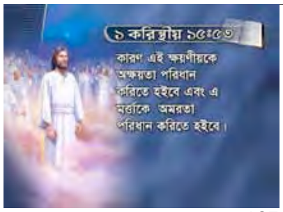

105

কারণ এই ক্ষয়ণীয়কে অক্ষয়তা পরিধান করিতে হইবে এবং এ মর্ত্ত্যকে অমরতা পরিধান করিতে হইবে।

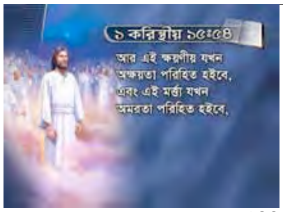

106

আর এই ক্ষয়ণীয় যখন অক্ষয়তা পরিহিত হইবে, এবং এই মর্ত্ত্য যখন অমরতা পরিহিত হইবে,

107

তখন যে কথা লিখিত আছে, তাহা সফল হইবে, মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল।”

108

“মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু তোমার হুল কোথায়?
১ করিন্থীয় ১৫ঃ৫৩-৫৫

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

109

যীশু শিষ্যদের বলেছিলেন যে, সকলে কবর থেকে উঠবে।

110

(পদঃ যোহন ৫ঃ২৮,২৯)"ইহাতে আশ্চর্য্য মনে করিও না; কেননা এমন সময় আসিতেছে, যখন কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে,

111

এবং যাহারা সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহারা জীবনের পুনুরুত্থানের জন্য

112

ও যাহারা অসৎকার্য্য করিয়াছে, তাহারা বিচারের পুনুরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া আসিবে।"
যোহন ৫ঃ২৮-২৯।

113

কিছু সময় চিন্তা করুনঃ মানুষ যদি মৃত্যুর পরেই স্বর্গে বা নরকে চলে যায় তবে ধার্মিক অথবা অধার্ম্মিকদের পুনুরুত্থানের কি প্রয়োজন আছে?কেন যীশু এ কথা বলেছেন যে, তিনি আবার দ্বীতিয় বার ফিরে আসবেন?

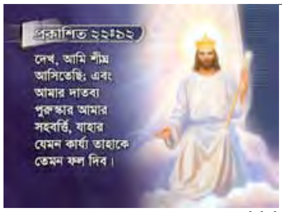

114

(পদঃ প্রকাশিত ২২ঃ১২)"দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি; এবং আমার দাতব্য পুরুস্কার আমার সহবর্ত্তি, যাহার যেমন কার্য্য তাহাকে তেমন ফল দিব।" প্রকাশিত ২২ঃ১৩ পদ।

115

মনে হয় বুঝতে খুব সহজ!
মানুষ যখন মরে তারা ঘুমিয়ে থাকে, যীশু না আসা পর্য্যন্ত তারা শ্রম ও সমস্যা থেকে বিশ্রাম করে।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

116

তিনি কেন আসবেন?
তিনি আসছেন যারা তাদের পক্ষে যীশুর প্রায়ঃশ্চিত্য গ্রহন করেছে তাদের পুনুরুত্থিত করতে এবং তাদের সঙ্গে পুনর্মিলন করতে।
যীশু আরো আসবেন, তাদের স্বাগত জানাতে যারা সেই সময় তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারী থাকবে।
এ শুভ সংবাদটি মন দিয়ে শুনন!

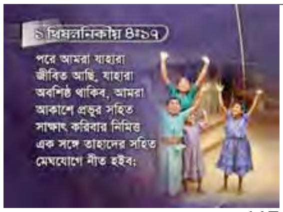

117

(পদঃ ১ থিষলনিকীয় ৪ঃ১৭)
“পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ঠ থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এক সঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব;

118

আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।”
১ থিষলনকীয় ৮ঃ১৭

119

আমরা দেখেছি যারা রক্ষা পাবে তারা যীশুর ন্যায় মহিমান্বিত দেহ প্রাপ্ত হবে এবং অমরত্ব (অনন্ত জীবন) লাভ করবে, যেন প্রভুর সঙ্গে সতত থাকতে পারে।

120

কেহ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, “ক্রুশের সেই দস্যুর ব্যাপার টা কি?

121

আসুন আমরা দেখি, আসলে বাইবেল কি শিক্ষা দেয় এবং যীশু সেই দস্যুকে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।
যীশুকে দুই জন দস্যুর মাঝে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল যেন তাঁকে দোষী ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করতে পারে।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

122

মার্কের পুস্তকে বলে যে, প্রথমে উভয় দস্যুই যীশুকে বিদ্রূপ করে বলেছিল যে, তাঁর যদি আসলেই ক্ষমতা থাকে তবে নিজেকে এবং আমাদের রক্ষা করা উচিত।
তার পর একজন অনুতপ্ত হ'ল এবং পরিত্রাণের জন্য অনুরোধ করল।

123

(পদঃ লূক ২৩ঃ৪২,৪৩)
সে বলল, "যীশু, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন।

124

তিনি তাহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে।"লূক ২৩ঃ৪২,৪৩।

125

আসুন আমরা প্রতিজ্ঞাটির দিগে আবার দৃষ্টিপাত করি। হ্যাঁ, বন্ধু, আজকে, এ মূহুর্তে, আপনিও নিশ্চয়তা পেতে পারেন। খ্রীষ্টে সে নিশ্চয়তা আছে।

126

যদিও সেদিনে খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করবেন, রবিবার পর্যন্ত তিনি কবরে শায়িত থাকবেন, যীশু নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে কবর তাকে ধরে রাখতে পারবে না।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

127

(ভিডিওঃ ৫ সেকেণ্ড)
(পদঃ লূক ২৩ঃ৪৩)
মৃতপ্রায় দস্যুর জন্য কি অপূর্ব নিশ্চয়তা! যখন তার কোন আশা ছিল না। যখন সে দেখতে পাচ্ছিল অন্ধকার যা তার হৃদয়কে আতঙ্কীত করেছিল, যীশু তখন তাকে কবরেরও উর্দ্ধে প্রত্যাশার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

যীশু সেই সময় দস্যুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,“আমি আজকে বলছি বা এ মুহুর্তে তোমাকে বলছি, “তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গে থাকবে।

128

অনেকে মনে করেন যে যীশু দসুকে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে সে সংঙ্গে সংঙ্গে স্বর্গে চলে যাবে। এমনকি যীশু নিজেই সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে যাননি যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

129

বাইবেল আমাদের বলে, তিনি ঐ দিন, শুক্রবার মৃত্যুবরণ করেন এবং অপরের একটি কবরে সমাধিপ্রাপ্ত হন।

130

রবিবার প্রত্যুষে, যীশু মরিয়মকে দেখা দিলেন এবং সে তাঁকে সেবা করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তাকে বাধা দিলেন; কারণ তিনি তখনও স্বর্গে নীত হন নাই। শুনুন তিনি কি বলেছিলেনঃ

131

(পদঃ যোহন ২০ঃ১৭)
“..... কেননা এখনও আমি উর্দ্ধে পিতার নিকটে যাই নাই . . . ।”
এটি ছিল রবিবার প্রত্যুষে এবং তিনি বলেছিলেন তিনি এখনও তাঁর পিতার কাছে উর্দ্ধে যান নাই। যোহন ২০ঃ১৭।
যীশু শুক্রবারে স্বর্গে যেতে পারেননি!

132

বাইবেল আমাদের বলে যে, দস্যুও শুক্রবার দিন স্বর্গে যেতে পারেন নাই।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

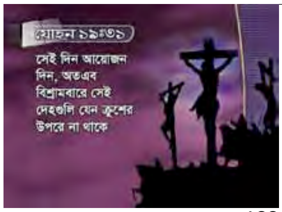

133

(পদঃ যোহন ১৯ঃ৩১-৩৩)
"সেই দিন আয়োজন দিন, অতএব বিশ্রামবারে সেই দেহগুলি যেন ক্রুশের উপরে না থাকে

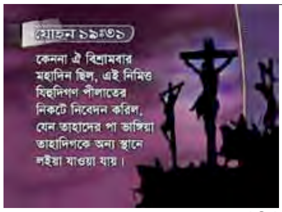

134

কেননা ঐ বিশ্রামবার মহাদিন ছিল, এই নিমিত্ত যিহুদিগণ পীলাতের নিকটে নিবেদন করিল, যেন তাহাদের পা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায়।" যোহন ১৯ঃ৩১।

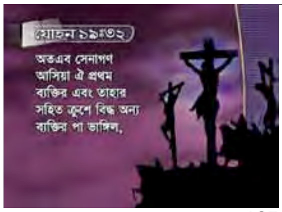

135

অতএব সেনাগণ আসিয়া ঐ প্রথম ব্যক্তির এবং তাহার সহিত ক্রুশে বিদ্ধ অন্য ব্যক্তির পা ভাঙ্গিল,

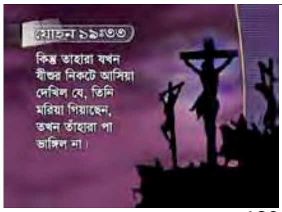

136

কিন্তু তাহারা যখন যীশুর নিকটে আসিয়া দেখিল যে, তিনি মরিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহারা পা ভাঙ্গিল না।
যোহন ১৯ঃ৩১-৩৩।

137

এখানে দেখতে পাই যে, তারা দুই দস্যুর পা ভেঙ্গেছিল যেন তারা পালাতে না পারে।

138

কিন্তু, তারা যীশুর পা ভাঙ্গেনি কারণ তিনি ইতোমধ্যে শুক্রবারে মরে গিয়েছিলেন। সুতরাং, খ্রীষ্ট অথবা দস্যু কেহই শুক্রবার দিন স্বর্গে যান নাই।

139

যীশু আমাদের পরিত্রাণের এবং উদ্ধারের জন্য মূল্য দিয়েছেন।

140

মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের সর্ব্ব শ্রেষ্ট উপহার মৃত্যুর উপরে বিজয় লাভ! এটি ছাড়া অন্য সব গুলি অর্থহীন। এবং এর জন্যই আপনাকে যাঞ্জা করতে হবে!

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

141

আপনার সিদ্ধান্ত হচ্ছে সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত, এর উপর আপনার অনন্ত জীবন নির্ভর করে!

142

বিনা মূল্যে এ অনন্ত জীবনের উপহার সকলের জন্য প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, যারা খ্রীষ্টকে তাদের পরিত্রাণকর্ত্তা এবং প্রভু বলে গ্রহন করবে।
এবং এর মূল্য? শুধু মাত্র একটি উৎসর্গীকৃত হৃদয়।
একটি পরিস্কৃত এবং পরিবর্তিত হৃদয়। গর্বিত, স্বার্থপর হৃদয় ক্রুশের তলে নূতন হয়েছে।
কালভেরীতে খ্রীষ্ট আমাদের জন্য এটি সম্ভব করেছেন।
তিনি এর থেকে বেশী কি আর করতে পারতেন?

143

অনন্ত জীবন আপনার হতে পারে আপনি যদি এটি একান্ত পেতে চান।

144

কারণ তিনি জীবিত আছেন। আমাদের মহিমার প্রত্যাশা আছে, কবরের পরেও আমাদের আশা আছে।

145

পশ্চিম যুক্ত-রাষ্টের ছোট একটি শহরে একটি সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এক সন্ধ্যায় অত্যন্তঃ হতাশাগ্রস্ত, এক যুবক ঐ সভায় ঘুরাঘুরি করছিল।

146

সভাস্থানটি ছিল একটি কবর স্থানের পাশে। সভাস্থলে প্রবেশ করার পূর্বে ঐ যুবক ধীরে ধীরে কবর স্থানের মধ্যদিগে হাটছিল এবং জীবনের অর্থ কি সে বিষয় প্রশ্ন করল!
সে মনে শান্তি এবং পাপের ক্ষমা চাচ্ছিল। সে যখন মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা করেছিল, সে চেয়েছিল অনন্ত জীবনের জন্য প্রতিশ্রুতি।

১৩। আপনি যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন কি হয়?

147

সেই সন্ধ্যায়, বাইবেল থেকে প্রচারের বিষয় ছিল সমাধির পরেও প্রত্যাশ্যা। যুবক শ্রোতামণ্ডলীর সঙ্গে বসে শুনতে থাকল।
সে রাত্রে সে তার জীবন খ্রীষ্টের কাছে সমর্পন করল।
সেই রাত্রে সে খ্রীষ্টকে গ্রহন করল যে তাঁর জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তার জন্য অনন্ত জীবন দেবার জন্য মৃত্যুকে জয় করে কবর থেকে উঠেছেন।
সেই রাত্রেই তার জীবন জীবন্ত খ্রীষ্টের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তত হয়ে গেল।
ঐ রাত্রে তার জীবন শান্তিতে প্লাবিত হয়ে গেল।
ঐ রাত্রে তার হৃদয়ে নূতন আশার ফোয়ারা খুলে গেল।

148

আপনি এ শান্তি পেতে পারেন!এ অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা - কবরের পরেও আশা। আপনি যদি এ প্রত্যাশা, নিশ্চয়তা পেতে চান, তবে কি দাঁড়াবেন যখন আমরা প্রার্থনা করি?

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

1

মৃতদের সঙ্গে কি জীবিতেরা কথা বলতে পারে?

2

মানুষ যখন মারা যায় তখন কি তারা আত্মার আকারে জীবতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে?
মৃতদের আত্মা কি জীবিতদের সঙ্গে ফিরে এসে কথা বলতে সমর্থ?
মৃত্যু কালে কি শুধু দেহ মরে এবং আত্মা জীবিত থাকে?

3

প্রেতাত্মাবীদ, মনঃস্তত্ত্ববীদ, মাধ্যম ও মন্ত্রবেত্ত্বাগণ কি ঠিক যখন তারা বলে থাকে যে তারা আমাদের মৃত প্রিয়জনদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে দিতে পারে যাদের আমরা মৃত্যুর কারণে হারিয়েছি?

4

মৃতদের আত্মা কি জীবিত লোকদের দেহ ধারণ, তাদের কণ্ঠস্বর, তাদের মন এবং তাদের মত আচরণ ও কথা বলতে পারে?

5

আমরা যে বিষয় কথা বলব এটি হচ্ছে অত্যন্ত জরুরী বিষয় যার সম্মুখীন আমরা প্রত্যেই হতে পারি।

6

আর এটি এত বেশী জরুরী যে, আমরা একে জীবন মরণ ব্যাপার বলতে পারি। আমাদের অনন্ত জীবনে এতে নির্ভর করে? সুতরাং এ বিষয় আমাদের নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।
কি ভাবে আমরা সম্মূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে, আমাদের অভিজ্ঞতা সঠিক এবং বাস্তব অথবা মিথ্যা ও বিপদজনক?

7

এর উত্তর বাইবেলে এবং যীশু আমাদের সত্য প্রকাশ করেছেন।

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

8

যীশু আমাদের বন্ধু।
তিনি বুঝতে পারেন আমাদের দুঃখ, যখন আমরা প্রিয়জনদের মৃত্যু-ছায়া উপতক্যায় হারিয়ে যাওয়া বেদনায় মর্মাহত হই।
তিনি আমাদের শোক অনুভব করেন। তিনি সেখানে ছিলেন।

সুতরাং আমরা যীশুর দিগে তাকাই যে, তিনি মৃত্যু, পুনুরুত্থান এবং অনন্ত জীবন সম্পর্কে কি বলেন। যদি যীশু বলেন, আমি বিশ্বাস করি এতে আমার জীবন রয়েছে।
তা হলে ঠিক আছে। আমরাও কি একমত হতে পারি না?

9

আপনি কি যীশুর জন্য কৃতজ্ঞ নন? তিনি আমাদের দুঃখ বুঝতে পারেন।

10

(পদঃ যোহন ১১ঃ৩৫)
বাইবেল বলে, বন্ধুর সমাধিতে "যীশু কাঁদিলেন"ˏ যোহন ১১ঃ৩৫।
তিনি নিজেও মৃত্যুর উপত্যকা দিয়ে গমন করেছেন।

11

(পদঃ প্রকাশিত ১ঃ১৭,১৮)
"…. ভয় করিও না, আমি প্রথম ও শেষ।

12

আমি যিনি জীবন্ত, আমি মরিয়াছিলাম, আর দেখ, আমি যুগ পর্য্যায়ের যুগে যুগে
জীবন্ত । আমেন।

13

আর মৃত্যুর ও পাতালের চাবি আমার হস্তে আছে। প্রকাশিত ১ঃ১৭, ১৮
যীশু হচ্ছেন জীবন দাতা। এর থেকে বেশী কি প্রয়োজন। তিনি এসেছিলেন যেন এখন আমরা জীবনে উপচিয়ে পরি।

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

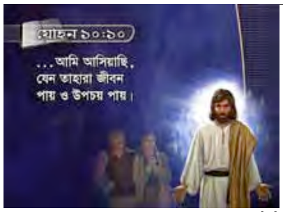

14

(পদঃ যোহন ১০ঃ১০)
“. . . আমি আসিয়াছি, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়।”
যোহন ১০ঃ১০
তিনি চিরকালের জন্য পুনুর্রুদ্ধারকৃত জীবনের প্রতিজ্ঞা করেছেন।

15

(পদঃ যোহন ১১ঃ২৫)
“যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমিই পুনুরুত্থান ও জীবন, যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবত থাকিবে।
যোহন ১১ঃ২৫
যীশু জীবন বিশেজ্ঞ।
তিনি বিশ্বের মধ্যে এ বিষয় সবচেয়ে বেশী অবগত আছেন, কারণ তিনি এ গ্রহের জীবন সৃষ্টি করেছেন।

16

(পদঃ যোহন ১ঃ১,৩)
“আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।

17

সকলই তাহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহার ব্যতিরিকে হয় নাই।”
যোহন ১ঃ১,৩।

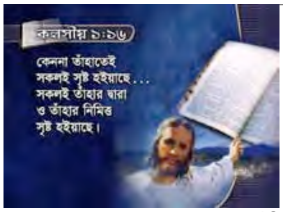

18

(পদঃ কলসীয় ১ঃ১৬)
“কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে . . . সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে।”
কলসীয় ১ঃ১৬

19

এ যাবৎ আমরা যা শিখেছি, তা পুনুরুলোচনা করা আবশ্যক।
যীশু পরিস্কার করেছেন যে, মৃত্যু জীবন নয়, অথবা জীবনের অন্য কোন রূপের শুরু নয়।

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

20

(পদঃ যোহন ১১ঃ১১)
যীশুর যে বন্ধু মারা গিয়েছিল, তার সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, “আমার বন্ধু লাসার ঘুমাইয়াছে” ।
যোহন ১১ঃ১১
তিনি এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলছিলেন যিনি মৃত ছিলেন। লক্ষ্য রাখুন, যীশু মৃত্যুকে কি ভাবে ব্যাখ্যা বাইবেলে করেছেন এটি হচ্ছে মৃত্যুর সবচেয়ে নিকটতম সম্পর্ক।

21

(পদঃ যোহন ১১ঃ১৪)
তাঁর শিষ্যেরা যেন ভুল না বুঝে সে জন্য যীশু তাদের ভুল ধারনা পরিস্কার করার জন্য বলেছিলেন “লাসার মরিয়াছে।”
যোহন ১১ঃ১৪
লাসার অন্য কোন রূপে ভিন্ন স্থানে জীবিত ছিল না।

22

সে মৃত ছিল এবং তার দেহ কবর দেয়া হয়েছিল। যীশু আরো পরিস্কার ভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে মৃত্যুর পর পুনুরুত্থানের পূর্ব পর্য্যন্ত কোন জীবন নাই, এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার করে দিলেন যে, পুনুরুত্থান এখনও ভবিষ্যতে।

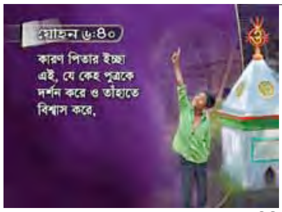

23

(পদঃ যোহন ৬ঃ৪০)
“কারণ পিতার ইচ্ছা এই, যে কেহ পুত্রকে দর্শন করে ও তাঁহাতে বিশ্বাস করে,

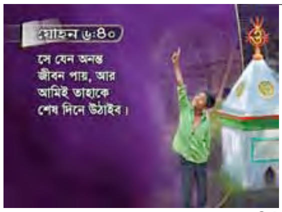

24

সে যেন অনন্ত জীবন পায়, আর আমিই তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব।
যোহন ৬ঃ৪০

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

25

যীশুর দ্বিতীয় আগমনে আবার ফিরে আসার কথা জানতে পেরে আমাদের হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠেছে।
আর ফিরে আসার উদ্দেশ্য পরিস্কার, এবং এটি মৃত্যু ও জীবন সমন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে।
কেন তিনি ফিরে আসবেন?

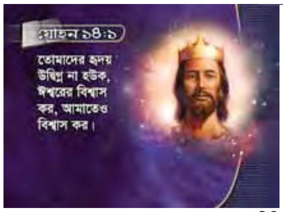

26

(পদঃ যোহন ১৪ঃ১-৩)
"তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক, ঈশ্বরের বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর।"

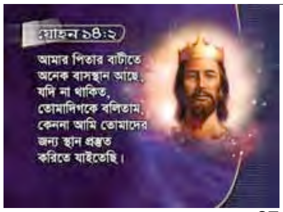

27

"আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম, কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি।"

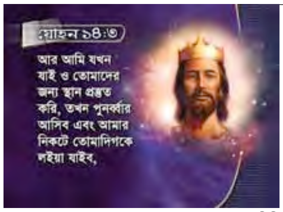

28

"আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব,

29

যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেই খানে থাক।"
যোহন ১৪ঃ১-৩

30

যীশু নিজে সেই অতি গুরুত্ত্বপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেনঃ

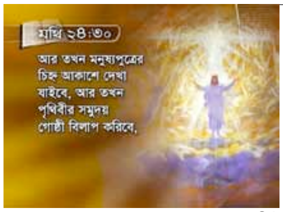

31

(পদঃ মথি ২৪ঃ৩০,৩১)
"আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে, আর তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে,

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

32

এবং “মনুষ্য পুত্রকে আকাশীয় মেঘরথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসিতে দেখিবে

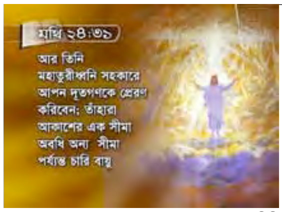

33

আর তিনি মহাতুরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন; তাঁহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত চারি বায়ু

34

হইতে তাহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন।”
মথি ২৪ঃ৩০,৩১

35

কেন তুরীধ্বনি? কেন দূতগণ?

36

মনোনীতদের মৃত্যুর নিদ্রা থেকে জাগ্রত করার জন্য এবং তাদের স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য সংগ্রহ করা--যীশুকে যারা ভালবাসে তাদের জন্য যে স্থান তিনি প্রস্তুত করেছেন।
সদাপ্রভুর আগমন একেবারে নির্ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ

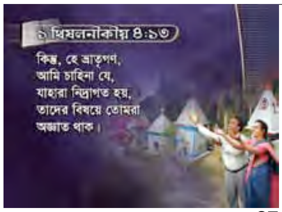

37

(পদঃ ১ থিষলনীকীয় ৪ঃ১৩-১৮)
“কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমি চাহিনা যে, যাহারা নিদ্রাগত হয়, তাদের বিষয়ে তোমরা অজ্ঞাত থাক।

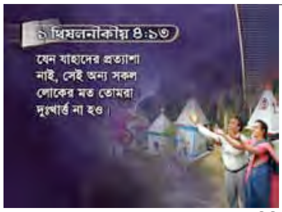

38

যেন যাহাদের প্রত্যাশা নাই, সেই অন্য সকল লোকের মত তোমরা দুঃখার্ত্ত না হও।

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

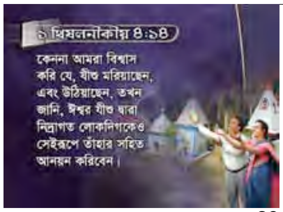

39

কেননা আমরা বিশ্বাস করি যে, যীশু মরিয়াছেন, এবং উঠিয়াছেন, তখন জানি, ঈশ্বর যীশু দ্বারা নিদ্রাগত লোকদিগকেও সেইরূপে তাঁহার সহিত আনয়ন করিবেন।

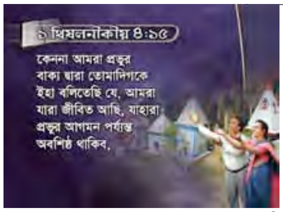

40

কেননা আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে ইহা বলিতেছি যে, আমরা যারা জীবিত আছি, যাহারা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত অবশিষ্ঠ থাকিব,

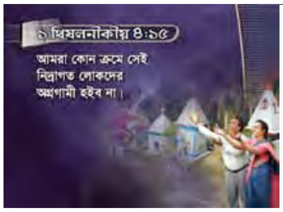

41

আমরা কোন ক্রমে সেই নিদ্রাগত লোকদের অগ্রগামী হইব না।

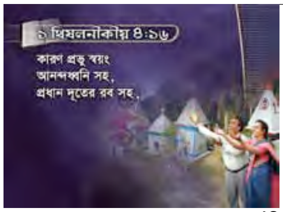

42

কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ,

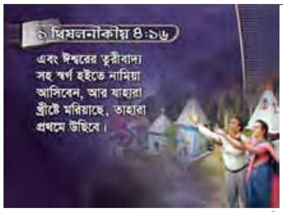

43

এবং ঈশ্বরের তুরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে।

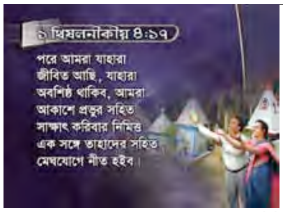

44

পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ঠ থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এক সঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব।

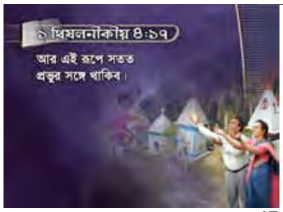

45

আর এই রূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।

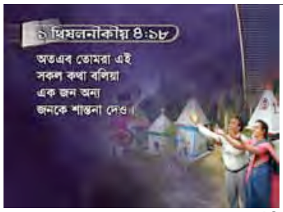

46

অতএব তোমরা এই সকল কথা বলিয়া এক জন অন্য জনকে শান্ত না দেও।

১থিষলনীকীয় ৪ঃ১৩-১৮

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

47

লক্ষ্য করুন, এখানে বিশেষ তিনটি সত্য প্রকাশিত হয়েছেঃ

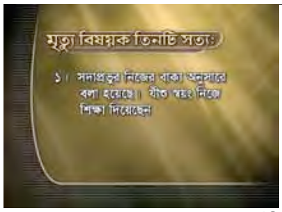

48

১। এটি "সদাপ্রভুর নিজের বাক্য অনুসারে বলা হয়েছে।" এ বিষয় যীশু স্বয়ং নিজে শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমাদের জন্য বিষয়গুলি নিঃষ্পত্তি করেছেন।

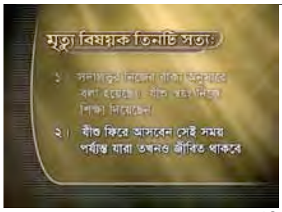

49

২। যখন যীশু ফিরে আসবেন সেই সময় পর্য্যন্ত যারা তখনও জীবিত থাকবে, তারা মৃত্যু থেকে পুনুরুত্থিতদের সাথে যীশুর আগমনে এক সাথে মিলিত হবে।

যারা খ্রীষ্টে নিদ্রাগত হয়েছে, জীবিতরা তাদের অগ্রে যাবে না অথবা যে সব লোকেরা এক এক জন করে মারা যায় তারাও কেহ অগ্রে যায় না।

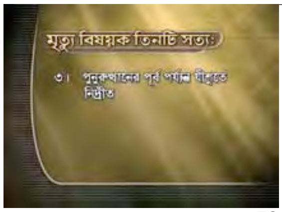

50

৩। পুনুরুত্থানের পূর্বে মৃত্যুকে ব্যাখা করার জন্য যীশু ও পৌল "নিদ্রা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

যীশু এটি যথেষ্ট ভাবে পরিস্কার করেছেন যে, মৃত্যু সচেতন জীবন নয়।

মৃত্যুতে কোন বিবেক, জ্ঞান, বুদ্ধি নাই। সজ্ঞানতা হচ্ছে মনের কাজ এবং মৃত্যুতে মন কাজ করা থেকে বিরত থাকে।

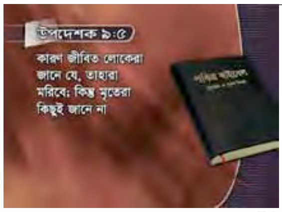

51

(পদঃ উপদেশক ৯ঃ৫)

বাইবেল বিষয় টি খুব পরিস্কার করে দিয়েছে "কারণ জীবিত লোকেরা জানে যে, তাহারা মরিবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না"

52

মৃতেরা কতটুকু জানে? "কিছুই না" সুতরাং, মৃতদের পক্ষে জীবিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব।

মৃত্যুর পর মানুষ জীবিত থাকে এ ধরণের বিশ্বাস কোথা থেকে এসেছে?

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

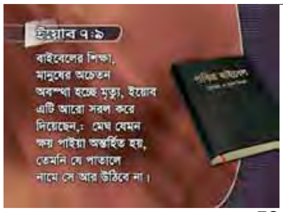

53

(পদঃ ইয়োব ৭ঃ৯,১০)
বাইবেলের শিক্ষা মানুষের অচেতন অবস্তা হচ্ছে মৃত্যু ইয়োব এটি আরো সরল করে দিয়েছেন,ঃ মেঘ যেমন ক্ষয় পাইয়া অন্তর্হিত হয়, তেমনি যে পাতালে নামে সে আর উঠিবে না।”
ইয়োব ৭ঃ৯

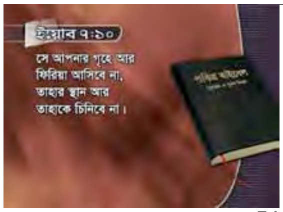

54

“সে আপনার গৃহে আর ফিরিয়া আসিবে না, তাহার স্থান আর তাহাকে চিনিবে না।”
ইয়োব ৭ঃ১০

55

ভ্রান্ত বিশ্বাস এসেছে স্বয়ং শয়তানের কাছ থেকে।
এদোন বাগানে সে হবাকে ঠকিয়েছিল, সঙ্গে তার স্বামীকেও, ফলে তারা এদোন বাগান হারিয়েছিল এবং ক্রমান্বয়ে জীবনও হারিয়েছিল।
শয়তান সম্পর্কে একটি মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে হবার সাথে একটি প্রেত আত্মাবিদদের বৈঠক করেছিল যার মাধ্যমে সে কথা বলেছিল।

56

(পদঃ আদি ৩ঃ৪)
হবা শয়তানের মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করেছিলঃ . . . কোন ক্রমে মরিবেনা।”
আদি ৩ঃ৪

57

(পদঃ আদি ২ঃ১৭)
এ মিথ্যা ছিল সরাসরি ঈশ্বরের সত্যের বিরুদ্ধাচারন করা, “তুমি মরিবেই মরিবে।”
আদি ২ঃ১৭।
এটি হচ্ছে মূল সমস্যাঃ আমরা কাকে বিশ্বাস করব?

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

58

এক জন প্রেত আত্মাসাধক বলেছে (এবং একথা সারা পৃথিবীব্যাপী হাজার হাজার প্রেত আত্মাসাধক, আত্মিক বাদীরা বলে), আমাদের গত হয়ে যাওয়া প্রিয় জনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব।” এ কি সত্য হতে পারে?
একি সম্ভব? না।

59

যীশুর শিক্ষা থেকে আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়েছি যে, জীবিতেরা মৃতদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে না।
কেন? কারণ মৃতেরা কিছুই জানে না।
তারা ঘুমাচ্ছে, মৃত্যু নিদ্রায় অবচেতন।
আপনারা হয়তো বলতে পারেন--অথবা অনেকে মনে করতে পারে যারা আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে--

60

“যদি মৃতরা কিছুই না বুঝে, তবে “আত্মা” কারা যে জীবিতদের সঙ্গে কথা বলে?”

61

বাইবেল পরিস্কার করে বলেছে তারা কি।

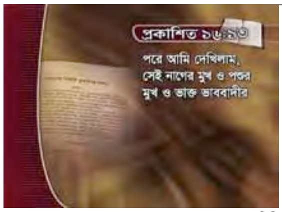

62

(পদঃ প্রকাশিত ১৬ঃ১৩,১৪)
“পরে আমি দেখিলাম, সেই নাগের মুখ ও পশুর মুখ ও ভাক্ত ভাববাদীর

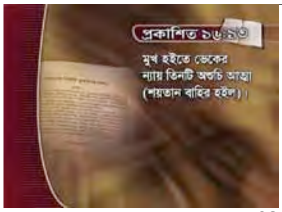

63

মুখ হইতে ভেকের ন্যায় তিনটি অশুচি অত্মা (শয়তান বাহির হইল)।

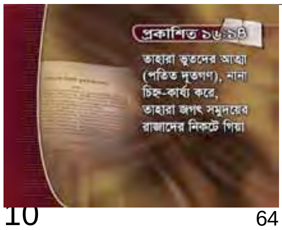

64

তাহারা ভুতদের আত্মা (পতিত দূতগণ), নানা চিহ্ন-কার্য্য করে, তাহারা জগৎ সমুদয়ের রাজাদের নিকটে গিয়া

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

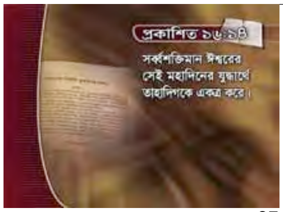

65

সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই মহাদিনের যুদ্ধার্থে তাহাদিগকে একত্র করে।
প্রকাশিত ১৬ঃ১৩,১৪

66

তারা কা বাইবেল শুধু এটিই প্রকাশ করেনি, কিন্তু তারা কোথা থেকে এসেছে তাও বলেঃ

67

(পদঃ প্রকাশিত ১২ঃ৭-৯)
"আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল; মীখায়েল ও তাহার দূতগণ ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই নাগ ও তাহার দূতগণও যুদ্ধ করিল,

68

কিন্তু জয়ী হইল না, এবং স্বর্গে তাহাদের স্থান আর পাওয়া গেল না।

69

আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল {অপবাদক} এবং শয়তান (বিপক্ষ) বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়,

70

সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহার দূতগণও তাহার সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল।"
প্রকাশিত ১২ঃ৭-৯

71

বন্ধুগণ, সাবধান! তারা পতিত দূতগণ!
আপনি এই আত্মাদের সাথে যা–ই করুন না কেন, এটি সবচেয়ে বিপদজনক।
তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, আমি আবারও বলছি, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের যীশু থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া এবং আপনাদের অনন্ত জীবন থেকে বঞ্চিত করা।

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

72

এবং আপনার মেরুদণ্ডের উপর থেকে নিচ পর্য্যন্ত কম্পন সৃষ্টি করা উচিৎ, এবং এটি যেন আপনার ও "মন্দ আত্মার" মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে।
আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, মৃতরা জীবিত, তবে আপনি প্রবঞ্চিত ও হারিয়ে যাবার জন্য নিজেকে উম্মুক্ত করে রেখেছেন, কারণ আপনি এখন পর্য্যন্ত কিছুই দেখেননি।

73

ঈশ্বর পরিস্কারভাবে আধাত্যবাদকেবাদকে ভর্ৎসনা করেছেন এবং কোন মানুষ যেন মৃতদের সঙ্গে যোগাযোগ, বা কথা না বলে সে বিষয় নিষেধ করেছেন।
লক্ষ রাখুন, ঈশ্বর তাঁর লোকদের সতর্ক করেছিলেন যেন কোন ব্যক্তি তাদের পরিচিতদের আত্মার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা না করে।

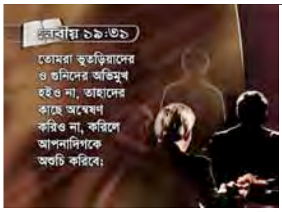

74

(পদঃ লেবীয় ১৯:৩১)
তোমরা ভুতড়িয়াদের ও গুনিদের অভিমুখ হইও না, তাহাদের কাছে অন্বেষণ করিও না, করিলে আপনাদিগকে অশুচি করিবে;

75

আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর।

76

(পদঃ দ্বিঃ বিবরণ ১৮ঃ১০-১২)
ইস্রায়েল লোকেরা কনানে যাবার পূর্বে, তাদের কঠোর ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলঃ "তোমার মধ্যে যেন এমন কোন লোক পাওয়া না যায়. . . যে মন্ত্র ব্যবহার করে

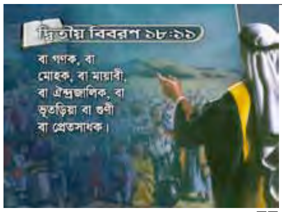

77

বা গণক, বা মোহক, বা মায়াবী, বা ঐন্দ্রজালিক, বা ভূতড়িয়া বা গুণী বা প্রেতসাধক।

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

78

“কেননা সদাপ্রভু এই সকল কার্য্যকারীকে ঘৃণা করেন” দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ১০-১২।
ঈশ্বর জানেন যে সব লোকেরা মায়াবী, প্রেত সাধক, ভুতড়িয়া তারা তাঁর লোকদের ভুল পথে পরিচালিত করবে। সুতরাং তিনি তাদের বলেছিলেনঃ

79

(পদঃ যাত্রা ২২ঃ১৮)
“তুমি মায়াবিনীকে জীবিত রাখিও না।”
যাত্রা ২২ঃ১৮।

80

রাজা শৌল ভুতড়িয়ার সাহায্যে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে মূর্খের পরিচয় দিয়েছিলেন।

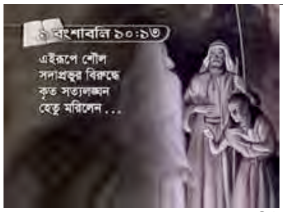

81

(পদঃ ১ বংশাবলি ১০ঃ১৩)
“এইরূপে শৌল সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে কৃত সত্যলঙ্ঘন হেতু মরিলেন, . . .

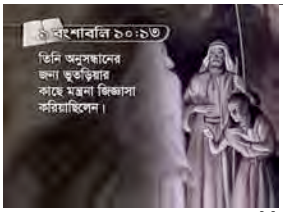

82

তিনি অনুসন্ধানের জন্য ভুতড়িয়ার কাছে মন্ত্রনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।” ১বংশাবলি ১০ঃ১৩।

83

শয়তান নিজে স্বয়ং যীশুর রূপ ধারণ করতে চেষ্টা করবে।

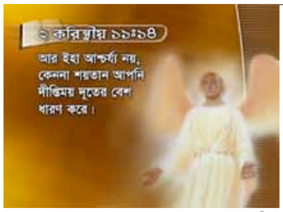

84

(পদঃ ২করিন্থীয় ১১ঃ১৪)
“আর ইহা আশ্চর্য্য নয়, কেননা শয়তান আপনি দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে।”
২ করিন্থীয় ১১ঃ১৪

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

85

আপনি কি কখনও বিস্মিত হয়েছেন যে কেমন করে একজন লোক অন্য ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে পারে যে পূর্বে মারা গেছে সে তার মত দেখতে, কথা বলে, এবং সেই ব্যক্তির মত আচারণ করে? বাইবেল বলে, এটি সম্বব কারণ শয়তান (এবং তার দূতেরা) মুখোশধারী।”

86

তারা যে কোন লোকের রূপ ধারণ করতে পারে?
এটি অত্যন্তঃ ভীতিজনক যে অনেক ভাল লোকেরা প্রবঞ্চিত হবে এবং তাদের বিচ্ছেদ হওয়া প্রিয় জনদের সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দে শয়তানকে আলিঙ্গন করবে!

87

কিন্তু শাস্ত্র আরও ভয়াবহ জিনিষ প্রকাশ করেছেঃ শয়তান নিজে যীশুর রূপ ধারণ করার চেষ্টা করবে।
আপনি চিন্তা করতে পারেন, কি ভাবে জনগণ প্রবঞ্চিত হবে, কারণ তারা যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সত্য অবগত নয়?
একি কোন আশ্চার্য্য হবার বিষয় যে যীশু এ সমন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন?

88

(পদঃ মথি ২৪ঃ৪, ৫)
“যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, দেখিও, কেহ যেন তোমাদিগকে না ভুলায়।”

89

কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, বলিবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট, আর অনেক লোককে ভুলাইবে।”
মথি ২৪ঃ৪,৫
সুতরাং এ সাংঘাতিক বিষয়টি

90

যীশু পুনুরায় তাঁর বক্তৃতায় সতর্ক করে দিয়েছেনঃ

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

91

(পদঃ মথি ২৪ঃ২৩-২৫)
"তখন যদি কেহ তোমাদিগকে বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখানে, কিম্বা ওখানে, তোমরা বিশ্বাস করিও না।"

92

"কেননা ভাক্ত খ্রীষ্টেরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা উঠিবে, এবং এমন মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইবে যে,

93

যদি হইতে পারে, তবে মনোনীত দিগকেও ভুলাইবে।"

94

"দেখ, আমি পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিলাম।" মথি ২৪ঃ২৩-২৫।

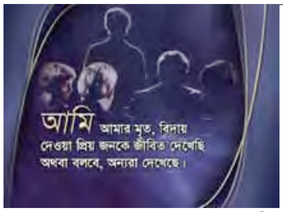

95

কিন্তু, আপনাদের মধ্যে কেউ বলবেন, "আমি আমার মৃত, বিদায় দেওয়া প্রিয় জনকে জীবিত দেখেছি" অথবা বলবেন, অন্যরা দেখেছে"।

96

কেউ হয়তো জোর দিয়ে বলতে পারে, "আমি আমার মৃত স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছি।"

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

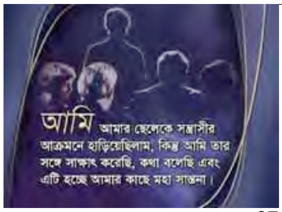

97

এছাড়া কেউ হয়তো বলবেন, "আমার ছেলেকে সন্ত্রাসীর আক্রমনে হাড়িয়েছিলাম, কিন্তু আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি, কথা বলেছি এবং এটি হচ্ছে আমার কাছে মহা সান্তনা।"
যীশু কী বলেছিলেন?
মৃতরা নিদ্রিত - আর সেই "আত্মারা" সম্ভব হলে মনোনীতদেরও ভুলাবে।
কোটি কোটি লোক প্রবঞ্চিত হবে।
কেন? কারণ তারা তাদের আবেগ, অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতাকে ঈশ্বরের বাক্য থেকে বেশী বিশ্বাস করে।

98

কেন 'মনোনীতেরা' প্রবঞ্চিত হবে না? কারণ তারা যীশুকে বিশ্বাস করে। তারা তাদের আবেগ, অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা থেকে ঈশ্বরের বাক্য নিশ্চিত জেনে বিশ্বাস করে।

99

এটি হচ্ছে সমস্যাঃ-

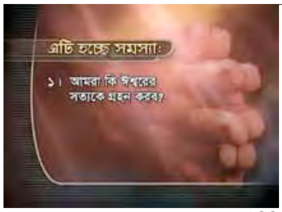

100

আমরা কি ঈশ্বরের সত্যকে গ্রহন করব,

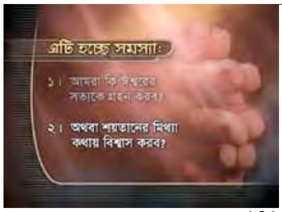

101

অথবা শয়তানের মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করব?

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

102

শুধু মাত্র যারা তাদের মন বাইবেলের বাক্য দ্বারা বেষ্টিত করে রাখবে, তারাই এ প্রবল প্রবঞ্চনার শ্রোত যা ইতোমধ্যে পৃথিবীকে প্ল াবিত করতে শুরু করেছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সমর্থ হবে।

আমাদের এ বিষয় জানা প্রয়োজন এবং দৃঢ় সংকল্পে, স্থির ভাবে বিশ্বাস করতে হবে, এবং কোন অভিজ্ঞতা, অনুভূতি বা বাহ্যতঃ অবস্থা যা আমাদের সত্য থেকে বিরত রাখে সে গুলো গ্রহন না করা।

103

হয়তো আপনারা চিন্তা করছেন, “মৃত্যুর কাছাকাছি” অভিজ্ঞাতার বিষয়, যে ক্ষেত্রে অনেক লোককে ডাক্তারি ভাবে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে, তারা পুনরায় সতেজ হয়েছে।

104

এবং তাদের হাসপাতালের কক্ষে নিজেদের শরীরের দিগে তাকিয়ে আছে

105

অথবা তারা উজ্জ্বল আলো ও যীশু বা এক দূতের ডাক শুনেছে। অনেকে এমনও বলেছে যে, তারা মৃত্যুর ওপারে প্রিয়জনদের দেখেছে।

আমরা শুধু মাত্র ঈশ্বরের বাক্যের সত্যের মাধ্যমে এর অসত্যতা বুঝতে পারি এবং প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা পেতে পারি।

106

এটি বলা, “দেখাই বিশ্বাস করা−−আমি যদি আমার নিজের চোখে দেখি তবে আমি বিশ্বাস করব” এ রূপ বলা মানে নিজেকে নিশ্চিত প্রবঞ্চনার পথে নিয়ে যাওয়া।

107

যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য বাইবেল থেকে বেশী আমাদের অনুভুতি, আবেগ এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ভর করি তখন ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহন করি।

অনেকে মিথ্যা বিশ্বাস করে যে পৃথিবী মৃত্যুকে জয় করেছে।

১৪। কবরের পরও কন্ঠস্বর

108

উদাহরণ স্বরূপ জন্মান্তর বাদ, পুনর্জন্মবাদ লক্ষ লক্ষ লোক বিশ্বাস করে যে মানুষ মরে গেলে, সে আবার অন্য রূপে জন্ম গ্রহন করে যদিও তারা জানে না কোন রূপে।
হয়তো বা পশু বা সরিসৃপ আকারে যেমন, গরু, ইদুর, কুকুর, সাপ ইত্যাদিঃ

109

অথবা যে হয়তো জন্ম গ্রহন করবে সে এক জন খুব ধনী রাজা বা গরীব বা ভিক্ষুক বা অন্ধ বা বধির বা খঞ্জ অথবা কোন দুরারগ্য ব্যধি নিয়ে জন্মগ্রহন করবে।

110

হিন্দু ধর্ম শিক্ষাদেয় যে একটি “জীবন চক্র” আছে যা সর্ব্বদা ঘুড়ে এবং যখন কোন লোক মরে সে আবার জন্ম গ্রহন করে আর এ ভাবে জীবন চক্র ঘুরতেই থাকে।
অনেক লোক এর অন্তরালের দর্শনতত্ব না জেনে এ রহস্যময় কল্প কাহিনীতে বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাসের দ্বারা এক জন ব্যক্তির কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই, কোন মনোনয়ণ অধিকার নেই, এবং কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে না।

111

ব্যক্তিত্য সম্পন্য জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই, মনোনয়ন, আনন্দ, উল্লাস এবং সহভাগিতা বলতে কিছুই নেই।
এর পরিবর্তে বলা হয় এক জন মানুষ ক্রমান্বয়ে নির্বাণের দিগে অগ্রসর হয়ে যাবে।

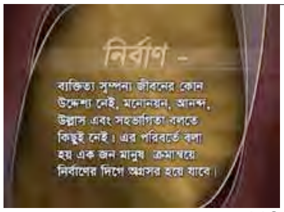

112

এক অস্তিত্বহীন নীরবতা, যেখানে নেই কোন ব্যতিত্ব, মেধা এবং স্মৃতি,

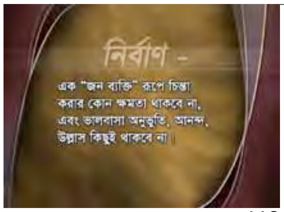

113

এক “জন ব্যক্তি” রূপে চিন্তা করার কোন ক্ষমতা থাকবে না, এবং ভালবাসা অনুভুতি, আনন্দ, উল্লাস কিছুই থাককে না।

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

114

আমাদের সত্বা এ বিশ্বমণ্ডলের মধ্যে এক ফোটা জলের মধ্যে হারিয়ে যাবে, যেমন নাকি সমুদ্রের মাঝে এক ফোটা জলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়।

115

বৌদ্ধ ধর্ম্মও একই রকম কিন্তু, বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছেন, তুমি জীবনের শেষে "জীবন চক্র" থেকে মুক্তি পেতে পার, যেন তোমাকে আর বারবার সীমাহীন চক্রের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহন করতে হবে না, যদি তুমি সঠিক কর্ম কর।

116

তাদের শিক্ষা এই তোমরা যদি ইচ্ছা শক্তি বা বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পার তবে জীবনের এমন এক সময় উপনীত হবে যে, তোমাদের সমস্ত বাসনা, কামনা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত হবে।

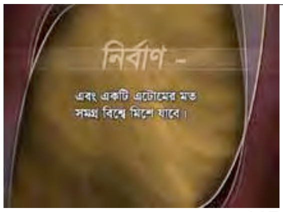

117

তার পর মন এবং শরীর এমন এক অবস্থায় পৌঁছাবে যেখান থেকে মৃত্যুর পর সরাসরি নির্বাণে চলে যাবে, এবং একটি এটোমের মত সমগ্র বিশ্বে মিশে যাবে।

118

এই উভয় ধর্ম বিশ্বাস করে যে ভাল এবং মন্দের সমান ক্ষমতা রয়েছে এবং তারা অনন্তকাল থাকবে।

119

ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপের বারং নাচ অনেকে হয়তো দেখেছেন,

120

একজন বারং, বিশেষ পোষাক পরা থাকে যা দেখতে বড় একটি সিদ্ধ ডিমের ন্যায়, সে ছয় জন ব্যক্তির মুকাবিলা করে যাদের হাতে অত্যন্ত ধারাল এবং বক্রাকার ছোড়া থাকে।
তারা স্থানীয় কোন নেশা জাতিয় দ্রব্যের প্রভাবে থাকে।

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

121

বারংটি তাদের দিগে অগ্রসর হয় এবং তারা পিছনের দিগে যায়। সে চিৎকার করে এবং ফিরে যায় এবং লোকেরা পিছন পিছন দৌড়ে গিয়ে তাকে কাটার জন্য ফাঁকা স্থানে কোপায়।

122

বারংটি থামে এবং আবার পুরুষ লোকদের দিগে ফিরে তাকায়। তারা থেমে যায়। সে যখন এক পা আগায় তারা এক পা পিছনে যায়। এ ভাবে তারা একবার পিছনে একবার সামনে আগায়, বারংবার এভাবে করতে থাকে যতক্ষণ না ছয় ব্যক্তি উম্মাদের মত হয়ে যায় এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

এটি অসাধারণ কিছু নয় যে, দু'এক জনের হাতের ঘোড়া ছুটে যায় এবং ভুল বসত পাশে দাড়ান লোকের গায়ে আঘাত লাগে। এ সময় গ্রাম থেকে লোকেরা পিছন থেকে আসে এবং জোড় করে মাটিতে শুয়িয়ে দেয় এবং ভিজে না যাওয়া পর্য্যন্ত জল ঢালতে থাকে।

পরিশেষে তারা মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে মনে হয় যেন মাটির গহব্বর থেকে উঠে আসল, তার পর উঠে হাঁটতে হাঁটতে তাদের ঘরের দিগে চলে যায়, আর বারং বিপরীত দিকে চলে যায়।

এ হচ্ছে একটি ধর্মিয় অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে তাদের বিশ্বাসকে তারা অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশ করে।

বারং নির্দেশ করে ঈশ্বরকে, এবং ছয় লোক নির্দেশ করে শয়তান, মন্দতা।

হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে ভাল এবং মন্দের মধ্যে অনন্তকাল ধরে দন্দ চলছে। কেউই বিজয়ী নয়। সব সময় সমান সমান।

123

তাদের বিশ্বাস এর উপর ভিত্তি করে আছে যে, ইতিহাস হচ্ছে চক্রাকার যা বিরামহীন ভাবে পুনুরাবৃত্তি হচ্ছে। ইতিহাসের কোন শেষ নেই।

অনন্ত কালিন প্রেমময় ঈশ্বর নাই যিনি পরিশেষে মন্দের অবশান ঘটাবেন এবং এ পৃথিবীতে ধার্ম্মিকতা ও শান্তি আনবেন।

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

124

আমি পুনুরুত্থিত, এবং জীবন্ত যীশুর জন্য কৃতজ্ঞ, আপনারা কি কৃতজ্ঞ নন?
কি এক অপূর্ব প্রত্যাশা তিনি দিয়েছেন!
মন্দতা আর কর্ত্তৃত্ব করবে না।
ইতিহাস সম্মুখের দিগে অগ্রসর হচ্ছে যখন ঈশ্বর মানুষের জন্য নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করবেন যেখানে কোন পাপ, রোগ, যুদ্ধ, মৃত্যু, দুঃখ কষ্ট থাকবে না।

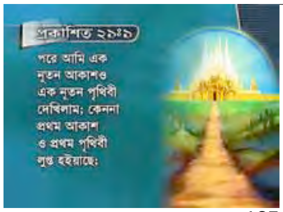

125

(পদঃ প্রকাশিত ২১ঃ১-৪)“পরে আমি এক নূতন আকাশও এক নূতন পৃথিবী দেখিলাম; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে;

126

এবং সমুদ্র আর নাই।”

127

আর আমি (যোহন) দেখিলাম, “পবিত্র নগরী নূতন যিরূশালেম, “স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিয়া আসিতেছে;

128

সে আপন বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল।”

129

পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস।

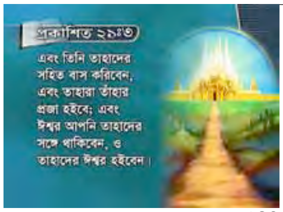

130

এবং তিনি তাহাদের সহিত বসে করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন।

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

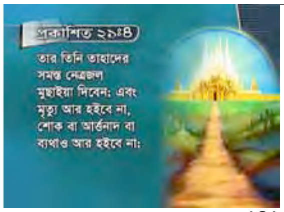

131

তার তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না, শোক বা আর্ত্তনাদ বা ব্যথ্যাও আর হইবে না;

132

কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল। প্রকাশিত ২১:১-৪।

133

আপনি কি যীশুকে এখন গ্রহন করে 'নূতন জন্ম' গ্রহন করবেন না?
মৃত্যুর পর নয়, যখন এটি বেশী বিলম্ব হয়ে যাবে।
আর জন্মান্তরবাদের মাধ্যমে সীমাহীন পুনুরাবৃত্তি নয়, যা হাজার হাজার বৎসর যাবৎ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কিন্তু আজই, এখনই!

134

(পদঃ ১পিতর ১ঃ৩,৪)
"ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরও পিতা;

135

তিনি নিজ বিপুল দয়ানুসারে মৃতগণের মধ্য হইতে

136

যীশু খ্রীষ্টের পুনুরুত্থান দ্বারা, জীবন্ত প্রত্যাশার নিমিত্ত আপনাদিগকে পুনর্জন্ম দিয়াছেন,

137

অক্ষয় ও বিমল ও অজর দায়াধিকারের নিমিত্ত দিয়াছেন;

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

138

সেই দায়াধিকার স্বর্গে তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে।” ১ পিতর ১ঃ৩-৪।

139

আপনি অনন্তকালের জন্য জীবন পেতে পারেন।
আজকে ঈশ্বর আপনাকে সেই নিশ্চয়তা দান করতে চান!

140

(পদঃ ১ যোহন ৫ঃ১১, ১২)
“আর সেই সাক্ষ্য এই যে, ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন, এবং সেই জীবন তাঁহার পুত্রে আছে।

141

পুত্রকে যে পাইয়াছে, সে সেই জীবন পাইয়াছে; ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নাই সে জীবন পায় নাই।”
১ যোহন ৫ঃ১১, ১২।
আমরা কি করে জানব? আমরা কি করে নিশ্চিত হতে পারি?
ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কাছে স্ফটিকের ন্যায় পরিস্কার করে দিয়েছেঃ

142

(পদঃ ১যোহন ৫ঃ১৩)
“তোমরা যাহার ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করিতেছ, আমি তোমাদিগকে এই সকল কথা লিখিলাম,

143

যেন তোমরা জানিতে পার যে, তোমরা সমস্ত জীবন পাইয়াছ।
১যোহন ৫ঃ১৩।
এ প্রশ্নের উত্তর প্রত্যেকের দেওয়া আবশ্যক! আমি কি যীশুকে পেয়েছি?”
আপনি এ মুহুর্তে তাঁকে পেতে পারেন।

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

১৪। কবরের পরও কণ্ঠস্বর

144

(পদঃ প্রকাশিত ৩ঃ২০)
তিনি বলেন, “দেখ আমি (তোমাদের হৃদয়ের) দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি ও আঘাত করিতেছি।

145

কেহ যদি আমার রব শুনে ও দ্বার খুলিয়া দেয়,

146

তবে আমি তাহার কাছে প্রবেশ করিব, ও তাহার সহিত ভোজন করিব, এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে।” প্রকাশিত ৩ঃ২০।

147

এ মুহূর্তে আপনার হৃদয় দ্বার খুলে দিন, এবং তাঁকে ভিতরে নিমন্ত্র করুন।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

1

পূর্ণ স্বাস্থ্য কি ভাবে লাভ করা যায়?

2

ভূমধ্য মহাসাগরের নীল জলের পরপারে পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর পান্না খচিত একটি প্রাচীন পর্তুগীজ সন্ন্যাসী মঠ আছে।
শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য।
বিশাল, বিস্তীর্ণ চমৎকার সৌন্দর্য্য।
কিন্তু সেখানে একটি সমস্যা।
শৃঙ্গের চুড়ায় উঠার জন্য মাত্র একটি পথ তা হল একটি পুরাতন ঝুড়ি দড়ি দিয়ে বাঁধা এবং একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী টেনে উঠায়।

3

একদিন এক জন পথ প্রদর্শক ও ভ্রমনকারী সন্ন্যাসী মঠ পরিত্যাগ করছিলেন।
তারা যে ভাবে ঝুড়িতে চরে খাড়া শৃঙ্গ থেকে নীচে যাচ্ছিলেন এবং এক জন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দড়ি ধরেছিলেন, এতে দড়ি দোল খেয়ে পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেল।
পর্য্যটক ভয় পেয়ে জানতে চাইলেন,” কত ঘনঘন এ দড়ি বদল করা হয়?”

4

পথ প্রদর্শক (সাইড) আসৃস্ত করে বললেন, “ভয় পাবেন না, যখন কেউ ছিঁড়ে পড়ে তার পর দড়ি পাল্টানো হয়।”

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

5

এ কাহিনীর মত, হাজার হাজার লোক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাদের নিজেদের অকল্পনীয় অবস্থার মধ্যে রাখে। তারা অপেক্ষা করে যতক্ষণ না দড়ির মত স্বাস্থ্য ভেঙ্গে না পড়ে। তার পর প্রচণ্ড ভাবে সর্ব্বাধুনিক স্বাস্থ্য নীতি পালন করে।
ছিড়ে যাওয়া দড়ির মত ভেঙ্গে পরা স্বাস্থ্য এত সহজে ঠিক করা যায় না।
স্বাস্থ্য কোন সুযোগের ব্যাপার নয়, এ হচ্ছে মনোনয়নের বিষয় প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলা।

6

বন্ধু, আপনি কী একটি ভঙ্গ স্বাস্থ্য চান? লোকেরা প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা চিকিৎসার জন্য ব্যায় করে।
রোগ হচ্ছে পৃথিবীতে একটি সবচেয়ে দামী বিষয় যার জন্য লোকেরা অর্থ ব্যায় করে।
তার পরেও কতটুকু সুস্থ হতে পারে? এক জন মৃতপ্রায় রোগীকে অথবা এইডস-এ আক্রান্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন।

7

লুকুমিয়ায় আক্রান্ত একজন শিশুর পিতা মাতা অথবা একজন বয়স্ক ব্যক্তি যে আরথাইটিস্-এ আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করুন। তারা বলবে যে সুন্দর স্বাস্থ্য হচ্ছে অমূল্য ধন, আশীর্ব্বাদ যা হাড়িয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত মূল্য বোঝা যায় না।

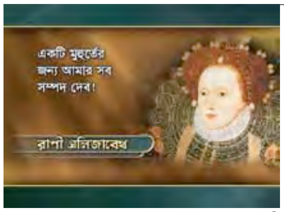

8

জীবনের বৎসর সমূহ অথবা মাত্র একদিনের মূল্য কত?
রাণী এলিজাবেথ প্রথম তার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে কেঁদে বলেছিলেন "একটি মুহূর্তের জন্য আমার সব সম্পদ দেব!"
কিন্তু এতো মূল্য দিয়ে ক্রয় করা যায় না।
কিন্তু আপনি কি অনুভব করেছেন যে এর সুফল এবং সুন্দর আনন্দময় বৎসর সহজেই পেতে পারেন, শুধু মাত্র সাধারণ স্বাস্থ্য নীতি পালনের দ্বারা?

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

9

ডাঃ ব্রেসলো, ইউনিভারসিটি অব ক্যালফরনিয়া, লসএ্যাজেলেস এর ডাক্তার নয় বৎসর যাবৎ গবেষণা করেছেন। তিনি স্বাস্থ্য অভ্যাস সম্পর্কে সাতটি প্রশ্ন ৭০০০ লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, তারপর তিনি এ সব রুগীদের পর্য্যবেক্ষণ করেছেন যারা সঠিক ভাবে স্বাস্থ্য আভ্যাস পালন করেছে এবং যারা পালন করেনি।

10

এ সাতটি প্রশ্ন তিনি করেছিলেনঃ

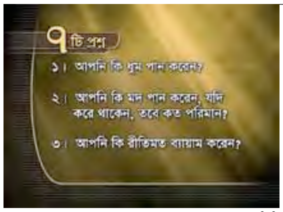

11

১। আপনি কি ধুম পান করেন?
২। আপনি কি মদ পান করেন, যদি করে থাকেন, তবে কত পরিমান?
৩। আপনি কি রীতিমত ব্যাম করেন?

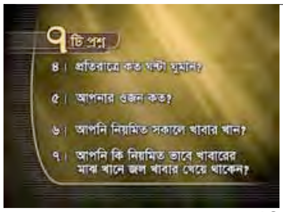

12

৪। প্রতিরাত্রে কত ঘন্টা ঘুমান?
৫। আপনার ওজন কত?
৬। আপনি নিয়মিত সকালে খাবার খান?
৭। আপনি নিয়মিত ভাবে খাবারে মাঝে খানে জল খাবার খেয়ে থাকেন?

যারা বিশ্বস্ত ভাবে এ সাতটি প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ভাল স্বাস্থ্য রক্ষা করেছে তারা গড়ে ১১.৫ বৎসর যারা স্বাস্থ্য নীতি রক্ষা করেনি তাদের থেকে বেশী বেঁচেছে।

13

আপনার জীবনে ১১.৫ বৎসর যোগ করার জন্য কি করবেন। এখন যে বার্তা আপনার কাছে দেওয়া হবে এ গুলি আপনার জীবনের বৎসর বৃদ্ধি করতে পারে--আনন্দময় ও সুস্থ্য আয়ু।

আপনি কি মনে করেন মনদিয়ে শোনা আপনার জন্য লাভ জনক হবে? অনেকের কাছে আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঈশ্বর আমাদের স্বাস্থ্য এবং বর্তমানের সুখ নিয়ে চিন্তা করেন।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

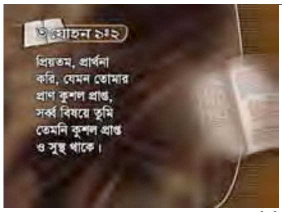

14

(পদঃ ৩ যোহন ১ঃ২)"প্রিয়তম, প্রার্থনা করি, যেমন তোমার প্রাণ কুশল প্রাপ্ত, সর্ব্ব বিষয়ে তুমি তেমনি কুশল প্রাপ্ত ও সুস্থ থাকে।" ৩ যোহন ১ঃ২।

15

(পদঃ যোহন ১০ঃ১০)যীশু বলেছেন, "আমি, আসিয়াছি, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়।" যোহন ১০ঃ১০।

16

যীশু আমাদের সুখী, আনন্দময় এবং সুস্থ্য জীবন চান।তিনি চান যেন আমরা জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করি!

17

কি করে সুস্থ জীবন লাভ করা যায়, তা কি জানা সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব!অনেকেই অবগত নয় যে বাইবেলে ঈশ্বর আমাদের সুস্বাস্থ্য জীবন যাপন সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম কানুন প্রদান করেছেন।

18

শত শত বৎসর যাবৎ চিকিৎসা গবেষকগণ খুব গুরুত্ব সহকারে গোড়া যিহুদীদের জীবন যাপন পর্য্যাবেক্ষণ করেছে।
তাদের ব্যান্সারের মৃতের হার অন্যদের চেয়ে অনেক কম এবং তারা সহজে অন্যের অসুস্থ্যতা দ্বারা আক্রান্ত হয় না।
যিহুদীদের কি কোন বংশগত ব্যাপার আছে যা তাদের মারাত্মক রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, যা অন্যদের সহজে আক্রান্ত করে?

19

এটি বেশ মজার লক্ষণীয় বিষয় যে, যখন যিহুদীরা তাদের পাশের লোকদের ন্যায় খাবার খেতে শুরু করে, তাদের ক্যান্সারের হার এবং অন্যান্য রোগ ও, সে সব লোকদের মত হতে থাকে।
এ থেকে আবিস্কার করা গেছে যে, তাদের স্বাস্থের রহস্য হচ্ছে স্বাস্থনীতি অনুসরণ, খাদ্য পুষ্টি এবং জীবন যাপন।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

20

(ভিডিওঃ ১০ সেকেণ্ড) ঈশ্বর যখন ইস্রায়েলদের মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন, তিনি তাদের স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবন যাপনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়মকানুন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।
তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য নীতিমালা দেবার পর, তিনি অত্যন্ত স্মরণীয় প্রতিজ্ঞা করলেন তাদের জন্য যারা তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করবে।

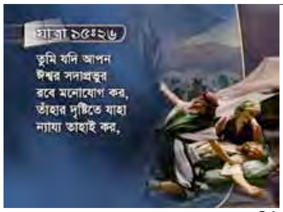

21

(পদঃ যাত্রা ১৫ঃ২৬)তিনি বলেছেনঃ "তুমি যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে মনোযোগ কর, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহাই কর,

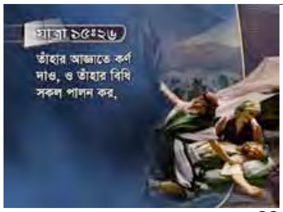

22

তাঁহার আজ্ঞাতে কর্ণ দাও, ও তাঁহার বিধি সকল পালন কর,

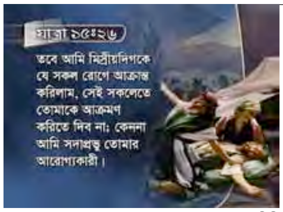

23

তবে আমি মিস্রীয়দিগকে যে সকল রোগে আক্রান্ত করিলাম, সেই সকলেতে তোমাকে আক্রামণ করিতে দিব না; কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী।"
যাত্রা ১৫ঃ২৬।
তিনি এ কথা ও বলেছেন,

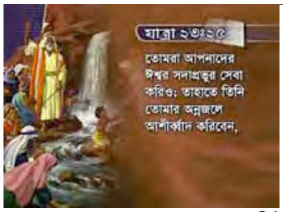

24

(পদঃ যাত্রা ২৩ঃ২৫)
"তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা করিও; তাহাতে তিনি তোমার অন্নজলে আশীর্ব্বাদ করিবেন,

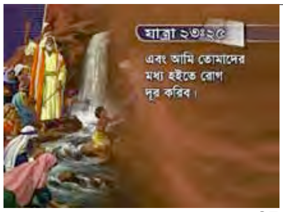

25

এবং আমি তোমাদের মধ্য হইতে রোগ দূর করিব।
আপনি কি এর অর্থ বুঝতে পেরেছেন?
আমরা যদি সদাপ্রভুর নির্দেশ মেনে চলি তবে রোগের প্রভাব বিপরীত হবে! এ হচ্ছে বিনামূল্যে পরামর্শ! কি বিস্ময়কর প্রতিজ্ঞা!

26

এ প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণতা সম্পর্কে গীত রচক আমাদের বলেন,

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

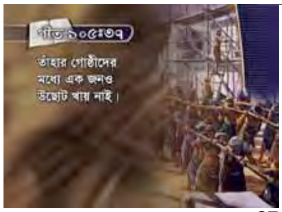

27

(পদঃ গীত ১০৫ঃ৩৭)
"তাঁহার গোষ্ঠীদের মধ্যে এক জনও উছোট খায় নাই।"
গীত ১০৫ঃ৩৭।
আপনারা হয়তো বলবেন, "বর্তমানের মত মিস্রীয়দের এত রোগ ছিল না।" "ভুল।"

28

সারা পৃথিবীর একটি বিশেষজ্ঞ দল ১৯৭৫ সালে ম্যানচেসষ্টারের (ইংল্যান্ড) মেডিকেল স্কুল মিউজিয়ামে মিশরীয় মমির ময়না তদন্ত করতে একত্রি হয়েছিল। এই মমি গুলো ১৯০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পুরানো।

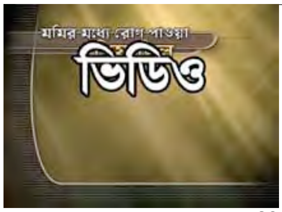

29

(ভিডিওঃ ১ সেকেণ্ড)তারা যা পেয়েছিল সে গুলি লক্ষণীয়। প্রাচীন মিসরীয়রা যে সব অসুস্থ্যতায় ভুগত আধুনিক কালে মানুষের মধ্যে লক্ষ করা যায়ঃ

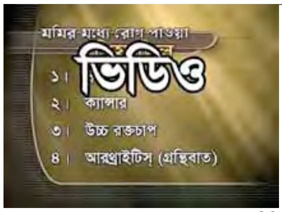

30

(ভিডিওঃ ৬ সেকেণ্ড)
হৃদ রোগ,
ক্যান্সার
উচ্চ রক্তচাপ,
আরথ্রাইটিস্ (গ্রন্থিবাত)

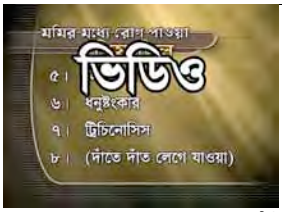

31

(ভিডিওঃ ৬ সেকেণ্ড)
হেপাটাইটিস্ বা কামলা
ট্রিচিনোসিস
ধনুষ্টংকার (দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়া) এবং
অন্যান্য রোগ

32

যদিও মিশর ছিল মোশির সময় পৃথিবীর মধ্যে শিক্ষা এবং সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, তথাপি এর চিকিৎসা জ্ঞান এবং রোগ নিরাময় ব্যাবস্থা ছিল বর্তমানে আফ্রিকাতে যে সব হাতুড়ে ডাক্তার আছে তাদের মত!

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

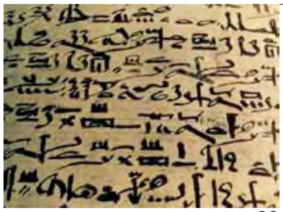
33

মোশির, জন্মের বেশী পূর্বে নয়, ১৫৫২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরে একটি মেডিকেল বই লেখা হয়েছিল যার নাম "দ্যা পেপ্রাস্ এবারস্চ এই বইতে অনেক গুলি চিকিৎসা বা নিরাময় দানের পরামর্শ অসংখ রোগের জন্য করা হয়েছে যেমনঃ সংক্রামক রোগ, দুর্ঘটনা, কিন্তু সম্ভবতঃ এর মধ্যে খুব অল্পই আপনি বর্তমানে ব্যবহার করতে চাইবেন।

34

উদাহরণ সরূপ গভীর ক্ষত হলে পরমর্শ দেওয়া হয়েছে ঘঁসে কেঁচোর রক্ত এবং ঘোড়ার গোবর ক্ষত স্থানে দিতে হবে।
এর দ্বারা ধনুষ্টঙ্কার যে প্রচণ্ড ভাবে মৃত্যু ঘটাতো এতে আশ্চার্য্য হবার কিছুই নেই।
সাপে দংশনের জন্যঃ প্রতিমার উপরে ঢালা জল পান কর।

35

টাক পড়া? ঘোড়ার পায়ের খুর, খেজুরের ফুল এবং কুকুরের গোড়ালি সিদ্ধ করে টনিক তৈরী করে মাথায় দিতে হবে।

36

বাইবেল আমাদের বলে, মোশী এ সব মিসরীয় জ্ঞানে শিক্ষিত হয়েছিলেন। (প্ররিত ৭ঃ২২)
তার লেখনীতে প্রচুর পরিমানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ, পৃথক রাখার বিধান, ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পুষ্টি সমন্ধে লেখা রয়েছে; কিন্তু তিনি তারও একটিও, পালনের জন্য পরামর্শ দেননি যা ঐ "দ্যা পেপ্রাস্ এবারস্চ এ লেখা আছে।
মোশি এ সব বিস্ময়কর স্বাস্থ্য নীতি কোথা থেকে পেয়েছিলেন? ঈশ্বরের কাছ থেকে!

37

ব্লাক ডেথ এবং কুষ্ঠরোগ এ দুইটি ছিল মধ্য যুগে সব চেয়ে ভয়াবহ মহামারি।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

38

ঈশ্বর কর্ত্তৃক জন স্বাস্থ্য নীতি প্রদান এবং মিসর থেকে যাত্রার পর মোশির স্বাস্থ্য শিক্ষা লোকদের এ প্রকার ভয়াবহ নিধন ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করেছে।

লক্ষ লক্ষ জীবন রক্ষা পেয়েছিল যখন ডাক্তারগণ লোকদের মহামারি থেকে সাহায্য পেতে মণ্ডলীর নেতাদের কাছে পাঠিয়ে দিত।

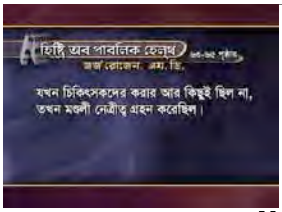

39

জর্জ রোজেন লিখেছেনঃ "যখন চিকিৎসকদের করার আর কিছুই ছিল না, তখন মণ্ডলী নেত্রীত্ব গ্রহন করেছিল।

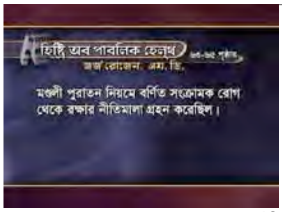

40

মণ্ডলী পুরাতন নিয়মে বর্ণিত সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষার নীতি মালা গ্রহন করেছিল।

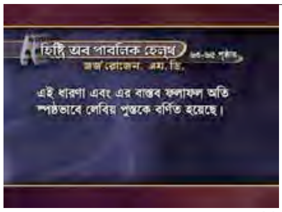

41

এই ধারণা এবং এর বাস্তব ফলা ফল অতি স্পষ্ঠ ভাবে লেবিয় পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে।––জর্জ রোজেন, এম্, ডি, হিষ্ট্রি অব পাবলিক হেল্থ, ৬৩-৬৫ পৃষ্ঠা।

42

কি লজ্জার বিষয় যে ছয় শত লক্ষ লোক এ মহামারিতে মৃত্যুবরণ করেছিল, যদিও সর্ব্ব সময় তাদের কাছে বাইবেলের জন স্বাস্থ্যনীতি ছিল!

43

ঈশ্বর আমাদের শরীর গঠন করেছেন। তিনি জানেন আমাদের দেহ কি ভাবে রোগ থেকে দূরে রাখা যায় এবং আমার দেহকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবে ব্যবহার করা যায়!

ঈশ্বর আমাদের সীমাহীন সম্ভাবনার সাথে চমৎকার শরীর দান করেছেন।

এর অনেক সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রতঙ্গ রয়েছে।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

44

ঈশ্বর আমাদের তৈরী করেছেন, এবং তিনি সঠিক ভাবে জানেন আমাদের শরীর সুস্থ্য ভাবে কাজ করতে কি প্রয়োজনীয় জিনিষ দরকার।

45

এক যুবক সুন্দর ঝক ঝকে একটি গাড়ী কিনেছিল, যার জন্য সে কয় এক বৎসর যাবৎ টাকা জমিয়েছিল।

46

তাকে গাড়ী নির্মাতা একটি বই দিয়েছিল যেখানে নির্দিষ্টভাবে লেখাছিল কি ভাবে এ সুন্দর ও নূতন গাড়ীটির যত্ন নিতে হয়, যেন বহু বৎসর এটি ভাল ভাবে চালানো যায়।

47

গাড়ীটি দামি ছিল, আপনাদের কি মনে হয় নূতন মালিক অন্ততঃ একবার তো নির্দেশগুলি পড়বে যেন ভাল ভাবে যত্ন নিতে পারে। কিন্তু, সে তা করেনি।

সে শুধু এক নজরে দেখল- ঘন্টায় কত মাইল বেগে চালান যাবে। -৬০ মাইল! গাড়ী যত জোরে চালান যায় তা চালিয়ে দেখল, তার পর থামনোর জন্য ব্রেকে চাপ দিল।

গাড়ীর চাকার শব্দ শুনতে তার বেশ আনন্দ লাগল।

48

সে গাড়ীর তেল বা জল বা চাকার বাতাস কিছুই পরীক্ষা করার জন্য মাথা ঘামাইনি।

সে তার মূল্যবান সময় এ সব সামান্য কাজের জন্য নষ্ট করতে পারেনা।

সে চেয়েছিল ষ্টেয়ারিং হুইলের পিছনে বসে থাকবে এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে চালিয়ে যাবে, বিশেষ করে সে সব স্থানে অনেক লোক আছে যাদের সে তার দ্রুতগামী, ঝক ঝকে গাড়ী দেখাতে পারবে।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

49

তার পরের কাহিনী নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ, গাড়ী বেশী দিন চলেনি এবং অনেক অর্থ খরচ করে মেরামত করতে হয়েছিল।

আমরাও কি আমাদের ঈশ্বর দত্ত এত সুন্দর দেহ নিয়ে একই ভাবে করছি? আমরা নিশ্চয়ই তাঁর শিক্ষা মেনে চলতে চাই!

50

একবার হাসপাতালে গেলে আমাদের সারা জীবনের সঞ্চয় শেষ করে দিতে পারে।

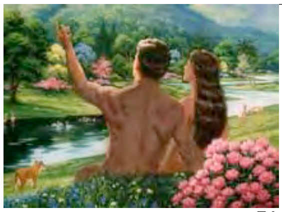
51

আমাদের অবশ্যই এদন বাগানে, সৃষ্টির সময় ঈশ্বর আদম হবাকে সুস্বাস্থ্যে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন তা লক্ষ করা সময়ের অপচয় হবে না। স্বাস্থ্য জনক খাদ্য পাপ আসার পূর্ব্বে ঈশ্বর আদম এবং হবাকে তাদের সুস্থ স্বাস্থ্যের জন্য আদর্শ খাদ্য তালিকা প্রনয়ন করেছিলেন।

52

(পদঃ আদি ১ঃ২৯)“দেখ, আমি সমস্ত ভুতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ওষধি

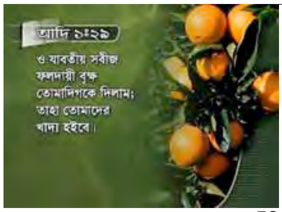

53

ও যাবতীয় সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে ছিলাম; তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে।” আদি ১ঃ২৯।

54

আধুনিক ভাষায় বলতে পারি, তাদের ফল বীজ জাতীয় শস্য এবং বাদাম জাতীয় খাদ্যাবলি।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

55

এ গুলি ছিল তাদের খাদ্য। এ ছাড়া ঈশ্বর তাদের জীবন বৃক্ষ দিয়েছিলেন, যা তাদের অনন্ত যৌবন এবং স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা দিতে পারত ।আদম এবং হবার পাপের পর, ঈশ্বর তাদের জীবন বৃক্ষ থেকে পৃথক করেছিলেন এবং তাদের খাদ্য তালিকায় শাক শবজি যোগ করেছেন।

56

(পদঃ আদি ৩ঃ১৮)
"এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে"
আদি ৩ঃ১৮
মহা জলপ্লাবনের পূর্ব পর্য্যন্ত মানুষের জন্য আদর্শ খাদ্য ছিল ফল, শস্য, বাদাম এবং শাক সবজী।
এগুলি কি যতেষ্ট ছিল? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! লক্ষ করুন, যে সব লোকেরা ঈশ্বরের নির্দেশ মত খাদ্য খেয়েছে তারা শত শত বৎসর জীবিত ছিল।

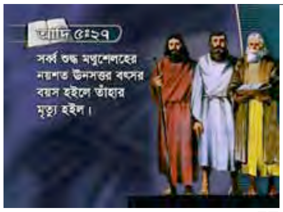

57

(পদঃ আদি ৫ঃ২৭)
পৃথিবীতে এ যাবৎ সবচেয়ে বেশী দিন বেঁচেছিলেন মথুশেলহঃ "সর্ব্ব শুদ্ধ মথুশেলহের নয়শত উনসত্তর বৎসর বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল।"
আদি ৫ঃ২৭।

58

জল প্লাবনের পর মানুষের আয়ু উল্লেখ যোগ্য ভাবেহ্রাস পায়। নোহের পুত্র শেম ৬০০ বৎসর বেঁচেছিল। তার নাতি ২৩৯ বৎসর; তার নাতির পুত্র বেঁচেছিল মাত্র ১৭৫ বৎসর।
রাজা দায়ুদের সময় কাল পর্য্যন্ত মানুষের আয়ুর দীর্ঘতা হ্রাস পায় ৭০ বৎসর। আপনারা কি বলবেন না, এটি একটি বিরাট ধস্ ?

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

59

মহা জল প্লাবনের কারণে পৃথিবীতে বৃক্ষ, শবজী সীমিত হয়ে গিয়েছিল।
নোহ এবং তাঁর পরিবারবর্গ জাহাজের মধ্যে এক বৎসরের অধিক কাল থাকার কারণে তাদের সংগৃহিত খাদ্য ফুরিয়ে গিয়েছিল।
এর পূর্ব পর্যন্ত ঈশ্বর নোহ ও তার পরিবারকে জরুরী ভিত্তিক অবস্থায় পশু খেতে বলেন নাই।
সব বৃক্ষ, এবং সর্ব্ব প্রকার পশু খাদ্যের জন্য ভাল না।
ঈশ্বর তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন কোন গুলি মানুষের জন্য খাদ্য হিসাবে ভাল হবে।

60

'শুচি' ও 'অশুচি' খাদ্যের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছিল।
এমন কি ঈশ্বর নোহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন জাহাজে কোন পশু কত গুলি নেওয়া হবেঃ-

61

(পদঃ আদি ৭ঃ২)
"তুমি শুচি পশুর স্ত্রী পুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত যোড়া, এবং

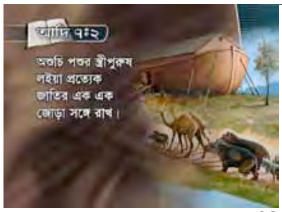

62

অশুচি পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির এক এক জোড়া সঙ্গে রাখ।
আদি ৭ঃ২

63

এ থেকে মনে হয় নোহ জানতেন কোন পশু ঈশ্বর শুচি অথবা অশুচি মনে করেন।

64

পরবর্তিকালে, ঈশ্বর যখন ইস্রায়েলদের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন, তিনি ইস্রায়েলদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা এবং দীর্ঘায়ূর জন্য খাদ্যের নীতি প্রদান করেছিলেন।ঈশ্বর কোন পশুগুলি শুচি আর কোন্ গুলো অশুচি তা বুঝবার জন্য বর্ণনা দিয়েছিলেনঃ

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

65

(পদঃ দ্বিতীয় বিবরণ ১৪ঃ৬)
“আর পশুগণের মধ্যে যত পশু সম্পূর্ণ দ্বিখন্ড

66

খুর বিশিষ্ট ও জাওর কাটে, সেই সকল তোমরা ভোজন করিতে পার।”
দ্বিতীয় বিবরণ ১৪ঃ৬
নিদের্শটা লক্ষ করুন, মনে রাখতে বেশ সহজঃ মাত্র দুটি বিষয়ঃ

১। দ্বিখন্ড খুর বিশিষ্ঠ
২। জাওর কাটে।

67

(ভিডিওঃ ১৪ সেকেণ্ড) ৪-৬ পদ অনুসারে কয় একটি শুচি পশু হচ্ছেঃ গরু, মেষ, হরিণ, ছাগল, বনছাগল, কৃষ্ণসার, বনগরু, পৃষত, বার্তপ্রমী, ও সম্বর।

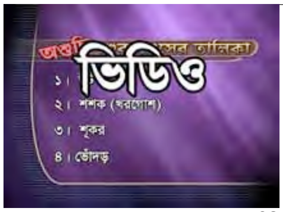

68

(ভিডিওঃ ১০ কেকেণ্ড) অশুচি পশু যে গুলি বর্তমানে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় ৭ ও ৮ পদে এদের উল্লেখ করেছে যেমনঃ উঠ, শশক (খরগোশ), শূকর, শাফন।
দু‘টি নীতি কি স্মরণে আছে?
যদি দ্বিখন্ড খুর বিশিষ্ট ও জাওর কাটে তবে সেগুলি খাদ্যের জন্য নিরাপদ।
এটি আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, অনেক গুলি আছে জাওর কাটে কিন্তু দ্বিখন্ড খুর বিশিষ্ট নয়।

69

উদাহরণ স্বরূপ - শূকর, দ্বিখুর বিশিষ্ট তবে জাওর কাটে না, এটি অশুচি। শূকর সমন্ধে বাইবেলে কিছু নিদৃষ্ট নির্দেশ আছেঃ

70

(পদঃ লেবীয় ১১ঃ৭,৮)
“আর শূকর তোমাদের পক্ষে অশুচি, কেননা সে সম্পূর্ণরূপে দ্বিখন্ড খুর বিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাওর কাটে না।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

71

তোমরা তাহাদের মাংস ভোজন করিও না, এবং তাহাদের শবও স্পর্শ করিও না; তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি।”
লেবীয় ১১ঃ৭,৮

ঈশ্বর যে পশুগুলো অশুচি বলে বর্ণনা দিয়েছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশকে আবর্জনাদি খেয়ে যে প্রাণী জীবন ধারণ করে তার শ্রেনীভুক্ত করা হয়েছে।
ঈশ্বর যখন এ সমন্ধে নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন তিনি কোন উত্তম বস্তু খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দেননি।
তিনি জানেন কোন গুলি স্বাস্থ্যপ্রদ এবং কোনগুলি রোগ এবং অসুস্থ্যতার কারণ।

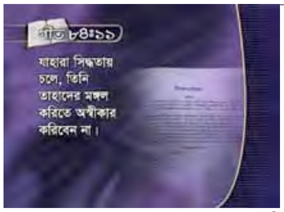

72

(পদঃ গীত ৮৪ঃ১১)
“যাহারা সিদ্ধতায় চলে, তিনি তাহাদের মঙ্গল করিতে অস্বীকার করিবেন না।
গীত ৮৪ঃ১১

73

শূকর হচ্ছে আবর্জনা বা ময়লা খেয়ে পরিস্কার করার জন্য।
শূকর যে সব আবর্জনা খায় তা আবার কয় এক ঘন্টার মধ্যে খাদ্যে পরিনত হয়।
অন্য দিগে গরুর আবার হজম প্রক্রিয়াটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির।
এর খাবার খেয়ে মাংশে পরিনত হতে ৪৮ ঘন্টা সময় লাগে।
তা ছাড়া এর মল মূত্র পরিত্যাগের বিশেষ অপরিস্কার দ্রব্যদি বহিস্কার হয়ে যায়।

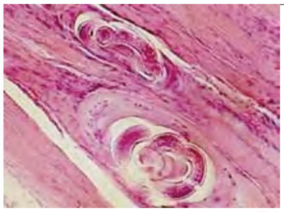
74

শুকরের মাংশ প্রায়ই ট্রিচিনা লার্ভা বা কৃমি দ্বারা আক্রান্ত থাকে।
যখন মানুষ এ আক্রান্তকৃত মাংশ খায়, তখন একত্রিভূত কৃমিগুলি দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পরে।
আর এ (ট্রিচিনা) কৃমি গুলি আন্ত্রিকের গায়ে এ গর্তকরে ঢোকে এবং সেখানে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

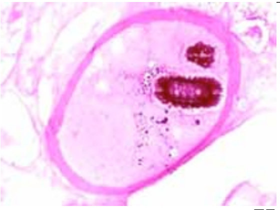

75

এ কৃমি গুলি রক্তনালীতে প্রবেশ করে তারপর শরীরের বিভিন্ন অংশে চলে যায়।
ট্রিচিনোসিস্ হচ্ছে একটি মারাত্মক রোগ, এ নির্ভর করে কত গুলি কৃমি খাওয়া হয়েছে।
অনেক সময় এটিকে ভুলভাবে বাতরোগ বা খাদ্য বিষপ্রয়োগ বলে রোগ নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

76

যে সব লোকেরা মোশীর সময় ছিল তাদের অনেকের মমির ময়না তদন্ত প্রকাশ করেছে যে তারা ট্রিচিয়া কৃমির দ্বারা আক্রান্ত ছিল।
ঈশ্বর সর্ব্ব জ্ঞানী - তাঁর উপর ভাবনার ভার ছেড়ে দেওয়া ভাল।
ঈশ্বর মাছ সমন্ধেও নির্দেশ দিয়েছেনঃ

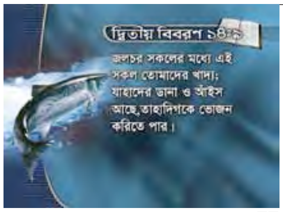

77

(পদঃ দ্বিতীয় বিবরণ ১৪ঃ৯,১০)
"জলচর সকলের মধ্যে এই সকল তোমাদের খাদ্য; যাহাদের ডানা ও আঁইস আছে, তাহাদিগকে ভোজন করিতে পার।

78

কিন্তু যাহাদের ডানা ও আঁইস নাই, তাহাদিগকে ভোজন করিবে না, তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি।" দ্বিঃ বিবরণ ১৪ঃ৯,১০

79

কোন্‌টি শুচি তা জানার জন্য দুইটি নির্দেশ রয়েছে এবং স্মরণে রাখা খুব সহজঃ-

80

১) যাদের ডানা আছে এবং

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

81

২) যাদের আঁইস আছে।
আপনারা কি কিছু পরিচিত সামুদ্রিক মাছের কথা চিন্তা করতে পারেন, যা সারা পৃথিবী ব্যাপি লোকেরা খেয়ে থাকে কিন্তু তাদের ডানা এবং আঁইস নাই?

82

লোমা লিন্ডা ইউনিভার্সিটির ডাক্তার ব্রুস হলষ্টেডকে সরকার গবেষণা করে বলতে বলেছিল, কোন সামুদ্রিক মাছ সৈন্যদের খাওয়া নিরাপদ এবং কোন গুলি বিষাক্ত।

83

যে সব সৈন্যরা জাহাজ ধ্বংশের শিকার হয়েছে বা সমুদ্র উপকুলে আটকা পড়ছে বা বাস করে তাদের জানা প্রয়োজন যে, কোন মাছ বিষাক্ত এবং কোনগুলি খেয়ে জীবন ধারণ করা যায়।
তার কাজ যখন শেষে হলো, ডাঃ হলষ্টেড উপসংহারে সব সৈন্য ও নৌবাহিনীকে একটি কঠোর নিয়মের নির্দেশ দিয়েছিলেন যা ঈশ্বর ৩,৫০০ বৎসর পূর্বে ইস্রায়েলদের প্রদান করেছিলেন।

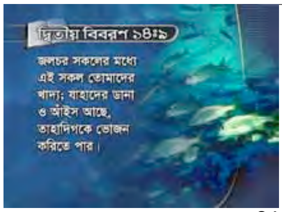

84

(পদঃ দ্বিঃ বিবরণ ১৪ঃ৯)
"জলচর সকলের মধ্যে এই সকল তোমাদের খাদ্য; যাহাদের ডানা ও আঁইস আছে, তাহাদিগকে ভোজন করিতে পার।" ঈশ্বর জানেন কি ভাবে তিনি নির্মান করেছেন এবং কেন আমরা কিছু কিছু দ্রব্য খেতে পারি এবং কেন খেতে পারি না।

85

আপনারা হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, পাখিদের সমন্ধে কি?
এ বিষয় বাইবেল বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেঃ

86

(পদঃ দ্বিতীয় বিবরণ ১৪ঃ১১,১২)
"তোমরা সকল প্রকার শুচি পক্ষী ভোজন করিতে পার।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

87

কিন্তু এই গুলি ভোজন করিবে না . . .”
- ১১,১২ পদ

88

(ভিডিওঃ ১৪ সেকেণ্ড)
ঈশ্বর এর একটি তালিকা দিয়েছেনঃ ঈগল, হাড়গিলা, ও কূরল, গৃধ্র, চিল, শঙ্কর চিল, সকল প্রকার কাক, উষ্ট্র পক্ষী, রাত্রিশ্যেন, গাংচিল, শ্যেন, পেচক, মহাপেচক, দীর্ঘগল হংস, ক্ষুদ্র পানি ভেলা, শকুনী, মাছরাঙ্গা, সারস, আপন আপন জাতি অনুসারে বক, টিট্টিভ, বাদুড়, এবং এদের আপন আপন প্রজাতি তোমাদের পক্ষে অশুচি, এ সকল অখাদ্য।
১২-১৯ পদ

89

(পদঃ দ্বিতীয় বিবরণ ১৪ঃ১৯)তার পর ঈশ্বর বলেন, “আর পক্ষ বিশিষ্ট যাবতীয় পোকাও তোমাদের পক্ষে অশুচি, এ সকল অখাদ্য।”

90

(পদঃ লেবীয় ৩ঃ১৭)
ঈশ্বর আরো নির্দেশ দিয়েছেনঃ
“তোমাদের পুরুষানুক্রমে তোমাদের সকল নিবাসে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি এই, তোমরা

91

মেদ ও রক্ত কিছুই ভোজন করিবে না।”
লেবীয় ৩ঃ১৭।

92

আজকেও গোড়া যিহুদীরা এ সব নিয়ম নির্দেশ মেনে চলে। তারা যখন একটি পশু জবাই করে সেটি তারা মাথা নীচে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখে যেন সব রক্ত ঝড়ে পরে যায়।
তার পর তারা মাংশ কাটার পর লবন জলে ভিজিয়ে রাখে যেন বাকি রক্ত চলে যায়।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

93

মেদ, বা চর্বি কেটে ফেলে দেওয়া হয়, খায় না।
অনেক বৎসর যাবৎ লোকেরা মনে করেছে যে, রক্ত এবং মেদ না খাবার নির্দেশ ঈশ্বর দিয়েছেন শুধু মাত্র আনুষ্ঠানিকতার জন্য।

94

যাইহোক, কিন্তু, আধুনিক গবেষণা ঈশ্বর প্রদত্ত এ প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

95

এখন আমরা জানি যে রক্ত জীবানু, ভাইরাস, শারিরীক বর্জ এবং অপরিস্কার পদার্থ বহন করে। অনেক রোগ রক্তের মাধ্যমে ছাড়ায়।

96

আমরা আরো অবগত আছি যে, অতি মাত্রায় পরিপৃক্ত চর্বি (যরমযষু ংধঃঁৎধঃবফ ভধঃ) যা আমরা দুগ্ধজাত খাদ্য বা মাংশে পাই সেগুলি আমাদের রক্তের কলেস্ট্যারল পরিমান বৃদ্ধি করে যা রক্ত প্রণালী সংক্রান্ত এবং হৃদরোগের অন্যতম কারণ।
মানুষ যদি তার সৃষ্টিকর্ত্তার উপর বিশ্বাস রেখে তাঁর নির্দেশমত যা খাওয়া উত্তম সে গুলি খেত, তবে কত অসুস্থ্যতা থেকেই না রক্ষা পেতে পারত।

97

স্বাস্থ্যের জন্য ব্যাম
বাইবেল বলে, ঈশ্বর আদম এবং হবাকে নির্মাণের পর তিনি তাদের কাজ করতে বলেছিলেন যা উপকারী এবং ব্যামদায়ক।

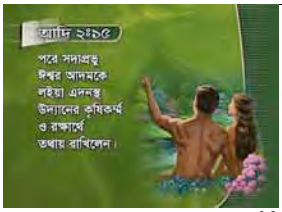

98

(পদঃ আদি ২ঃ১৫)
“পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া এদনস্থ উদ্যানের কৃষিকর্ম্ম ও রক্ষার্থে তথায় রাখিলেন।”
আদি ২ঃ১৫

99

ব্যাম শরীরকে অনেক রোগ থেকে রক্ষা করে! নিষ্ক্রিয় শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

100

ব্যাম শরীরের মাংশপেশী এবং রক্ত প্রণালী কে সতেজ রাখে।

101

ফুসফুস বেশী কার্যকারী হয় এবং কম ক্ষমতা বা শক্তি ছাড়াই বেশী বাতাস সঞ্চালন করতে সমর্থ হয়।

102

হৃৎপিণ্ড অধিক কার্যক্ষম হয়, প্রতি চাপে অনেক রক্ত প্রবাহিত করাতে পারে - রক্ত সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন দেহ কোষের মধ্যে প্রবাহিত হয় যা আমাদের সার্বিক শারীরিক অবস্থাকে উন্নত করে। আদম ও হবার পাপের পর ঈশ্বর শারীরিক কাজের পরিমান বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

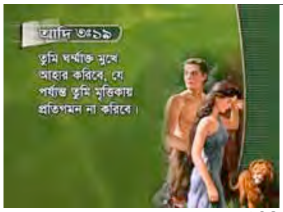

103

(পদঃ আদি ৩ঃ১৯)
ঈশ্বর বলেছিলেনঃ "তুমি ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্য্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে।"
আদি ৩ঃ১৯
তিনি আরো বলেছেন, জমি অভিশপ্ত হবে সেখানে কাটা ও শেয়াল কাঁটা জন্মিবে, এবং তুমি সারা জীবনে পরিশ্রমের মাধ্যমে আহার ভোজন করবে। ১৭,১৮ পদ -

104

ঈশ্বর অবগত ছিলেন যে, মানুষের ব্যয়াম প্রয়োজন এবং এ প্রয়োজন শুধু মাত্র তাঁর শরীরের জন্য নয়, কিন্ত তাকে সমস্যা থেকে দূরে রাখার জন্য।
কোন একজন বলেছেন," "অলসতা হচ্ছে শয়তানের কারখানা।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

105

(পদঃ যাত্রা ২০ঃ৯)
ঈশ্বর বলেছেন; “ছয় দিন শ্রম করিও আপনার সমস্ত কার্য্য করিও।”
যাত্রা ২০ঃ৯।
যদি কোন ব্যক্তি সপ্তাহের ছয় দিন কাজ করে তা হলে সে ক্লান্ত বোধ করবে ও সমস্যায় পড়বে।

106

আমাদের দেহ হচ্ছে পবিত্র আত্মার মন্দির। আমরা এর জন্ম নেবার গুরুত্ব তখনই বুঝতে পারব, যখন আমরা জানব, এটি ঈশ্বরের কাছে কত মূল্যবান।

107

(পদঃ ১ করিন্থীয় ৬ঃ১৯,২০)
প্রেরিত পৌল বলেছেনঃ “অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকবেন,

108

যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে?

109

আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর।”
১ করিন্থীয় ৬ঃ১৯,২০।

110

মানুষ সৃষ্টির দ্বারা এবং পরিত্রাণের দ্বারা ঈশ্বরের সম্পদ।
ঈশ্বর যে মূল্য আমাদের জন্য দিয়েছেন, তা হচ্ছে কালভেরীতে তাঁর পুত্রের আত্মদান।
মানুষ যেহেতু এ অসীম মূল্যের মাধ্যমে পরিত্রাণ পেয়েছে, সেই কারণে তার সব কিছুতে ঈশ্বরের গৌরব করা উচিত।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

111

(পদঃ ১ করিন্থীয় ১০ঃ৩১)
"অতএব তোমরা ভোজন, কি পান, কি যাহা কিছু কর, সকলই ঈশ্বরে গৌরবার্থে কর।"
১করিন্থীয় ১০ঃ৩১।
প্রত্যেক ব্যক্তি যে প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরকে ভালবাসে সে সতর্কতার সঙ্গে সব কিছু পরিহার করবে যা শরীরকে ধ্বংশ বা অশুচি করবে।

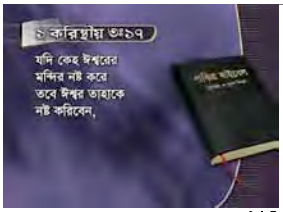

112

(পদঃ ১ করিন্থীয় ৩ঃ১৭)
"যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন,

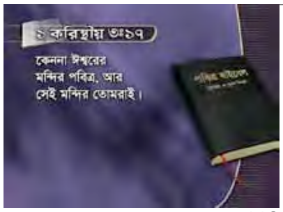

113

কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর সেই মন্দির তোমরাই।"
১ করিন্থীয় ৩ঃ১৭।
হয়তো আপনারা বিস্মিত হচ্ছেন, কি করে একজন তার শরীর নষ্ট করতে পারে। পৌল বেশ কয় একটি বিষয় তালিকাভুক্ত করেছেন, যা আমাদের পরিত্যাগ করতে হবেঃ

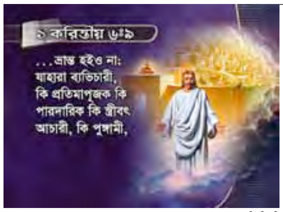

114

(পদঃ ১ করিন্তীয় ৬ঃ৯,১০)
" ... ভ্রান্ত হইও না; যাহারা ব্যভিচারী, কি প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী, কি পুঙ্গামী,

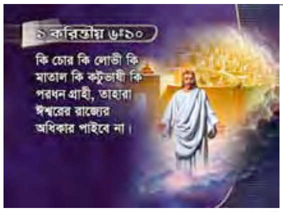

115

কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি কুটভাষী কি পরধন গ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার পাইবে না।"
১ করিন্থীয় ৬ঃ৯,১০।

বাইবেল অনৈতিকতা এবং ন্যায় ভ্রষ্ঠতা, স্বেচ্ছাচারিতার অভ্যাসকে শরীর বা দেহকে বিনষ্ট করার তালিকাভুক্ত করে।
মদ্যপানে মাতালতাকেও এর তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

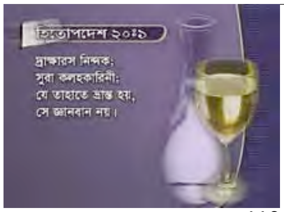

116

(পদঃ হিতোপদেশ ২০ঃ১)
শলোমন লিখেছেনঃ “দ্রাক্ষারস নিন্দক; সুরা কলহকারিনী; যে তাহাতে ভ্রান্ত হয়, সে জ্ঞানবান নয়।” হিতোপদেশ ২০ঃ১।

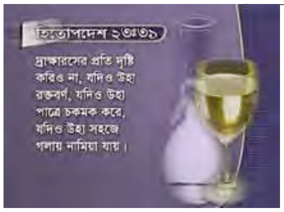

117

(পদঃ হিতোপদেশ ২৩ঃ৩১-৩৩)
আরও বলা হয়েছেঃ “দ্রাক্ষারসের প্রতি দৃষ্টি করিও না, যদিও উহা রক্তবর্ণ, যদিও উহা পাত্রে চকমক করে, যদিও উহা সহজে গলায় নামিয়া যায়।

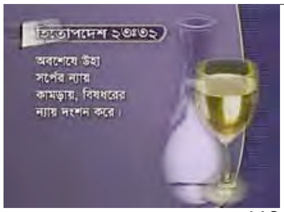

118

অবশেষে উহা সর্পের ন্যায় কামড়ায়, বিষধরের ন্যায় দংশন করে।

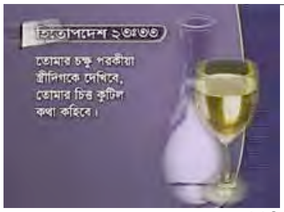

119

তোমার চক্ষু পরকীয়া স্ত্রীদিগকে দেখিবে, তোমার চিত্ত কুটিল কথা কহিবে।
হিতোপদেশ ২৩ঃ৩১-৩৩।

120

মদ্যপান পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে একটি।
যে সব মটরযান দুর্ঘটনা ঘটায় তার মধ্যে অর্ধেক গাড়ী চালক অথবা পথযাত্রীরা এর প্রভাবে আক্রান্ত।

121

যে সব হত্যাকারী বা এর শিকার অথবা উভয়ের মধ্যে অর্ধেক লোক মদ্যপানে অভ্যস্ত।

122

মদ শরীরের ভিটামিনের ব্যবহারের ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে এবং মদ জাতিয় পানীয়তে (বেশীর ভাগ কোমল পানীয়) যে চিনি থাকে তা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা খর্ব করে দেয়।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

123

মদ্য পানে যকৃত আক্রান্ত হয়; এবং অধিকাংশ লোক সিরোসিস অব লিভার বা যকৃত প্রদাহ রোগে মারা যায়।
কমপক্ষে ১২ বৎসর আয়ুহ্রাস করে দেয়।
সর্ব্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে যারা প্রথম মদ পান করে তাদের মধ্যে প্রতি দশ জনের একজন মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

124

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখাগেছে যে যখনই রক্তের মধ্যে মদ প্রবেশ করে তখনই এক জন মানুষের মস্তিস্কের অনেকগুলি কোষ মৃত্যুবরণ করে।

125

এবং সদ্যপায়ী মায়েদের সন্তানেরা অমদ্যপায়ী মাতাদের তুলনায় বেশী শারীরিক পঙ্গু বা ক্ষতিগ্রস্ত শিশু জন্ম দিয়ে থাকে।
কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানদের মদের নেশার শাস্তি আরো বেশী।

126

খ্রীষ্টিয়ানদের শয়তানের পরীক্ষা পরিহার করার জন্য সম্পূর্ণ মানুষীক প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক।
তারা তাদের বিচার শক্তিকে ক্ষতিসাধন করতে পারে না অথবা ভাল মন্দের মধ্যে প্রভেদ বোঝার ক্ষমতা শক্তিকে দুর্ব্বল করতে পারে না।

127

যীশু যখন ক্রুশে বিদ্ধ ছিলেন, তখন সৈন্যরা তার ব্যাথা নিবারণের জন্য একচুমুক পানীয় দিয়েছিল, তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন।

128

যদিও যীশু ক্রুশে বিদ্ধ ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন, তথাপি তিনি কিছু গ্রহন করেননি যা তাঁর মনকে মৃত্যুপূর্ব্ব পর্য্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন করতে পারে।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

129

আরো কয় একটি সাধারণ বদ অভ্যাস আছে যা ভাল স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। ধুম পায়ীদের, অধুম পায়ীদের চেয়ে হাজার গুন বেশী ফুসফুসের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা থাকে।
এবং ধুমপান করলে শুধু ক্যান্সারেই মরে না।
একজন ধুমপায়ী একজন অধুমপায়ী যে কোন দিন নিয়মিত ধুমপান করে নাই তার চেয়ে শতকরা ১০৩ ভাগ বেশী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়।

130

এবং প্রতি বৎসর ৫৫,০০০ জীবন এমফাইসিমা রোগে শেষ করে ফেলে।
এ ছাড়া নিকোটিন ধমনী (ধৎঃবৎরবং) কে সংকোচিত করে।

131

এভাবে চর্বির বৃদ্ধি এবং ধমনীর সংকোচন সমন্বয়ে হৃদপিন্ডে, এবং অন্যান্য অঙ্গে রক্ত সঞ্চালনের ব্যঘাত ঘটে।
আর এ মুহুর্তে শুধু ক্ষুদ্র একটু রক্ত ধমনীতে জমা বেঁধে গেলে হার্টি এ্যাটাক বা ষ্ট্রোকের কারণ হতে পারে।

132

যে সব লোকেরা ধুমপান করে, তাদের সংজ্ঞাহীনতা হওয়ার প্রবণতা বেশী থাকে, কারণ
মস্তিষ্কে অক্সিজেন ফুরিয়ে যায়।

133

যে সব গর্ভবতি মহিলাগণ ধুমপান করে তাদের শিশুর রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধুমপায়ী মায়েদের নবজাত শিশুদের মৃত্যুর হার শতকরা ২৭ ভাগ বেশী।

134

শুধু মাত্র সিগারেটের কারণে গত বৎসর আমেরিকাতে ৫০০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়েছে?

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

135

(পদঃ যাত্রা ২০ঃ১৩)
ঈশ্বর বলেছেনঃ নর হত্যা করিও না।”
কতজন লোক খাওয়া, মদ্যপান এবং ধুমপানের মাধ্যমে নিজেদের হত্যা করছে?

136

কোন এক ব্যক্তি বলেছেন, আত্ম হত্যার সব চেয়ে সহজ প্রাপ্য অস্ত্র হচ্ছে, চাকু, কাটা চামচ, এবং চামচ।
এর সঙ্গে আমরা কাপ এবং বোতল যোগ করতে পারি!

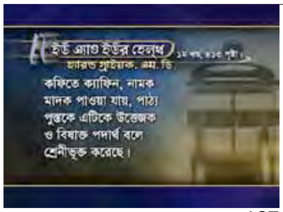

137

“কফিতে ক্যাফিন, নামক মাদক পাওয়া যায়, পাঠ্য পুস্তকে এটিকে উত্তেজক ও বিষাক্ত পদার্থ বলে শ্রেনীভূক্ত করেছে।
হ্যারল্ড স্রাইয়ক, এম, ডি, ইউ এ্যাণ্ড ইউর হেল্‌থ ১ম খণ্ড, ৪১৩ পৃষ্টা।

138

চা ও কোলা পানীয়তেও ক্যাফিন আছে।
এ সব ধরণের পানীয়তে হৃদরোগ স্নায়ু বিকলাঙ্গতা এবং মুত্রথলির ক্যান্সারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

139

যদি জানেন কোন ব্যক্তি কয় এক ঘন্টা পরপর পাশের রুমে যায় এবং ইনজেকশনের দ্বারা দেহে ক্যফিন জাতিয় পদার্থ ঢুকায়।
তাকে বলবেন মাদকাশক্তগ্রস্ত ব্যক্তি।
কিন্তু যারা একই ভাবে কফি এবং কোলা পান করে তাদের কি বলবেন।

140

প্রকৃত মিতাচার অর্থ ক্ষতিকারক বস্তু পরিহার করা এবং উত্তম দ্রব্য প্রয়োজন মত ব্যবহার করা।

141

অনেকে আছেন, ভাল জিনিস প্রচুর খান! আর এটি পৃথিবীর অনেক দেশে একটি প্রধান সমস্যা।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

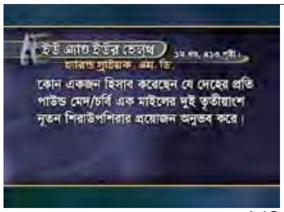

142

"কোন একজন হিসাব করেছেন যে দেহের প্রতি পাউন্ড মেদ/চর্বি এক মাইলের দুই তৃতীয়াংশ নূতন শিরাউপশিরার প্রয়োজন অনুভব করে।

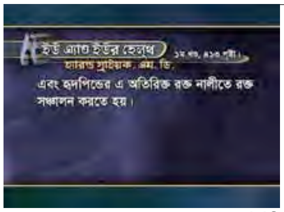

143

এবং হৃদপিন্ডের এ অতিরিক্ত রক্ত নালীতে রক্ত সঞ্চালন করতে হয়।"
হ্যারল্ড স্রাইয়ক, এম্, ডি, ইউ এ্যাণ্ড ইওর হেল্থ, ১ম খণ্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা।

144

অতিরিক্ত ওজন সম্পন্য ব্যক্তিদের, হৃদপিন্ড, কিডনি, লিভার এবং ফুস ফুস অতিমাত্রায় কাজ করে থাকে।
স্থুল ব্যক্তিরা তাদের চিকন বন্ধুদের চেয়ে অতিরিক্ত ১৬ টি রোগে কষ্ঠ পান।

145

ঈশ্বর চান আমরা যেন আমাদের শরীরের যত্ন নেই এবং জীবনের আনন্দ পূর্ণরূপে উপভোগ করি।
তিনি চান আমরা যেন দায়িত্ববান, নৈতিক ও সুখী মানুষ হই।
তিনি চান আমাদের জীবন যেন উপচে পড়ে।
তিনি যা আশা করেন এবং আমাদের স্বাস্থ্যপ্রদ জীবন যাপন নির্ভর করে, আমরা কত টুকু ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে চলি।

146

বিশ্রাম ও চিত্ত বিনোদন
যীশু ছুটি এবং কাজের চাপ থেকে অবসর গ্রহনে বিশ্বাস করতেন।
জনগনের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করার পর, যীশু তার শিষ্যদের বলেছিলেন,

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

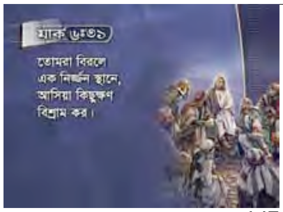

147

(পদঃ মার্ক ৬ঃ৩১)
“তোমরা বিরলে এক নির্জ্জন স্থানে, আসিয়া কিছু কাল বিশ্রাম কর।”
মার্ক ৬ঃ৩১
যীশু চান যেন আমাদের কাজ, বিশ্রাম ও বিনোদনের সঙ্গে সামানজস্যতা থাকে।

148

সে জন্যই তিনি আমাদের বিশ্রামদিন দিয়েছেন। ঈশ্বর জানেন যে আমাদের সমস্যা, কাজের চাপ ভুলে যাওয়া প্রয়োজন এবং তাঁর সঙ্গে সময় যাপন করা আবশ্যক।

149

কর্মব্যাস্ততা থেকে দূরে যাওয়া মানে দূরদেশে মরুভূমিতে নির্বাসন নয়, যদিও বৎসরের কোন সময় বিশ্রামের জন্য স্থান দরকার।আপনারা হয় পর্ব্বতময় বা হ্রদের পাশে বৃক্ষরাজির মধ্যে নির্জন স্থান হৃদয়ের ব্যকুলতা নিরশনের জন্য মনোনয়োন করতে পারেন।

150

যাই হোক না কেন, আপনাদের শহরের ব্যস্ততা, শব্দ থেকে দূরে যাওয়া প্রয়োজন একটু আনন্দ হাসি, তামাসা করা যায় তো ভাল!

151

হ্যাঁ, ঈশ্বর চান আমরা যেন এখানেই আমাদের জন্য ছোট স্বর্গ তৈরী করি এবং পৃথিবীকে নূতন বানিয়ে বাঁচতে শিখি, যেখানে একদিন সমস্ত মহামারি এবং রোগ চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে।

152

আপনি বলবেন, “শুনতে বেশ ভালই লাগছে, আমি সেখানে যেতে চাই, কিন্তু আমার কিছু অভ্যাস আছে যার উপর আমি কিছুতেই বিজয় লাভ করতে পারি না।” আজ আমাদের জন্য সুসংবাদ আছে। ঈশ্বর চান না যে, আপনি সে কাজ একা করেন।

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

153

(পদঃ যোহন ১৫ঃ৫)
যীশু এমন কি বলেছেন,“ আমা বিনা তোমরা কিছুই করিতে পার না।” যোহন ১৫ঃ৫।
আমাদের নিজেদের শক্তিতে, খারাপ অভ্যাস থেকে বিজয় লাভ করতে পারি না। আমাদের ত্রাণকর্ত্তা সাহায্য করার জন্য এখনই প্রস্তুত!

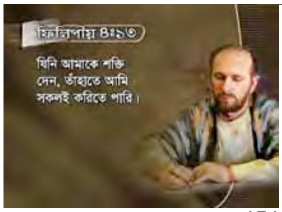

154

(পদঃ ফিলিপীয় ৪ঃ১৩)
পৌল বলেছেনঃ “যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁহাতে আমি সকলই করিতে পারি।”
ফিলিপীয় ৪ঃ১৩

155

এ ধরণের একটি সন্ধ্যাকালিন সভায় এক মহিলা যোগ দিয়াছিলেন।
পাষ্টার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে ঈশ্বরের পরিবারে ফিরে আসার জন্য বললেন। তার চোখে বেশ উচ্ছাসের আশা ব্যক্ত করে সে উত্তর দিল, “আমার ইচ্ছা করে, কিন্তু পারব না। আমি ধুমপান করি।”

পাস্টার তার নাম ধরে বললেন, “তুমি কি বিশ্বাস কর যে, যীশু চান তুমি এই অভ্যাসের উপর বিজয় লাভ কর? “হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি পারি না। আমি খুব দুর্ব্বল। পাষ্ঠার বললেন, “ আমি কি তোমরা জন্য একটি বাইবেলের পদ পাঠ করতে পারি?”

তিনি তার বাইবেল খুললেন, ১যোহন ৫ঃ১৪ “আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু যাঞ্ছা করি, তবে তিনি আমাদের যাঞ্ছা শুনেন।

“মেরি, এখন কি তোমার আত্ম বিশ্বাস আছে যে, তুমি ধুমপান ত্যাগ করতে পারবে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

সে প্রতি উত্তরে বলল না। তিনি বললেন, ‘ভাল, কারণ বাইবেল বলে,” ‘আমরা তাহাতে সাহস প্রাপ্ত হই।” সুতরাং, “কোথায় সাহস পাই?” মেরী, উত্তরে বলল, “যীশুতে”

১৫। ঘড়ির কাটা পিছন দিগে ঘুরিয়ে দাও

156

তাঁর সাহায্যে আপনি জীবনের উপচয়, স্বাস্থ্য, আনন্দময় জীবন এখানে এখনই পেতে পারেন, এবং নূতন পৃথিবীতে অনন্ত জীবন উপভোগ করতে পারেন।

যীশুর দিগে আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে আছেন!

157

তাঁর সাহায্যে আপনি জীবনের উপচয়, স্বাস্থ্য, আনন্দময় জীবন এখানে এখনই পেতে পারেন, এবং নূতন পৃথিবীতে অনন্ত জীবন উপভোগ করতে পারেন।

যীশুর দিগে আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে আছেন!

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

1

আপনি আবার শুরু করতে পারেন।

2

(ভিডিওঃ ১০ সেকেণ্ড) ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে একজন খ্রীষ্টিয়ান প্রচারক মস্কোর ক্রেমলিন মিলানায়তনে সভা চালিয়েছিলেন।এক দিন সভাশেষে তিনি যখন তার ছোট অফিসে এসে বসলেন, হঠাৎ করে দরজা খুলে গেল।

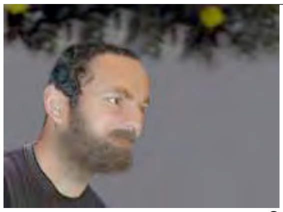
3

রুক্ষ চেহারার এক যুবক উসকো খুসকো দাড়ি ক্রোধান্বিত চেহারায় রুমের ভেতর ঢুকল। মনে হচ্ছিল সে তাকে আক্রমন করবে, প্রচারক পিছনে সরে গেলেন। তাঁর রুশ ভাষার অনুবাদক মাঝে এসে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি হাত নাড়িয়ে রুশ ভাষায় অনরগল ভাবে বলতে শুরু করল। অনুবাদক ব্যাখ্যা করে বললেন যে লোকটি মস্কোর খারাপ লোকদের মধ্যে এক জন। সে আঠাশবার জেল হাজতে গিয়েছে।

অপরাধ বোধ এবং নিরাশা তার ভবিষৎকে অন্ধকার করে রেখেছে, সে একটু শান্তি চান।

প্রচারক, শান্ত ভাবে ১যোহন ১ঃ৯ পদ পড়লেনঃ

"যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন।"

তিনি এ অস্থিরচিত্ত লোকটিকে সেই ক্রুশের উপরে লোকটির কাহিনী বললেন যে ক্ষমা পেয়েছিল। তিনি তাকে আশা দিয়ে বললেন, "যীশু, আজকেও ত্রাণকর্ত্তা। তিনি ক্ষমা প্রদান করেন। তিনি মুক্তি দান করেন। তিনি পরিত্রাণ করেন। এটি গ্রহন কর! এতে উল্লাস কর! এর জন্য ঈশ্বরের গৌরব কর।"

চোখের জল তার গাল বেঁয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল, অপরাধী রুশ যুবক নত জানু হ'ল এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা যাঞ্ছা করল।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

4

প্রায় এক বৎসর পর প্রচারক মস্কোতে বেড়াতে গেলেন ।তিনি যখন বিশ্বাসীদের সঙ্গে নূতন একটি মণ্ডলীতে ঈশ্বরের প্রসংসা করছিলেন তিনি লক্ষ করলেন, সে অপরাধী লোকটি গায়ক দলের মধ্যে গান গাইছে।

5

প্রাক্তন অপরাধীর মুখমণ্ডলে এক নূতন শান্তির ছবি প্রকাশিত হচ্ছিল।
লোকটি আনন্দের রশ্মি বিকিরণ করছিল। সে যীশুকে গ্রহন করেছে।
বাইবেলের শিক্ষা তার জীবনকে রূপান্তরীত করেছে এবং যীশুকে অনুসরণ করার জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহন করেছে।
বাইবেলের বাপ্তিস্ম হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহে রুপান্তরীত জীবনের নিদর্শন। বাপ্তিস্ম হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টেতে নূতন জীবনের স্বাক্ষ।
বাপ্তিস্ম পরিবর্তিত জীবনের কথা বলে।
খ্রীষ্টেতে পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী নাটকীয় ঘটনা হচ্ছে শৌলের গল্প, যে পরবর্তিতে প্রেরিত পৌল হয়েছেন।

6

যদিও শৌল জন্ম সুত্রে রোমীয় ছিল এবং যিরুশালেমে শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহন করে ছিল ।শৌল যিহুদী ধর্মের জন্য গর্বিত ছিল এবং তাদের বিশ্বাস রক্ষার জন্য অত্যাচারীরূপে পরিচিত ছিল,

7

পরবর্তি কালে তার নাম শৌল পরিবর্তন করে পৌল হয়েছিল, -তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন যে খ্রীষ্টিয়ানদের ধ্বংশ করার জন্য কি করেছেন।

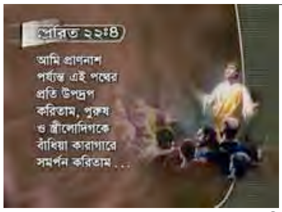

8

(পদঃ প্রেরিত ২২ঃ৪,৫)“আমি প্রাণনাশ পর্য্যন্ত এই পথের প্রতি উপদ্রপ করিতাম, পুরুষ ও স্ত্রীলোদিগকে বাঁধিয়া কারাগারে সমর্পন করিতাম . . .

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

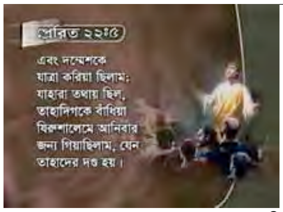

9

এবং দম্মেশকে যাত্রা করিয়া ছিলাম; যাহারা তথায় ছিল, তাহাদিগকে বাঁধিয়া যিরুশালেমে আনিবার জন্য গিয়াছিলাম, যেন তাহাদের দণ্ড হয়। প্রেরিত ২২ঃ৫,৬।

10

তিনি যখন দম্মেশকের দিগে যাচ্ছিলেন, একটি উজ্জ্বল আলো এসে তাকে আঘাত করল এবং তিনি ভূমিতে পরে গেলেন।

11

(পদঃ প্রেরিত ২২ঃ৭,৮)
তিনি একটি স্বর শুনলেন, “ . . . শৌল, শোল, কেন আমাকে তাড়ানা করিতেছে?”

12

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “প্রভু আপনি কে?” এবং সে স্বর উত্তরে বলল,

13

‘আমি নাসরতীয় যীশু, যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ।”প্রেরিক ২২ঃ৭,৮

14

(পদঃ প্রেরিত ২২ঃ১০)
গর্বিত ফরিশি নম্রভাবে বলল, “প্রভু আমি কি করিব?’ প্রভু কহিলেন, ‘উঠিয়া দম্মেশকে যাও,

15

তোমাকে যাহা যাহা করিতে হইবে বলিয়া নিরূপিত আছে, সে সমস্ত সেখানেই তোমাকে বলা যাইবে।”প্রেরিত ২২ঃ১০।

16

শৌল উজ্জ্বল আলোতে অন্দ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে দম্মেশকের এক গৃহে নিয়ে যাওয়া হ’ল।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

17

সেখানে শৌল তিন দিন চিন্তা করার সময় পেল, কি করে সে ঈশ্বরের লোকদের তাড়না করেছে, দুঃখ দিয়েছে, এবং সেই সময় সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, যীশু মোশিহ নয়, এবং তাঁর অনুসারীগণ হচ্ছে ধর্ম উম্মাদ।

ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা স্বাক্ষ দিয়ে দোষারূপ করে জগৎতের ত্রাণকর্ত্তার বিরুদ্ধাচারণ করেছি! শৌলের হৃদয়ে কি এক চেতনার অনুভূতি এসেছিল।

শৌল সদাপ্রভুর সঙ্গে তার সম্পর্ক করল।

18

সে তিন দিন সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে বসেছিল, তার পর ঈশ্বর অননিয় নামক এক জন ভাববাদীকে তার কাছে পাঠালেন।অননিয় শৌলকে বলল,

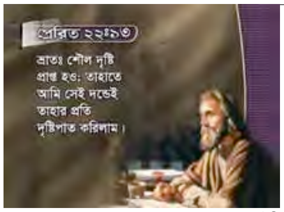

19

(পদঃ প্রেরিত ২২ঃ১৩–১৫)

“ভ্রাতঃ শৌল দৃষ্টি প্রাপ্ত হও; তাহাতে আমি সেই দন্ডেই তাহার প্রতি দৃষ্টি পাত করিলাম।

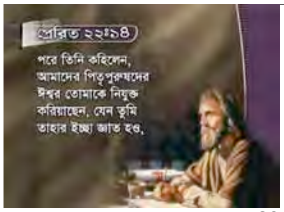

20

পরে তিনি কহিলেন, ‘আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন তুমি তাহার ইচ্ছা জ্ঞাত হও,

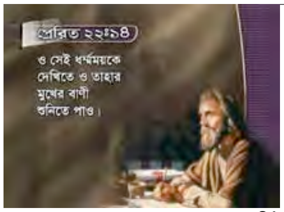

21

ও সেই ধর্ম্মময়কে দেখিতে ও তাহার মুখের বাণী শুনিতে পাও।

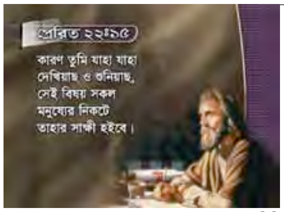

22

কারণ তুমি যাহা যাহা দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ, সেই বিষয় সকল মনুষ্যের নিকটে তাহার সাক্ষী হইবে।

প্রেরিত ২২ঃ১৩-১৫।

তার পর শৌলের প্রতি সম্মুখে অগ্রসর হবার আদেশ হল, এবং পিছনের জীবনের দরজা রুদ্ধ হয়ে গেল।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

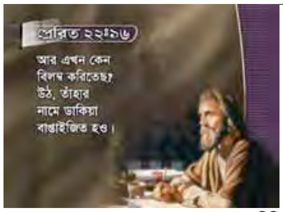

23

(পদঃ প্রেরিত ২২ঃ১৬)অননিয় শৌলকে বলল, “আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও।

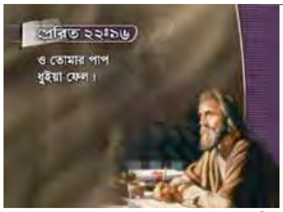

24

ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল ।প্রেরিত ২২ঃ১৬।

25

এ ভাবেই শৌল সারা জীবনের তরে তার প্রভুর কাছে নিযুক্ত হয়ে গেল। বাপ্তিস্ম ছিল শৌলের নূতন জীবনের প্রবেশ পথ।
শৌল তার ধর্মের নামে যে জঘন্য পাপ করেছিল, তা ধুয়ে পরিস্কার হওয়া তার প্রয়োজন ছিল।
তার ধৌত হওয়া প্রয়োজন ছিল। সে জানত ঈশ্বরের আশ্চর্য্য অনুগ্রহ এবং পাপের ক্ষমা তার প্রয়োজন আছে।

26

সে যখন বাপ্তিস্ম নিয়েছিল, সে জানত ঈশ্বর তার পাপ ক্ষমা করেছেন। এবং অত্যাচারী শৌল পৌল হয়ে গেলেন, তিনি সারা জীবন যীশুর জন্য উৎদীপ্ত হলেন।

27

আপনি কি কখনো চেয়েছেন যে আপনি আবার নূতন করে শুরু করবেন, বিগত জীবনের সব ভুল ভ্রান্তি ধুয়ে মুছে ফেলে দেবেন?

28

(ভিডিওঃ ৪ সেকেণ্ড)
ঈশ্বর জানতেন আমাদের সকলের এরূপ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে সে জন্যই তিনি বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন যেন আমরা এর মাধ্যমে যীশুতে নূতন জীবন শুরু করি।
পাপের মৃত্যু স্বরূপ এর থেকে আর সুন্দর নিদর্শন কী হতে পারে? জলে নিমজ্জিত হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহন অপেক্ষা নূতন জীবন শুরু করার কি এক অপরূপ আদর্শ?

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

29

খ্রীষ্টিয় অবগাহনের প্রবক্তা হচ্ছেন যোহন বাপ্তাইজক, যিনি ছিলেন একজন ভাববাদী, তিনি সাহসীকতার সঙ্গে যিহুদীয়া প্রান্তরে, পর্ব্বতে মন পরিবর্তনের জন্য প্রচার করেছিলেন ।যর্দন নদীর সমস্ত পথ জুড়ে জনতা তার কথা শুনতে যেত ।

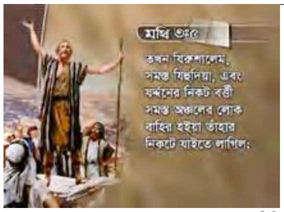

30

(পদঃ মথি ৩ঃ৫,৬)
বাইবেল বলেঃ "তখন যিরুশালেম, সমস্ত যিহুদিয়া, এবং যর্দ্দনের নিকট বর্ত্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল;

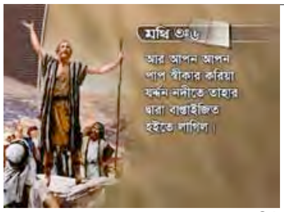

31

আর আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া যর্দ্দন নদীতে তাহার দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল।
মথি ৩ঃ৫,৬

32

তাঁর মিস্ত্রী কাজের দরজা বন্ধ করে মাকে বিদায় জানিয়ে যীশু যর্দ্দনের দিগে অগ্রসর হলেন। যোহন যখনই যীশুকে দেখতে পেলেন, তিনি তাকে চিনতে পেরেছিলেন, এবং তার প্রচার বন্দ্ধ হয়ে গেল।

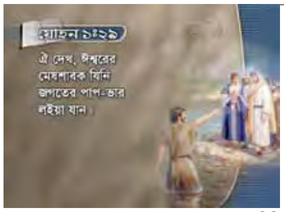

33

(পদঃ যোহন ১ঃ২৯)যীশুকে দেখিয়ে তিনি, বলেছিলেন, "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক যিনি জগতের পাপ-ভার লইয়া যান।" যোহন ১ঃ২৯।

34

যোহন যজ্ঞের প্রকৃত মেষশাবককে চিনতে পেরেছিলন, যিনি তাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন যারা তার যজ্ঞকে গ্রহন করবে। যীশু যখন তাকে বাপ্তিস্ম দেবার জন্য বলেছিলেন, যোহন দ্বিধা করেছিলেন।

35

(পদঃ মথি ৩ঃ১৪)
তিনি বলেছিলেন, "আপনার দ্বারা আমারই বাপ্তাইজিত হওয়া আবশ্যক।" মথি ৩ঃ১৪।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

36

(পদঃ মথি ৩ঃ১৫)
কিন্তু যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এখন সম্মত হও, কেননা এইরূপ ধার্ম্মিকতা সাধন করা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত।
যোহন অনুভব করেছিলেন যে যীশুর স্বীকার করার মত কোন পাপে নাই।
আর যীশুর নিশ্চয়ই তাঁর নিজের পুনুরুত্থানের প্রতি বিশ্বাসের পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না!

37

যীশু বাপ্তিস্ম দিতে বলেছিলেন কারণ তিনি মানুষের সঙ্গে নিজেকে গনণা করতে চেয়েছিলেন।তিনি আমাদের অনুকরণের জন্য একটি পূর্ণ আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। সুতরায় যোহন যীশুকে যর্দ্দন নদীতে নিমজ্জীত করে বাপ্তিম প্রদান করলেন।

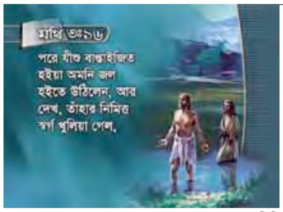

38

(পদঃ মথি ৩ঃ১৬, ১৭)
বাইবেল বলে, “পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া অমনি জল হইতে উঠিলেন, আর দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল,

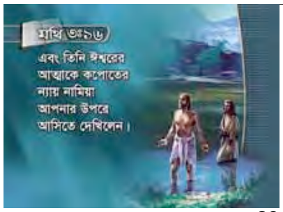

39

এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন।

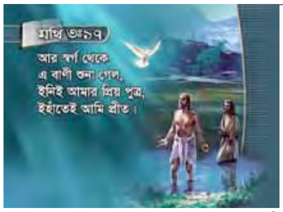

40

আর স্বর্গ থেকে এ বাণী শুনা গেল, “ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত।
মথি ৩ঃ১৬,১৭।
ঈশ্বরের আত্মা উৎসাহের বাণীসহ কপোতের ন্যায় নামিয়া আসিলেন, তিনি আরো একটি কাজ করেছিলেন।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

41

যীশু যখন জল থেকে হেঁটে যর্দ্দনের তীরে ভিজা কাপড়ে এসে মাটিতে দাঁড়ালেন, ঈশ্বর
জনসম্মুখে তাঁর পুত্রকে অভিষিক্ত ব্যক্তি রূপে ঘোষণা করলেন।
খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম ছিল, তাঁর প্রকাশ্য কার্য্যের আরম্ভ; কারণ পিতর বলেছেন,ঃ

42

(পদঃ প্রেরিত ১০ঃ৩৮)
“ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর কথা, কিরূপে ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়াছিলেনঃ

43

তিনি হিতকার্য্য করিয়া বেড়াইতেন, এবং দিয়াবল কর্ত্তৃক প্রপ্রীড়িত সকল লোককে সুস্থ করিতেন; কারণ ঈশ্বর তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন।” প্রেরিত ১০ঃ৩৮ ।যীশু নিজে কখনও বাপ্তিস্ম দেননি, কিন্তু বাইবেল বলে, যে তাঁর শিষ্যগণ দিয়েছিল।

44

(পদঃ যোহন ৪ঃ১,২)
“প্রভু যখন জানিলেন যে, ফরাশীরা শুনিয়াছে, যীশু যোহন হইতে অধিক শিষ্য করেন,

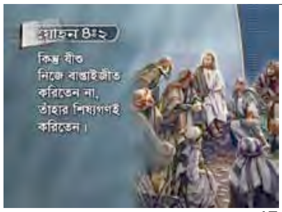

45

কিন্তু যীশু নিজে বাপ্তাইজ করিতেন না, তাঁহার শিষ্যগণই করিতেন।
যোহন ৪ঃ১,২
এবং লক্ষ করুন, যীশুর স্বর্গারোহণের পূর্বে শেষ আদেশ ছিলঃ

46

(পদঃ মথি ২৮ঃ১৯,২০)
“অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর;

47

আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। মথি ২৮ঃ১৯,২০।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

48

হয়তো আপনারা চিন্তা করছেন, যীশু চলে যাবার পর তাঁর শিষ্যগণ কি রূপে বাপ্তিস্ম প্রদান করতেন ।সন্দেহ নেই যে, তারা যীশুর আদর্শই অনুসরণ করত, কারণ তারা তো তাঁর শিষ্য ছিল ।

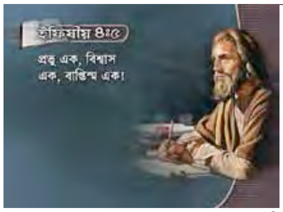

49

(পদঃ ইফিষীয় ৪ঃ৫)
পৌল, যীশুর একজন অত্যুৎসাহী অনুগামী বলেছেন, "প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক!"
ইফিষীয় ৪ঃ৫

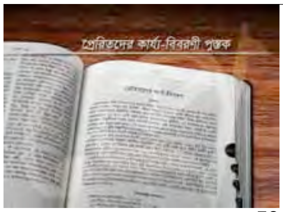

50

ক্রুশের পরে অনুষ্ঠিত বাপ্তিস্ম সম্পর্কে বিষদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রেরিত পুস্তকে––যা প্রচারক ফিলিপ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ।

51

ফিলিপ ঘসার পথে রাণী কান্দাসের ইথিয়পিয়ান কোষাধক্ষ্যকে যীরূশালেম মন্দিরে যেতে দেখিলেন ।

52

এখন তিনি তার বাড়ীর অভিমুখে, তিনি তার রথে বসে পান্ডুলিপি পড়ছিলেন ।ফিলিপ দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

53

(পদঃ প্রেরিত ৮ঃ৩০,৩১)
"... আপনি যাহা পাঠ করিতেছেন, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন?"
কোষাধ্যক্ষ উত্তর দিল,

54

"কেহ আমাকে বুঝাইয়া না দিলে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব?"

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

55

তার পর তিনি ফিলিপকে তাঁর রথে উঠার জন্য আহবান জানালেন।
ফিলিপ দেখলেন যে সে ব্যক্তি যিশাইয় ৫৩ অধ্যায় পাঠ করছিলেন।
ইথিপীয় ফিলিপকে ব্যাখ্যা করে বলতে বললেন, অধ্যায়টি যীশুর জীবন এবং মোশিহের ক্রুশারোপনের বর্ণনা করে।

56

(পদঃ প্রেরিত ৮ঃ৩৫)
বাইবেল বলে, "তখন ফিলিপ মুখ খুলিয়া শাস্ত্রের সেই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার কাছে যীশু বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিলেন।" প্রেরিত ৮ঃ৩৫।

57

ঝাকুনীপূর্ণ রথে, সে কি এক আশ্চয্য রকম বাইবেল শিক্ষা!
ফিলিপ শুধু যীশু সম্পর্কে তার কাছে বলেননি, অবশ্যই তিনি বাপ্তিস্মের তাৎপর্য্য সমন্ধে বলেছিলেন, কারণ বাইবেল বলে তারা যখন একটি জলাশয়ের কাছে পৌঁছালেন, ইথিয়পীয় ফিলিপকে বললেন,

58

(পদঃ প্রেরিত ৮ঃ৩৬, ৩৭)
"এই দেখুন, জল আছে; আমার বাপ্তাইজিত হইবার বাধা কি? প্রেরিত ৮ঃ৩৬।

59

ফিলিপ উত্তর দিলেন, "আপনি যদি সম্পূর্ণ হৃদয়ে বিশ্বাস করেন, তা হলে সম্ভব,

60

ইথিয়পীয় উত্তর দিলেন, "আমি বিশ্বাস করি যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র।" পদঃ ৩৭।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

61

(পদঃ প্রেরিত ৮ঃ৩৮)
"পরে তিনি রথ থামাইতে আজ্ঞা করিলেন, আর ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে জলমধ্যে নামিলেন এবং ফিলিপ তাঁহাকে বাপ্তাইজিত করিলেন।"
প্রেরিত ৮ঃ৩৮
পিলিপ ইথিয়পীয় কোষাধ্যক্ষ্যকে জলে নিমজ্জিত করে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, যেমন যোহন যীশুকে দিয়েছিলেন।

62

(পদঃ প্রেরিত ৮ঃ৩৯)
"আর যখন তাঁহারা জলের মধ্য হইতে উঠিলেন, তখন প্রভুর আত্মা ফিলিপকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন,

63

... ফলে তিনি আনন্দ করিতে করিতে আপন পথে চলিয়া গেলেন।
পেরিত ৮ঃ৩৯

64

আর এ ধরণের ঘটনাই ঘটে যখন আমরা আমাদের, পুরাতন জীবনের পাপ কবর দেই এবং খ্রীষ্টতে নূতন জীবন শুরু করি। সম্পূর্ণরূপে জলে নিমজ্জিত করে বাপ্তিস্ম দেওয়া প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর প্রথা ছিল।

65

এমন কি এ ধরনের বাপ্তিস্ম ছাড়া আর অন্য কোন ধরনের বাপ্তিস্মের কথা নূতন নিয়মে উল্লেখ নেই। মণ্ডলীতে প্রথম শতাব্দিতে তৈরী বাপ্তিস্ম দানের জন্য চৌবাচ্চার ছবি এখানে দেওয়া আছে।প্রাথমিক মণ্ডীলর ইতিহাসবেত্তাগণ এবং ভূ-তত্ত্ববিদদের অনুসন্ধানপ্রাপ্ত চৌবাচ্চার

66

তত্ত্ব জানায় যে দ্বাদশ ও একাদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করেই বাপ্তিস্ম দেওয়া হতো।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

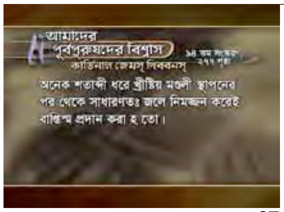

67

কার্ডিনাল জেমস্ গিববনস্ ঃ অনেক শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী স্থাপনের পর থেকে সাধারণতঃ জলে নিমজ্জন করেই বাপ্তিস্ম প্রদান করা হ'তো।

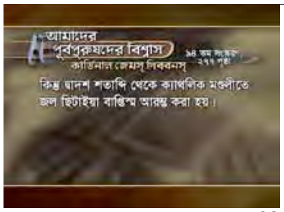

68

কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দি থেকে ক্যাথলিক মণ্ডলীতে জল ছিটাইয়া বাপ্তিস্ম আরম্ভ করা হয়।

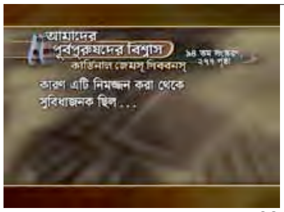

69

কারণ এটি নিমজ্জন করা থেকে সুবিধাজনক ছিল...।

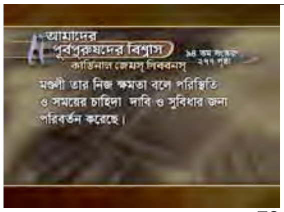

70

মণ্ডলী তার নিজ ক্ষমতা বলে পরিস্থিতি ও সময়ের চাহিদা দাবি ও সুবিধার জন্য পরিবর্তন করেছে।দ্যা ফেইথ অব আওয়ার ফাদার, ৯৪ তম সংস্করণ, ২৭৭ পৃষ্ঠা।

71

অনেক পর্য্যটকগণ সাধু যোহনের গির্জা দেখতে যান, এটি তুরস্কের ধ্বংশপ্রাপ্ত বাইবেলের নগরী ইফিষীয়তে অবস্থিত।

এ গির্জাটি শিষ্য যোহনের স্মরণে তৈরী করা হয়েছিল। এখানে বাপ্তিস্মদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। গেলাকার, এটির ব্যাস ছিল প্রায় বার ফুট এবং চার ফুট গভীর এবং নামার জন্য সামনের দু'পাশ দিয়ে সিড়ি ছিল।

72

অধিকাংশ লোকে ইটালির ক্যাথিড্রাল অব পিসার সম্মুখে অবস্থিত পুরাতন ঘণ্টার চূড়ার কথা শুনেছেন। যাকে পিসার হেলানো চূড়া বলে।

73

এই ক্যাথিড্রাল এবং হেলানো চূড়ায় একটি বাপ্তিস্ম স্থান রয়েছে, যার চারি পার্শে দালান রয়েছে।

74

এ জলাশয়টি প্রায় ২০ ফুট দৈর্ঘ্য ও লম্বা এবং ৪ ফুট গভীর যা চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। খ্রীষ্টের স্বর্গারোহনের তেরশত বৎসর পরও জলে নিমজ্জন করে বাপ্তিস্ম দেবার রীতি ছিল!

75

ইউরোপে এরূপ কয় এক ডজন ক্যাথিড্রাল রয়েছে যেখানে বাপ্তিস্ম দেবার জন্য জলাধার পুকুর রয়েছে।শুধু মাত্র ইটালিতে পাওয়া যায় ছিশট্টি টি যে গুলির নির্মান তারিখ হচ্ছে চতুর্থ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে।

76

কিন্তু, বাপ্তিস্ম প্রথাটি কত গুরুত্বপূর্ণ?

77

বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা কী সত্যিই আবশ্যক?

78

(পদঃ যোহন ৩ঃ৫)
"যীশু উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদের বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে,

79

তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। যোহন ৩ঃ৫

80

যীশু জল থেকে জন্ম গ্রহণ করা কে বাপ্তিস্মের কথাই বুঝাতে চেয়েছেন এবং এটি স্বর্গে প্রবেশের জন্য আবশ্যক বলেছেন।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

81

খ্রীষ্ট তাঁর পবিত্র উক্তিটি শুধু একবার করেননি।
লক্ষ্য করুন, একই বিষয় তিনি মার্ক ১৬ঃ১৬ পদে বলেছেনঃ

82

(পদঃ মার্ক ১৬ঃ১৬)
"যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে।"
মার্ক ১৬ঃ১৬
বাইবেল অনুসারে বাপ্তিস্ম গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ হ'ল বিশ্বাস করা যে, যীশু খ্রীষ্ট আপনার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনি আপনার পরিত্রাণকর্ত্তা ও প্রভু।

83

ফিলিপ ইথিয়পীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার সময় খ্রীষ্টের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসের প্রতি জোর দিয়েছিলেন।যখন ইথিয়পীয় ব্যক্তি বলেছিলেন যে, তিনি বাপ্তিস্ম নিতে পারেন কিনা, ফিলিপ বলেছিলেন,

84

(পদঃ প্রেরিত ৮ঃ৩৭)
"আপনি যদি হৃদয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন।"

85

(পদঃ মথি ২৮ঃ১৯)
যীশু তাঁর শিষ্যদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ দিয়েছেনঃ "তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর।"
মথি ২৮ঃ১৯।
বাপ্তিস্মের পূর্বে শিক্ষা দিতে হবে।

86

(পদঃ মথি ২৮ঃ২০)
যীশু বলেছেন, বাপ্তিস্ম প্রার্থীদের শিক্ষা দিতে হবে" . . . যাহা কিছু আমি আদেশ করিয়াছি উহা পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও।"
মথি ২৮ঃ২০।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

87

অন্য কথায়, একজন ব্যাক্তিকে এ পবিত্র নিয়ম বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুতি নিতে যীশুর শিক্ষা বুঝতে হবে এবং গ্রহন করতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়।

88

(পদঃ মথি ২৮ঃ১৯)
"অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর।" মথি ২৮ঃ১৯।

খ্রীষ্টের প্রতি এক জনের জীবনকে নিবেদিত করতে হবে। যখন এক জন ব্যক্তি যীশুতে একত্রিত হয়, সে সাধারণভাবেই খ্রীষ্টের পথে জীবন যাপন শুরু করে।
সে এমন কিছু করতে চায় না যাতে যীশু সম্মতি দিবেন না!

89

তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে অনুতাপ।

90

(পদঃ প্রেরিত ৩ঃ১৯)"অতএব তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়।" প্রেরিত ৩ঃ১৯ মন পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে এক জনের পাপের জন্য গভীর ভাবে দুঃখ প্রকাশ এবং তা থেকে বিরত থাকা।

91

এটি শুধু একটি হৃদয় থেকে আসতে পারে যে হৃদয়টি কালভেরীতে ছিল--যে হৃদয় পাপের থেকে আমাদের মুক্তির জন্য ক্রুশীয় ত্যাগস্বীকারের দ্বারা স্পর্শীত ও কোমল হয়েছে।

92

আসুন আমরা বাপ্তিস্মের প্রস্তুতির জন্য ধাপ গুলি পুনর্আলোচনা করিঃ

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

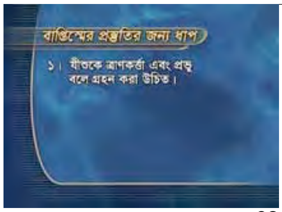

93

১। বাপ্তিস্মের পূর্বে একজন ব্যক্তির, যীশুকে ত্রাণকর্ত্তা এবং প্রভু বলে গ্রহন করা উচিত।

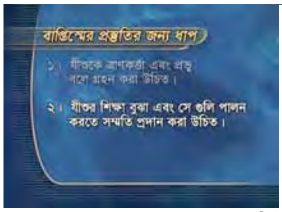

94

২। বাপ্তিস্মের পূর্বে, এক জন ব্যক্তির যীশুর শিক্ষা বুঝা এবং সে গুলি পালন করতে সম্মতি প্রদান করা উচিত।

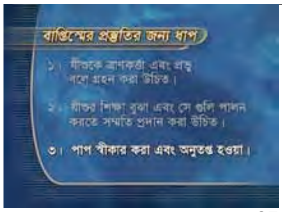

95

৩। তার উচিত পাপ স্বীকার করা এবং অনুতপ্ত হওয়া।

96

হয়তো বা জীবনের কোন এক সময় চিন্তা করেছেন, যদি জীবনটাকে আরো সুন্দর করা যেত, কিন্তু আপনি জানতেন না কি করে সম্ভব।

বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহনের এ তিনটি ধাপ অনুসরণের দ্বারা, আপনি সত্যই ভিতরে ও বাইরে একজন নূতন মানুষ হতে পারেন। ঈশ্বরের শক্তিতে আপনি পরিবর্ত্তিত, পুনর্জন্ম গ্রহন এবং নূতন মানুষ হতে পারেন।

97

অনেক সময় লোকেরা জিজ্ঞেস করে, “আমি যখন বাপ্তিস্ম গ্রহন করি তখন কি মণ্ডলীর অংশ হই? অথবা আমি শুধু যীশুতে বাপ্তিস্ম গ্রহন করি?

বাইবেল শিক্ষা দেয়, আমরা খ্রীষ্টে যখন বাপ্তিস্ম গ্রহন করি তখন খ্রীষ্টের শরীরের, মণ্ডলীর অংশ হই।

পঞ্চসপ্তমির দিনে জনতা যখন বাপ্তিস্ম গ্রহন করেছিল, বাইবেল ঘোষণা দেয়,

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

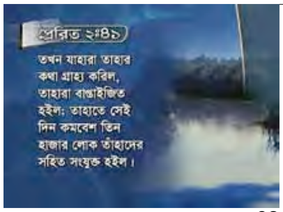

98

(পদঃ প্রেরিত ২ঃ৪১, ৪২)
“তখন যাহারা তাহার কথা গ্রাহ্য করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল; তাহাতে সেই দিন কমবেশ তিন হাজার লোক তাঁহাদের সহিত সংযুক্ত হইল।

99

আর তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়

100

রুটী ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল।
(প্রেরিত ২ঃ৪১, ৪২)
পদটি বুঝতে সরল। আমরা যখন বাপ্তাইজিত হই তখন আমরা আধ্যাতিক অনাথ হইনা। আমরা একাকি থাকি না।
প্রেরিত পুস্তকে যে সব লোকেরা বাপ্তাইজিত হয়েছিল, “তারা প্রেরিতের শিক্ষা এবং সহভাগিতায় অবস্থিতি করছিল।
তারা ঈশ্বরের বাইবেল বিশ্বাসী মণ্ডলীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

101

(পদঃ ১করিন্থীয় ১২ঃ১৩)
১ করিন্থীয় ১২ঃ১৩ পদ বলে, “সকলেই একদেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি...” ২৮ পদ পরিস্কার ভাবে বলে সে দেহ হচ্ছে মণ্ডলী।
যখন নারী ও পুরুষেরা যীশুকে গ্রহন করে এবং তাদের জীবনে তাকে অনুসরণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, তখন তারা বিশ্বাসীরূপে উপাসনা করতে বাসনা করে। তাদের হৃদয়ে
অন্তরজ্বালা হয় যেন খ্রীষ্টের আজ্ঞা পালনকারী মণ্ডলীর অংশ হতে পারে।

102

সে জন্য যীশু মথি ২৮ঃ১৯,২০, পদে বলেছেনঃ
“অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর;

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

103

আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও . . .” ।

104

আজ রাতে যীশু, আপনার জীবন তাঁর কাছে সমর্পন করতে অহব্বান করছেন। তিনি আপনাকে তাঁর বাইবেল-বিশ্বাসী, আজ্ঞা পালনকারী লোকদের অংশ হতে আহব্বান করছেন।প্রেরিত পৌলকে যে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেই একই ভাবে তিনি আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

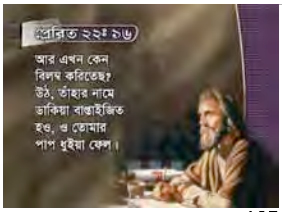

105

(পদঃ প্রেরিত ২২ঃ ১৬)

“আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল।” প্রেরিত ২২ঃ১৬।

106

এক রাত্রে নীকদীম নামে এক ব্যক্তি যীশুর কাছে এসেছিল, সে চায়নি যে তার বন্ধুরা জানুক যে সে যীশুতে আগ্রহী।

107

(পদঃ যোহন ৩ঃ২)সে যীশুকে এ বলে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল, “রব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আগত গুরু,

108

কেননা আপনি এই যে সকল চিহ্ন কার্য্য সাধন করিতেছেন, ঈশ্বর সহবর্ত্তী না থাকিলে এ সকল কেহ করিতে পারে না।”

যোহন ৩ঃ২

যীশু তাঁর হৃদয় বুঝতে পেরেছিলেন, সুতরাং তিনি নীকদীমকে তার প্রয়োজন সমন্ধে সরাসরি বলেছিলেন।

109

(পদঃ যোহন ৩ঃ৩)“যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্য সত্য,

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

110

আমি তোমাকে বলিতেছি, নূতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না।”যোহন ৩ঃ৩।

111

(পদঃ যোহন ৩ঃ৪)নীকদীম হতবুদ্ধি হয়ে গেল এবং যীশুকে জিজ্ঞেস করল, “মানুষ বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে?

112

সে কি দ্বিতীয় বার মাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া জন্মিতে পারে? যোহন ৩ঃ৪।

113

(পদঃ যোহন ৩ঃ৫)
তার পর যীশু বললেন যে, তিনি, আধ্যাতিক পুনর্জন্মের কথা বলেছেন, “সত্য, সত্য আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে,

114

তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।” যোহন ৩ঃ৫।এখানে যীশু আধ্যাতিক পুনর্জন্মের কথা বলছেন যা বাপ্তিস্ম দ্বারা স্বাক্ষ প্রাপ্ত। অর্থ্যৎ, একজন্য ব্যক্তি বাপ্তিস্মের জলে ধুয়ে পরিস্কার হয়ে যাবে।

115

নিঃসন্দেহে নীকদীম, এক গর্বিত ফরিসী যে আশা করেছিল প্রকৃতিগত জন্মের দ্বারাই নিবেদীত যিহুদী হিসাবে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে।

116

যাই হোক, যীশু পরিস্কার করেদিয়েছেন যে, পবিত্র আত্মার শক্তি যা বাপ্তিস্মের দ্বারা প্রকাশিত হয় তার মাধ্যমে জীবন রূপান্তরীত না হলে অসমাপ্ত থেকে যাবে।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

117

এভাবেই একজন ব্যাক্তি বলি গ্রহনের সিলমোহর করে থাকে যা পিতা দিয়েছেন এবং পুত্র সম্পাদন করেছেন।

118

এটি হচ্ছে খ্রীষ্টিয় জীবনের শুরু।

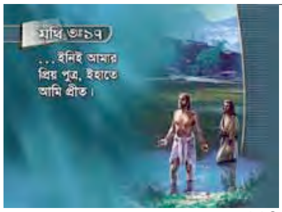

119

(পদঃ মথি ৩ঃ১৭)
খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের সময় ঈশ্বরের স্বর শুনা গিয়েছিল,
"... ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতে আমি প্রীত।"

120

এ সেই সময়, যখন পবিত্র আত্মা কপতের ন্যায় যীশুকে অভিষিক্ত করেছিল, যখন তিনি অভিষিক্ত ব্যক্তি বা মোশিহ অথবা খ্রীষ্ট হয়েছেন।

121

এটি ছিল যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ্যে কাজের শুরু। আর একইরূপ বাপ্তিস্মের দ্বারা বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টতে নূতন জীবনের আরম্ভ নির্দেশ করে যেমন ত্রাণকর্ত্তার জীবনেও হয়েছিল।

এই ঘটনা বিশ্বাসীবর্গের প্রকাশ্যে স্বাক্ষ্য বহন সুচনা করে যে, সে বাপ্তিইজিত হয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, সে খ্রীষ্টকে পরিধান করেছে।

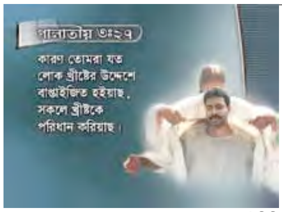

122

(পদঃ গালাতীয় ৩ঃ২৭)গালাতীয় ৩ঃ২৭ বলে, "কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ।"

123

(ভিডিওঃ ১০ সেকেণ্ড) বাপ্তিস্ম, যে ব্যক্তি খ্রীষ্টকে তার নৈবেদ্য, যজ্ঞ রূপে গ্রহন করেছে, সে খ্রীষ্টের যজ্ঞের মহান তিনটি ঘটনার প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করে।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

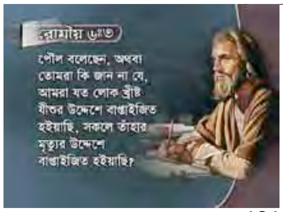

124

(পদঃ রোমীয় ৬ঃ৩,৪)
পৌল বলেছেন, “অথবা তোমরা কি জান না যে, আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি?”

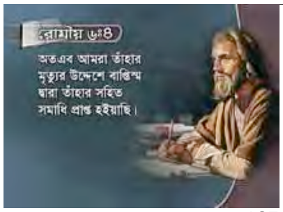

125

তার পরের ধাপ যা খ্রীষ্টিয়ানগণ বাপ্তিস্মের মাধ্যমে করে থাকে। “অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছি।” পদ-৪কিন্তু বিশ্বাসের কার্যে এর তৃতীয় অংশ আছে।

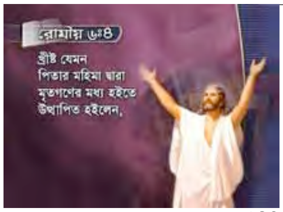

126

(পদঃ রোমিয় ৬ঃ৪)“খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন,

127

তেমনি আমরাও জীবনের নূতনতায় চলি” পদ - ৪এখানে বলা হয়েছে, মানুষ বাপ্তাজিত হয়ে আত্মায় এবং জলে জন্ম গ্রহন করে।

128

আমরা জনসম্মুখে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি এবং পুনুরুত্থানে বিশ্বাস প্রকাশ করে থাকি।

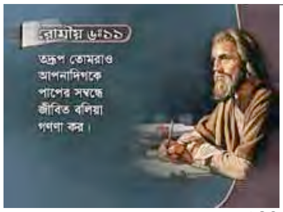

129

(পদঃ রোমীয় ৬ঃ১১)
পৌল আমাদের বলেন, “তদ্রূপ তোমরাও আপনাদিগকে পাপের সম্বন্ধে জীবিত বলিয়া গণণা কর।”
এখন কি বুঝতে পারছেন, খ্রীষ্টিয় জীবনে এটি এতো সুন্দর একটি বিষয় কেন?

130

এটি হচ্ছে দম্পত্তির বিবাহ অনুষ্ঠানের মত। এ হচ্ছে জন সাধারণের সম্মুখে স্বাক্ষ্য দানের একটি সুযোগ যে, তারা সারা জীবন এক সঙ্গে বসবাস করবে।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

131

(পদঃ ইফিষীয় ৪ঃ৫)
বাইবেল আমাদের বলে যে, "প্রভু এক বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক" ইফিষীয় ৪ঃ৫।
তথাপি, মণ্ডলীতে মনে হয় নানা ধরণের বাপ্তিস্ম পন্থা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

132

কেউ কেউ জল ছিটায়, কেউ কেউ জল ঢালে, এবং কেউ কেউ জলে নিমজ্জিত করে। যেখানে বাপ্তিস্ম প্রদানের নানা পন্থা রয়েছে এবং কোনটি সঠিক সে বিষয় মতবিরোধ আছে, সে ক্ষেত্রে এটি এক হয় কি ভাবে?

133

আমাদের শুধু জিজ্ঞেস করতে হবে, "যীশু কি করেছিলেন?"

134

আমরা বাইবেলে পাই, যোহন যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম দান করতেন। যীশু যখন বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন, তিনি, "জল হইতে উঠিয়া আসিলেন" তিনি নিমজ্জিত হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহন করেছিলেন।

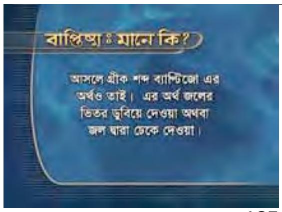

135

আসলে গ্রীক শব্দ ব্যাপ্টিজো এর অর্থও তাই। এর অর্থ জলের ভিতর ডুবিয়ে দেওয়া অথবা জল দ্বারা ঢেকে দেওয়া।আর এটিই হচ্ছে বাপ্তিস্ম প্রদানের একমাত্র নিয়ম যা খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি এবং পুনুরুত্থানকে নির্দেশ করে।

136

এক সময় পৌল এবং তার সহকর্মী সাইলাস একজন মাকিদনীয়ের নিমন্ত্রণে ফিলিপীয় শহরে যান, যাকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন।

137

পৌল এবং সাইলাস তাদের প্রচারের দ্বারা ফিলিপীয় লোকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

138

আবস্থা এমন হয়েছিল যে, জনতা এদের আক্রমন করেছিল এবং তাদের জীবন বিপদগ্রস্ত হয়েছিল। ক্ষুব্ধ জনতা তাদের দু'জনের কাপড় ছিড়ে ফেলেছিল এবং কর্তৃপক্ষ তাদের প্রহার করেছিল।

139

তাদের কারাগারে পাঠান হয়েছিল, কারা রক্ষককে তাদের কঠোর কারাকক্ষের মধ্যে রাখার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যেন তারা পালাতে না পারে।

140

রাত্রে পৌল এবং সাইলস প্রার্থনা ও গান গাইতেছিলেন। হঠাৎ ভূমিকম্পে কারাগারের প্রাচীর ভেঙ্গে গেল এবং দরজা খুলে গেল এবং প্রত্যেকের শীকল উম্মুক্ত হয়েগেল।

কারারক্ষক দৌড়ে এলো, দেখল দরজা খোলা, মনে করেছিল সব কারাবন্দিরা পালিয়েছে।

141

সে আত্ম হত্যা করার জন্য তার খর্গ নিল - সে নিশ্চিত ছিল যে, কারাবন্দিদের পলায়নের অপরাধে তার মৃত্যু অনিবার্য।

142

(পদঃ প্রেরিত ১৬ঃ২৮)
কিন্তু পৌল উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন, "ওহে, আপনার হিংসা করিও না, কেননা আমরা সকলেই এই স্থানে আছি।" প্রেরিত ১৬ঃ২৮

143

বেচারা জেল রক্ষক বিস্মিত হয়েগেল! এই লোকেরা, পৌল ও সাইলাস কারারক্ষকের কাছে দুঃখ, কষ্ঠ ভোগ করেছেন, তথাপি তারা তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ নিতে চাননি।

কারারক্ষক জানত তারা ছিল নির্দোষ ব্যক্তি। সে দৌড়ে গিয়ে আলো নিয়ে এল এবং তাদের কাছে গিয়ে তাদের পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

144

(পদঃ প্রেরিত ১৬ঃ৩০, ৩১)"আর তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিয়া বলিল মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?

145

তাহারা কহিলেন, তুমি ও তোমার পরিবার প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে।

146

কারারক্ষক পৌল ও সাইলাসকে তার ঘরে নিয়ে গেল এবং তাদের পায়ের এবং পিঠের ক্ষত ধুয়ে দিল।

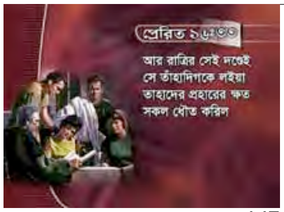

147

(পদঃ প্রেরিত ১৬ঃ৩৩)"আর রাত্রির সেই দণ্ডেই সে তাঁহাদিগকে লইয়া তাহাদের প্রহারের ক্ষত সকল ধৌত করিল

148

এবং সে আপনি ও তাহার সকল লোক অবিলম্বে বাপ্তাইজিত হইল।প্রেরিদ ১৬ঃ৩৩।

149

বন্ধুগণ, পূর্ব্বে যদি আপনারা বাপ্তিস্মের অর্থ এবং তাৎপর্য্য না বুঝে থাকেন অথবা নিমজ্জিত হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহনের পবিত্র বিধান যা যীশু দিয়েছেন তা অনুসরণ করার সুযোগ না হয়ে থাকে তবে সেই একই প্রশ্ন ও নিমন্ত্রণ অপনাকেও করা হচ্ছে যা অননীয় শৌলকে করছিলেনঃ-

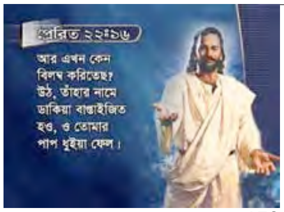

150

(পদঃ প্রেরিত ২২ঃ ১৬)
"আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল।"
প্রেরিত ২২ঃ১৬।

151

যীশু যখন বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন, তখন স্বর্গ থেকে একটি বাণী বলেছিল, “ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত।” আপনিও যখন বাপ্তিস্মের জলে নামবেন, আমাদের প্রভু আপনার হৃদয়ে বলবেন, “তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তুমি আমার প্রিয় কণ্যা; তোমাতে আমি প্রীত।”

জীবনের সবচেয়ে আনন্দ হ'লো এটি অবগত হওয়া যে ঈশ্বরকে আপনি সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন।

আপনি যখন বাপ্তাইজিত হন, তখন আপনার ভেতর পরম অনুভূতি হবে যে, আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে আছেন। আপনি ঈশ্বরের একজন সন্তান। এক অর্থে বলা যায় যে, বাপ্তিস্ম বিবাহের মতো বিবাহে পূর্বে বর ও কণ্যা একে অন্যকে ভালবাসে। বিবাহে এক জন পুরুষের মনে একজন নারীর জন্য অথবা একজন নারী একজন পুরুষের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে না।

বিবাহ হচ্ছে ভালবাসার স্বাক্ষ। বিবাহ হচ্ছে, জনসম্মুখে, বন্ধু বান্ধবী এবং পরিবারের সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। বাপ্তিস্ম সেরূপ। বাপ্তিস্ম আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম সৃষ্টি করে না।

আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহন করতে চাই, কারণ আমরা ইতোমধ্যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছি।

বাপ্তিস্ম হয়েছে জন সাধারণ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং মণ্ডলীর সম্মুখে স্বাক্ষদান যে, আমরা যীশু খ্রীষ্টতে গভীর প্রেমে আবদ্ধ।

আমরা যখন জনসম্মুখে স্বীকার করি, তখন নির্দেশ করে যে আমাদের অতিতের পাপ বাপ্তিস্মের জলে সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আমরা খ্রীষ্টে নূতন জীবন যাপন করার জন্য উঠেছি।

অতীত আর নেই, কবর প্রাপ্ত হয়েছে - আর কখনো আসবে না। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি আমাদের খ্রীষ্টিয়ান জীবন যাপনের জন্য পবিত্র আত্মার শক্তি দান করবেন।

কেউ কেউ, ইতস্ততঃ বোধ করে। তারা পিছে সরে যায়। তারা বিশ্বাস করে না যে, তারা প্রস্তুত।

বাপ্তিস্মের অর্থ এ নয় যে, আপনি নিষ্পাপ। এর অর্থ এই যে

আপনি সমর্পিত।
যীশু আজকে আপনাকে বাপ্তিস্মের জলে কবরপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করছেন। তিনি আপনাকে ক্ষমা করবেন, পুরাতন সব অপরাধ থেকে মুক্ত করবেন এবং পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে নূতন জীবন যাপন করার জন্য শক্তি দান করবেন।
আপনি কী এখনই যীশুর ডাকে হ্যাঁ বলবেন? আপনি যদি বাইবেল যে ভাবে বাপ্তিস্ম নিতে বলেছে, সে ভাবে যীশুকে অনুসরণ করতে চান, তবে, আমি চাই আপনি যেন সম্মুখে হেঁটে আসেন, কারণ-আপনার জন্য একটি বিশেষ প্রার্থনা করতে চাই।
আমি এ সময় সকলকে প্রার্থনার জন্য দাঁড়াতে আহ্বান জানাই। আমি প্রার্থনার পূর্বে যদি কেউ বলতে চান, হ্যাঁ যীশু, আমি বাপ্তাইজিত হতে চাই," তবে আপনারা হেঁটে আইল দিয়ে সম্মুখে আসতে পারেন এবং মাথা নত করুন, যেন আপনাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারি। দ্বিধা করবেন না, চলে আসুন, আসার এটাই ঠিক সময়, আসুন প্রার্থনা করি।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

1

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রবঞ্চনা

2

(ভিডিওঃ ১৯ সেকেণ্ড) সর্ব্বকালের শ্রেষ্ট প্রতারণার একটি, যা ১৯৬০ সনে ঘটেছিল। ডেভিড ষ্টেইন একজন প্রতিভাবান যুবক, ফ্রান্সের অধিবাসী, সে চার মতেরও বেশী মূল চিত্র নকল করেছিল। যেমনঃ

পিকাসো, স্যাগালস্, রেনয়র এবং ভ্যান গণের অনেক চিত্র সে নকল করে।

সে খ্যাতনামা শিল্পিদের নাম স্বাক্ষর করে মূল চিত্র বলে সে গুলি বাজার জাত করে।

সে গুলি ছিল প্রতারণা।

সে গুলি এত সুন্দর বা অবিকল ছিল, যা আসল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল!

3

(ভিডিওঃ ৯ সেকেণ্ড) আজ পর্যন্ত মাত্র ১১০ টি এ প্রতারণার সন্ধান পাওয়া গেছে। স্টেইনকে ১৯৭২ সালে গ্রেপতার করা হয় এবং ফ্রান্সের প্যারিস শহরের সিং সিং কারাগারে তাকে বন্দি করা হয়। ১৯৮০ সনে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগারে বসে ষ্টেইনের মনে পরিবর্তন হলো, এবং সে সিদ্ধান্ত নিল যে, সে নিজের নামে ছবি আঁকবে।

4

(ভিডিওঃ ১২ সেকেণ্ড) বর্তমানে তিনি একজন প্রখ্যাত শিল্পি এবং পৃথিবী ব্যাপী প্রচারক। তিনি কি বিষয় বক্তৃতা দেন? তিনি ভাল জানেন কি ভাবে নকল বের করা যায়।”

ষ্টেইন নিশ্চয়তার সঙ্গে বলে, আপনাদের রাজি হতেই হবে যে, - নকল বুঝা এতো সহজ নয়। এমন কি বিষেজ্ঞদের পক্ষেও! কিন্তু, মানুষ যতই চতুর হোক না কেন, শয়তান যে প্রতারণার মহা পিতা তার সঙ্গে তুলনা করলে তারা গভীর অরণ্যে ছোট শিশুর তুল্য।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

5

(ভিডিওঃ ৭ কেকেণ্ড) - প্রতারণা, প্রবঞ্চণা , নকল বিষয়ে শয়তানের কোন প্রতিদন্দি নেই। তবে, শয়তান প্রকাশ্যে কোন কাজ করে না।

সে অন্য লোক, ক্ষমতা এবং প্রতিনিধির মাধ্যমে কাজ করে। সে যদি প্রকাশ্যে ঈশ্বরের এবং সত্যের বিরুদ্ধে কাজ করে, তবে খুব কম লোককে সে প্রতারিত করতে পারবে।

সুতরাং সে অন্তরালে কাজ করে, অনেক সময় ধর্মীয় মুখশের মাধ্যমে সে কাজ করে।

6

বিচক্ষণতার সঙ্গে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে মানুষকে ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আর এ গুলি সে বেশ ধর্য্য সহকারে হাজার হাজার বৎসর ধরে করে আসছে।

7

ঈশ্বর আমাদের এ মহা প্রতারকের দয়ার সম্মুখে একাকী ছেড়ে দেননি, কিন্তু বাইবেলের মাধ্যমে শেষ কালে মহা প্রতারক সমন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন।

8

বাইবেল বলে, দানিয়েল নিজে স্বপ্ন দেখেছেন যে, সমুদ্র থেকে পশু উঠে এসেছে।

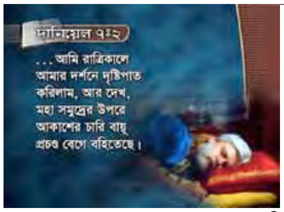

9

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২,৩)দানিয়েল লিখেছেন, " . . . আমি রাত্রিকালে আমার দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, মহা সমুদ্রের উপরে আকাশের চারি বায়ূ প্রচণ্ড বেগে বহিতেছে।

10

আর সমুদ্র হইতে বৃহৎ চারিটা জন্তু বাহির হইল তাহারা পরস্পর বিভিন্ন।"
দানিয়েল ৭ঃ২,৩।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

11

সমুদ্র থেকে জন্তু বের হল?
এর অর্থ কী?

12

বাইবেলই এ ভবিষ্যৎদ্বাণীর প্রতীক বুঝতে সাহায্য করে।
প্রথমে, এ স্বপ্নে জল আছে।

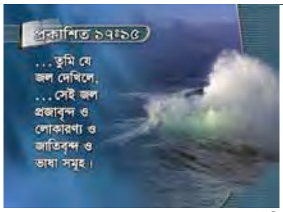

13

(পদঃ প্রকাশিত ১৭ঃ১৫)
প্রকাশিত ১৭ঃ১৫ পদ বলে, "... তুমি যে জল দেখিলে, ... সেই জল প্রজাবৃন্দ ও লোকারণ্য ও জাতিবৃন্দ ও ভাষা সমূহ।"
একই অধ্যায় জন্তুগুলি কি নির্দেশ করে সে সম্পর্কে ঈশ্বর দানিয়েলকে বলেছেন।

14

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ১৭,২৩)
"ঐ চারি বৃহৎ জন্তু চারি রাজা, তাহারা পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইবে।

15

. . . ঐ চতুর্থ জন্তু পৃথিবীর চতুর্থ রাজ্য;" দানিয়েল ১৭ঃ১৭, ২৩
ঈশ্বরের বাক্য পরিস্কার করে বলে, ঐ জন্তু নির্দেশ করে এক জন রাজা বা রাজ্য।

16

পৃথিবীর জনগনের মধ্য থেকে যে জন্তু উঠেছে, তা অবশ্যই সেই জাতিকে নির্দেশ করে যার উৎপত্তি হয়েছে।
লক্ষ করুন, দানিয়েল ৭ঃ৩ পদে কি ভাবে তিনি বর্ণনা দিয়েছেনঃ

17

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ৩)
"আর সমুদ্র হইতে চারিটা জন্তু বাহির হইল, তাহারা পরস্পর বিভিন্ন।"

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

18

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ৪)
"প্রথমটা সিংহের সদৃশ্য; এবং ঈগল পক্ষীর ন্যায় তাহার পক্ষ ছিল ... ।"
দানিয়েল ৭ঃ৪ ।

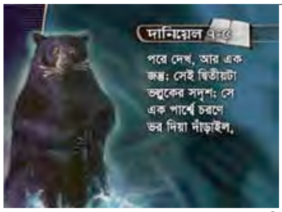

19

এবং তাহার মুখে দন্তশ্রেণীর মধ্যে তিন খণ্ড পঞ্জরের অস্থি ছিল।"

20

এবং তাহার মুখে দন্তশ্রেণীর মধ্যে তিন খণ্ড পঞ্জরের অস্থি ছিল।"
দানিয়েল ৭ঃ৫

21

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ৬)"তৎপরে আমি দৃষ্ঠিপাত করিলাম, আর দেখ, আর এক জন্তু, সে চিতাবাঘের সদৃশ্য, তাহার পৃষ্ঠে পক্ষীর ন্যায় চারি পক্ষ ছিল, ... " দানিয়েল ৭ঃ৬।

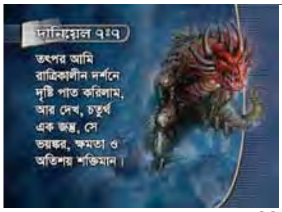

22

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ৭)
"তৎপর আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টি পাত করিলাম, আর দেখ, চতুর্থ এক জন্তু, সে ভয়ঙ্কর, ক্ষমতা ও অতিশয় শক্তিমান।

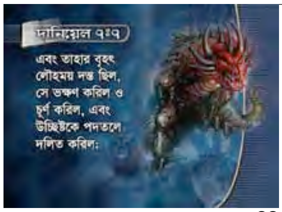

23

এবং তাহার বৃহৎ লৌহময় দন্ত ছিল, সে ভক্ষণ করিল ও চূর্ণ করিল, এবং উচ্ছিষ্টকে পদতলে দলিত করিল;

24

আর পূর্ব্বকার সকল জন্তু হইতে সে ভিন্ন, ও তাহার দশটী শৃঙ্গ ছিল।"
দানিয়েল ৭ঃ৭।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

25

কি এক চিড়িয়াখানা!আপনারা অবশ্যই লক্ষ করেছেন, এ জন্তুগুলি কোন সাধারণ জন্তু নয়। তাদের শকলের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট আছে যা দর্শন বুঝতে সাহায্য করে।

26

দানিয়েল যখন চার জন্তুর দর্শন নিয়ে চিন্তা করছিলেন, তখন অবশ্যই তার মহান রাজা নবুখদনিৎসের স্বপ্নের কথা স্মরণে ছিল--বৃহৎ এক মৃর্ত্তির স্বপ্ন। উভয় স্বপ্ন পৃথিবীর প্রাচীন চার রাজ্যকে নিদের্শ করে।

27

(ভিডিওঃ ৬ সেকেণ্ড)
বাবিল রাজ্য থেকে শুরু করে মাদিয়ও পারস্য সম্রাজ্য, গ্রীস রাজত্ব এবং রোমীয় সম্রাজ্য

28

এবং শেষে যীশুর অনন্তকালীন রাজ্য স্থাপিত হবে।

29

আসুন, আমরা এ জন্তুগুলির প্রত্যেকটার বিষয় বা জাতির পৃথিবীর লেকদের মধ্য থেকে উত্থানের বিষয় দৃষ্টি করিঃ

30

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ৪)“প্রথমটা সিংহের সদৃশ্য; এবং ঈগল পক্ষীর ন্যায় তাহার পক্ষ ছিল; আমি দেখিতে দেখিতে তাহার দুই পক্ষ উৎপাটিত হইল;

31

পরে তাহাকে ভুমি হইতে উঠাইয়া মানুষের মত দুই চরণে দাঁড় করান হইল, এবং মানুষের হৃদয় তাহাকে দত্ত হইল।
দানিয়েল ৭ঃ৪

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

32

বাবিল প্রথম বিশ্বসম্রাজ্য পশু রাজ সিংহের চেয়ে আর উত্তমরূপে কী ভাবে নির্দেশ করা যায়? (বৃহৎ মুর্ত্তির স্বর্ণময় মস্তককে যা নির্দেশ করে।

33

প্রাচীন বাবিলিয় সম্রাজ্য নিজেরাই তাদের রাজ্যের প্রতিক সিংহ ব্যবহার করত।
প্রত্মতত্ত্ববিদগণ ধ্বংশপ্রাপ্ত বাবিল থেকে আবিস্কার করেছেন যে, সিংহ প্রতিকের পাথা ছিল।

34

সিংহকে যেমন শক্তির বা ক্ষমাতার প্রতিক মনে করা হয়, রাজা নবুখদনিৎসরের সৈন্য ক্ষমতায় ছিল অতুলনীয়।
বাবিল সম্রাজের ক্ষমতা এবং এর রাজ্যের যে তাড়াতাড়ি বিস্তার লাভ করেছিল তা ছিল দ্রুততার সঙ্গে তুলনীয়।
লক্ষ করুণ ঈশ্বর বাবিলকে এখানেও সিংহের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

35

(পদঃ যিরমিয় ৪ঃ৭)
"সিংহ আপন গহব্বর হইতে উঠিয়া আসিতেছে, জাতিগনের বিনাশক আসিতেছে;

36

সে স্বস্থান হইতে বাহির হইয়াছে তোমার দেশ ধ্বংশস্থান করনার্থে আসিতেছে।

37

গর্ব্বিত, আড়ম্বরপূর্ণ বাবিলিয় রাজা চিরকালের জন্য রাজ্য জয় করছিল। সে কখনো চিন্তাই করেনি যে পৃথিবীতে অন্য কোন দেশ কোন কালে শাসন করতে পারে। সে দালানের গায়ে খোদাই করে লিখেছিল "চিরকালের জন্য হোক।"

38

(ভিডিওঃ ৪ সেকেণ্ড) অক্টোবর ১৩, ৫৩৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বাবিল সম্রাজ্য, (দানিয়েলের স্বপ্নে স্বর্ণময় মস্তক এবং পাখাযুক্ত সিংহের দ্বারা যে রাজ্য নির্দেশিত হয়েছিল) তার চরম সমাপ্তি ঘটেছিল।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

39

(ভিডিওঃ ৩ সেকেণ্ড) দ্বিতীয় জন্তু ভল্লুক যে রাজ্য বা সম্রাজ্যকে নির্দেশ করে তা দ্বীগ বিজয়ী জাতি মাদীকয় পারস্য ছাড়া আর কোন রাজ্যকে নির্দ্দেশ করেনা--প্রকাণ্ড ধাতুর মুর্ত্তির রৌপ্যময় বক্ষ দ্বারা এ রাজ্যকে নির্দেশ করে।দানিয়েল, স্বপ্নে যে ভল্লুককে দেখেছেন, তিনি বলেনঃ

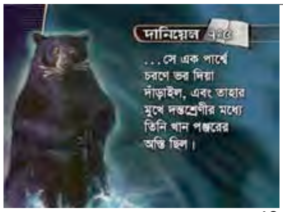

40

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ৫)" ... সে এক পার্শ্বে চরণে ভর দিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার মুখে দন্তশ্রেণীর মধ্যে তিনি খান পঞ্জরের অস্তি ছিল।" দানিয়েল ৭ঃ ৫।

41

দানিয়েল বলেছেন, ঐ ভল্লুকের দাঁতের মাঝে তিনটি পঞ্জরের অস্থি ছিল, কিন্তু বাইবেল এর অর্থ বলে না।

42

তথাপি, বাইবেলের অধিকাংশ বিশ্বাস করেন যে, তিনটি অস্থি নির্দেশ করে

43

লিদিয়া, বাবিল এবং মিসর যা ছিল মাদীয় পারস্য রাজের প্রধান তিনটি সামরীক অঞ্চল।

44

পারস্য সম্রাজ্য প্রায় দু'শত বৎসর শাসন করেছে, কিন্তু সেটি ছিল হিংস্র এবং শক্তিশালী যেমন ঈশ্বর দানিয়েলের কাছে স্বপ্নে অন্য জন্তুর কথা প্রকাশ করেছিলেন অথবা বলেছিলেন অন্য আর একটি রাজ্য উঠবেঃ

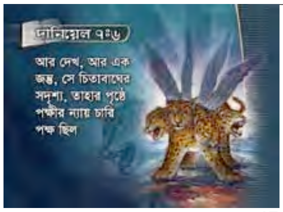

45

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ৬)
"আর দেখ, আর এক জন্তু, সে চিতাব্যাঘ্রের সদৃশ্য, তাহার পৃষ্ঠে পক্ষীর ন্যায় চারি পক্ষ ছিল

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

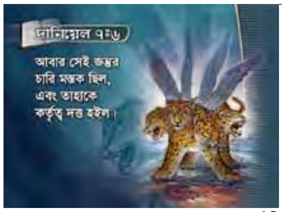

46

আবার সেই জন্তুর চারি মস্তক ছিল, এবং তাহাকে কর্তৃত্ব দত্ত হইল।" দানিয়েল ৭ঃ৬।

47

ধীর গতিসম্পন্ন ভল্লুক দ্রুতগতির চিতাবাঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অগ্রে যেতে পারেনি, সুতরাং পারস্য সৈন্যরা মহান আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেনি।

48

(ভিডিওঃ ৪ সেকেণ্ড)নবূখদনিৎসরের ভবিষ্যৎদ্বাণীর স্বপ্নের মুর্ত্তির পিত্তলময় পেট ও জঙ্ঘা নির্দেশ করত বিশ্ব সাম্রাজ্য গ্রীস এবং দানিয়েলের স্বপ্নের চিতাব্যাঘ্রও একই সম্রাজ্য নির্দেশ করে।

49

চার পাখা ব্যাখ্যা করে আলেকজাণ্ডারের দ্বিগবিজয়ী ক্ষমতা এবং দ্রুতগতিকে।

তিনি ৩৩১ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে আরবেলার যুদ্ধে দারিয়াবস তৃতীয় কে পরাজিত করেন, আর মাত্র বার বৎসরের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী তার সম্রাজ্যকে সর্ব্বকালের স্মরণী করে তুলেন।

বাঘের চার মাথা নির্দেশ করে গ্রীসের চার বিভাগ।

50

(পদঃ দানিয়েল ৮ঃ২২)
"চারি শৃঙ্গ উৎপন্ন হওয়া, ইহার ধর্ম্ম এই, সেই জাতি হইতে চারি রাজ্য উৎপন্ন হইবে।"
দানিয়েল ৮ঃ২২।

51

ইতিহাস বলে, গ্রীস সম্রাজ্য আসলেই চার ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। (আর বেলার বিজয়ের মাত্র সাত বৎসর পরে।) আলেক জান্ডার মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে মারা যায়।

এমন কি তার সমাধির পূর্বেই, ক্ষমতার দন্ধ শুরু হয়েছিল, প্রথমে তার আত্মীয়দের মধ্যে তার পর সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে। অবশেষে আলেকজাণ্ডারের চার সেনাপতি ক্ষমতা দখল করে।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

52

(ভিডিওঃ ৯ সেকেণ্ড)
এখন চিতাবাঘের বা রাজ্যের চারটি মাথা ছিল ক্যাসেন্ডার, লাইসিমিকাসে, টলেমে এবং সেলুকাস।

53

বেশীর ভাগ লোকদের কাছে একটা মাথাই সঠিক দিগে নেওয়া সমস্যাপূর্ণ।
কি মনে হয়, আপনার যদি কোন ক্রমে চারটা মাথা থাকতো তা'হলে কি হ'তো? বিশৃঙ্গলা।
প্রত্যেকেই চেষ্টা করবে প্রধান হতে!
আর একই অবস্থা হয়েছিল গ্রীক সম্রাজ্যের। আলেকজাণ্ডারের চার সেনাপতিরা ছিল লোভী, উচ্চাকাঙ্খী, যারা সম্রাজ্য শাসন করতে চেয়েছিল।

54

"একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল এবং সম্রাজ্য পরস্পর বিরোধে জড়িয়ে গেল।"
আলেকজাণ্ডার দ্যা গ্রেট, ৪৯৪ পৃষ্ঠা।

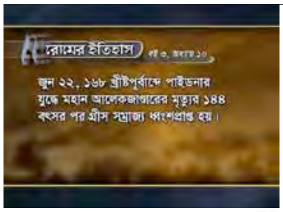

55

সম্রাজের চার অংশেই অশান্তি এবং সংঘাত চলতে থাকল, যে পর্যন্ত না জুন ২২, ১৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পাইডনার যুদ্ধে মহান আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর ১৪৪ বৎসর পর গ্রীস সম্রাজ্য ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়। - রোমীয় ইতিহাস, বই ৩, অধ্যায় ১০।

56

কিন্তু চতুর্থ হিংস্র জন্তুর কি অবস্থা যে বিষয় দানিয়েল বলেছেন যে গ্রীক সম্রাটের পর উঠবে?

57

স্বর্গীয় দূত দানিয়েলকে বলেছেন যে, এ চতুর্থ রাজ্য হবে অন্য রাজ্য থেকে ভিন্ন। জন্তু যাকে নির্দেশ করে সে ছিল প্রচণ্ড ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সে তার লৌহময় দন্ত দ্বারা শিকারকে ধ্বংশ করে। এটি একটি নির্মম, জঘন্য ক্ষমতার চিত্র।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

58

রোমীয় সম্রাজের উত্থানের বর্ণনা এর চেয়ে উপযুক্ত পাওয়া যায় না।

59

রোমীয়গণ ছিল পূর্ব্বের সম্রাজ্যের চেয়ে অধীক নির্মম, পাশবিক, বর্বর।
এমন কি তারা সম্পূর্ণ জাতিকে ধ্বংশ করেছে অথবা তাদের লোকদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করেছে।

60

(ভিডিওঃ ৪ সেকেণ্ড)
এ ভয়ানক জন্তুটার লৌহময় দন্ত ছিল, যখন প্রকাণ্ড মুর্ত্তির পা ছিল লৌহ নির্মিত যা নির্দেশ করে চতুর্থ রাজ্য,
দানিয়েল এ ভয়ানক পশু দেখে কৌতুহলী হয়েছিলেন, বিশেষ করে দশটি শৃঙ্গ দেখে।

61

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ৮)তিনি বলেন, “আমি সেই শৃঙ্গের বিষয় ভাবিতে ছিলাম, আর দেখ, তাহাদের মধ্যে আর এক শৃঙ্গ উঠিল, ইহা ক্ষুদ্র,

62

ইহার সাক্ষাতে পূর্ব্ব শৃঙ্গগুলির তিন শৃঙ্গ সমুলে উৎপাটিত হইল, … ” দানিয়েল ৭ঃ৮

63

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২৪)স্বর্গের দূত দানিয়েলকে বললেন যে, “আর তাহার দশ শৃঙ্গের তাৎপর্য্য ঐ রাজ্য হইতে দশ রাজা উৎপন্ন হইবে।” দানিয়েল ৭ঃ২৪।

64

(ভিডিওঃ ৪ সেকেণ্ড) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দানিয়েলের মনে প্রকাণ্ড মুর্ত্তির কাদা ও লৌহ মিশ্রিত পায়ের কথা স্মরণ হয়েছিল, যা বিভক্ত রোমীয় সম্রাজ্যকে নির্দেশ করে।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

65

(ভিডিওঃ ৪ সেকেণ্ডে) উত্তর ইউরোপীয় বর্ব্বর জাতিগুলি ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় সম্রাজ্যকে অনেকাংশে ধ্বংশ করে। এ রাজ্যের সাতটি আজও ইউরোপীয় গোষ্ঠিভুক্ত।

66

কিন্তু দানিয়েলের কাছে সব চেয়ে বেশী আকর্ষনীয় ছিল ক্ষুদ্র শৃঙ্গ যা দশ শৃঙ্গের মধ্য থেকে উঠেছিল, তিনটি শৃঙ্গকে সমূলে উৎপাটিত করে।

67

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ৮)
দানিয়েল লক্ষ করেছিলেন যে, "... আর দেখ, ঐ ক্ষুদ্র শৃঙ্গে মানুষের চক্ষুর মত চক্ষু ও দর্পবাক্যবাদী মুখছিল।
দানিয়েল৭ঃ৮।

68

এ ক্ষুদ্র শৃঙ্গ দানিয়েলকে উৎবিগ্ন করেছিল।

69

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ১৫)
তিনি লিখেছিলেন; "আমি দানিয়েল আপন দেহমধ্যে আত্মায় বিষন্ন হইলাম ও আমার মনের দর্শন আমাকে বিহব্বল করিল।"
দানিয়েল ৭ঃ১৫।

70

কেন এ ক্ষুদ্র শৃঙ্গের বর্ণনা দানিয়েলের কাছে চিন্তার কারণ ছিল?

71

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২১,২৫)
কারণ, "সেই শৃঙ্গ পবিত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিল।"

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

72

“এবং পরাৎপরের বিপরীতে কথা কহিবে,

73

পরাৎপরের পবিত্রগণকে শীর্ণ করিবে, এবং নিরূপিত সময়ের ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিবে,

74

এবং এক কালে (দুই) কাল ও অর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত তাহারা তাহার হস্তে সমর্পিত হইবে।” দানিয়েল ৭ঃ২১, ২৫।

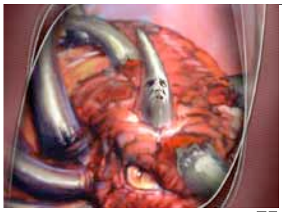

75

দানিয়েল বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী শুধু মাত্র জগতের ইতিহাস বিষয় নয়, কিন্তু এর সঙ্গে ঈশ্বরের লোকেরা জড়িয়ে আছে।

76

এ ক্ষুদ্র শৃঙ্গ ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং সত্যই তারা কিছুকালের জন্য তাদের উপর জয় লাভ করেছিল।
অবশ্যই এটি ছিল হিংসাত্মক, অত্যাচারী ক্ষমতা একটি ক্ষমতা––অথবা প্রতিনিধি যা শয়তানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ঈশ্বরের লোক এবং তাঁর সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

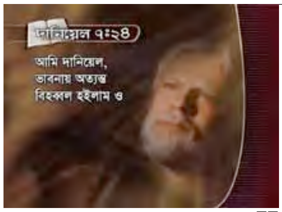

77

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২৪)
দানিয়েল বলেনঃ
“আমি দানিয়েল, ভাবনায় অত্যন্ত বিহব্বল হইলাম ও

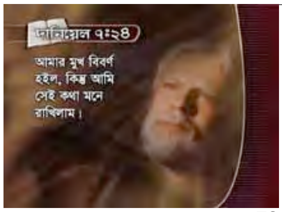

78

আমার মুখ বিবর্ণ হইল, কিন্তু আমি সেই কথা মনে রাখিলাম। দানিয়েল ৭ঃ২৮।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

79

কে এই "ক্ষুদ্র শৃঙ্গ"?

80

আসুন আমরা পরীক্ষা করে দেখি বাইবেল ক্ষুদ্র শৃঙ্গ সমন্ধে কি বর্ণনা দেয় এবং ইতিহাস এর পূর্নতা সম্পর্কে কি তথ্য বা প্রমান দান করে। দানিয়েল চতুর্থ জন্তু বা রোমিয় সম্রাজ্যের চতুর্থ রাজ্যের বর্ণনা দিয়েছেন যে,

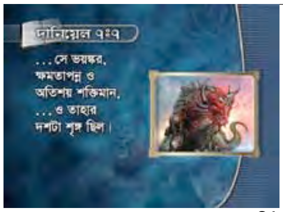

81

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ৭)
" ... সে ভয়ঙ্কর, ক্ষমতাপন্ন ও অতিশয় শক্তিমান, ... ও তাহার দশটা শৃঙ্গ ছিল।"
দানিয়েল ৭ঃ৭।

82

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২৪)
দানিয়েল ৭ঃ২৪ পদ দশ শৃঙ্গ কি নির্দেশ করে তা আমাদের বলে দেয়; "ঐ রাজ্য হইতে দশ রাজা উৎপন্ন হইবে।"

83

ইতিহাসের দৃশ্যে, একটি বিশ্ব সম্রাজ্যের পরিবর্তে চতুর্থ সম্রাজ্যের পতনের পরে ভবিষ্যৎদ্বাণী বলে যে রোমীয় সম্রাজ্যের বিভক্তি হবে। ইতিহাস দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীকে সমর্থন করে।

84

ইতিহাসবেত্তারা আমাদের বলে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রোম বিভক্তির কাজ শেষ হয়।
ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা এডওয়ার্ড ইলিয়াট, তার হোরে এ্যাপোক্যালিপ্টাল বইয়ে লিখেছেন এ সব বর্ব্বর জাতিগুলি ৩৫১-৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রোমীয় সম্রাজ্যের বিরুদ্ধাচারণ করে।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

85

(ভিডিওঃ ২০ সেকেণ্ড) নিম্ন তালিকাটি জার্মাণী গোষ্ঠিগুলির নাম এবং তাদের আধুনিক বর্তমান সহযোগীদের নাম তালিকাভুক্ত করেছেঃ

এলমানী - জার্মান
বুরগানডিয়ান – সুইস
ফ্র্যাঙ্ক – ফ্রান্স
লোমবার্ড – ইতালিয়
স্যাক্স্কসন্ – ইংলিশ
সুভি – পর্তুগীজ
ভিসিগৎ – স্প্যানিস
হেরুলি – বিলুপ্ত
অস্ট্রোগৎ– বিলুপ্ত
ভ্যাণ্ডাল – বিলুপ্ত

86

দানিয়েল চতুর্থ যে জন্তুটি দেখেছিলেন, তার দশটি মাথা ছিল ।এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, ক্ষুদ্র শৃঙ্গটি মহা ক্ষমতা সম্পন্ন উঠেছিল দশটির পর অথবা রোমীয় সম্রাজ্যের বিভক্তির পরে।

87

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২৪)“আর তাহার দশ শৃঙ্গের তাৎপর্য্য; ঐ রাজ্য হইতে দশ রাজা উৎপন্ন হইবে;

88

তাহাদের পরে আর একজন উঠিবে, এবং তিনি রাজাকে নিপাত করিবেন।”দানিয়েল ৭ঃ২৪ ।

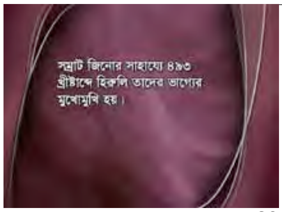

89

সম্রাট জিনোর সাহায্যে ৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হিরুলি তাদের ভাগ্যের মুখোমুখি হয়।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

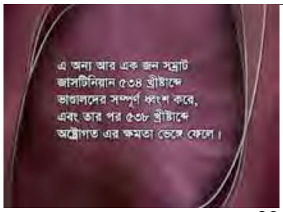
90

অন্য আর এক জন সম্রাট জাসটিনিয়ান ৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাণ্ডালদের সম্পূর্ণ ধ্বংশ করে, এবং তার পর ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রোগত এর ক্ষমতা ভেঙ্গে ফেলে।

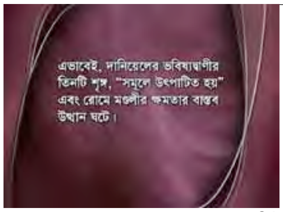
91

এভাবেই, দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর তিনটি শৃঙ্গ, "সমূলে উৎপাটিত হয়" এবং রোমে মণ্ডলীর ক্ষমতার বাস্তব উত্থান ঘটে।

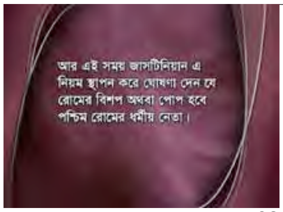
92

আর এ সময় জাসটিনিয়ান এ নিয়ম স্থাপন করে ঘোষণা দেন যে রোমের বিশপ অথবা পোপ হবে পশ্চিম রোমের ধর্মীয় নেতা। দানিয়েল অবশ্য ভাববাণী করেছিলেন যে, ক্ষুদ্র শৃঙ্গ অন্যান্য রাজ্য থেকে ভিন্ন হবেঃ

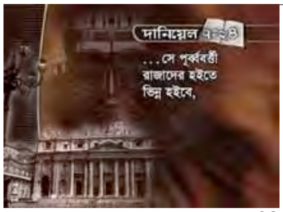

93

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২৪)
" .... সে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের হইতে ভিন্ন হইবে,"
দানিয়েল ৭ঃ২৪ অনুসারে এ পশুটি কি ভিন্ন ছিল? অবশ্যই ভিন্ন ছিল!

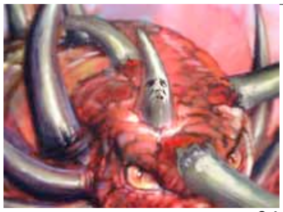
94

অন্য রাজ্য গুলির ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা, কিন্তু ক্ষুদ্র শৃঙ্গটি ছিল মণ্ডলী যেটির রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সংযুক্ত ছিল।

95

মনে হয় ভবিষ্যৎদ্বাণীর অঙ্গুলী নির্ভূলভাবে মধ্যযুগের রোমীয় মণ্ডলীকে নির্দেশ করে যা দানিয়েল ৭ অধ্যায়ের ক্ষুদ্র শৃঙ্গ, ঠিক যেমন ভাবে প্রোটেষ্টট্যান্ট ধর্ম্মসংস্কারকগণ দাবী করে থাকেন।

96

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২১)
"আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, সেই শৃঙ্গ পবিত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিল।"
দানিয়েল ৭ঃ১১ ।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

97

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২৫)
তিনি আরো বলেছেন যে এ শক্তি
“. . . পবিত্রগণকে শীর্ণ করিবে।” - ২৫ পদ

98

মধ্য যুগের মণ্ডলী কি অত্যাচার করেছে? দূর্ভাগ্যবসতঃ হ্যাঁ!ধর্মগত অপরাধের জন্য যাজকদের নিয়ে গঠিত বিচার সভা পবিত্র ধর্ম যুদ্ধ, হুগুনটস্, ওয়ালডেন্সিস্ এবং আল্‌বিজেনস্, ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ, শারিরীক র্নিযাতন, অদ্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ।

99

খুটিতে বেঁধে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা, এ সব হচ্ছে অন্ধকার শতাব্দিতে মণ্ডলীর ক্ষমতার ঐতিহাসিক ঘটনার যোগ সুত্র।কিন্তু এ ছাড়াও ক্ষুদ্র শৃঙ্গের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট আছে যা তাকে পৃথক করেছে।

100

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২৫)
ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, “ . . . নিরুপিত সময়ের ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করতে মনস্থ করিবে . . .।” - ৭ঃ২৫
মধ্য যুগে পোপিয় ক্ষমতা কি ঈশ্বরের ঐশ্বরীক নিয়ম/ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে চেয়েছিল?

101

হ্যাঁ, এ বিশ্রামদিন পরিবর্তনের দাবি করে, মানুষের নিয়মকে, রীতিকে সুখী করার জন্য শনিবার থেকে রবিবার পরিবর্তন করেছে।

102

শেষ বৈশিষ্টটি আমরা দেখব যা স্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দেবে যে, কখন তাদের সর্ব্ব উচ্চ ক্ষমতা হবে এবং কত কাল ঈশ্বরের পবিত্রগণকে অত্যাচার করবেঃ

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

103

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২৫)
"এবং এক কাল (দুই) কাল ও অৰ্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত তাহারা তাহার হস্তে সমর্পিত হইবে।" দানিয়েল ৭ঃ২৫।
এখানে আমরা আরো বেশী বাইবেলের প্রতিকসমূহ পাই।

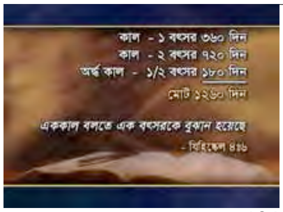

104

এখানে এককাল বলতে এক বৎসরকে বুঝান হয়েছে, এবং দুই কাল অর্থাৎ দুই বৎসর বা ৭২০ ভাববাণী দিন।
অৰ্দ্ধ কাল, হবে এক বৎসরের অর্ধেক বা ১৮০ দিন।
যখন আমরা এককাল (৩৬০ দিন) দুই কাল (৭২০ দিন) এবং অর্ধকাল (১৮০) যোগ করি, আমরা মোট পাই ১২৬০ ভাববাণী দিন বা বৎসর।

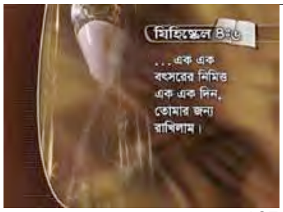

105

(পদঃ যিহিষ্কেল ৪ঃ৬)
যিহিষ্কেলের বাক্য অনুসারে, ভাববাণীর এক দিনকে এক বৎসর বুঝায়। " ... এক এক বৎসরের নিমিত্ত এক এক দিন, তোমার জন্য রাখিলাম।" যিহিষ্কেল ৪ঃ৬।
ক্ষুদ্র শৃঙ্গের সর্ব্বময় ক্ষমতা ১২৬০ বৎসর ছিল।
এ সময় কালের নির্ভুলতা ইতিহাস নিশ্চিত করেছে।

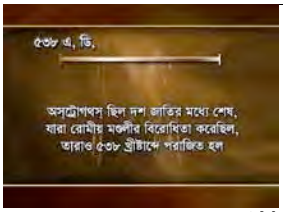

106

অস্ট্রোগথস্ ছিল দশ জাতির মধ্যে শেষ, যারা রোমীয় মণ্ডলীর বিরোধিতা করেছিল, তারাও ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত হল এবং রোমীয় মণ্ডলীকে স্বাধীন ভাবে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়গের সুযোগ করে দিল।

107

ঠিক ১২৬০ বৎসর পর ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপলিয়ানের সেনাপতি, বার্থিয়ার কর্ত্তৃক রোমীয় মণ্ডলীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ভঙ্গ করা হয়েছিল।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

108

আমরা যখন দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর ৭ম অধ্যায়ণ করি, এবং দেখতে পাই যে, এক ক্ষুদ্র শৃঙ্গের উত্থান হয়েছিল, এবং যে চরিত্রগুলি তাদের সমন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রমান করে, সে ক্ষমতা কি বা কে। আসুন এ বিষয়ে আর একটু দৃষ্টিপাত করিঃ

109

১। এ ক্ষুদ্র শৃঙ্গ বিভক্ত দশটি রোমীয় রাজ্য গুলির মধ্য থেকে পশ্চিম ইউরোপে উত্থান হবে। দানিয়েল ৭ঃ৮।

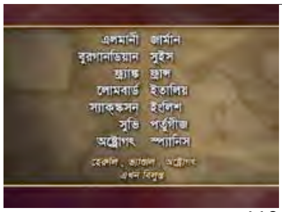

110

২। এ ক্ষুদ্র শৃঙ্গের ক্ষমতা তিনটি রাজ্যকে ধ্বংশ করে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ তিনটি রাজ্য ছিল - হেরুলি, অষ্ট্রোগথস্ এবং ভেন্ডালস। এই তিন জাতি ছিল বিশ্বাসে আর্য এবং তারা পোপকে মণ্ডলীর প্রধান বলে গ্রহন করতে প্রত্যাক্ষান করেছিল।দানিয়েল ৭ঃ৮

111

৩। ভবিষ্যৎদ্বাণী বলে যে, এই ক্ষুদ্র শৃঙ্গ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবার পরে অন্যদের উপর কতৃত্ব করবে। দানিয়েল ৭ঃ২০।এর অর্থ হচ্ছে এই রাজ্য স্থাপিত হবে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পর।

112

৪। এই ক্ষমতা হবে অন্য রাজ্য থেকে ভিন্ন। এটি ছিল রাজনৈতিক এবং ধর্মিয় সম্রাজ্য। দানিয়েল ৭ঃ২৪।

113

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২১, ২৫)
৫। ক্ষুদ্র শৃঙ্গ পবিত্রদের অত্যাচার করবে অথবা "বিনষ্ট করবে।"
"আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, সেই শৃঙ্গ পবিত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিল।"
দানিয়েল ৭ঃ২১,২৫।

114

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২৫)
৬। এই শক্তি “নিরূপতি সময়ে ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিবে।”
অন্য কথায় এ মণ্ডলী নিজেই ঈশ্বরের সময় এবং ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে মনস্ত করবে। দানিয়েল ৭ঃ২৫।

115

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২৫)
৭। ভবিষ্যৎদ্বাণী বলেছে যে, এই শক্তি ১২৬০ বৎসর রাজত্ব করবে। কারণ বাইবেল বলেঃ “ এক কাল, (দুই) কাল ও অর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত তাহারা তাহার হস্তে সমর্পিত হইবে।”
দানিয়েল ৭ঃ২৫।

116

এই ভবিষ্যৎদ্বাণী অনুসারে আপনারা দেখতে পারেন সঠিক সময় এবং স্থানে পৃথিবীতে একটি শক্তির সব কয়টি বিষয় পূর্ণ করার জন্য উথান হয়েছিল, সেটি হচ্ছে রোমীয় মণ্ডলী।

117

এখন দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর সর্ব্ব শ্রেষ্ট ঘটনা দেখার জন্য এগিয়ে যাই, কারণ তা হবে ঈশ্বরের লোকদের জন্য একটি আনন্দের সমাপ্তি।

118

দানিয়েল দর্শনে দেখেছিলেন একটি শক্তি পৃথিবীতে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ক্ষমতা স্থাপনের জন দন্দ করে,

119

হঠাৎ করে তার দৃষ্টি পৃথিবী থেকে স্বর্গের দিগে আকৃষ্ট হলো।

120

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ৯,১০)“আমি দৃষ্টিপাত করিতে কয়েকটি সিংহাসন স্থাপিত হইল, এবং অনেক দিনের বৃদ্ধ উপবিষ্ট হইলেন,

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

121

তাঁহার পরিচ্ছদ হিমানীর ন্যায় শুক্লবর্ণ এবং তাঁহার মস্তকের কেশ বিশুদ্ধ মেষলোমের তুল্য;

122

তাঁহার সিংহাসন অগ্নি শিখাময়, তাহার চক্র সকল জলন্ত অগ্নি।

123

তাঁহার সম্মুখ হইতে অগ্নির স্রোত নির্গত হইয়া বহিতেছিল,

124

সহস্রের সহস্র তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিল;

125

এবং অযুতের অযুত তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল; বিচার বসিল এবং পুস্তক সকল খোলা হইল।" দানিয়েল ৭ঃ৯,১০।

126

দানিয়েল দেখলেন ঈশ্বর পিতা এখানে যাকে অনেকদিনের বৃদ্ধ বলা হয়েছে, তিনি আসলেন এবং মহা মহিময় সিংহাসনে বসলেন।

127

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২২)লক্ষ করুন, দানিয়েল এ ঘটনাটি কি ভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "যে পর্য্যন্ত না প্রচীন কাল আসিল . . . । দানিয়েল ৭ঃ২২। এখন বিচারালয় বিচার শুরু করতে প্রস্তুত।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

128

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ১০)
" ... বিচার বসিল এবং পুস্তক সকল খোলা হইল।"
দানিয়েল ৭ঃ১০।
দানিয়েল স্বর্গে বিচার দেখেছিলেন, ঈশ্বর ক্ষুদ্র শৃঙ্গের বিচার করছেন, যারা পবিত্র লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।
দানিয়েল এ বিচারের ফলাফলও দেখেছিলেনঃ

129

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২৬)
"কিন্তু পরে বিচার বসিবে, তাহার কর্ত্তৃত্ব তাহা হইতে নীত হইবে,

130

শেষ পর্য্যন্ত তাহার ক্ষয় ও বিনাশ করা যাইবে।" দানিয়েল ৭ঃ২৬ পদ।

131

এরপর দানিয়েল বিশেষ এবং খুব সুন্দর কিছু ঘটনা দেখেছিলেন, যা পিতা সিংহাসনে বসার এবং বিচার শুরুর প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর ঘটেছিলঃ

132

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ১৩)"আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন,

133

তিনি সেই অনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন। দানিয়েল ৭ঃ১৩।

134

কে এই বিশেষ ব্যক্তি যাকে, "মনুষ্য পুত্র" বলা হয়েছে ও অনন্ত কালীন বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করা হলো?

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

135

যীশু তার নিজের জন্য এ উপাধিটি নূতন নিয়মে চল্লিশবার ব্যবহার করেছেন।
তাঁর আশ্চার্য্যান্বীত শিষ্যদের তিনি বলেছিলেন।

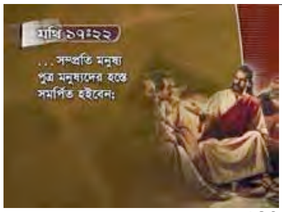

136

(পদঃ মথি ১৭ঃ২২, ২৩)“ . . . সম্প্রতি মনুষ্য পুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন;

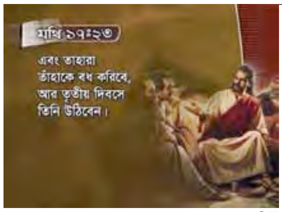

137

এবং তাহারা তাঁহাকে বধ করিবে, আর তৃতীয় দিবসে তিনি উঠিবেন।”
মথি ১৭ঃ২২,২৩
বিশ্বাস ঘাতক শিষ্য যিহুদাকে যীশু জিজ্ঞেস করেছিলেন,

138

(পদঃ লূক ২২ঃ৪৮)
“ . . . যিহুদা, চুম্বন দ্বারা কি মনুষ্যপুত্রকে সমর্পন করিতেছ? লূক ২২ঃ৪৮
কিন্তু সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য উক্তি যা মহাযাজক যিনি খ্রীষ্টের বিচার করার জন্য বিচার আসনে উপবিষ্ট তাকে বলা হয়েছিলঃ

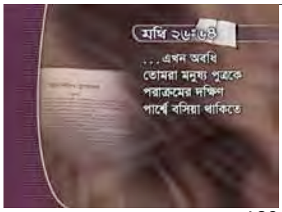

139

(পদঃ মথি ২৬ঃ৬৪)
“ . . . এখন অবধি তোমরা মনুষ্য পুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে

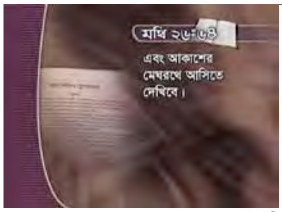

140

এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে দেখিবে।”
মথি ২৬ঃ৬৪।
এখানে যীশু নির্ভুলভাবে নিজেকে মনুষ্য পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন, যাকে দানিয়েল দর্শনে দেখেছিলেন যিনি আকাশে মেঘরথে আসিবেন।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

141

খ্রীষ্ট বিচার সময় পাপীদের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হবেন, যারা তাঁকে তাদের উকিল অথবা মধ্যস্ত বলে গ্রহন করবে। এক জন আইনজীবি হিসাবে, তিনি কোন বিচারে পরাজিত হননি।বাইবেল বলে “পুস্তক সকল খোলা হইল”

142

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ১০)
“বিচার বসিল, আর পুস্তক সকল খোলা হইল”
দানিয়েল ৭ঃ১০ এর শেষ অংশ।

143

পুস্তকে আমাদের সবকার্য্য বিবরণ ভাল আথবা মন্দ সব কিছু লেখা থাকবে। ঈশ্বর যে সব সুযোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতি আমরা কিরূপ সাড়া প্রদান করেছি তাও সেখানে লেখা থাকবে।

144

আমরা যদি খ্রীষ্টকে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা এবং প্রভু বলে গ্রহন করে থাকি, তবে ঈশ্বরের সম্মুখে বিচারের জন্য আমাদের নাম যখন আসবে তখন খ্রীষ্ট এগিয়ে এসে বলবেন তিনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তা এবং তাঁর মৃত্যু আমাদের সব পাপ ক্ষমা করতে যথেষ্ঠ!

145

সেই দিন স্বর্গের তালিকা তাঁর নিঃষ্পাপ জীবন আমাদের সব অধার্মিক জীবনের স্থান দখল করবে এবং পিতা শুধু একটিমাত্র জিনিষ দেখেন খ্রীষ্টের নিঃষ্পাপ জীবন আমাদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা আছে কিনা।

146

আমরা অনন্ত জীবন পাব, আমরা কি করেছি সে কারণে নয়, কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য কি করেছেন সে কারণে।
অবশ্য দানিয়েল ক্ষুদ্র শৃঙ্গের প্রতি বেশ আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত তার কি অবস্থ্যা হয়, যার সম্পূর্ন কাহিনী পূর্বেই দেখান হয়েছে, যা আগমনের পূর্ব বিচারের পরে ঘটবে।

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

147

যখন পৃথিবীর বিচার কার্য্য শেষ হল এবং কারা ঈশ্বরের অনন্ত কালিন রাজ্যে প্রবেশ করবে সে সিদ্ধান্ত নেয়া হল। দেখা গেল, রাজ্যটি খ্রীষ্ট এবং তাঁর পক্ষের লোকদের অধীনে দেওয়া হয়েছে।

148

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ১৪)
"আর তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল;

149

লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাষাবাদীকে তাঁহার সেবা করিতে হইবে;

150

তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্ত্তৃত্ব, তাহা লোপ পাইবে না,

151

এবং তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইবে না।"
দানিয়েল ৭ঃ১৪
দানিয়েল এ রাজ্য সমন্ধে আরো অনেক সুন্দর গল্প বলেছেনঃ

152

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২৭)
" . . . আর রাজত্ব, কর্ত্তৃত্ব পরাৎপরের পবিত্র প্রজাদিগকে দত্ত হইবে।" দানিয়েল ৭ঃ২৭।
ঈশ্বরের লোকেরা, তাঁর সাধুগণ খ্রীষ্টের সঙ্গে অনন্তকালীন রাজ্যের অধীকারী হবেঃ

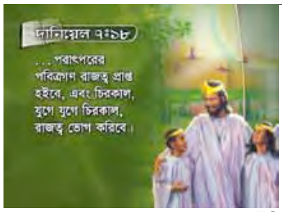

153

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ১৮)
". . . পরাৎপরের পবিত্রগণ রাজত্ব প্রাপ্ত হইবে, এবং চিরকাল, যুগে যুগে চিরকাল, রাজত্ব ভোগ করিবে।" দানিয়েল ৭ঃ১৮

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

154

ভাববাণীর এ অংশের সঙ্গে রাজা নবুখদনিৎসরের স্বপ্নের প্রস্তরের সঙ্গে মিল আছে, যা বিনা হস্তে খোদিত এবং সেই মুর্ত্তির পাদমূলে আঘাত করেছিল

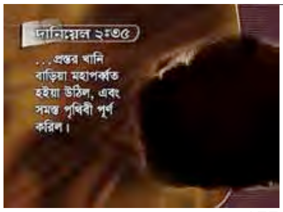

155

পদঃ দানিয়েল ২ঃ৩৫)
“ . . . প্রস্তর খানি বাড়িয়া মহাপর্ব্বত হইয়া উঠিল, এবং সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করিল।” দানিয়েল ২ঃ৩৫।
এই দুই সমান্তরাল ভবিষৎদ্বাণীর মধ্যে--নবুখদনিৎসরের বৃহৎ প্রতিমার স্বপ্ন এবং

156

দানিয়েলের জন্তুর স্বপ্ন পর্য্যন্ত--ঈশ্বর প্রাচীন বাবিল রাজ্য থেকে সেই মহান দিন, যে দিন যীশু মেঘরথে তাঁর প্রেম ও ধার্মিকতার অনন্ত কালীণ রাজত্ব স্থাপন করতে আসবেন তার সংক্ষিপ্ত ইতহাস তুলে ধরেছেন।

157

বর্তমানে আমরা পা, যা ছিল কাঁদা ও লৌহ মিশ্রিত সে সময় বাস করছি। পৃথিবী এবং এর অধিবাসীর সময় অতি তাড়াতাড়ী শেস হয়ে যাচ্ছে।
এই বার্তা ঈশ্বর আমাদের তার মহা ভবিষৎদ্বাণীর মাধ্যমে অবগত করতে চান।

158

বাইবেলের মাত্র ছোট দুইটি অধ্যায়ের মাধ্যমে পৃথিবীর শত শত বৎসরের ইতিহাস কত স্পষ্ঠভাবে ভাবষ্যদ্বাণী করা হয়েছে!
আসুন, এ বিষয় চিন্তা করুন, এ কি সেই স্বপ্ন নয় যা দানিয়েলকে অনেক বৎসর পূর্বে এই পৃথিবীর লোকদের জন্য ঈশ্বরের প্রেম এবং সহানুভূতি ব্যাক্ত করার জন্য বাবিলে এক রাত্রে দেখিয়েছিলেন?

১৭। নকল বুঝবেন কী ভাবে

159

আপনারা দেখুন, যিরুশালেম ধংশপ্রাপ্ত হয়েছিল।
ঈশ্বরের লোকেরা, ঈস্রায়েল, বাবিলে বন্দি ছিল। এ গুলি দুঃখ জনক।
কিন্তু ঈশ্বর , এ সব অত্যন্তঃ অসাধারণ ঘটনার মধ্যে দানিয়েলকে বলেছিলেন,
"এখনও আমি নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা"

160

রাজারা আসবে এবং রাজারা চলে যাবে।
সম্রাজ্য আসবে এবং পতিত হবে, কিন্তু আমি পৃথিবীতে আমার সন্তানদের বিষয় অথবা তাদের জন্য আমার পরিকল্পনা ভুলে যাইনি।
কোন দিন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।
বন্ধু, রাজা এবং রাজত্ব এসেছে এবং চলেগেছে।
দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিমার মুর্ত্তি এবং পশুর পূর্ণতা লাভের সময় সন্নিকট।
যীশু বিচার করতে এবং অনেক পূর্বে আদম এবং হবা যা হারিয়ে ছিল সেই কর্ত্তৃত্ব উদ্ধার করতে শীঘ্র আসছেন।

161

তিনি চান এ পৃথিবী গ্রহে তার সন্তানগণ সেই রাজ্যের অধীকারী হবার জন্য প্রস্তুত থাকুক যখন ত্রাণকর্ত্তা মহিমার সঙ্গে ফিরে আসবেন।
কারণ - সেই গৌরবময় দিনে আমরা আমাদের ত্রাণকর্ত্তা এবং প্রভুকে দেখব।

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

1

কি ভাবে পশুর ছাপ পরিহার করা যায়?

2

দিনটি ছিল আনন্দের উল্লাসের মহান দিবস, রাজকীয় মর্জাদার কুজকাওয়াজ সহকারে দিনটি উদ্‌যাপন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রাজা নবুখদনিৎসর অত্যান্ত উৎফুল্ল ছিলেন।

3

তিনি বাবিল সম্রাজ্যের সব সম্মানিত ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।সে দিনের জন্য তিনি গভীর আগ্রহের প্রতিক্ষা করছিলেন যা তিনি জীবনে কখনও ভুলে যাবেন না।

4

কিছু কাল পূর্বে রাজা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন।
তিনি স্বপ্নে এক বৃহৎ মুর্ত্তি দেখেছিলেন।

5

তিনি সে স্বপ্ন স্মরণ করতে পারছিলেন না, সুতরাং দানিয়েলকে তা প্রকাশ করতে হয়েছিল, শুধু অর্থ নয় কিন্তু স্বপ্নও বলতে বলা হয়েছিল। নবুখদনিৎসর কিছুই স্মরণ করতে পারেননি।

6

আর তিনিই সেই স্বর্ণময় মস্তক!
পৃথিবীতে তার রাজত্ব অপ্রতিদ্বন্দীরূপে প্রতিষ্ঠিত। আর এখন প্রত্যেকে স্বচক্ষে দেখবে বাবিল প্রকৃত পক্ষে কত মহৎ এবং তিনি কত বড় রাজা ছিলেন।

7

তিনি তার দাসদের এক স্বর্ণময় মূর্তি, তৈরী করতে আদেশ দিলেন।

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

8

এ মূর্তিটি সম্পূর্ণ স্বর্ণের তৈরী ছিল, শুধু মাত্র মস্তক নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ শরীর ছিল স্বর্ণের।
প্রত্যেকে বিস্ময়াভিভূত হয়ে চমৎকার সেই মূর্তিটির সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়েছিল। রাজার চিন্তা অনুসারে পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করবার একটি পথ যে তার রাজ্য চির স্থায়ী হবে।

9

এ দিনে রাজ্যের হাজার হাজার সম্মানিত ব্যক্তি নবুখদনিৎসরের স্বর্ণময় মূর্তি উৎস্বর্গকরণ অনুষ্ঠানে সাক্ষ হবার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন।

10

হঠাৎ সব জনতার মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজিত হ'ল। তুরী বেজে উঠল, এবং রাজার মুখ পত্র উচ্চস্বরে ঘোষণা দিল,

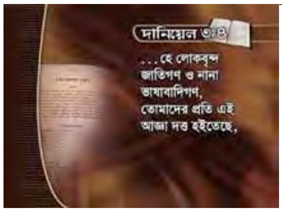

11

(পদঃ দানিয়েল ৩ঃ৪-৬)
“… হে লোকবৃন্দ জাতিগণ ও নানা ভাষাবাদিগণ, তোমাদের প্রতি এই আজ্ঞা দত্ত হইতেছে,

12

যে সময় তেমরা শৃঙ্গ, বংশী, বীণা, চতুস্তন্ত্রী, পরিবাদিনী ও মৃদঙ্গ

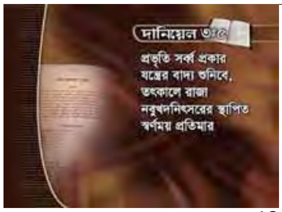

13

প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার যন্ত্রের বাদ্য শুনিবে, তৎকালে রাজা নবুখদনিৎসরের স্থাপিত স্বর্ণময় প্রতিমার

14

সম্মুখে উপুড় হইয়া প্রনাম করিবে।

15

যে কোন ব্যক্তি উবুড় হইয়া প্রনাম না করিবে

16

সে তদ্দণ্ডেই প্রজ্বলিত অগ্নি কুন্ডে নিক্ষিপ্ত হইব।”
দানিয়েল ৩ঃ৪-৬

17

বাদ্য বেজে উঠল।
সব লোক উপুড় হয়ে প্রতিমার প্রতি প্রনাম করল।
হ্যাঁ প্রায় সব লোকই।

18

বৃহৎ এ জনতার মধ্যে শদ্রক মৈশক ও অবেদনাগো তিন জন ইব্রীয় যুবক ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে প্রতিমার কাছে প্রনিপাত করতে অস্বীকৃতি জানালো।অতি দ্রুত সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হ'ল।

19

(ভিডিওঃ ৩ সেকেণ্ড) – তার নির্দ্দেশ কেউ অমান্য করতে পারে, সে কথা জেনে তিনি ক্রোধান্বীত হলেন, নবুখদনিৎসর আদেশ অমান্যকারীদের তার কাছে আনতে আদেশ দিলেন।

20

(ভিডিওঃ ৩ সেকেণ্ড) – রাজা যেমন তিন ইব্রীয় ব্যক্তির দিগে তাকালেন, তিনি তৎখনাৎ তাদের চিনতে পারলেন।তারা ছিল অসাধারণ যুবক অত্যান্ত বিচক্ষণ এবং তালন্তের অধিকারী।

21

(ভিডিওঃ ২ সেকেণ্ড) – অতীতে তিনি তাদের অনেক দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যা তারা বিশ্বস্ততা এবং দক্ষতা সহকারে করেছে। তিনি তাদের প্রতি করুণাবশ হলেন এবং তাদের আর একবার সুযোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন।তাদের প্রত্যেকের নাম ধরে রাজা বললেন,

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

22

(পদঃ দানিয়েল ৩ঃ১৫)“এখনও যদি তোমরা শৃঙ্গ . . . সর্ব্ব প্রকার যন্ত্রের বাদ্য শুনিবামাত্র

23

আমার নির্ম্মিত স্বর্ণ প্রতিমাকে উপুড় হইয়া প্রণাম করিতে প্রস্তুত হও, ভালই, কিন্তু যদি প্রণাম না কর,

24

তবে সেই দণ্ডেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে।” দানিয়েল ৩ঃ১৫।

রাজা একবার কিছু বললে, সে কথা তাকে রক্ষা করতেই হয়, তা না হলে লোকের সম্মুখে সম্মান থাকে না।

25

প্রকাণ্ড অগ্নিকুন্ডের মধ্যে শদ্রক, মৈশক ও অবেদনগো অগ্নির শিখা দেখতে পাচ্ছিল। আর, রাজার ইচ্ছাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

26

তাদের কি করা উচিত? আপনি হলে কি করতেন?

তারা কি ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করবে? হ্যাঁ, তাদের পক্ষে যুক্তি দেখান খুব সহজ ছিল যে, এমতবস্তায় শুধু একবার মাত্র প্রণাম করা বেশী আর কি অন্যায়।

এ তো, জীবন মরণ সমষ্যা!

– রাজার প্রতি সম্মান দেখান কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়?

27

এ ধরণের কোন চিন্তা তাদের মনে কখনও উদয় হয়নি কারণ তারা বাল্যকাল থেকে শিক্ষা পেয়েছে এবং তার মধ্যে একটি আজ্ঞা হচ্ছে –

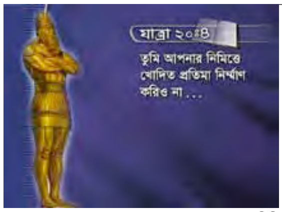

28

(পদঃ যাত্রা ২০ঃ৪,৫)“তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না; . . .

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

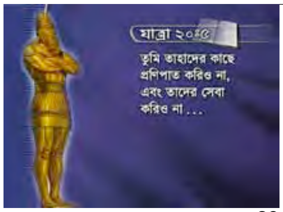

29

তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাদের সেবা করিও না; . . . ” যাত্রা ২০ঃ৪,৫
শান্ত ভাবে এবং কোন দ্বিধাদন্দ ছাড়া তাদের উত্তর ছিলঃ

30

(পদঃ দানিয়েল ৩ঃ১৬-১৮)
“ . . . হে নবূখদনিৎসর, আপনাকে এই কথার উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে নিঃস্প্রয়োজন।

31

যদি হয়, আমরা যাঁহার সেবা করি, আমাদের সেই ঈশ্বর আমাদিগকে প্রজ্জ্বলিত আগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ আছেন,

32

আর, হে রাজন, তিনি আপনার হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন,

33

আর যদি নাও হয় তবু হে রাজন আপনি জানিবেন, আমরা আপনার দেবগণের সেবা করিব না,

34

এবং আপনার স্থাপিত স্বর্ণ-প্রতিমাকে প্রনাম করিব না।
এর পরের কাহিণী খুব আবেগপূর্ণ।
রাজা প্রচণ্ড ক্রোধান্বীত হলেন এবং অগ্নিকুণ্ডের আরো সাত গুন আগুন বৃদ্ধি করার জন্য আদেশ দিলেন।

35

তার পর রাজা শদ্রক, মৈশক ও অবেদনগোকে বেঁধে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দেবার জন্য আদেশ দিলেন। আগুন এতই উতপ্ত ছিল যে, যারা তিন যুবককে অগ্নিকুণ্ডে ফেলতে গিয়েছিল, তারা উত্তাপে মারা গেল।

36

হঠাৎ, রাজা উঠে দাঁড়ালেন এবং অগ্নিকুণ্ডের দিগে অগ্রসর হয়ে চিৎকার করে তার মন্ত্রবেত্তাদের বললেন, যে, তিনি আগুনের শিখার মধ্যে চারজন ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছেন এবং এক জনকে দেখতে ঈশ্বপুত্রের ন্যায়।

37

আমাদের প্রভু জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি অগ্নি শিখার মধ্যে তিন ইব্রীয় যুবকের সঙ্গে ছিলেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান উদ্ধার কর্ত্তা।

38

নবূখদনিৎসর ইব্রীয় যুবকদের বের হয়ে আসতে আদেশ করলেন এবং প্রত্যেকে স্তম্ভিত করে তিনজন হেঁটে বের হয়ে আসল, তাদের শরীরের একটি পশমও আগুন স্পর্শ করেনি এমন কি তাদের শরীর থেকে কোন ধুমার গন্ধও আসেনি।

প্রকাণ্ড স্বর্ণময় মূর্তির কথা সকলে ভুলে গেল। সে দিনের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল এবং বহু বৎসর যাবৎ সম্ভবতঃ তিন যুবকের আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতার কথাই স্মরণে ছিল।

39

তাদের ঈশ্বর তাদের অগ্নিশিখা থেকে রক্ষা করেছেন। ঈশ্বরের প্রেম এবং যারা তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারী তাদের যত্নের প্রতি কি এক জলন্ত স্বাক্ষ।

এটি কি সম্ভব যে ভবিষ্যতে, আমাদের কেউ নির্দেশ দিবে যে কি ভাবে উপাসনা করতে হয়।

এই তিন ইব্রীয় যুবকের ন্যায় আমাদেরও উপসনার সমস্যায় মৃত্যু দণ্ড হতে পারে কি?

40

আপনি হয়তো বলছেন, “আমি খুব আনন্দীত যে কেউ আমাদের আদেশ করছে না যে কি ভাবে উপসনা করতে হবে!

যদি কেউ উপসনা করতে আদেশ করেন আর তার আদেশ অমান্য করলে মৃত্যুর সম্মুখী হতে হয়, তা হবে অত্যন্ত ভয়ানক!

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

41

আপনি কি জানেন, বাইবেলের ভবিষদ্বাণী অনুসারে মহা সংকটের কাল সামনে এবং এ সমস্যার প্রধান কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে উপাসনার সমস্যা?

42

এই তিন ইব্রীয় যুবকের মত, যারা পৃথিবীর শেষ মূহুর্তে বাস করবে তাদের এ ধরণের মনোনয়নের সম্মুখীন হতে হবে।
সিদ্ধান্ত যা তাদের গন্তব্যের ঠিকানা চুড়ান্ত করে দেবে!

43

নবূখদনিৎসর, বাবিলের ক্ষমতাধর রাজা একটি নকল প্রতিমা নির্ম্মান করেছিলেন যেন সকলে উবুড় হয়ে প্রণাম করে। এখানে প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে উপাসনা।

দ্বিতীয় আজ্ঞাটি কোন প্রতিমার পূজা করা নিশেধ করে যা হচ্ছে ভ্রান্ত ঈশ্বর এবং সত্য ঈশ্বরের উপশনার মধ্যে বিশ্বস্ততার একটি পরীক্ষা। অগ্নিকুণ্ডের আগুন সাতগুন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সংকটকাল যে কোন সংকট থেকে অধীক হবে। মণ্ডলী রাজ্য সংযুক্ত করণের বিপক্ষতার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশিত বাক্য প্রকাশ করে যে, শেষকালে আর এক বার পৃথিবীতে মণ্ডলী এবং রাজ্য ক্ষমতা একত্রিত হবে।

তখন সমস্যার কেন্দ্র হবে উপসনা। পৃথিবীতে অন্তীম সংকট কালে যখন বিশ্বব্যাপি মৃত্যু আদেশ জারী করা হবে, তখন দ্বিতীয় আজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ততার পরীক্ষা হবে।

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

44

সব চেয়ে পবিত্র সতর্কবাণী যা পৃথিবী নিবাসীদের কাছে দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে লেখা আছে। ঈশ্বর এ বার্তাকে অত্যন্তঃ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন কারণ তিনি বলেছেনঃ

45

(পদঃ প্রকাশিত ১৩ঃ৯)
"যদি কাহারও কান থাকে, সে শুনুক।"
প্রকাশিত ১৩ঃ৯
এই অতি জরুরী সংবাদ আমাদের শোনা একান্ত কাম্য!

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

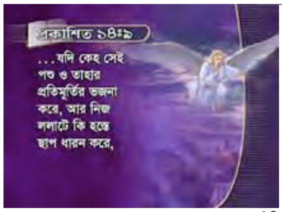

46

(পদঃ প্রকাশিত ১৪ঃ৯,১০)
“ . . . যদি কেহ সেই পশু ও তাহার প্রতিমূর্তির ভজনা করে, আর নিজ ললাটে কি হস্তে ছাপ ধারন করে,

47

তবে সেই ব্যক্তিও ঈশ্বরের সেই রোষ-মদিরা পান করিবে,

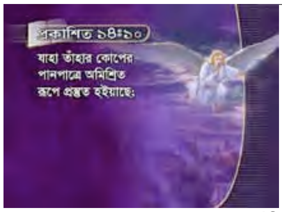

48

যাহা তাঁহার কোপের পানপাত্রে অমিশ্রিত রূপে প্রস্তুত হইয়াছে;

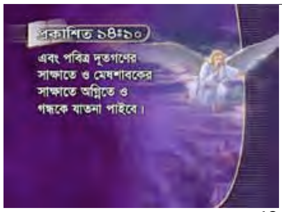

49

এবং পবিত্র দূতগণের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে অগ্নিতে ও গন্ধকে যাতনা পাইবে।”
প্রকাশিত ১৪ঃ৯,১০।

50

প্রত্যেক ব্যক্তির সতর্কতার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বানী অধ্যায়ণ করা অবশ্যক এবং নিশ্চিৎ হওয়া প্রয়োজন যে তাদের পশুর ছাপের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

51

বাইবেলের ভবিষৎদ্বাণী অনুসারে শেষ সময় পৃথিবী নিবাসীগণ দুই দলে বিভক্ত হবেঃ একদল যারা ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত এবং বাধ্য এবং অন্যরা যারা পশুর ভজনা করবে এবং তার ছাপ ধারন করবে।

52

যারা পশুর ছাপ ও তার ভজনা করতে অস্বীকার করবে তাদের প্রতি ভয়ানক যাতনা আনা হবে।
রাজা নবূখদনিৎসরের সম্মুখে তিন ইব্রীয় যুবকের যে ধরনে কঠিন পরীক্ষা হয়েছিল এটিও সে রূপ হবে।

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

53

(পদঃ প্রকাশিত ১৩ঃ১৬,১৭)“আর সে ক্ষুদ্র কি হমান, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস সকলেই দক্ষিণ হস্তে কিম্বা ললাটে ছাপ ধারণ করায়;

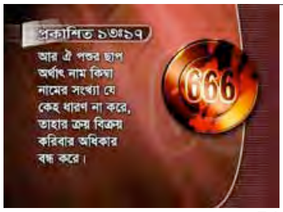

54

আর ঐ পশুর ছাপ অর্থাৎ নাম কিম্বা নামের সংখ্যা যে কেহ ধারণ না করে, তাহার ক্রয় বিক্রয় করিবার অধিকার বন্ধ করে। প্রকাশিত ১৩ঃ১৬,১৭।

55

পরিশেষে যারা পশু ও তার প্রতিমার ছাপ ধারণ করতে অস্বীকার করবে, তাদের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।

56

(পদঃ প্রকাশিত ১৩ঃ১৫)প্রকাশিত বাক্যের দ্বিতীয় পশু সমন্ধে বাইবেল বলে, “আর তাহাকে এই ক্ষমতা দত্ত হইল যে, সেই পশুর মধ্যে নিঃশ্বাস প্রদান করে,

57

যত লোক সেই পশুর প্রতিমার ভজনা না করিবে, তাহাদিগকে বধ করা হয়।
প্রকাশিত ১৩ঃ১৫।

58

মানুষ বলে, “তুমি যদি পশুর ভজনা না কর, তবে তোমার কাছে কোন কিছু বিক্রি করা হবে না এবং তোমার কাছ থেকে কোন কিছু ক্রয় করা হবে না এবং ক্রমান্বয় আমরা তোমাকে হত্যা করব।”

59

ঈশ্বর বলেন, “তোমরা যদি পশুর ভজনা কর, তবে ঈশ্বরের রোষ-মদিরা পান করবে।”

60

পৃথিবীতে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্ব্বকালের মধ্যে কঠিন সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হবে। দুষ্ট লোকদের উপর ঈশ্বরের কি বিচার আরোপ করা হবে? প্রকাশিত বাক্যে এর উদাহরণ আছেঃ

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

61

(পদঃ প্রকাশিত ১৫ঃ১)
"পরে আমি স্বর্গে আর এক চিহ্ন দেখিলাম, তাহা মহৎ ও অদ্ভুত;

62

সপ্ত দূতকে সপ্ত আঘাত লইয়া আসিতে দেখিলাম; সেই সকল শেষ আঘাত, কেননা সেই সকলে ঈশ্বরের রোষ সমপ্ত হইল।"
প্রকাশিত ১৫ঃ১

63

শেষ সাত আঘাতের মধ্যে তিনটি আঘাত বিশেষ করে পশু এবং যারা তার ভজনা করবে তাদের উপর পড়বে।অবশ্যই ঈশ্বর লোকদের সতর্ক না করে তাঁর বিচার তিনি করবে না।

64

আর ঈশ্বর সম্পর্কে এটি হচ্ছে আশ্চর্য্যের বিষয়!পশুর ছাপ কি এবং কি করে এটি পরিহার করা যায় এ বিষয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রথমে না জানার সুযোগ দিয়ে তিনি মানব জাতির উপর শেষ সাত আঘাত ফেলবেন না।

65

তাঁর এ শেষ সতর্ক সংবাদ ঈশ্বর ভবিষৎদ্বাণীর দ্বারা উম্মচন করেছেন, যেন আমারা সম্পূর্ণ বিষয় টি বুঝতে পারি। কোন ব্যক্তিকে অপ্রস্তুত ভাবে এ সংকটের সম্মুখীন হতে হবে না।আমাদের জানা অত্যন্ত আবশ্যক যে, এ পশু শক্তি কে এবং কি ভাবে আমরা তার ছাপ পরিহার করতে পারব।

66

আসুন প্রকাশিতবাক্যে যে ভবিষৎদ্বাণী পাওয়া যা য় তা খুলি এবং পশু শক্তি সমন্ধে পাঠ করি।

67

(পদঃ প্রকাশিত ১৩ঃ১-৮)
শিষ্য যোহন লিখেছেনঃ "আর আমি দেখিলাম, সমুদ্রের মধ্য হইতে এক পশু উঠিতেছে;

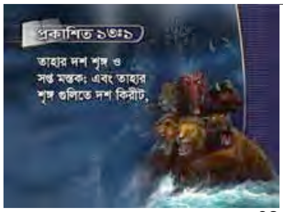

68

তাহার দশ শৃঙ্গ ও সপ্ত মস্তক; এবং তাহার শৃঙ্গ গুলিতে দশ কিরীট,

69

এবং তাহার মস্তক গুলিতে ঈশ্বর নিন্দার কতিপয় নাম।

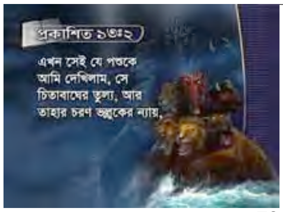

70

এখন সেই যে পশুকে আমি দেখিলাম, সে চিতাবাঘের তুল্য, আর তাহার চরণ ভল্লুকের ন্যায়,

71

এবং মুখ সিংহ মুখের ন্যায়।

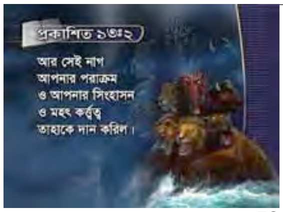

72

আর সেই নাগ আপনার পরাক্রম ও আপনার সিংহাসন ও মহৎ কর্ত্তৃত্ব তাহাকে দান করিল।”
প্রকাশিত ১৩ঃ১,২।

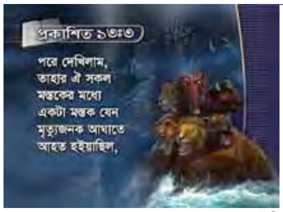

73

পরে দেখিলাম, তাহার ঐ সকল মস্তকের মধ্যে একটা মস্তক যেন মৃত্যুজনক আঘাতে আহত হইয়াছিল,

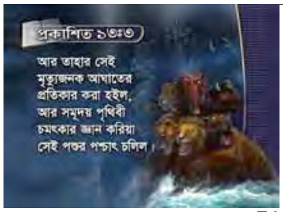

74

আর তাহার সেই মৃত্যুজনক আঘাতের প্রতিকার করা হইল, আর সমূদয় পৃথিবী চমৎকার জ্ঞান করিয়া সেই পশুর পশ্চাৎ চলিল।

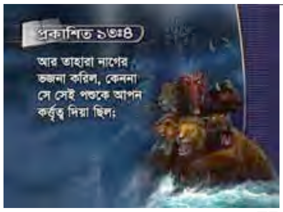

75

আর তাহারা নাগের ভজনা করিল, কেননা সে সেই পশুকে আপন কর্ত্তৃত্ব দিয়া ছিল;

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

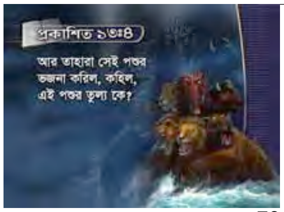

76

আর তাহারা সেই পশুর ভজনা করিল, কহিল, এই পশুর তুল্য কে?

77

এবং ইহার সহিত কে যুদ্ধ করিতে পারে?”

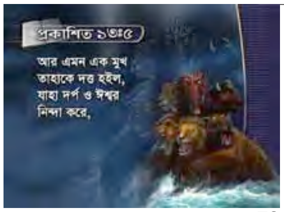

78

আর এমন এক মুখ তাহাকে দত্ত হইল, যাহা দর্প ও ঈশ্বর নিন্দা করে,

79

এবং তাহাকে বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল।”
প্রকাশিত ১৩ঃ৩-৫।

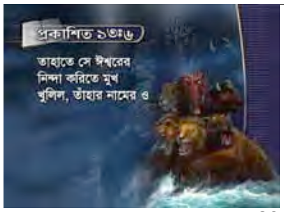

80

তাহাতে সে ঈশ্বরের নিন্দা করিতে মুখ খুলিল, তাঁহার নামের ও

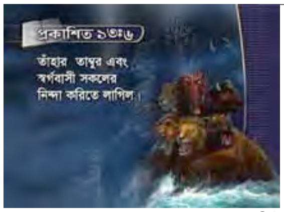

81

তাঁহার তাম্বুর এবং স্বর্গবাসী সকলের নিন্দা করিতে লাগিল।

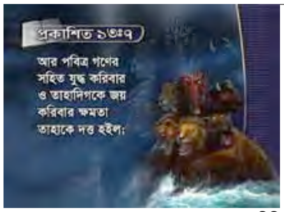

82

আর পবিত্র গণের সহিত যুদ্ধ করিবার ও তাহাদিগকে জয় করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইল;

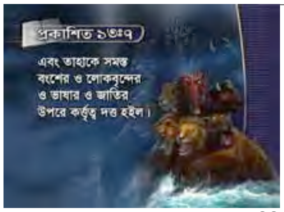

83

এবং তাহাকে সমস্ত বংশের ও লোকবৃন্দের ও ভাষার ও জাতির উপরে কর্ত্তৃত্ব দত্ত হইল।

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

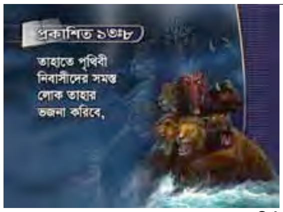

84

তাহাতে পৃথিবী নিবাসীদের সমস্ত লোক তাহার ভজনা করিবে,

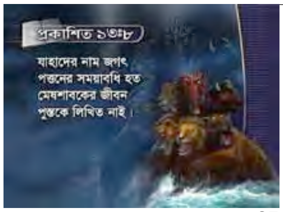

85

যাহাদের নাম জগৎ পত্তনের সময়াবধি হত মেষশাবকের জীবন পুস্তকে লিখিত নাই।প্রকাশিত ১৩ঃ৬-৮

86

এই ভবিষ্যদ্বাণীর ধাপে ধাপে আমাদের দেখা প্রয়োজন। এখানেও ঈশ্বর পৃথিবীকে সতর্ক করার জন্য আবার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিক ব্যবহার করেছেন।

87

পশু কি নিদর্শন করে?
দানিয়েল সাত অধ্যায় আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে, পশু/জন্তু নির্দেশ করে রাজ্য অথবা রাজ্য শাসনের ক্ষমতাকে।
এখানে প্রকাশিত বাক্যে, আমরা একটি অদ্ভুত চিত্র দেখতে পাই, - একটি পশু যা দানিয়েলের চার জন্তুর সংমিশ্রনে নির্ম্মিত! আমরা কোন সময় এ ধরণের পশু দেখিনি।
দানিয়েলের চার জন্তু সমন্ধে পুনরালোচনা করলে আমরা এখন যে পশুর ক্ষমতা দেখব, তা বুঝতে সাহায্য করবে।

88

সিংহ কি নির্দেশ করেছিল? হ্যাঁ, বাবিল দেশ?

89

ভল্লুক? ঠিক বলেছেনঃ মাদিয় পারস্য।

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

90

চিতা বাঘ কি নির্দেশ করে? গ্রীস, ঠিক।

91

আর, ভয়ানক, অদ্ভুত দশ শৃঙ্গ জন্তু?
– হ্যাঁ, আপনাদের তো ভালই মনে আছে, এটি নির্দেশ করে রোমীয় সম্রাজ্য।

92

প্রকাশিত ১৩ অধ্যায় বর্ণিত পশু একটি ক্ষমতা যা পৃথিবীর এই চার মহা ক্ষমতাকেই অনুসরণ করে।
আমরা এখন একটি লক্ষণীয় জিনিস দেখতে পাইঃ এই ভবিষৎদ্বাণীতে যে চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে সে সবগুলি বৈশিষ্ট পৃথিবীর একটি মাত্র ক্ষমতার মধ্যে পাওয়া যায়।
শাস্ত্র এবং ইতিহাস বৈশিষ্টগুলির পরিচয় গুলিকে নিশ্চিত করে।
পশু সমন্ধে বলতে গিয়ে, যোহন লিখেছেন,

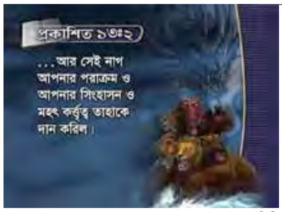

93

(পদঃ প্রকাশিত ১৩ঃ২)
“ ... আর সেই নাগ আপনার পরাক্রম ও আপনার সিংহাসন ও মহৎ কর্ত্তৃত্ব তাহাকে দান করিল।” প্রকাশিত ১৩ঃ২
আমরা জানি, নাগ শয়তানকে নির্দেশ করে।

94

(পদঃ প্রকাশিত ১২ঃ৭-৯)
“আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল, . . .

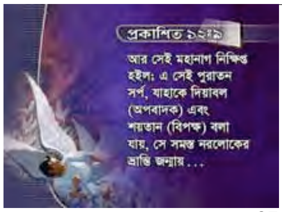

95

আর সেই মহানাগ নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল (অপবাদক) এবং শয়তান (বিপক্ষ) বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায় . . .”
প্রকাশিত ১২ঃ৭-৯

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

96

অবশ্য, শয়তান কখনো প্রকাশ্যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতির্ণ হয় না। তার কাজ ছদ্ধবেশে, পর্দার আরালে, অন্য প্রতিনিধি, ক্ষমতা, এবং লোকের মাধ্যমে। প্রকাশিত বাক্য শয়তান এবং মণ্ডলীর মধ্যে যে ভয়াবহ সংঘাত, দন্দ তার চিত্র প্রদান করে ঃ

97

(পদঃ প্রকাশিত ১২ঃ৩-৫)
আর স্বর্গমধ্যে আর এক চিহ্ন দেখা গেল, দেখ, এক প্রকাণ্ড লোহিত বর্ণ নাগ,

98

তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ এবং সপ্ত মস্তকে সপ্ত কিরীট . . .

99

আর যে স্ত্রীলোকটী সন্তান প্রসব করিতে উদ্যত, সেই নাগ তাহার সম্মুখে দাড়াইল,

100

যেন সে প্রসব করিবা মাত্র তাহার সন্তানকে গ্রাস করিতে পারে।

101

পরে সেই স্ত্রীলোকটি এক পুত্রসন্তান প্রসব করিল; যিনি লৌহ দণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে শাসন করিবেন।

102

আর তাহার সন্তানটী ঈশ্বরের ও তাঁহার সিংহাসনের নিকটে নীত হইলেন।
প্রকাশিত ১২ঃ৩-৫।

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

103

কে এই পুত্র সন্তান?
উত্তর হচ্ছে যীশু খ্রীষ্ট!
পর্দার অন্তরালে নাগ অথবা শয়তান মরিয়া হয়ে পৃথিবীর ক্ষমতার মাধ্যমে যীশুকে ধ্বংশ করতে চেয়েছিল।
হ্যাঁ, ঘটনা তাই ঘটেছিল।
খ্রীষ্টের জন্মের সময় শয়তান কোন্ দেশের মাধ্যমে কাজ করেছিল?

104

আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা উল্টাই, আমরা আবিস্কার করি যে কৈশরের অধীনে পৌত্তলিক রোমের খ্রীষ্টের রাজত্বের সময়ে জন্ম হয়েছিল।

105

মহান হেরোদ আদেশ জারি করলেন যে, বৈথলেহেমে দু'বৎসরের নীচে যত নব জাত পুরুষ শিশু আছে তাদের হত্যা করা হোক। যীশুকে হত্যা করার জন্য তার জন্মের সময় এ ঘোষণা করা হয়েছিল।

106

এক জন রোমীয় শাসক, পন্তীয় পিলাত খ্রীষ্টেকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল।

107

রোমীয় সৈন্যরা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল এবং রোমীয় সিল মোহর দ্বারা তাঁর কবর বদ্ধ করেছিল। শয়তান পৌত্তলিক রোমের মাধ্যমে খ্রীষ্টকে ধ্বংশ করার কাজ করেছিল।

108

কিন্তু, যীশু ভাববাণীর কথা মত পুনুরুত্থিত এবং স্বর্গারোহণ করেছিলেন, এতে কি বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আপনাদের বিশ্বাস স্থাপিত হয় না?

109

ভবিষৎদ্বাণী আরো বলে যে, এ পৌত্তলিক রোমীয় শক্তি

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

110

(পদঃ প্রকাশিত ১৩ঃ২)
তার “পরাক্রম” তার সিংহাসন ও ‘মহৎ কর্ত্তৃত্ব’ সেই পশুকে দান করবে।
পৌত্তলিক রোম কি এ ভবিষৎদ্বাণী পূর্ণ করেছে?
আর যদি করে থাকে, তবে কার কাছে দত্ত হয়েছিল?

111

অনেক শতাব্দি পর্যন্ত রোমীয় মণ্ডলী, রোম শহরে তার অধিকার প্রমান করার জন্য “কনষ্টানটাইনের অনুদান” শিরনামের দলিলটি ব্যবহার করেছিল। আর পরবর্ত্তিকালে এ প্রমান পত্র বা সনদপত্রই মণ্ডলীকে পশ্চিম রোমে তাদের ধর্ম্মিয় এবং রাজকীয় উভয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।
এই সনদ পত্রের ভিত্তিতেই রাজ্যের ক্ষমতা দাবী করা হয়েছে যে পোপ রাজার সমতুল্য।

112

৩০০ খ্রীষ্টাব্দে কন্ষ্টানটাইন তার রাজধানী বৈজনতিয়ামে স্থানান্তরিত করেন এবং তার নিজের, নামের সম্মানার্থে নাম রাখেন কন্ষ্টানটিনোপল।

113

যখন কনষ্টানটাইন চলে যান তখন তিনি তার সিংহাসন রোমের বিশপের কাছে হস্তান্তর করেন।
এর পর রোমের বিশপ মণ্ডলীর এবং এমন কি রাজ সিংহাসনের প্রধান ব্যক্তি রূপে অধিষ্ঠিত হন।
আর এ ভাবেই মণ্ডলী ও রাজ্যের সংযোগ স্থাপিত হয় এবং মণ্ডলী রাজ্য শাসন ভার গ্রহন করে।

114

ভেটিকান শহর রোমের কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল, যে শহর ছিল প্রাচীন রোমীয় সম্রাটের সিংহাসন।

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

115

বর্তমানেও রোমীয় মণ্ডলী সেখানে আছে শুধু মাত্র ধর্মিয় ক্ষমতা নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ ভেটিকানে তাদের রাষ্ট্র দূত প্রেরণ করে থাকে।

116

এখানে আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, ভবিষৎদ্বাণী কোন্ প্রতিষ্ঠান অথবা ধর্মীয় ব্যবস্থার সমন্ধে বলে। এখানে কোন ব্যক্তির বিষয় বলে না!

117

অনেক লোক সরলভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে কিন্তু আজকে বাইবেল থেকে এই শক্তির সম্পর্কে যে ভবিষৎদ্বাণী যা শিখছি তা তারা জানে না।

118

বাইবেল যদি আমরা নিবিড় ভাবে অধ্যায়ন করি তবে লক্ষ্য করব যে, প্রকাশিত ১৩ অধ্যায় যে পশুর ক্ষমতা সমন্ধে উল্লেখ করে, সেটি সেই একই ক্ষমতা যা দানিয়েল ৭ অধ্যায় ক্ষুদ্র শৃঙ্গের ক্ষমতার নির্দেশ করে।

119

ভাববাদী যোহন বলেছেন, এ পশুর ক্ষমতা বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টিকারী চিহ্ন আনায়ন করবে এবং পৃথিবীর প্রত্যেককে সে জোর প্রয়োগ করবে!

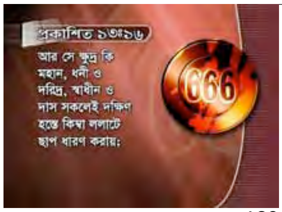

120

(পদঃ প্রকাশিত ১৩ঃ১৬,১৭)"আর সে ক্ষুদ্র ও মহান, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস, সকলেই দক্ষিণ হস্তে কিম্বা ললাটে ছাব ধারণ করায়;

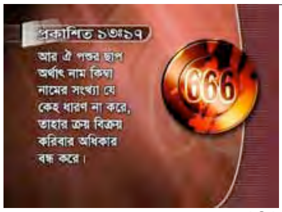

121

আর ঐ পশুর ছাব অর্থাৎ নাম কিম্বা নামের সংখ্যা যে কেহ ধারণ না করে, তাহার ক্রয় বিক্রয় করিবার অধিকার বন্ধ করে।" প্রকাশিত ১৩ঃ১৬,১৭।

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

122

ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে, এ চিহ্ন অবশ্যই ঈশ্বরের সরকারের প্রতি আনুগত্য অথবা বিদ্রোহের নিদর্শন হবে।বাইবেল পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করে যে, একটি দল থাকবে যারা পশুর ছাপ ধারণ করবে না।

123

(পদঃ প্রকাশিত ১৪ঃ১২)
"এ স্থলে সেই পবিত্রগণের ধৈর্য্য দেখা যায়, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও যীশুর বিশ্বাস পালন করে।"
প্রকাশিত ১৪ঃ১২।

124

এতে কোন ভুল নেই, পৃথিবীর আসন্ন সব চেয়ে বড় সংকট হবে ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যাতাকে কেন্দ্র করে।
এক দল লোক পশুর ছাপ ধারণ করবে, এবং অন্যরা ঈশ্বরের আজ্ঞা এবং যীশুর বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বস্ত এবং দৃঢ় থাকবে।

125

ঈশ্বরের লোকেরা ও একটি ছাপ ধারণ করবে কিন্তু তা হবে ঈশ্বরের ছাপ, ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্কন।

126

এ চিহ্ন তাঁর লোকদের ললাটে দেওয়া হবে।

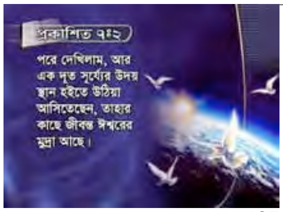

127

(পদঃ প্রকাশিত ৭ঃ২,৩)
"পরে দেখিলাম, আর এক দূত সূর্য্যের উদয় স্থান হইতে উঠিয়া আসিতেছেন, তাহার কাছে জীবন্ত ঈশ্বরের মুদ্রা আছে।

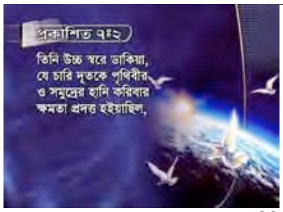

128

তিনি উচ্চ স্বরে ডাকিয়া, যে চারি দূতকে পৃথিবীর ও সমুদ্রের হানি করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল,

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

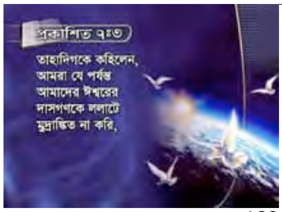

129

তাহাদিগকে কহিলেন, ‘আমরা যে পর্যন্ত আমাদের ঈশ্বরের দাসগণকে ললাটে মুদ্রাঙ্কিত না করি,

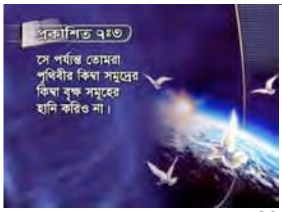

130

সে পর্য্যন্ত তোমরা পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা বৃক্ষ সমূহের হানি করিও না’।”
প্রকাশিত ৭ঃ২,৩

131

আমি ঐ মুদ্রাঙ্কণ পেতে চাই, আপনি কি চান না?
এর থেকে আর অধীক গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ দন্দ হচ্ছে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্কণ অথবা পশুর ছাপ। এটি ঈশ্বরের চিহ্ন এবং নকল চিহ্নের মধ্যে বদ্ধ।

আমরা যখন ঈশ্বরের মুদ্রা অথবা চিহ্ন চিনতে সক্ষম হব, তখন নকল চিহ্ন বা ছাপ যা পশুর শক্তি তা বুঝতে সহজ হবে। ঈশ্বর আমাদের বলেন তার মুদ্রাঙ্কন বা চিহ্ন কিঃ

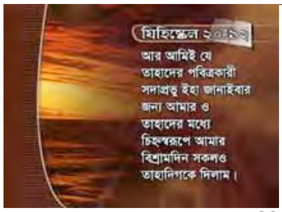

132

(পদঃ যিহিষ্কেল ২০ঃ১২)
“আর আমিই যে তাহাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু ইহা জানাইবার জন্য আমার ও তাহাদের মধ্যে চিহ্ন স্বরূপে আমার বিশ্রামদিন সকলও তাহাদিগকে দিলাম।
যিহিষ্কেল ২০ঃ১২।

133

(পদঃ যাত্রা ৩১ঃ১৩)
ঈশ্বর আরো বলেন, “তোমরা অবশ্য আমার বিশ্রামদিন পালন করিবে;

134

কেননা তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার ও তোমাদের মধ্যে ইহা এক চিহ্ন রহিল,

135

যেন তোমরা জানিতে পার যে, আমিই তোমাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু।
যাত্রা ৩১ঃ১৩।

136

ঈশ্বর বলেছেন, যে বিশ্রাম দিন হচ্ছে তাঁর ক্ষমতার চিহ্ন বা ছাপ ।পশু শক্তি তার ক্ষমতার চিহ্ন সমন্ধে কি বলে?

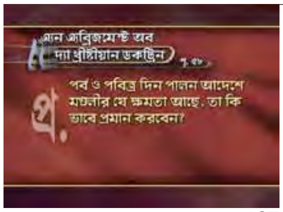

137

নিম্মের উদ্ধতিগুলি ক্যাথলিক মণ্ডলীর প্রশ্নোত্তর বই থেকে নেয়া হয়েছেঃ
“প্রশ্ন”
পর্ব ও পবিত্র দিন পালন আদেশে মণ্ডলীর যে ক্ষমতা আছে, তা কি ভাবে প্রমান করবেন?

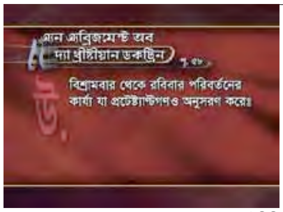

138

“উত্তর”ঃ বিশ্রামবার থেকে রবিবার পরিবর্তনের কার্য্য যা প্রটেষ্ট্যান্টগণও অনুসরণ করেঃ

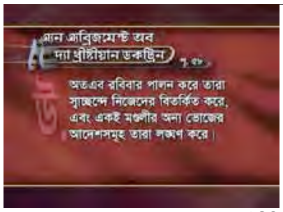

139

অতএব রবিবার পালন করে তারা স্বাচ্ছন্দে নিজেদের বিতর্কিত করে, এবং একই মণ্ডলীর অন্য ভোজের আদেশসমূহ তারা লঙ্ঘণ করে।

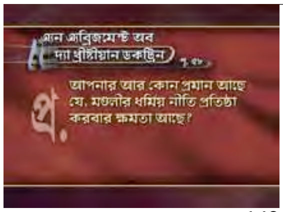

140

“প্রশ্ন” হ’লোঃ আপনার আর কোন প্রমান আছে যে, মণ্ডলীর ধর্মিয় নীতি প্রতিষ্ঠা করবার ক্ষমতা আছে?

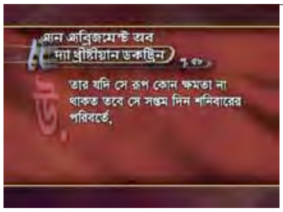

141

উত্তরঃ
তার যদি সে রূপ কোন ক্ষমতা না থাকত তবে সে সপ্তম দিন শনিবারের পরিবর্তে,

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

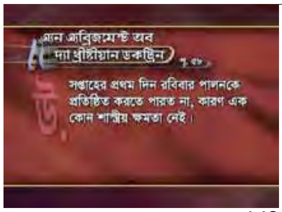

142

সপ্তাহের প্রথম দিন রবিবার পালন কে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না, কারণ এক কোন শাস্ত্রিয় ক্ষমতা নেই।”
এ্যান এ্যাবরিজমেন্ট অব দ্যা খ্রীষ্টিয়ান ডক্‌ট্রিন, হেনরী টাগারভিল, ৫৮ পৃষ্ঠা।

143

রোমান মণ্ডলীর নিজস্ব স্বাক্ষ মতে রবিবার হচ্ছে তাদের ছাপ।সে ঘোষণা করে যে, সে উপসনার দিন শনিবারের বদলে রবিবার পরিবর্তন করেছে, এবং

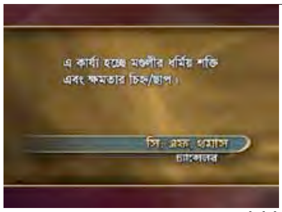

144

“সে আরো বলেছে, এ কার্য হচ্ছে মণ্ডলীর ধর্মিয় শক্তি এবং ক্ষমতার চিহ্ন/ছাপ।”
(লেটার ফ্রম সি, এফ, থমাস, চ্যান্সেলর টু ক্যার্ডিনাল গিবনস্‌, অক্টোবর ২৮,১৮৯৫)।
রোমান মণ্ডলী প্রোটেষ্ট্যান্টদের চ্যালেঞ্জ করে দেখিয়েছে, কেন তারা ঈশ্বরের দিন অপবিত্র করেছে এবং

145

(ভিডিওঃ ২ সেকেণ্ড) বাইবেলের বিশ্রামদিনের পরিবর্তে আর একটি

146

(ভিডিওঃ ৫ সেকেণ্ড) সামাজিক নিয়ম, প্রথা দ্বারা রোমিয় মণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

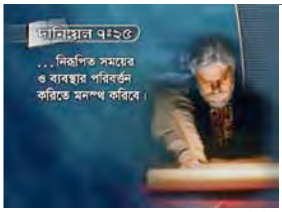

147

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ ২৫)
দানিয়েল ভবিষৎদ্বানী করেছিলেন যে, এ পশু তার ক্ষমতায় “ . . . নিরূপিত সময়ের ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিবে।”
দানিয়েল ৭ঃ২৫।

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

148

(পদঃ দানিয়েল ৮ঃ১২)
সে আরো ভবিষৎদ্বাণী করেছিল যে, এ শক্তি “ . . . সত্যকে ভূমিতে নিপাত করিল, এবং কর্ম্ম করিল, ও কৃতকার্য্য হইল।”
দানিয়েল ৮ঃ১২

149

যোহন ভবিষৎদ্বাণী করেছেন যে, শয়তান চেষ্টা করবে প্রত্যেকে পশুর ছাপ ধারণ করতেঃ

150

(পদঃ প্রকাশিত ১৩ঃ১৬,১৭)
“আর সে ক্ষুদ্র ও মহান, ধনী ও দরিদ্র স্বাধীন ও দাস, সকলকেই দক্ষিণ হস্তে কিম্বা ললাটে ছাপ ধারণ করায়;

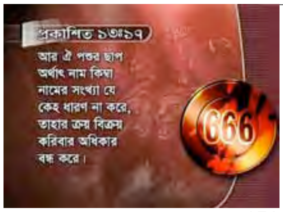

151

আর ঐ পশুর ছাব অর্থাৎ নাম বিম্বা নামের সংখ্যা যে কেহ ধারণ না করে, তাহার ক্রয় বিক্রয় করিবার অধিকার বদ্ধ করে।” প্রকাশিত ১৩ঃ১৬,১৭।

152

এই ভবিষৎদ্বাণীর এ ক্ষমতার পূর্ণতা লাভের জন্য শেষ কালে প্রত্যেকের উপর বল প্রয়োগ করতে সেই ক্ষমতা রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা ব্যবহার করবে। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর কত স্পষ্টভাবে এই ক্ষমতাকে পরিচয় করে দিয়েছেনঃ

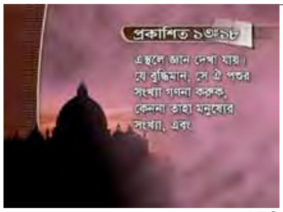

153

(পদঃ প্রকাশিত ১৩ঃ১৮)
এস্থলে জ্ঞান দেখা যায়। যে বুদ্ধিমান, সে ঐ পশুর সংখ্যা গণনা করুক, কেননা তাহা মনুষ্যের সংখ্যা, এবং

154

তাহার (সেই) সংখ্যা ৬৬৬”প্রকাশিত ১৩ঃ১৮

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

155

আপনারা হয়তো প্রশ্ন করবেন, “পশুর সংখ্যা” এর অর্থ কি? অনেক লোকই এ প্রশ্ন করেছে।

156

এর উত্তর আমরা ক্যাথলিক মণ্ডলীর কাছেই জানতে চাইব। ক্যাথলিক মণ্ডলীর দপ্তরী ভাষা হচ্ছে ল্যাটিন। পোপ, সব ক্যাথলিক মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করে।

157

পোপের একটি উপাধিকে, বলা হয়,ভাইকারিয়াস ফিলিডেই, অর্থ – ঈশ্বরের পুত্রের পরিবর্তে বা প্রতিনিধি।

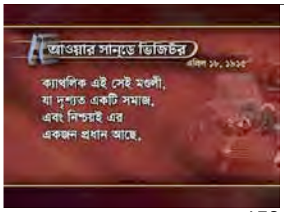

158

“ক্যাথলিক এই সেই মণ্ডলী, যা দৃশ্যত একটি সমাজ, এবং নিশ্চয়ই এর একজন প্রধান আছে,”

159

(ভিডিওঃ ৯ সেকেণ্ড)

আপনারা দেখতে পাবেন যে ল্যাটিন অক্ষরগুলির সংখ্যাসূচক মান নির্ণয় করা সহজঃ

ঠরপধৎরঁং ঋরষরর উবর

ঠরপধৎরঁং ৫,১,১০০,০,১,৫,০ = ১১২

ঋরষরর ০, ১, ৫০,১,১ = ৫৩

উবর ৫০০,০,১ = ৫০১

সর্ব্বমোট = ৫৩ + ১১২ + ৫৩ + ৫০১ = ৬৬৬

এখানে প্রকাশিত ১৩ অধ্যায়ে আর একটি বার পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করেছে যে, পশু হচ্ছে রোমের মণ্ডলী।

160

ঈশ্বরের বাক্যের ভবিষৎদ্বাণী অধ্যায়ণের দ্বারা আমরা কি উপসংহারে আসতে পারি?আমরা দেখতে পাচ্ছি, সে সময় আসতে আর বেশী দেরী নেই, যখন প্রত্যেক কে ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করে সপ্তাহের প্রথমদিন পালন করতে বাধ্য করা হবে!

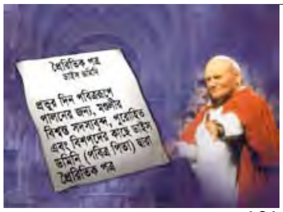
161

সম্প্রতি একটি নির্দেশণার শিরনামঃ “প্রভুর দিন পবিত্ররূপে পালনের জন্য, মণ্ডলীর বিশ্বস্ত সদস্যবৃন্দ, পুরোহিত এবং বিশপদের কাছে ডাইস ডমিনি (পবিত্র পিতা) দ্বারা প্রেরেতিক পত্র” মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠান হয়েছে যেন তারা রবিবারটিকে উপসনা ও বিশ্রাম করার দিন হিসাবে পালন করে।

এ উদ্দেশ্য প্রণোদিত পত্র কি বাইবেলের বিশ্রাম দিনের পরিবর্তে রবিবার পালনের আইন জারি করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে না?

162

এ পরামর্শ বাস্তবায়নের জন্য এমন কি দেশের আইন প্রণয়নকারী পরিষদের কাছে যেতে পারে।ভবিষৎদ্বাণী যা বলে, তা কি ঘটতে যাচ্ছে না?

163

অনেকেই এ প্রশ্ন করে, “এখন কি কারো পশুর ছাপ আছে?” না, এখনো কোন ব্যক্তির পশুর ছাপ নেই।প্রত্যেক মণ্ডলীতেই প্রকৃত উপাসক আছে?

164

আইন প্রণয়নের দ্বারা যখন পশুর ছাপ ধারণ করতে বাধ্য করা হবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে শাব্বাথ পালন অথবা মানুষের ক্ষমতার দ্বারা ঘোষিত দিন বা পশুর ছাপের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শনের জন্য মনোনয়ন করতে হবে।

তার পর, পশুর ছাপ ধারণ করবে।

প্রত্যেকেই এ ভয়ানক পরীক্ষার সম্মুখীন হবেঃ আমি কি ঈশ্বরের অথবা মানুষের বাধ্য হব?

এটি শুধু মাত্র দিনের ব্যপার নয়।

কে আমাদের প্রভু, এটি সে প্রশ্ন!

165

(পদঃ রোমীয় ৬ঃ১৬)

পৌল লিখেছেনঃ “তোমরা কি জাননা যে, আজ্ঞা পালনার্থে যাহার নিকটে দাস রূপে আপনাদিগকে সমর্পণ কর,

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

166

যাহার আজ্ঞা মান, তোমরা তাহারই দাস; হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস,

167

নয়, ধার্ম্মিকতাজনক আজ্ঞা পালনের দাস?"
রোমীয় ৬ঃ১৬।

168

পৃথিবী নিবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি একটি পবিত্র মূহুর্তের সম্মুখীন হবে। পশুর ছাপ ছাড়া কেউ কিছু ক্রয় এবং বিক্রয় করতে পারবে না?

169

প্রথমে আসে প্রত্যাহার, তার পর মৃত্যুদণ্ডাদেশ!
আর যারা পশুর ছাপ প্রাপ্ত হবে, তারা শেষ সপ্তম আঘাত পাবে।
আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন, কেন এটি একটি বিশেষ সমস্যা?
কেন এটি এক জীবন, মরণ সমস্যা?
ঈশ্বরকে এখন মনোনয়ন করা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

170

যারা ঈশ্বরকে মনোনয়ন করবে এবং তাঁর চিহ্ন প্রাপ্ত হবে তাদের জন্য সুসংবাদ আছে।

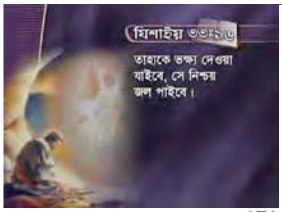

171

(পদঃ যিশাইয় ৩৩ঃ১৬)
তাহা হয়তো ক্রয় বিক্রয় করতে পারবে না কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন,
"তাহাকে ভক্ষ্য দেওয়া যাইবে, সে নিশ্চয় জল পাইবে।"
যিশাইয় ৩৩ঃ১৬।

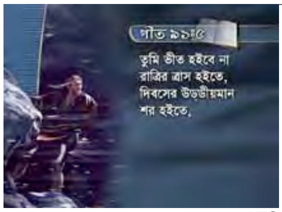

172

(পদঃ গীত ৯১ঃ৫-৮)পৃথিবীতে যে মহামারী হবে সে সমন্ধে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেনঃ "তুমি ভীত হইবে না রাত্রির ত্রাস হইতে, দিবসের উড়ডীয়মান শর হইতে,

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

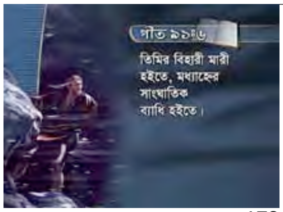

173

তিমির বিহারী মারী হইবে, মধ্যাহ্নের সাংঘাতিক ব্যাধি হইতে।

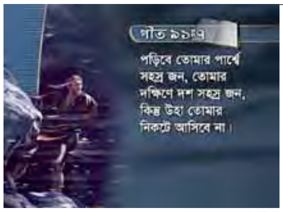

174

পড়িবে তোমার পার্শ্বে সহস্র জন, তোমার দক্ষিণে দশ সহস্র জন, কিন্তু উহা তোমার নিকটে আসিবে না।

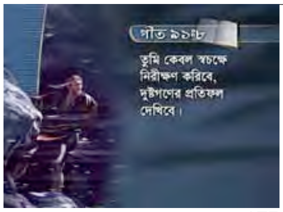

175

তুমি কেবল স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিবে, দুষ্টগণের প্রতিফল দেখিবে।" গীত ৯১:৫-৮

এবং এর পরও যদি আপনারা আশ্চর্য্যান্বীত হন, কি ঘটনা ঘটবে, সে বিষয় বাইবেল বলে,

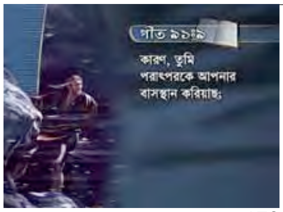

176

(পদঃ গীত ৯১:৯-১১)
কারণ, তুমি পরাৎপরকে আপনার বাসস্থান করিয়াছ;

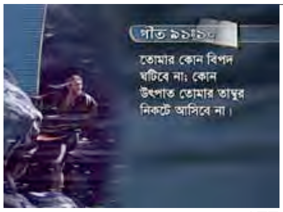

177

তোমার কোন বিপদ ঘটিবে না; কোন উৎপাত তোমার তাম্বুর নিকটে আসিবে না।

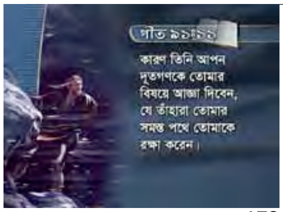

178

কারণ তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, যে তাঁহারা তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করেন।
গীত ৯১:৯-১১।

কিন্তু, যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করার জন্য মনোনয়ন করবে, তাদের জন্য তিনি অপূর্ব প্রতিজ্ঞা করেছেনঃ

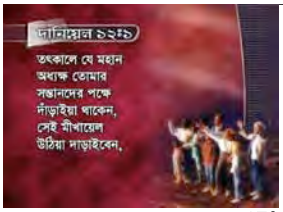

179

(পদঃ দানিয়েল ১২:১)
"তৎকালে যে মহান অধ্যক্ষ তোমার সন্তানদের পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকেন, সেই মীখায়েল উঠিয়া দাড়াইবেন,

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

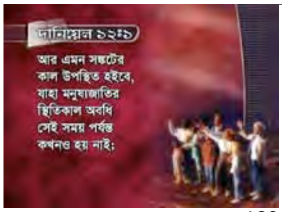

180

আর এমন সঙ্কটের কাল উপস্থিত হএব, যাহা মনুষ্যজাতির স্থিতিকাল অবধি সেই সময় পর্যন্ত কখনও হয় নাই;

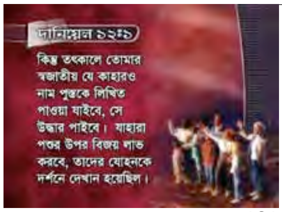

181

কিন্তু তৎকালে তোমার স্বজাতীয় যে কাহারও নাম পুস্তকে লিখিত পাওয়া যাইবে, সে উদ্ধার পাইবে।”

যারপ পশুর উপর বিজয় লাভ করবে, তাদের যোহনকে দর্শনে দেখান হয়েছিলঃ

182

(পদঃ প্রকাশিত ১৫ঃ২)

“আর আমি দেখিলাম, যেন অগ্নিমিশ্রিত কাচময় সমুদ্র; এবং যাহারা সেই পশু ও তাহার প্রতিমা ও তাহার

183

নামের সংখ্যার উপর বিজয়ী হইয়াছে,

184

তাহারা ঐ কাচময় সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের হস্তে ঈশ্বরের বীণা।”

প্রকাশিত ১৫ঃ২

এখনই, ঈশ্বর তাঁর প্রকৃত অনুসারীদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছেন যেন তারা ভ্রান্ত ধর্মিয় ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে আসে।

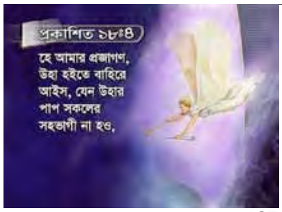

185

(পদঃ প্রকাশিত ১৮ঃ৪)

“হে আমার প্রজাগণ, উহা হইতে বাহিরে আইস, যেন উহার পাপ সকলের সহভাগী না হও,

186

এবং উহার আঘাত সকল যেন প্রাপ্ত না হও। প্রকাশিত ১৮ঃ৪

১৮। অনন্ত কালের জন্য মুদ্রাঙ্কিত

187

ঈশ্বরকে অনুসরণের মূল্য আছে। স্মরণ করুন, তিন ইব্রীয়ের কথা যারা সাহসিকতার সঙ্গে, এমন কি মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও এবং কোন কিছু বিবেচ না না করেই, ঈশ্বরের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিল।

188

এ সভায় ঈশ্বর আপনার সঙ্গে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে কথা বলছেন। এই মৃত প্রায় পৃথিবীতে তিনি তাঁর পুত্রের দ্বিতীয় আগমের জন্য প্রস্তুত হতে শেষ বার আহ্বান জানাচ্ছেন।

যারা তাঁকে তাদের জীবন পথে অনুসরণ করে তিনি তাদের গৃহে নিয়ে যেতে আসবেন। আজ রাতে আপনি কি তিন ইব্রীয় যুবকের মত সত্যের জন্য ঈশ্বরের পক্ষে দাড়াবেন?

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

1

কি ভাবে নিশ্চিত হবেন যে, আপনার টাকা নিরাপদে আছে।

2

যীশু টাকা সমন্ধে অনেক কথা বলেছেন। ৩৮টি উপমার মধ্যে ষোলটি হচ্ছে, কি ভাবে অর্থ ও ধনসম্পদ ব্যবহার করতে হয় সে সমন্ধে।
আশ্চর্য্যের বিষয় এ যে, চারটি সুসমাচার মথি, মার্ক, লূক যোহনের প্রত্যেক দশটি পদের মধ্যে একটি পদ অথবা ২৮৮টি পদ সরাসরি অর্থ বা আমাদের সম্পদের সম্পর্কে উল্লেখ করে।
বাইবেলে প্রায় ৫০০ পদ প্রার্থনা, ৫০০ বিশ্বাস সমন্ধে, কিন্তু ২০০০ বেশী পদে অর্থ এবং সম্পদ সম্পর্কে বলা হয়েছে।
ঈশ্বরের কাছে টাকা একটি বিশেষ বিষয়। তিনি চান না আমরা এ বিষয় চিন্তিত থাকি।
তিনি চান, আমাদের যা প্রয়োজন সে বিষয় আমরা তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করি।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

3

অনেক লোক অর্থ সমস্যা নিয়ে প্রচুর সময় ব্যায় করে থাকে কি করে প্রয়োজনীয় জিনিষ পাবে এবং এর মূল্য প্রদান করবে। তারা ভবিষৎ নিয়েও উৎবিগ্ন হয়।

4

অবসর প্রাপ্ত হলে তাদের বাঁচার জন্য কি যতেষ্ট থাকবে? যখন তারা বৃদ্ধ হবে অথবা কাজ না করতে পারার মত অসুস্থ্য হলে কি অবস্থা হবে?
লোকেরা স্থায়ী কিছুর জন্য অন্বেষণ করে। কিন্তু আমরা ভবিষৎ এবং বর্তমানের জন্য কোথায় নিরাপত্তা পেতে পারি?

5

ঈশ্বর কখনো চান না যে, আপনি এবং আমি বর্তমান অথবা ভবিষৎ সমন্ধে উৎবিগ্ন হই। যদি আমরা তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করি তবে কি হবে সে বিষয় আমরা উৎবিগ্ন হব না।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

6

(পদঃ মথি ৬ঃ৩১,৩২)
"অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত হইওনা যে, কি ভোজন করিব? বা কি পান করিব? বা কি পরিব?

7

. . . তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তিনি জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে।"
মথি ৬ঃ ৩১,৩২
আসুন, আমরা ঈশ্বরের অনন্তকালীন নিরাপত্তা পরিকল্পনা সমন্ধে দৃষ্টি করি।

8

এ গুলি শুরু হয়েছিল এদনে।

9

পৃথিবী নামক এ গ্রহটি সৃষ্টি কর্ত্তার হাতেই বর্ণণাতীত গৌরব, সৌন্দর্য্য এবং প্রাচুর্য্য দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল।

10

শ্রেষ্ট শিল্পীর আচড় সব স্তরের মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। অপূর্ব মহিমার সূর্য্য উদয় এবং শ্বাসরুদ্ধকর সূর্য্যাস্তের দৃশ্য এর এক মাত্র স্বাক্ষ।

11

পাহাড়ের মাঝে শান্ত হ্রদ বিরাজ করে।

12

ঝোপে, গুল্মে, লতায় অপরূপ ফুলের বাহার আমাদের অনুভূতিকে উৎভাষিত করে।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

13

প্রত্যেক প্রকার সুঃস্বাদু ফলের ভারে গাছগুলি নুয়ে পড়ে।

14

পাখীর মধুর সঙ্গীতে যেন বাতাস পরিপূর্ণ। পশুরা নির্ভয়ে তৃণ ভূমিতে চরে বেড়ায়।
জলের স্রোতধারা এবং হ্রদগুলি রংবেরং মাছে পরিপূর্ণ।
এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্য্যন্ত কি অপরূপ স্বর্গদৃশ্য।

15

ঈশ্বর আদম ও হবার জন্য ঈশ্বর নিঃস্কুলষ পৃথিবী নির্মাণ করেছিলেন তারা সেখানে কতই না আনন্দে ছিল।

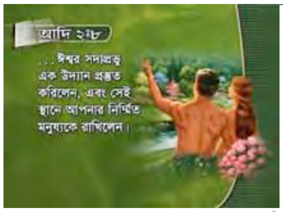

16

(পদঃ আদি ২ঃ৮)
কিন্তু এর চেয়ে অধীক কিছু ছিল! “. . . ঈশ্বর সদাপ্রভু এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন, এবং সেই স্থানে আপনার নির্ম্মিত মনুষ্যকে রাখিলেন।” আদি ২ঃ৮।

17

চিন্তা করুন! আশ্চর্য্য ও সুন্দর এ পৃথিবীর মধ্যে ঈশ্বর আদম ও হবার জন্য একটি উদ্যানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

18

পৃথিবীর সূচনায় উদ্যানের যে বাড়ী ছিল তার সঙ্গে এ জগতের সব চেয়ে সুন্দর মনোহর বাড়ীর কোন তুলনা হয় না। ঈশ্বর শুধুমাত্র তাদের জন্য একটি চমৎকার বাড়ী প্রদান করেননি, তিনি তাদের জন্য সুন্দর সুন্দর খাবারও দান করেছিলেন।

19

(পদঃ আদি ১ঃ২৯)
“. . . আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ওষধি ও

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

20

যবতীয় সবীজ ফলদায়ক বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের জন্য খাদ্য হইবে।” আদি ২ঃ২৯

21

আদম ও হাবাকে কোন ভাড়া দিতে হত না, কর প্রদানের কোন চিন্তা ছিল না; কোন তালা চাবি, চোর ডাকাত, হাসপাতাল বা ঔষধের দোকান ছিল না।

22

আদম ও হাবাকে কোন ভাড়া দিতে হত না, কর প্রদানের কোন চিন্তা ছিল না; কোন তালা চাবি, চোর ডাকাত, হাসপাতাল বা ঔষধের দোকান ছিল না।

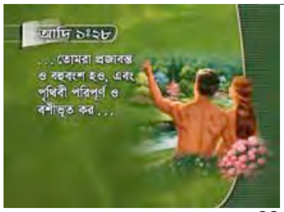

23

(পদঃ আদি ১ঃ২৮)
“ . . . তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর . . .”
আদি ১ঃ২৮

24

আমরা ঈশ্বরের সম্পদের ধনাধ্যক্ষ।

25

ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল সুখী সুন্দর এবং সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন একটি বড় পরিবার এ পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে তুলুক।
ঈশ্বর অবগত ছিলেন যে, মানুষকে কাজ করতে হবে, এবং তারা আনন্দ উপভোগ করবে।

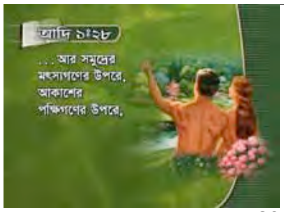

26

(পদঃ আদি ১ঃ২৮)
সুতরাং তিনি আদম ও হবাকে বলেছিলেন,ঃ “ . . . আর সমুদ্রের মৎস্যেগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে,

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

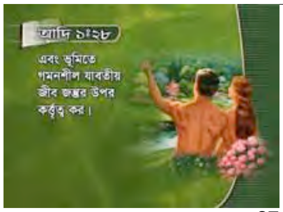

27

এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীব জন্তুর উপর কর্ত্তৃত্ব কর।”

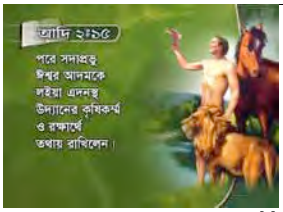

28

(পদঃ আদি ২ঃ১৫)
“পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া এদনস্থ উদ্যানের কৃষিকর্ম্ম ও রক্ষার্থে তথায় রাখিলেন।”
আদি ২ঃ ১৫।

29

এ জগতের সব কিছুই ঈশ্বরের, তিনি মানুষ জাতিকে এর তত্যাবধানের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন।

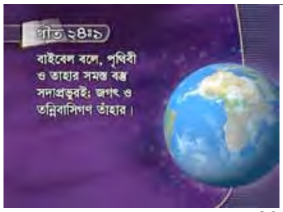

30

(পদঃ গীত ২৪ঃ১)
বাইবেল বলে, পৃথিবী ও তাহার সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুরই; জগৎ ও তন্নিবাসিগণ তাঁহার।”
গীত ২৪ঃ১

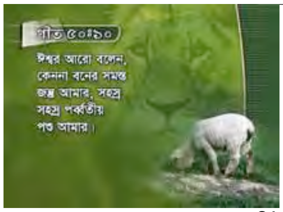

31

(পদঃ গীত ৫০ঃ১০,১১)
ঈশ্বর আরো বলেন, কেননা বনের সমস্ত জন্তু আমার, সহস্র সহস্র পর্ব্বতীয় পশু আমার।

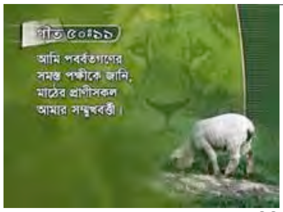

32

আমি পবর্বতগণের সমস্ত পক্ষীকে জানি, মাঠের প্রাণীসকল আমার সম্মুখবর্ত্তী।” গীত ৫০ঃ১০, ১১।

33

ঈশ্বর, যিনি আমাদের অর্থ উপার্জনের জন্য শক্তি দান করেছেন।প্রকৃত পক্ষে আমরা কিছুর মালিক নই। সৃষ্টিকর্ত্তা হিসাবে ঈশ্বর আমাদের সব সম্পদ ও জীবন দাবী করতে পারেন।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

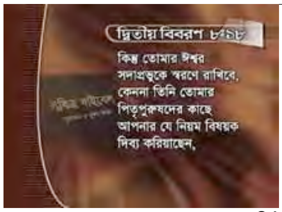

34

(পদঃ দ্বিতীয় বিবরণ ৮ঃ১৮)
"কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে স্বরণে রাখিবে, কেননা তিনি তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে আপনার যে নিয়ম বিষয়ক দিব্য করিয়াছেন,

35

তাহা অদ্যকার মত স্থির করনার্থে তিনিই তোমাকে ঈশ্বর্য্য লাভের সামর্থ্য দিলেন।"
দ্বিতীয় বিবরণ ৮ঃ১৮।

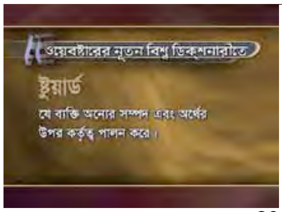

36

ওয়েবষ্টারের নূতন বিশ্ব ডিক্শনারীতে "ষ্টুয়ার্ড" শব্দটিকে সজ্ঞা দিয়েছেনঃ "যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ এবং অর্থের উপর কর্তৃত্ব পালন করে।"

বর্তমানে যখন এক জন ব্যক্তি ধণাধ্যক্ষ সমন্ধীয় কোন কিছুতে প্রবেশ করতে চায়, তখন সে জানতে ইচ্ছা করে, মালিক তার কাছে কি আশা করে।

ঈশ্বর এবং আদমের সঙ্গে একটি চুক্তি ছিল, কারন বাইবেল বলে,

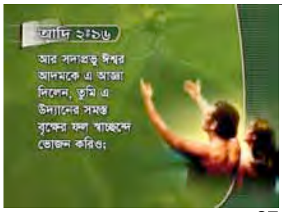

37

(পদঃ আদি ২ঃ১৬,১৭)
"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এ আজ্ঞা দিলেন, তুমি এ উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বাচ্ছন্দে ভোজন করিও;

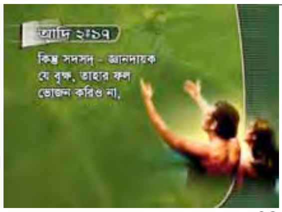

38

কিন্তু সদসদ- জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না,

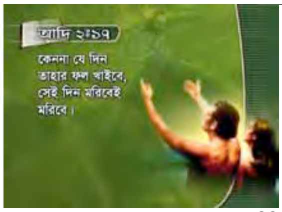

39

কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দনি মরিবেই মরিবে।"
আদি ২ঃ১৬, ১৭।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

40

(ভিডিওঃ ২০ সেকেণ্ড)
ঈশ্বর মানবের ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততার পরীক্ষা করেছিলেন।
আদম এবং হবা এদনের সব গাছের ফল, ভোজন করতে পারত, কিন্তু তাদের নিদৃষ্ট একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল।
ঈশ্বরের বাধ্য থেকে তারা তাঁর মালিকত্ব্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারত।
তারা যদি তাদের ধনাধ্যক্ষের প্রতি বিশ্বস্ত থাকত এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করত তবে তারা সারা জীবন এ পৃথিবীতে স্বর্গসুখে বাস করতে পারত!
ঈশ্বর আদম এবং হবা কে যে সাধারণ একটি পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাতে তারা উত্তির্ণ হতে পারেনি।
তারা ছিল অবিশ্বস্ত ধনাধ্যক্ষ এবং তারা সব কিছু হারিয়েছিলঃ এদনের গৃহ, অমরত্ব, প্রেম, সুখ, নিরাপত্তা, বিশুদ্ধ বিবেক, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মুখাসম্মুখি কথা বলা ও চলার সুযোগ।

41

তারা মালিক থেকে দাসে পতিত হল পক্ষান্তরে যে পতিত দূত এ পৃথিবীকে পূর্ণ আয়ত্বে আনতে বাসনা করেছিল এ সবের পেছনে শয়তান গভীর তৃপ্তি পেয়েছিল।

42

কিন্তু কয় শত বৎসর পর খ্রীষ্টের আগমনের কারণে শয়তানের রাজত্বের অবসান হ'ল।

43

শয়তানের পরিকল্পনা ছিল, যত সহজ সে আদম এবং হবাকে প্রতারিত করেছিল একই ভাবে সে, ঈশ্ব-পুত্রকে প্রতাড়িত করবে।
যীশু চল্লিশ দিন অনাহারে থাকা পর্য্যন্ত শয়তান অপেক্ষা করেছিল।

44

(পদঃ মথি ৪ঃ৮, ৯)
তার পর শয়তান যীশুকে, " অতি উচ্চ এক পর্ব্বতে লইয়া গেল,

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

45

এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও সেই সকলের প্রতাপ দেখাইল,

46

আর তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ভুমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম কর, এ সমস্তই আমি তোমাকে দিব।" মথি ৪:৮, ৯।

47

শয়তান যীশুকে এ পৃথিবীর রাজ্য দ্বারা প্রলোভিত করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। যে জিনিষ শয়তান খ্রীষ্টকে দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে গুলি তো তার ছিল না।

সে প্রবঞ্চনা এবং সঠতার মাধ্যমে এ জগতকে চুরি করেছে।
আর যীশু শুধু মাত্র এ পৃথিবীর চাকচিক্যময় ঈশ্বর্য্য ও সম্পদের জন্য তাঁর পিতার সঙ্গে সম্পর্ক বিক্রি করে দিতে পারেন না।

48

শেষ পর্য্যন্ত শয়তানের ভাগ চিরকালের জন্য কালভেরীতে শেষ হয়ে গেল। খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর মাধ্যমে, শয়তান পরাজিত হয়ে গেল। খ্রীষ্টের মৃত্যু এ পৃথিবীকে পুনর্উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে।

49

আমরা, এবং আমাদের যা আছে সব কিছুই মানবের জন্য খ্রীষ্টের অনন্ত উপহার।
আমরা তাকে ভালবাসি আর না বাসি, আমাদের প্রত্যেকের জীবন এবং ঐশ্বর্য্য তাঁর সম্পদ।

50

তিনি শুধুমাত্র আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা নন, তিনি আমাদের ত্রাণকর্ত্তা।
আমরাও আদম ও হবার ন্যায় তিনি আমাদের কাছে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তার ধনাধ্যক্ষ।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

51

(পদঃ ১ করিন্থীয় ৪ঃ১)
"আর এ স্থলে ধনাধ্যক্ষের এই গুন চাই, যেন তাহাকে বিশ্বস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।
১ করিন্থীয় ৪ঃ২।

52

ঈশ্বরের উপহার জীবন, আমরা এর ধনাধ্যক্ষ,
ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় উপহার হচ্ছে আমাদের জীবন।
প্রেরিত পৌল ঘোষণা দিয়েছেনঃ

53

(পদঃ প্রেরিত ১৭ঃ২৪, ২৫)
"ঈশ্বর, যিনি জগৎ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছেন . . .

54

তিনিই সকলকে জীবন ও শ্বাস ও সমস্তই দিয়েছেন।" প্রেরিত ১৭ঃ২৪, ২৫।

55

আমাদের জীবন ঈশ্বর থেকে উৎপত্তি হয়েছে, এবং তিনি এটি রক্ষা করেন।
আমাদের প্রত্যেকটি হৃদস্পন্দন, শ্বাস প্রঃশ্বাস, দেহের প্রত্যেকটি ধমণীতে রক্ত প্রবাহ ঈশ্বরের উপহার।

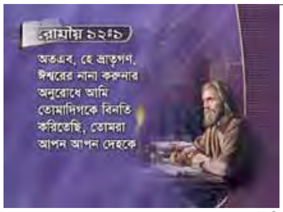

56

(পদঃ রোমীয় ১২ঃ১)
পৌল লিখেছেনঃ "অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুনার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

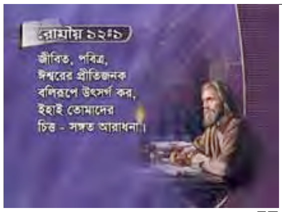

57

জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত-সঙ্গত আরাধনা।" রোমীয় ১২ঃ১।
"জীবিত বলি উৎসর্গ" এর অর্থ হচ্ছে নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি, অথবা খ্রীষ্টের প্রতি এবং আমাদের জীবনে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আত্মসমর্পণ করা।

58

(পদঃ প্রেরিত ১০ঃ৩৮)
খ্রীষ্ট হিতকার্য্য করিয়া বেড়াইতেন,"
প্রেরিত ১০ঃ৩৮

59

তিনি আমাদের আদর্শ; আমাদের নিঃস্বার্থভাবে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা কর্তব্য।

60

ঈশ্বর আমাদের যে সময় দিয়েছেন, আমরা তার ধনাধ্যক্ষ। আমরা শুধুমাত্র আমাদের অর্থের ধনাধ্যক্ষ নই আমরা আমাদের সময়েরও ধনাধ্যক্ষ। কোন এক ব্যক্তি বলেছেন, "সময় হচ্ছে সেই উপাদান যা দিয়ে আমাদের জীবন গঠিত।" গীতরচক ঈশ্বরকে অনুরোধ করেছিলেন,

61

(পদঃ গীত ৯০ঃ ১২)
"এরূপে আমাদের দিন গণনা করিতে শিক্ষা দাও, যেন তোমার প্রজ্ঞার চিত্ত লাভ করি।"
গীত ৯০ঃ১২

62

(ভিডিওঃ ৬ সেকেণ্ড)
সময় অপচয় করা মানে জীবনকে অপচয় করা যে তালন্ত ঈশ্বর নিজে আমাদের প্রত্যেক নর ও নারীকে দিয়েছেন।
প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দিনের ঘণ্টা গুলি সমান, প্রতি ঘন্টার মধ্যে মিনিট আছে সে গুলিও সমান এবং আমাদের প্রত্যেককে হিসাব দিতে হবে, কি ভাবে এ গুলি ব্যবহার করি।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

63

তিনি এটিও আশা করেন যে আমরা যেন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়কাল পৃথক করে রাখি--সপ্তাহের সপ্তম দিন, বিশ্রামদিন, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ব্যাক্ত করার একটি উপায় হিসাবে।

64

সময় ঈশ্বরের অধীনস্থ, সুতরাং তিনি আমাদের বলেছেন সপ্তম দিন তার সঙ্গে সহভাগিতা করতে, তাঁর বাক্য এবং প্রতিজ্ঞাগুলি যেন পর্য্যালোচনা করে সজীব হই।
তিনি চান যেন আমরা সাপ্তাহিক কাজ, কেনাকাটা এবং জাগতিক বিষয়গুলি দূরে রেখে তাঁকে সৃষ্টিকর্ত্তারূপে স্মরণ করি।

65

ঈশ্বর আমাদের যে তালন্ত দিয়েছিন, আমরা তার ধনাধ্যক্ষ।
হ্যাঁ, আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, আপনাকে ঈশ্বর কি তালন্ত দিয়েছেন? হয়তো বলবেন, "আমার কোন তালন্ত নেই।"

66

বর্তমানে, তালন্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে, গান গাওয়া, বাদ্য যন্ত্র বাজান, ছবি আঁকা, বস্ত্র সেলাই করা, লেখা, অথবা সংগঠিত করার দক্ষতাই বুঝায়।

67

এ সব তালন্ত ঠিক আছে, কিন্তু ঈশ্বর যে তালন্তের বিষয় চিন্তা করেছিলেন তা শুধু এ গুলির মধ্যে সীমিত ছিল না।
ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ রূপে, তিনি যা দিয়েছেন জীবন, সময়, দক্ষতা এবং ধনসম্পদ আমরা সব কিছুর জন্য দায়িত্ববান।

এক দিন ঈশ্বর আমাদের নিজেদের সমৃদ্ধশালী করতে বলবেন এবং আমরা যেন নিজেদের সন্তুষ্ট করতে পারি ও অন্যদের আশীর্ব্বাদ যুক্ত বা সুখী করতে পারি।
যীশু বলেছেন, "আমাকে অনুসরণ কর।"
তিনি নিঃস্বার্থ জীবন যাপন করেছিলেন।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

68

(পদঃ প্রেতির ১০ঃ৩৮)
বাইবেল বলে যীশু ছিলেন এক ব্যাক্তি, “. . . যিনি কার্য্য করিয়া বেড়াইতেন . . . ” প্রেরিত ১০ঃ৩৮
আমরা প্রায় সকলে ভাল কিছু করতে চাই।

69

আমাদের তালন্ত শুধু মাত্র মানুষের প্রসংশা পাবার জন্য ব্যবহার না হয়। এগুলি অন্যের আশীর্ব্বাদের জন্য আমাদের ঋণ দিয়েছেন।

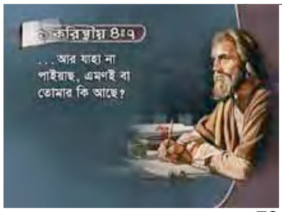

70

(পদঃ ১ করিন্থীয় ৮ঃ৭) পৌল লিখেছেনঃ “ . . . আর যাহা না পাইয়াছ, এমণই বা তোমার কি আছে?

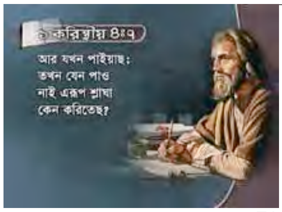

71

আর যখন পাইয়াছ; তখন যেন পাও নাই এরূপ শ্লাঘা কেন করিতেছ?
১ করিন্থীয় ৪ঃ৭

72

ঈশ্বর আমাদের যে অর্থ দিয়েছেন, আমরা তার ধন্যধ্যক্ষ।

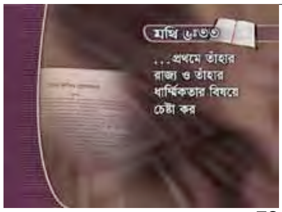

73

(পদঃ মথি ৬ঃ৩৩)
আমরা যখন, “. . . প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা করি”
(মথি ৬ঃ৩৩), তখন আমরা বুঝতে পারি ঈশ্বর আমাদের আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন।

74

শাস্ত্রে আমরা পাই যে, আমাদের সময়ের সঙ্গে আমরা যেন আমাদের বিষয় সম্পদের একটি অংশ তাঁর জন্য নিবেদন করি।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

75

(ভিডিওঃ ১১ সেকেণ্ড)
একদিন অব্রাহামের ভ্রাতুষপুত্র লোট ও তার পরিবারকে সদমের পাশের এক দল লোক বন্দি করে নিয়ে গেল।
এ সংবাদ পেয়ে আব্রাহাম তাদের রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, যেন ঈশ্বর তাদের কৃ তকার্যতা দান করেন। ঈশ্বর তাদের সাহায্য করেছিলেন, লোট ও তার পরিবারকে রক্ষা করা হয়েছিল এবং শত্রুদের অনেক সম্পদও তারা এনেছিল।

76

যখন আব্রাহাম সদোমে পৌঁছালেন, রাজা তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন, এবং তাকে অনুরোধ জানালেন যেন সব সম্পদ তিনি রাখেন ও শুধু মাত্র বন্দিদের ফেরত দেন।
কিন্তু অব্রাহাম তার জন্য কিছু রাখতে অস্বীকার করলেন্ মল্কিসেদক, ঈশ্বরের এক জন পুরহিত, অব্রাহামের জন্য খাবার নিয়ে এলেন এবং তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

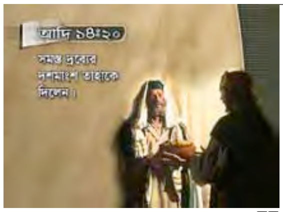

77

(পদঃ আদি ১৪ঃ২০)
তার পর আব্রাহাম, "সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ তাহাকে দিলেন।" আদি ১৪ঃ২০।

78

লোটকে মুক্ত করতে ঈশ্বরের সাহায্যের জন্য অব্রাহাম কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ঈশ্বরের মালিকানা ও আশীর্ব্বাদ স্বীকার করেছিলেন।

79

একশত পঞ্চাশ বৎসর পর অব্রাহামের নাতি ঈশ্বরের কাছে একই ভাবে কৃতজ্ঞা স্বীকার করেছিল। যাকোব যখন তার ক্রোধান্বিত ভাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, সে তখন একাকি অনুভব করেছিল এবং ভীত হয়েছিল।
সে একান্ত ভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে নিরাপত্তা চেয়েছিল। কিন্তু সে তার ভাই এষৌর কাছ থেকে চুরি করে আসার জন্য নিজে অপরাধী মনে করেছিল এবং ভয় পেয়েছিল যে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করবেন না।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

80

যাকোব তীব্র অনুশোচনাপূর্বক তার অন্যায়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, তার পর সে পরিশ্রান্ত হয়ে মাটিতে ঘুমিয়ে পড়ল।

81

(পদঃ আদি ২৮ঃ১২,২২)“পরে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, আর দেখ পৃথিবীর উপরে এক সিড়ি স্থাপিত, তাহার মস্তক গগণ স্পর্শী;

82

আর দেখ, তাহাদিয়া ঈশ্বরের দূতগণ উঠিতেছে ও নামিতেছে।” আদি ২৪ঃ ১২।
যাকোব যখন উঠল, সে জানত ঈশ্বর তার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা, পরিচালনা এবং নিরপত্তার কথা বলেছেন।

83

সে গভীরভাবে স্পর্শীত হয়ে কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রতিজ্ঞা করল, “ . . . আর তুমি আমাকে যে কিছু দিবে, তাহার দশমাংশ আমি তোমাকে অবশ্য দিব।” ২২ পদ

84

রাজা দায়ূদও একই ভাবে অনুভব করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন,

85

(পদঃ গীত ১১৬ঃ১২)
“আমি সদপ্রভু হইতে যে সকল মঙ্গল পাইয়াছি, তাহার পরিবর্তে তাহাকে কি ফিরাইয়া দিব? গীত ১১৬ঃ১২

আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন, ঈশ্বর, আপনার প্রতি যে অবিশ্বাস্য মঙ্গল করেছেন––জীবন, পরিবার, স্বাস্থ্য, সম্পদ দিয়েছেন এ সবের জন্য আপনি কি ভাবে ধন্যবাদ দেবেন?
আপনি কি মনে করেন, “ধন্যবাদ” বলাই কি যতেষ্ট?
বাইবেলের ধনাধক্ষ নীতি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমরা প্রার্থিব বস্তু দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞা দেখাতে পারি।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

86

যাকোব বলেছিল যে সে ঈশ্বরের কাছে দশমাংশ ফেরৎ দিবে যেমন তাঁর ঠাকুরদাদা অব্রাহাম দিয়েছিলেন।

87

সদাপ্রভুকে দশমাংশ দান করার প্রথম লিখিত নির্দেশ লেবীয় পুস্ত কে লেখা আছে।

88

(পদঃ লেবীয় ২৭ঃ৩০)
“আর ভূমির শস্য কিম্বা বৃক্ষের ফল হউক, ভূমির উৎপন্ন মসস্ত দ্রব্যের দশমাংস সদাপ্রভুর।

89

তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র।” লেবীয় ২৭ঃ৩০।

90

আমরা যখন সদাপ্রভুর দশমাংশ ফেরৎ দেই, তখন এ সত্য স্বীকার করে থাকি যে, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনি সব আশীর্ব্বাদের উৎস। কি ভাবে দশমাংশ ব্যবহার হয়?

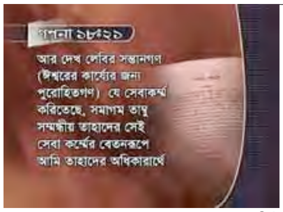

91

(পদঃ গণনা ১৮ঃ২১)
গণনা পুস্তক এ বিষয় পরিস্কার বর্ণনা দিয়েছেনঃ “আর দেখ লেবির সন্তানগণ (ঈশ্বরের কার্যের জন্য পুরোহিতগণ) যে সেবাকর্ম্ম করিতেছে, সমাগম তাম্বু সম্মন্ধীয় তাহাদের সেই সেবা কর্ম্মের বেতনরূপে আমি তাহাদের অধিকারার্থে

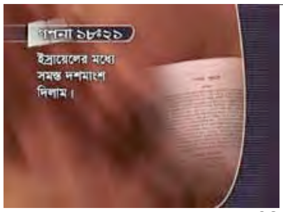

92

ইস্রায়েলের মধ্যে সমস্ত দশমাংশ দিলাম।” গণনা ১৮ঃ২১।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

93

সমগ্র বাইবেলে, আমরা পাই যে, সব সময় দশমাংশ ঈশ্বরের কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

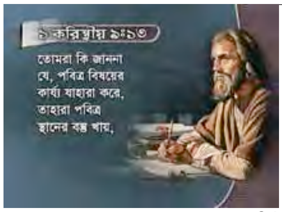

94

(পদঃ ১ করিন্থীয় ৯ঃ১৩, ১৪)
নূতন নিয়মে পৌল ব্যাখ্যা করেছেন, “তোমরা কি জাননা যে, পবিত্র বিষয়ের কার্য্য যাহারা করে, তাহারা পবিত্র স্থানের বস্তু খায়,

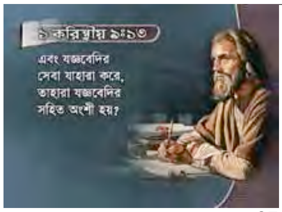

95

এবং যজ্ঞবেদির সেবা যাহারা করে, তাহারা যজ্ঞবেদির সহিত অংশী হয়?

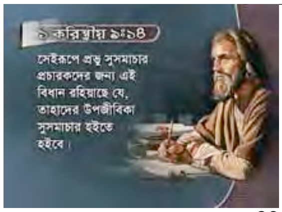

96

সেইরূপে প্রভু সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এই বিধান রহিয়াছে যে, তাহাদের উপজীবিকা সুসমাচার হইতে হইবে।” ১ করিন্থীয় ৯ঃ১৩, ১৪।

97

খ্রীষ্ট যেমন ভাবে দশমাংশ প্রথাকে প্রসংশা করেছেন ঠিক তেমন করে ফরীশীগণ ও অধ্যাপকদের ধর্ম্ম বিষয় সংঙ্কুচিত মনের জন্য তিরস্কার করেছিলেনঃ

98

(পদঃ মথি ২৩ঃ২৩)“ . . . কারণ তোমরা পোদিনা, মৌরি ও জিরার দশমাংশ দিয়া থাক, আর ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর বিষয়-

99

ন্যায়বিচার, দয়া ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছ। কিন্তু এ সকল পালন করা, এবং ঐ সকলও পরিত্যাগ না করা, তোমাদের উচিত ছিল। মথি ২৩ঃ২৩

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

100

হয়তো আপনি চিন্তা করছেন কি করে আপনার আয়ের দশমাংশ সদাপ্রভুকে দেওয়া সম্ভব!
অনেক লোকই এ বিষয় চিন্তা করে থাকে! কিন্তু, তার পরও তারা ঈশ্বরের পরিচালনা ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে দশমাংশ দান করে।

101

এক সপ্তাহ পরে, একই লোকেরা উৎসুক হয়ে স্বাক্ষ দান করে, কি আশ্চার্য্য ঘটনা তাদের জীবনে ঘটেছে।
আয়ের নয় দশমাংশ এমন বৃদ্ধি হয়েছে যা দশভাগের দশমাংশ কখনও করতে পারেনি। আর এটি হচ্ছে আমাদের আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা!

102

অনেক লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, "দশমাংশ কি শুধু যিহুদীদের জন্য নয়?" তা হলে, আমরা কি বলবো, "স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ কি শুধু যিহুদীদের জন্য?"

103

জিম ছিল একজন সৎ দশমাংশ দাতা। সে তার সীমিত আয় থেকে হিসাব করে ঠিক ভাবে দশমাংশ দিত ।প্রথম প্রথম কষ্ট হ'ত কিন্তু সে তাঁর ব্যবসার সাফল্য পেয়েছিল এবং আর্থিক নিরাপত্তা পেয়েছিল।

104

এখন সে তাঁর আর্থিক সাফল্যের জন্য ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা জানায় এবং সদাপ্রভুর অংশ দেবার জন্য পূবেই উৎফুল্ল হয়।

105

দৃষ্টান্তসরূপ ধরুনও এড্ওয়ার্ডের কথা চিন্তা করুন, সে বিশ্বাসপূর্বক বিশ্রামবারে তাঁর ব্যবসা বন্ধ রাখত--এটি হচ্ছে ব্যবসার জন্য সবচেয়ে লাভজনক দিন--সপ্তাহের শুধু মাত্র অন্য ছয় দিনে ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য! ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী!

106

এ ধরণের খ্রীষ্ঠিয়ানগণ মালাখি পুস্তকের প্রতিজ্ঞা নিজেরাই অনুভব করতে পারেন।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

107

(পদঃ মালাখি ৩ঃ১০)
“তোমরা সমস্ত দশমাংশ ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে;

108

আর তোমরা ইহাতে আমার পরীক্ষা কর, ইহা বাহিনীগনের সদাপ্রভু কহেন,

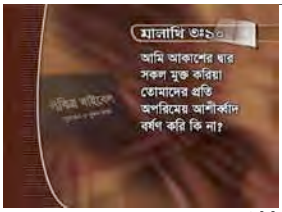

109

আমি আকাশের দ্বার সকল মুক্ত করিয়া তোমাদের প্রতি অপরিমেয় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করি কি না? মালাখি ৩ঃ১৩।

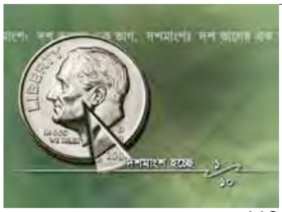

110

সদাপ্রভু বলেন প্রত্যেক বস্তুর দশমাংশ তাঁর জন্য পবিত্র। আমাদের ধনাধ্যক্ষতা পরীক্ষা করার জন্য তিনি আমাদের একটি সুযোগ দান করেন   এ দেখার জন্য যে, আমরা তাঁর মালিকানা স্বীকার পূর্বক সম্মান প্রদর্শন করি কি না।

111

বাইবেল অনুসারে, আমরা যদি এটি প্রত্যাখান করি, তবে ঈশ্বরের কাছ থেকে চুরি করি।

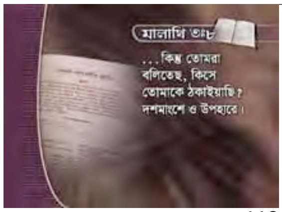

112

(পদঃ মালাখি ৩ঃ৮)
“ . . . কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে তোমাকে ঠকাইয়াছি? দশমাংশে ও উপহারে।” মালাখি ৩ঃ৮।

113

যখন দশমাংশ বা আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ সদাপ্রভুর, তিনি আমাদের হৃষ্ট চিত্তে দিতে বলেছেন, যেন আমরা ঈশ্বরের যত টুকু প্রাপ্য তার চেয়ে বেশী দান করি।
চাঁদা প্রদানের দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারি যে, আমাদের উদারতা কত বেশী।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

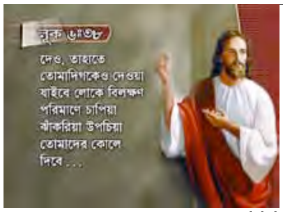

114

(পদঃ লূক ৬ঃ৩৮)
তথাপি, বাইবেল আমাদের কিছু নীতিমালা দিয়েছে।
যীশু বলেন, “দেও, তাহাতে তোমদিগকেও দেওয়া যাইবে লোকে বিলক্ষণ পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দিবে . . . ।” লূক ৬ঃ ৩৮।

115

পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজের জন্য যে আর্থিক ব্যবস্থা তা খুব সহজ এবং সুন্দর। তিনি বলেছেন লোকেরা যেন তাদের হৃদয় থেকে দান করে, নিজেদের প্রয়োজন নিয়ে যেন ভয় না পায়, যা পরিশেষে তাকে আশার অতিরিক্ত ভাবে পূরণ করবে।

116

আপনি হয়তো ভাবছেন, ঈশ্বর যদি স্বর্ণ রৌপ্য, পশু পাল, ভূমি, এবং আমাদের সব কিছুর মালিক হন তবে, আমাদের টাকায় তার কি প্রয়োজন?
দশমাংশ হচ্ছে এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের কার্য্য পরিচালনা করার জন্য তাঁর একটি ব্যবস্থা।

117

তিনি কখনো চিন্তা করেননি যে, আমাদের মণ্ডলীতে লটারী, বিংগো খেলা বা জুয়া খেলার দ্বারা অর্থ সংস্থান করবে।
তবে, সুসমাচার কার্য্যে অর্থায়ণ করতে আমাদের কি দশমাংশ দেওয়া দায়িত্ব নয়?

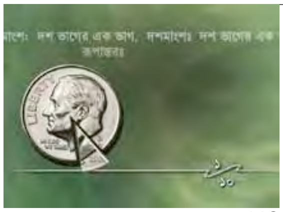
118

প্রত্যেক ব্যক্তি যে ভাবে আয় করে সে ভাবে দান করুক।

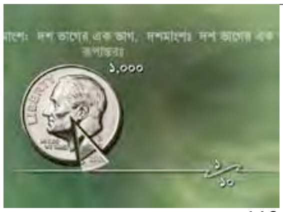
119

আপনি যদি এক হাজার টাকা আয় করেন,

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

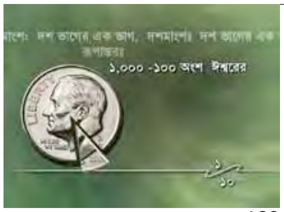

120

এক শত টাকা ঈশ্বরকে দান করুন।

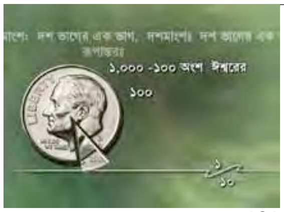

121

যদি একশত টাকা আয় করেন,

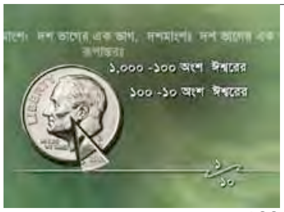

122

তবে দশ টাকা দান করুন। এর থেকে সহজ হিসাব হতে পারে?

123

আমরা ঈশ্বরকে যা কিছু দান করি, তিনি তার চেয়ে বেশী দান করেন। আমরা সব সময় যা দান করি তার চেয়ে বেশী পাই। আমরা যেভাবে দশমাংশ ঈশ্বরকে দান করি, এর দ্বারা তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমরা কম লোভী ও আত্ম–কেন্দ্রিক হয়ে থাকি।

124

আমরা অন্যের জন্য বেশী চিন্তাশীল হই। আমরা যখন আমাদের আশীর্ব্বাদ অন্যের সঙ্গে সহভাগ করি, তখন আমাদের ভালবাসা সহানুভুতি বৃদ্ধি পায় এবং যীশুর ন্যায় হতে পারি। খ্রীষ্টতে বৃদ্ধির জন্য এটি ঈশ্বরের পরিকল্পনা। যীশু শিক্ষা দেবার জন্য সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেনঃ

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

125

এখানে বেশ একটি মজার ব্যাপারঃ একজন অত্যান্ত বিচক্ষণ, কর্মঠ কৃষক শষ্য কাটার সময় প্রচুর ফসল পেল।
এত বেশী ফসল হয়েছিল যে গোলাঘরে ধরল না। অনেক শষ্য এখনও গোলাঘরের বাইরে রইল।
সে কি করবে? এটি ছিল এক দ্বন্দ!
সে সিদ্ধান্ত নিতে হিমশিম খেয়ে গেল। অতিরিক্ত গুলি সে কি গরীবদের দান করবে?
কিন্তু এ গুলি তো তার।

126

সে কি বুদ্ধিপূর্বক পরিকল্পনা করেনি, এবং ভাল ফসলের জন্য তার জ্ঞান ও কৃষি বিদ্যা ব্যবহার করেনি?
সে কি করবে সি বিষয় নিজেই সিদ্ধান্ত নিলঃ

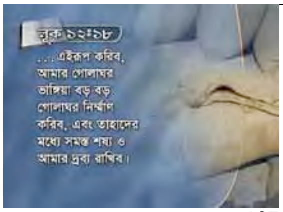

127

(পদঃ লূক ১২ঃ১৮-২১)
" . . . এইরূপ করিব, আমার গোলাঘর ভাঙ্গিয়া বড় বড় গোলাঘর নির্ম্মাণ করিব, এবং তাহাদের মধ্যে সমস্ত শষ্য ও আমার দ্রব্য রাখিব।

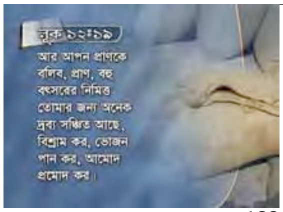

128

আর আপন প্রাণকে বলিব, প্রাণ, বহু বৎসরের নিমিত্ত তোমার জন্য অনেক দ্রব্য সঞ্চিত আছে, বিশ্রাম কর, ভোজন পান কর, আমোদ প্রমোদ কর।"
লূক ১২ঃ১৮, ১৯।

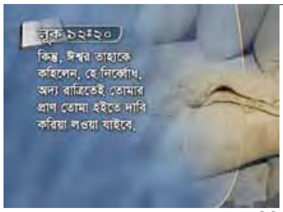

129

"কিন্তু, ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, হে নির্ব্বোধ, অদ্য রাত্রিতেই তোমার প্রাণ তোমা হইতে দাবি করিয়া লওয়া যাইবে,

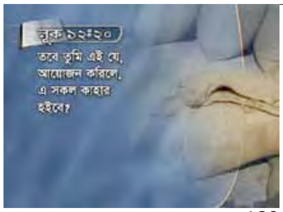

130

তবে তুমি এই যে, আয়োজন করিলে, এ সকল কাহার হইবে?

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

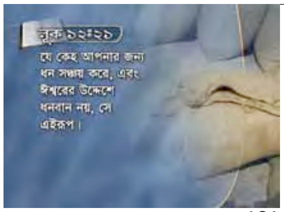

131

যে কেহ আপনার জন্য ধন সঞ্চয় করে, এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে ধনবান নয়, সে এইরূপ।" লূক ১২ঃ২০, ২১।

132

এই ধনী কৃষক স্বীকার করতে পারেনি, যে, কোথা থেকে তার আশীর্ব্বাদ এসেছিল। সে সৃষ্টিকর্ত্তাকে বুঝতে বা ধন্যধ্যক্ষ হিসাবে তার দায়িত্ব বুঝতে পারেনি।

সে সম্পূর্ণ ভাবে গরীব, অনাথ, বিধবা অথবা গৃহহীনদের কথা ভুলে গিয়েছিল।

সে শুধু তার নিজের কথাই চিন্তা করেছিল।

এ ব্যক্তির সমস্যা ছিল – স্বার্থপর মন।

133

(পদঃ মথি ৬ঃ২১)
যীশু বলেছেন, কারণ যে খানে তোমার ধন, সেইখানে তোমার মনও থাকিবে।"
মথি ৬ঃ২১

সম্পদ বিষয়ে আমাদের মনোভাব নিয়ে যীশু বেশ চিন্তিত ছিলেন। কারণ এগুলি যদি খ্রীষ্ট কেন্দ্রিক না হয় তবে, এ গুলি ঈশ্বর থেকে দূরে নিয়ে যায়, এমন কি পরিনামে অনন্ত জীবন হারাতে হয়।

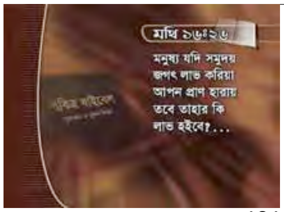

134

(পদঃ মথি ১৬ঃ২৬)
তিনি বলেছেন, বস্তুতঃ "মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ হারায় তবে তাহার কি লাভ হইবে? . . .
মথি ১৬ঃ২৬

135

সমস্যা হচ্ছে, অধুনিক মানুষের জীবন এত জটিল এবং ব্যস্ত যে সে হয় ভুলে যায় অথবা স্মরণ করতে সময় গ্রহন করেনা যে কোথা থেকে তাদের আশীর্ব্বাদ আসছে।

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

136

(ভিডিওঃ ৬ সেকেণ্ড)
সে ভুলে যায় যে, তার পাপের জন্য মূল্য দেয়া হয়েছে।
ফলে তাদের সময়, তালন্ত, এবং সম্পদ দ্বারা ঈশ্বরকে সম্মান দেখাতে ভুলে যায়।
প্রতিদিন আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখা প্রয়োজনঃ

137

যে জিনিস আমরা ভাল বাসি, সে গুলি আমরা হৃদয়ের কাছে রাখতে চাই।

138

যা আমরা ধার করি, সে গুলি কখনও আমাদের নয়।

139

শুধু মাত্র যীশু আমাদের উজ্জ্বল জীবনের জন্য সে গুলি ব্যবহার করতে দিয়েছিন।

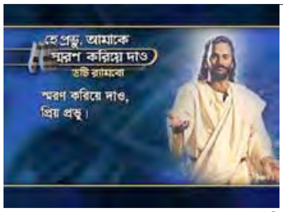

140

অতএব, প্রিয় প্রভু, তুমি আমাদের স্মরণ করিয়ে দাও, স্মরণ করিয়ে দাও।
--ডটি র‍্যামবো থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে,
“স্মরণ করিয়ে দাও, প্রিয় প্রভু।”

১৯। বিনিয়োগে আপনার লোকসান হবে না।

141

আমাদের যা আছে সব কিছু ঈশ্বরের উপহার। আমাদের জীবন ঈশ্বরের উপহার।
আমাদের স্বাস্থ্য ঈশ্বরের উপাহার।
আমাদের প্রত্যেক শ্বাস প্রঃশ্বাস ঈশ্বরের উপহার।
আমরা যে খাবার খাই, কাপড় পরি, গৃহে বাস করি সব ঈশ্বরের উপহার।
আমরা যখন ফেরত দেই, তখন বলি”
আমাদের তুমি যা দিয়েছ সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ”
আপনারা কি বলবেন,” প্রভু,
আমি আমার অর্থের এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমাকে প্রথম স্থান দেব?
যদি, বলতে ইচ্ছা করেন, তবে কি আপনাদের হাত উঠিয়ে সম্মতি জানাবেন, যখন আপনাদের জন্য প্রার্থনা করি?

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

1

অদ্য আমরা এটি কোথায় পেতে পারি?

2

প্রাচীন গ্রীক গল্পে বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তি সত্য খুঁজে পেতে চেয়েছিল।
সে শহরের এক জন প্রাচীন লোকের কাছে গেল, যাকে সবচেয়ে জ্ঞানী বলে মনে করা হতো।
যুবক প্রাচীন জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলল, "মহাশয়, অনুগ্রহ করে বলবেন কি ভাবে আমি সত্য পেতে পারি? আপনি কী সেখানে আমাকে নিয়ে যাবেন?"
বৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি, উঠে হাঁটতে শুরু করল। যুবক তাকে অনুসরণ করল। তারা শহর থেকে হেঁটে হেটে সমুদ্র সৈকতে আসল।
বৃদ্ধ জলের মধ্য দিয়ে হাটতে শুরু করল। যখন তারা মাজা জল পর্যন্ত পৌছল, বৃদ্ধ যুবককে তার হাত মাথার উপরে রাখতে বলল। তার পর বৃদ্ধ তাকে জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরল।
তিনবার যুবক শ্বাস করার জন্য উপরে উঠল। এবং তিনবার বৃদ্ধ জোর করে তাকে জলের নীচে মাথা ঠেসে ধরলো। তৃতীয় বার যুবক চিৎকার করে বল্লো, আমি শুধু সত্য খুঁজে পেতে চেয়েছিলাম?"
জ্ঞানী ব্যক্তি, উত্তর দিয়েছিলেন, তোমার শ্বাস করার জন্য যেমন, আকাঙ্খা ছিল, সত্যের জন্য যদি তেমন আকাঙ্খা থাকে, তবে অবশ্যই সত্য পাবে।"
ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে সত্য সরিয়ে রাখেননি যিরমিয় ভাববাদী বলেন,

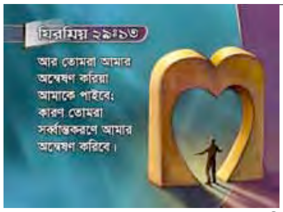

3

(পদঃ যিরমিয় ২৯ঃ১৩)
"আর তোমরা আমার অন্বেষণ করিয়া আমাকে পাইবে; কারণ তোমরা সর্ব্বান্তকরণে আমার অন্বেষণ করিবে।"
যিরমিয় ২৯ঃ১৩।
কিন্তু, কিছু লোকেরা ভুল স্থানে অন্বেষণ করে।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

4

বলা হয়ে থাকে, আমরা প্রত্যেকে “ঈশ্বর পরিকল্পিত শুন্যতা” নিয়ে জন্ম গ্রহন করেছি।
আমাদের যা নেই তা পাবার এক অদম্য অব্যক্ত বাসনা নিয়ে মনে হয় যেন আমাদের জন্ম হয়েছে।
মনের আজান্তে, হয়তো আমরা এমন কিছু অন্বেষণ করি যা আমরা ব্যাক্ত করতে পারি না, কিন্তু আমরা জানি আমাদের কিছু প্রয়োজন এবং কিছু চাই।

5

সুতরাং আমারা বিরামহীন ভাবে আমাদের শূন্যতা পূরণ করার জন্য নাম, যশ, সৌভাগ্য, মাদক দ্রব্য, মদ, সম্পদ এবং বিনোদন কার্যক্রমের অন্বেষণ করে থাকি। শুধু তখনই বুঝতে পারি যখন ফলাফল পাই এবং জানি যে কোন কিছুতেই চিরস্থায়ী তৃপ্তি নেই।

6

আর অতি শীঘ্র বা বিলম্বে একাকী নিদ্রাহীন রাত্রে পুরাকালে ভাববাদী যে প্রশ্ন করেছিলেন তা প্রতিধ্বনীত হয়ঃ

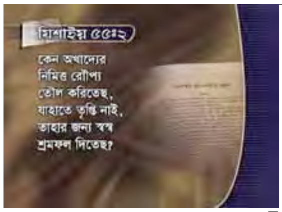

7

(পদঃ যিশাইয় ৫৫ঃ২)
“কেন অখাদ্যের নিমিত্ত রৌপ্য তৌল করিতেছ, যাহাতে তৃপ্তি নাই, তাহার জন্য স্বস্ব শ্রমফল দিতেছ?” যিশাইয় ৫৫ঃ২ বস্তু বা সম্পদের ক্ষণ স্থায়ী তৃপ্তির বিষয় যীশু বুঝতে পেরেছিলেন।

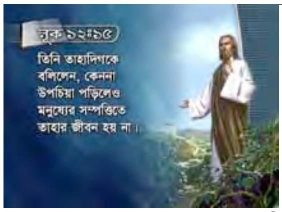

8

(পদঃ লুক ১২ঃ১৫)
তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, কেননা উপচিয়া পড়িলেও মনুষ্যের সম্পত্তিতে তাহার জীবন হয় না।”
লূক ১২ঃ১৫।

9

বর্তমানে লোকেরা নিজের ক্ষমতার উর্ধ্বেও শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এটি নূতন কিছুই নয়।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

10

মানুষ যখনই এদনে নিজের জন্য মনোনয়ন করেছিল, তখন থেকে সে এক অদ্ভুত শুন্যতা অনুভব করেছে, যা শুধু মাত্র ঈশ্বর পূর্ণ করতে পারেন।

11

প্রান্তরে ইস্রায়েল সন্তানদের ক্ষুধার্ত হয়ে ভ্রমন করার জন্য ঈশ্বর অনুমতি দিয়েছিলেন, যেন তারা তাঁর প্রয়োজনীতা অনুভব করতে পারে। ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে ইস্রায়েলদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন,

12

(পদঃ দ্বিতীয় বিবরণ ৮ঃ৩)"তিনি তোমাকে নত করিলেন, ও তোমাকে ক্ষুধিত করিয়া প্রতিপালন করিলেন,

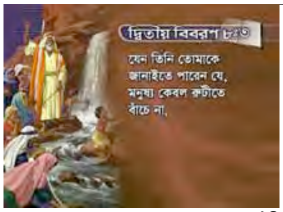

13

যেন তিনি তোমাকে জানাইতে পারেন যে, মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচে না,

14

কিন্তু সদাপ্রভুর মুখ হইতে যাহা যাহা নির্গত হয়, তাহাতেই মনুষ্য বাঁচে।"
দ্বিঃ বিবরণ ৮ঃ৩।

15

স্পষ্টতঃ প্রতিয়মান হয় যে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে ক্ষুধা ও আগ্রহের অনুভূতি অনুমোদন করেন যেন আমারা অন্বেষণ করি এবং ঈশ্বর আমাদের শুন্যতা পূরণ করেন।

16

বর্তমানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ধর্ম্মের প্রতি প্রচুর আগ্রহ দেখতে পাই। আজ প্রচুর গবেষণা ও ধ্যান ধারনা চলছে যেন ধর্ম্মীয় দেয়ালসমূহ ভেঙ্গেফেলে বিভিন্ন মণ্ডলী একিভুত করা হয়।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

17

পৃথিবী ব্যাপি অতি দ্রুত গতিতে নূতন নূতন মণ্ডলীর উত্থান হচ্ছে। প্রত্যেকেই পৃথিবীর সকলের জন্য সত্যের বার্তা নিয়ে ঈশ্বরের বিশেষ লোক বলে দাবী করে।
এ সব দাবী শোনা সত্বেও আমাদের নিশ্চিত বুঝতে হবে সকলের দাবী সত্য নয়।

18

তারা প্রত্যেকেই দাবী করে যে তাদের বিশ্বাস বাইবেলের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত কিন্তু তাদের শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন।

19

কি ভাবে, সরল সহজ লোকেরা এত সব ধর্মিয় দাবীর মধ্যে বুঝতে ও জানতে পারবে কোন টি প্রকৃত সত্য।
খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে কি ঈশ্বরের কোন বিশেষ দল আছে, যাদের তিনি তাঁর মণ্ডলী বলে দাবী করেন? পৌল লিখেছেনঃ

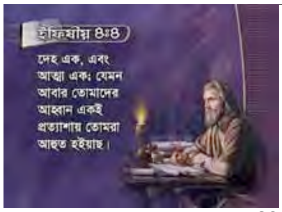

20

(পদঃ ইফিষীয় ৪ঃ৪-৬)
দেহ এক, এবং আত্মা এক; যেমন আবার তোমাদের আহ্বান একই প্রত্যাশায় তোমরা আহুত হইয়াছ।

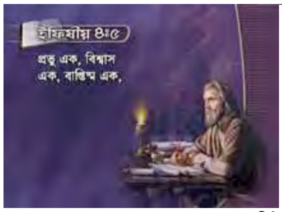

21

প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক,

22

সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক"ইফিষীয় ৪ঃ৪-৬

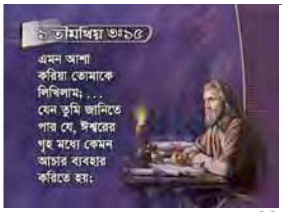

23

(পদঃ ১ তীমথিয় ৩ঃ১৫)পৌল তার যুবক বন্ধু তীমথিকে লিখেছিল, "এমন আশা করিয়া তোমাকে লিখিলাম; . . . যেন তুমি জানিতে পার যে, ঈশ্বরের গৃহ মধ্যে কেমন আচার ব্যবহার করিতে হয়;

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

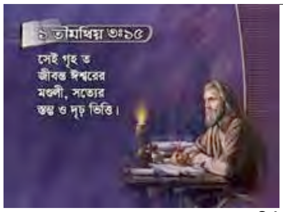

24

 সেই গৃহ ত জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি।”
১ তীমথিয় ৩ঃ১৫।
 পৌল পরিস্কার ভাবে বলেছেন যে, ঈশ্বরের মণ্ডলী হচ্ছে বর্তমানে সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি, কিন্তু আমরা কি করে জানব, কোন মণ্ডলীতে সত্য আছে।

25

বর্তমানে অনেক মিশন বা মণ্ডলী আছে, অতএব অনেক মতবাদ এবং অনেক ধর্মিয় সমাজ ও বিভ্রান্তি ও আছে।

26

 প্রিয় বন্ধুগণ, শাস্ত্র অনুসারে, যীশু কখনো আশা করেননি যে কোন রূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে এবং এত সব মণ্ডলী/সম্প্রদায়/ মিশন হবে।
তার ক্রুশারোপনের পূর্বে যীশু প্রার্থনা করেছিলেনঃ

27

 (পদঃ যোহন ১৭ঃ২১)
“পিতঃ যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদিগতে থাকে;

28

 যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। যোহন ১৭ঃ২১।
 যীশু আশা করেছিলেন, তাঁর অনুসারীদের প্রেম ও একতা দেখে চেনা যাবে।
খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীতে কোন ভাগ/বিভেদ দেখতে প্রত্যাশা করেননি।

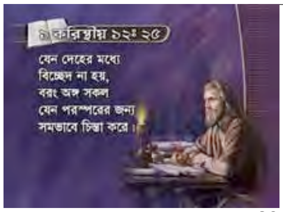

29

 (পদঃ ১ করিন্থীয় ১২ঃ ২৫)এমন কি পৌল লিখেছেন, “যেন দেহের মধ্যে বিচ্ছেদ না হয়, বরং অঙ্গ সকল যেন পরস্পরের জন্য সমভাবে চিন্তা করে।

30

 কিন্তু পৌল সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ভ্রষ্টতা আসবে এবং বিচ্ছেদ ঘটাবে!

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

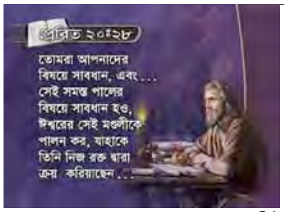

31

(পদঃ প্রেরিত ২০ঃ২৮-৩০)
আসুন পড়িঃ “তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান, এবং . . . সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান হও, ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন কর, যাহাকে তিনি নিজ রক্ত দ্বারা ক্রয়
করিয়াছেন . . .

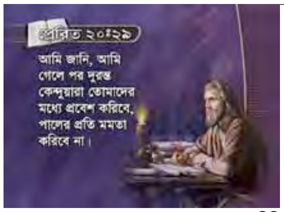

32

আমি জানি, আমি গেলে পর দুরন্ত কেন্দুয়ারা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে, পালের প্রতি মমতা করিবে না।

33

এবং তোমাদের মধ্য হইতেও কোন কোন লোক উঠিয়া

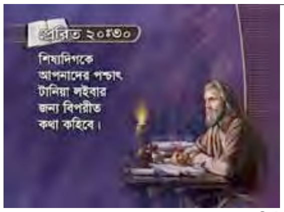

34

শিষ্যদিগকে আপনাদের পশ্চাৎ টানিয়া লইবার জন্য বিপরীত কথা কহিবে।”
প্রেরিত ২০ঃ২৮-৩০।

35

আমরা যদি মণ্ডলীর ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি পাত করি তবে দেখব, ঠিক এ রূপ ঘটনা ঘটে ছিল।
ভণ্ড শিক্ষাগুরুরা উঠেছিল এবং অনেকে তাদের প্রতারণার শিকার হয়েছিল এবং মণ্ডলী ত্যাগ করে চলে গেছে।
অন্যরা বিভ্রান্ত হয়েছিল। শিষ্যদের বিপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে যীশুর শিক্ষা লোকেরা ভুলেগিয়েছিল। কিন্তু, এতোদসত্বেও ঈশ্বরের মণ্ডলী বিশ্বাসে স্থীর ছিল।

36

কিন্তু কিছু লোক বলে, “কোনটি ঈশ্বরের সত্য মণ্ডলী এটি খুঁজে বের করতে, সব ধর্ম পড়তে পড়তে সারা জীবন কেটে যাবে।” কিন্তু, একটি সহজ পথ আছে। ঈশ্বরের পথ বা পন্থা।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

37

সরকারী বিশেষজ্ঞগণ বলে যে, নকল টাকা খুঁজে বের করা খুব সহজ। লক্ষ্য করুন, তারা আসল টাকার বৈশিষ্টগুলি ভাল ভাবে লক্ষ্য করে।

38

তারা টাকার (নোটের) ধরণ, রং, মোটা বা পাতলা, ছাপা এবং ক্রমিক সংখ্যা এ গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লক্ষ করে।
যখনই তারা একটি আসল টাকার নোট দেখে তারা নকলটির পার্থক্য বুঝতে পারে।
যদি কোন একটি আসল বৈশিষ্ট না থাকে তখন সেটি নকল বলা হবে।

39

সত্য সম্বন্ধে একটি বিষয় প্রযোজ্য।

40

আমাদের অনেক অনেক ঘণ্টা যাবৎ সব মণ্ডলীর শিক্ষা অধ্যায়ণ করা প্রয়োজন নেই। আমরা যদি বাইবেলে লেখা ঈশ্বরের সত্য মণ্ডলীর বৈশিষ্ঠ জানি তবেই যথেষ্ট।
ঈশ্বর অনুমান করার জন্য দায়িত্ব মানুষের কাছে ছেড়ে দেননি, কারণ ঈশ্বর তার বাক্যের মাধ্যমে আমদের কাছে নিদিষ্ট ঘটনা বা বর্ণনা দিয়েছেনঃ

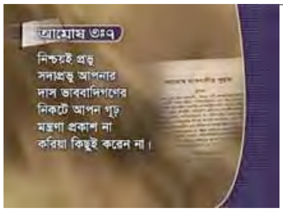

41

(পদঃ আমোষ ৩ঃ৭)
“নিশ্চয়ই প্রভু সদাপ্রভু আপনার দাস ভাববাদিগণের নিকটে আপন গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ না করিয়া কিছুই করেন না।”
আমোষ ৩ঃ৭

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

42

প্রকাশিত বাক্য হচ্ছে সব ভাববাণীর সারমর্ম। এটি বিশেষ ভাবে শেষ কাল সম্পর্কে আমাদের অন্তরর্দৃষ্টি দান করে। পৃথিবীর শেষ কালে যে সব ধর্ম ভ্রষ্টতা ও ধর্মিয় বিভ্রান্তি বিরাজ করছে সে সম্পর্কে এ পুস্তকে প্রকাশ করা হয়েছে।

খ্রীষ্টের মণ্ডলী এবং শয়তানের মধ্যে যে দন্দ প্রকাশিত বাক্য তা পূর্বেই উল্লেখ করেছে।

খ্রীষ্টের সময় কাল অবধি পৃথিবীর শেষ সময় পর্য্যন্ত মণ্ডলীর ইতিহাসের সমগ্র চিত্র ১২ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছেঃ

43

(পদঃ প্রকাশিত ১২ঃ১,২) "আর স্বর্গমধ্যে এক মহৎ চিহ্ন দেখা গেল। একটী স্ত্রীলোক ছিল, তাহার পরিচ্ছদ,

44

ও চন্দ্র তাহার পদের নীচে, এবং তাহার মস্তকের উপরে দ্বাদশ তারার এক মুকুট।

45

সে গর্ভবতী, আর ব্যথিতা হইয়া চেঁচাইতেছে, সন্তান প্রসবের জন্য ব্যথা খাইতেছে।"

প্রকাশিত ১২ঃ১,২

46

এখানে ঈশ্বর এক স্ত্রীলোকের চিত্র বর্ণনা করেছেন, সূর্য্য তার পরিচ্ছদ, চন্দ্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং তার মুকুটে বারটি তারা আছে।

এর অর্থ কি?

বাইবেলের ভবিষ্যৎদ্বাণীতে পবিত্র স্ত্রীলোক নারীকে নির্দেশ করে ঈশ্বরের লোক বৃন্দ--তাঁর মণ্ডলী। যিরমিয় ভাববাদী লিখেছেনঃ

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

47

(পদঃ যিরমিয় ৬ঃ২)
"সুন্দরী সুখ ভোগিণী সিয়োন কন্যাকে আমি সংহার করিব।" যিরমিয় ৬ঃ২
কে এ "সিয়োন"? যিশাইয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর বলেছেন;

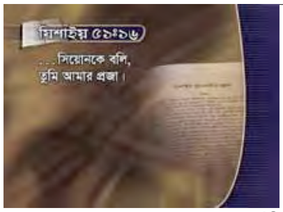

48

(পদঃ যিশাইয় ৫১ঃ১৬)
" . . . সিয়োনকে বলি, তুমি আমার প্রজা।"
যিশাইয় ৫১ঃ১৬।
আমরা যদি দুটি পদকে যোগ করি তবে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর পবিত্র নারী বা রমনীতে তাঁর সত্য মণ্ডলী রূপে নির্দেশ করেছেন।
প্রেরিত পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীকে বর্ণনা করতে একই বাক্য ব্যবহার করেছেন।

49

(পদঃ ২ করিন্থীয় ১১ঃ২)
"কেননা আমি তোমদিগকে সতী কন্যা বলিয়া একই বর খ্রীষ্টের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য বাগদান করিয়াছি।"
২ করিন্থীয় ১১ঃ২।

50

(পদঃ প্রকাশিত ১৭ঃ৩-৫)
অন্যদিগে, যোহনকে ও এক স্ত্রী লোক কে দেখান হয়েছিল, যে বর্ণনা প্রকাশিত ১৭ অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছেঃ
"তাহাতে আমি এক নারীকে দেখিলাম, সে সিন্দুর বর্ণ পশুর উপর বসিয়া আছে; সে পশু ধর্ম্ম নিন্দার নামে পরিপূর্ণ . . .

51

আর সেই নারী বেগুনিয়া ও সিন্দুর বর্ণ বস্ত্র পরিহিতা এবং সুবর্ণে ও মূল্যবান মণিতে ও মুক্তায় মণ্ডিতা,

52

এবং তাহার হস্তে সুবর্ণময় এক পানপাত্র আছে, ইহা ঘৃণার্হ দ্রব্যে ও তাহার বেশ্যাক্রিয়ার মালিন্যে পরিপূর্ণ।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

53

আর তাহার ললাটে এই নাম লিখিত আছে, এক নিগূঢ় তত্ত্ব;

54

মহতী বাবিল, পৃথিবীর বেশ্যাগণের ও ঘৃণাস্পদ সকলের জননী” প্রকাশিত ১৭ঃ৩-৫।

55

এ নারীরা হচ্ছে অপবিত্র নারীর প্রতিক মিথ্যা মণ্ডলী। পতিত মণ্ডলী খ্রীষ্টের প্রতি অবিশ্বস্ত এবং বাইবেল সত্যের বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে।

যারা ঈশ্বরের শিক্ষা ভুলে পৃথিবীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে তাদের সম্বন্ধে যাকোব বলেনঃ

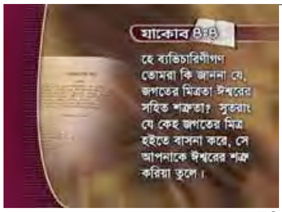

56

(পদঃ যাকোব ৪ঃ৪)

“হে ব্যভিচারিণীগণ তোমরা কি জাননা যে, জগতের মিত্রতা ঈশ্বরের সহিত শত্রুতা? সুতরাং যে কেহ জগতের মিত্র হইতে বাসনা করে, সে আপনাকে ঈশ্বরের শত্রু করিয়া তুলে।”

যাকোব ৪ঃ৪।

57

পতিত নারী নির্দেশ করে ভ্রষ্ট মণ্ডলী এবং পবিত্র নারী নির্দেশ করে পবিত্র মণ্ডলী।

আসুন আমরা ভবিষৎদ্বাণীতে পবিত্র নারীর প্রতি দৃষ্টি পাত করি।

পবিত্র নারী = পবিত্র মণ্ডলী

ভ্রষ্ট নারী = ভ্রষ্ট মণ্ডলী

58

(পদঃ প্রকাশিত ১২ঃ২,৪)

“সে গর্ভবতী, আর ব্যথিতা হইয়া চেঁচাইতেছে, সন্তান প্রসবের জন্য ব্যথা খাইতেছে।

59

যে স্ত্রীলোকটী সন্তান প্রসব করিতে উদ্যত সেই নাগ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল,

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

60

যেন সে প্রসব করিবামাত্র তাহার সন্তানকে গ্রাস করিতে পারে।” প্রকাশিত ১২ঃ২, ৪।

কে এই নাগ যে স্ত্রীলোকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, যেন তার সন্তান প্রসব হওয়া মাত্র গ্রাস করতে পারে?

61

(পদঃ প্রকাশিত ১২ঃ৭-৯)“আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল; মীখায়েল ও তাঁহার দূতগণ ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই নাগ ও তাহার দুতগণও যুদ্ধ করিল,

62

কিন্তু জয়ী হইল না, এবং স্বর্গে তাহাদের স্থান আর পাওয়া গেল না।

63

আর সেই মহা নাগ নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল {অপবাদক} এবং শয়তান (বিপক্ষ) বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়;

64

সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহার দূতগণও তাহার সহিত নিক্ষিপ্ত হইল।”

প্রকাশিত ১২ঃ৭-৯।

65

(পদঃ প্রকাশিত ১২ঃ ৫)

প্রকাশিত বাক্য নবজাত সন্তানেরও বর্ণনা দান করেঃ “পরে সেই স্ত্রীলোকটী এক পুত্রসন্তান প্রসব করিল; যিনি লৌহদন্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে শাসন করিবেন।

66

আর তাহার সন্তানটী ঈশ্বরের ও তাঁহার সিংহাসনের নিকটে নীত হইলেন।” প্রকাশিত ১২ঃ৫

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

67

পৃথিবীর ইতিহাসে শুধু মাত্র একজন সন্তানের কথা বলা হয়েছে যে লৌহদন্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে শাসন করিবেন” আর সে, “ঈশ্বরের ও তাঁহার সিংহাসনের নিকটে নীত হইলেন।” তিনি ছিলেন যীশু। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের কথা বলতে গিয়ে

68

(পদঃ প্রকাশিত ১৯ঃ১৫)যোহন বলেছেন, “আর তাঁহার মুখ হইতে এ তীক্ষ তরবারি নির্গত হয়, যেন তদ্দারা তিনি জাতিগণকে আঘাত করেন;

69

প্রেকাশিত ১৯ঃ১৫
পৌল বলেছেন কি ভাবে যীশু “ঈশ্বরের সম্মুখে নীত হয়েছিলেন,”

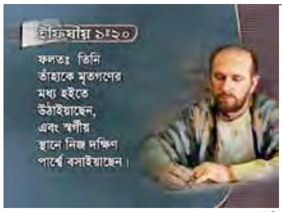

70

(পদঃ ইফিষীয় ১ঃ২০)“ফলতঃ তিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন।” ইফিষীয় ১ঃ২০।

71

যে যুদ্ধ স্বর্গে শুরু হয়েছিল, তা পৃথিবীতে স্থানান্তরীত হল। রোমীয় পৌত্তলিক শাসন কর্ত্তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শয়তান যীশু জন্ম গ্রহন করার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন নিতে চেয়েছিল।
রোমীয় শাসনকর্ত্তা হেরোদ ঘোষণা করেছিল, যে দুবৎসর ও তার নীচের সব পুরুষ সন্তানদের বধ করা হবে, কিন্তু দূতের সতর্কতায় মরিয়ম এবং যোষেফ যীশুকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

72

দিয়াবল যীশুর সমস্ত কর্ম জীবনে প্রলোভিত করেছে যেন পতিত পৃথিবীর জন্য ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনা বাঁধা গ্রস্ত হয়।
খ্রীষ্টের দেহ ক্রুশে টাঙ্গিয়ে, শয়তান ভেবেছিল সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছে।
কিন্তু শুন্য কবর শয়তানের পরাজয় নিশ্চিত করেছে।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

73

খ্রীষ্ট পুনুরুত্থিত হয়েছেন এবং স্বর্গে তাঁর পিতার সিংহাসনে আরোহন করেছেন।
ভবিষৎদ্বাণীতে যে ভাবে বলা হয়েছে, ঠিক সে ভাবেই সব কিছু ঘটেছে।
ঈশ্বরের পুত্রকে ধ্বংশ করতে ব্যার্থ হয়ে শয়তান, তার ক্রোধ নারীর প্রতি বা মণ্ডলীর প্রতি নিক্ষেপ করেছে।

74

খ্রীষ্টের শিষ্য সকলে নয়, কিন্তু একজন স্বাক্ষমর হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিল।
আপনারা যদি কোন পিতা মাতাকে দুঃখ দিতে চান তবে, কি ভাবে দুঃখ দিবেন? তাদের সন্তানদের নির্যাতনের মাধ্যমে।
শয়তান যীশুকে স্পর্শ করতে পারেনি। কারণ তিনি তো স্বর্গে নীত হয়েছেন। সুতরাং সে ক্ষুদ্ধ হয়ে যীশুর অনুসারীদের আক্রমণ করছে।

75

প্রেরিত পৌলকে রোমের প্রাচীরের বাইরে মস্তক ছেদন করা হয়েছিল।খ্রীষ্টিয়ানদের অত্যাচার করে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং অনেকেই তাদের রক্তের দ্বারা স্বাক্ষ বহন করেছে।

76

যত দিন শিষ্যগণ জীবিত ছিলেন, তত দিন যাবৎ মণ্ডলী সত্যের জন্য দৃঢ় ছিল।শিষ্যদের মৃত্যুর পর, সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে কিছু খ্রীষ্টানেরা সত্যের সঙ্গে আপোষ করেছিল এবং মণ্ডলীতে ভ্রান্ত শিক্ষা প্রবেশ করেছিল।

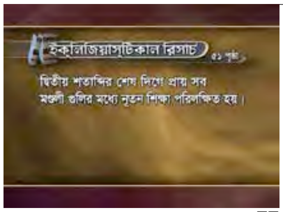

77

"দ্বিতীয় শতাব্দির শেষ দিগে প্রায় সব মণ্ডলীগুলির মধ্যে নূতন শিক্ষা পরিলক্ষিত হয়।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

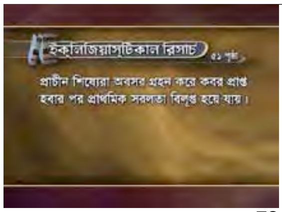

78

প্রাচীন শিষ্যরা অবসর গ্রহন করে কবর প্রাপ্ত হবার পর প্রাথমিক সরলতা বিলুপ্ত হয়ে যায়।" ইক্লিজিয়াস্টিকাল রিসার্চ, ৫১ পৃষ্ঠা।

79

চতুর্থ শতাব্দিতে সম্রাট কনষ্ট্যোনটাইন সমগ্র রোমীয় সম্রাজ্যকে পৌত্তলিকতা ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের সংমিশ্রনের মাধ্যমে একটি ধর্ম্মিয় নিয়মের দ্বারা শাসন করতে চেষ্টা করে ছিল।

ফলে খ্রীষ্ট ধর্ম খুব জনপ্রিয় হয়ে গেল। পৌত্তলিক উপাসকেরা মণ্ডলীতে বাপ্তিস্ম গ্রহন করে এবং তাদের অনেক বিশ্বাস ও আচার-আচারণ নিয়ে আসে।

এ ভাবেই মণ্ডলী ভুল শিক্ষাকে আলিঙ্গণ করে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে দৃষ্টিচ্যুত হয়ে পরে।

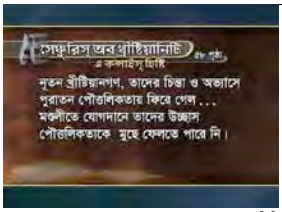

80

এক জন ঐতিহাসিক লিখেছেন, "নূতন খ্রীষ্টিয়ানগণ, তাদের চিন্তা ও অভ্যাসে পুরাতন পৌত্তলিকতায় ফিরে গেল ... । মণ্ডলীতে যোগদানে তাদের উচ্ছাস পৌত্তলিকতাকে মুছে ফেলতে পারে নি।

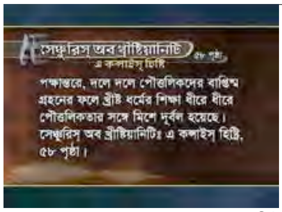

81

পক্ষান্তরে, দলে দলে পৌত্তলিকদের বাপ্তিস্ম গ্রহনের ফলে খ্রীষ্ট ধর্মের শিক্ষা ধীরে ধীরে পৌত্তলিকতার সঙ্গে মিশে দূর্বল হয়েছে।"সেঞ্চুরিস্ অব খ্রিষ্টিয়ানিটিঃ এ কন্সাইস্ হিষ্ট্রি, ৫৮ পৃষ্ঠা।

82

কিন্তু, এ সময়ও অনেক ঈশ্বরের বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ানগণ অবশিষ্ট ছিল, এবং তারা মণ্ডলীতে পরিবর্তন প্রবেশ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল।তারা আপষ করার বিরুদ্ধে অনড় ছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের অবস্থানের জন্য অত্যাচারিত হয়েছে। অতি শীঘ্র রোমিয় সম্রাটগণ একটি আদেশ জারি করল যে, মণ্ডলীর শিক্ষা (ভ্রান্ত, মিথ্যা) যে প্রত্যাখ্যান করবে তার প্রাণ দণ্ড হবে।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

83

(পদঃ প্রকাশিত ১২ঃ১৩)
যোহন পূর্বেই এ বিষয় লিখেছেন; “ঐ নাগ .. সে সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি তাড়না করিতে লাগিল।”
প্রকাশিত ১২ঃ১৩।

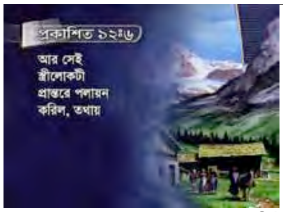

84

(পদঃ প্রকাশিত ১২ঃ৬)
“আর সেই স্ত্রীলোকটী প্রান্তরে পলায়ন করিল, তথায়

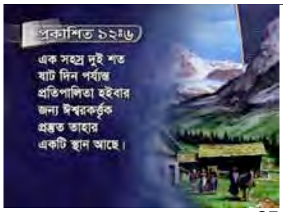

85

এক সহস্র দুই শত ষাট দিন পর্য্যন্ত প্রতি পালিতা হইবার জন্য ঈশ্বরকর্তৃক প্রস্তুত তাহার একটি স্থান আছে।”
প্রকাশিত ১২ঃ৬।

লক্ষ করুন, ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর লোকেরা অত্যাচারিত হবেঃ ১২৬০ বৎসর। আমরা ইতো মধ্যে অবগত হয়েছি যে, বাইবেলের ভবিষৎদ্বাণীতে এক দিন সমান এক বৎসর কাল ধরা হয়।

86

(পদঃ যিহিষ্কেল ৪ঃ৬)
“ . . . এক এক বৎসর নিমিত্ত এক এক দিন তোমার জন্য রাখিলাম।”
– যিহিষ্কেল ৪ঃ৬

87

সুতরাং প্রকাশিত বাক্যে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত লোকদের অত্যাচারিত হবার সময় কাল ছিল ১,২৬০ বৎসর।

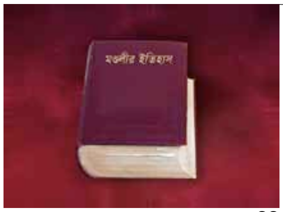

88

বাইবেলের এ ভবিষ্যৎদ্বাণীটি ইতিহাস সঠিকভাবে সমর্থন করে। রোমিয় সম্রাট জাষ্টিনিয়ান সেনাধ্যক্ষ বেলিসারিয়াসকে আদেশ করেছিল যেন শেষ দুই আর্য শক্তিকে ধ্বংশ করে যারা রোমিয় মণ্ডলীর বিরোধিতা করেছে।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

89

এদের মধ্যে শেষ ক্ষমতার বিলুপ্তি হয় ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং জাষ্টিনিয়ান রোমের বিশপকে "মণ্ডলীর প্রধান ধর্ম বিরুদ্ধচারীদের প্রকৃত ও যোগ্য সংস্কারক" বলে ঘোষণা করে।
আর তথা কথিত "ধর্ম মত বিরুদ্ধকারীদের" প্রতি অসহিষ্ণু রাজত্বের সূচনা হয়।

90

যে সব বিশস্ত খ্রীষ্টিয়ানগণ ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্যনুসারে সত্য পালন করতে বাসনা করেছিল, তাদের সত্যকে ধারণ করতে হলে পলায়ন ছাড়া তাদের কোন পথ ছিল না। আর পূবেই প্রকাশিত বাক্য এ বিষয় বলা হয়েছে।স্ত্রী লোকটি প্রান্তরে পলায়ন করল।

91

ওয়াডিনসিস্, আলবিজেনসিস্ এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ানগণ উত্তর ইতালির আল্পস্ এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে ও হুজুনটগণ সমগ্র ফ্রান্সে ছড়িয়ে গেল। তারা প্রত্যন্ত উপতক্যা, পাহাড়ের গুহা এবং উচ্চ পর্ব্বতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহন করল।
তাদের সাধারণ অপরাধী বলে খোঁজা হ'লো এবং অনেককে ধরে হত্যা করা হয়েছিল।
তাদের অপরাধ কি ছিল? তারা যীশুর শিক্ষা পরিত্যাগ করেনি।

92

লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টিয়ানগণ তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে অপোষ করার চেয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছিল। অনেক ইতিহাসবীদগণ এ মৃত্যুর সংখ্যা অনুমান করেছে প্রায় ৫০ মিলিয়ন। (৫০,০০০,০০০) পঞ্চাশ লক্ষ।
অনেকেই যারা মৃত্যুবরণ করেছিল নামধারী খ্রীষ্টিয়ানগণের দ্বারা সাক্ষমর হয়েছিল এবং এই নামধারী খ্রীষ্টিয়ানগণ মনে করতো তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করছে।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

93

পরিশেষে ঈশ্বরের সত্যই বিজয়ী হয়েছে। বাইবেল বিভিন্ন ভাষাতে অনুবাদ করা হয়েছে এবং বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী ছাপানো বাইবেল প্রকাশ করা হচ্ছে।
ঈশ্বরের বাক্য আর লুক্কায়িত নেই। বর্তমানে এখন এটি প্রকাশ পেয়েছে।

94

সাহসী সংস্কারকগণ সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করেছেন। এদের মধ্যে হাস, জেরম কে খুটির সঙ্গে বেঁধে পোড়ান হয়েছিল।

95

এ ছাড়া লূথার, উইক্লিফ এবং টেন্ডেলকে নির্যাতন করা হয়েছিল।

96

যাই হোক, আমেরিকা অবিস্কারের ফলে ইউরোপের অত্যাচারিত খ্রীষ্টিয়ানদের নূতন স্বাধীনতা ও নূতন আশ্রয় প্রদান করা হয়েছে।

97

নবজাত জাতীর সমুদ্র সৈকতে সভ্যতা ও ধর্ম্মিয় স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল।

98

(ভিডিওঃ ১০ সেকেণ্ড)
সত্যের সঙ্গে আপোষ এবং অত্যাচারের কথা যা প্রকাশিত ১২ অধ্যায় ভবিষ্যৎদ্বাণী করা হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তি হয়েছিল ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে।
৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অত্যাচার শুরু হবার পর ঠিক ১২৬০ বৎসর পর এর রাজত্ব শেষ হয় যখন নেপোলিয়ান জেনারেল বার্থিয়ারকে প্রেরণ করে পোপকে বন্দিত্বে নেবার জন্য।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

99

বাইবেলের এ ভবিষ্যৎদ্বাণীর সময় যখন প্রায় শেষ তখনও ঈশ্বরের একদল লোক বিশ্বস্তভাবে বাইবেলের শিক্ষাকে ধারণ করে জীবন যাপন করত।

ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ব্বেই বলেছে যে, এ ভবিষ্যৎদ্বাণীর কাল সমাপ্তির পরেও যারা ঈশ্বরের মণ্ডলীতে বিশ্বস্তভাবে অবশিষ্ট থাকবে, শয়তান তাদের উপর ক্রোধান্বিত হবে।

100

(পদঃ প্রকাশিত ১২ঃ১৭)
"আর সেই স্ত্রীলোকটীর প্রতি নাগ ক্রোধান্বিত হইল, আর তাহার বংশের সেই অবশিষ্ট লোকদের সহিত,

101

যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশুর স্বাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল।"
প্রকাশিত ১২ঃ১৭

102

অবশিষ্ট হচ্ছে, বড় একটুকরা কাপড়ের শেষের অংশ ঠিক একই ভাবে, ঈশ্বরের অবশিষ্ট "মণ্ডলী হচ্ছে, সেই মণ্ডলী যা যীশুর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে অবস্থিত থাকবে।

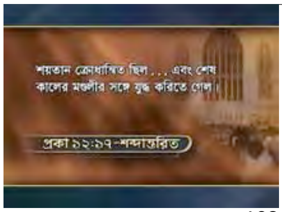

103

সুতরাং এ পদের আক্ষরীক ব্যাখ্যা করলে আমরা বলতে পারি, "শয়তান ক্রোধান্বিত ছিল ... এবং শেষ কালের মণ্ডলীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল।"
শয়তান অত্যন্তঃ ক্রোধান্বিত তথাপি ঈশ্বরের লোকেরা শেষ কালে তাঁর সত্য পালন করবে।

104

যোহন দুইটি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে শেষ কালের মণ্ডলীকে আমরা চিনতে পারবঃ "আর সেই স্ত্রী লোকটীর প্রতি নাগ ক্রোধান্বিত হইল আর তাহার বংশের সেই অবশিষ্ট লোকদের সহিত,

105

যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশুর স্বাক্ষ্যধারণ করে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল।” প্রকাশিত ১২ঃ১৭এ অবশিষ্ট হচ্ছে তারা, যারা ঈশ্বরের সব আজ্ঞা পালন করবে।

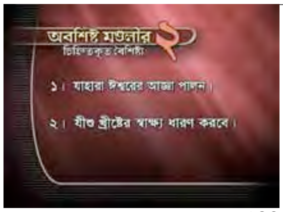

106

যীশু খ্রীষ্টের স্বাক্ষ্য ধারণ করবে।

107

কিন্তু, প্রত্যেক মণ্ডলী কি শিক্ষা দেয় না যে, খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্য থাকা আবশ্যক?
সঠিক ভাবে না! কিন্তু অনেক খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় কোন না কোন ভাবে বর্তমানে ঈশ্বরের কিছু কিছু শিক্ষার অবাধ্য হতে শিক্ষা দান করে।
উদাহরণ স্বরূপ; কোন কোন দলকে প্রতিমার সম্মুখে প্রণিপাত করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্যরা ঈশ্বরের নামের পবিত্রতা অবজ্ঞা করে।

108

(পদঃ যাত্রা ২০ঃ ৮ – ১০)
আর পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম্মই সৃষ্টির স্বারক চতুর্থ আজ্ঞা থেকে তাদের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছেঃ
“তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও।

109

ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য্য করিও;

110

কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন।” যাত্রা ২০ঃ৮-১০।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

111

(পদঃ প্রকাশিত ১২ঃ১৭)
শেষকালে ঈশ্বরের অবশিষ্ঠ লোকেরা অথবা শেষ কালিন মণ্ডলী শুধু ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনই করবে না,
কিন্তু ভবিষৎদ্বাণী আরো বলেছে, “তাঁরা যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য ধারণ করবে।” প্রকাশিত ১২ঃ১৭।

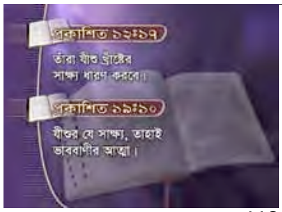

112

(পদঃ প্রকাশিত ১৯ঃ১০)
প্রকাশিত ১৯ঃ১০ পদে বলে, “যীশুর যে সাক্ষ্য, তাহাই ভাববাণীর আত্মা।”

113

শেষ কালে ঈশ্বরের মণ্ডলীতে আত্মার বর থাকবে, এমনকি ভাববাণীর আত্মা। আমরা পরবর্ত্তি সময় এ বিশেষ দান বা বর সমন্ধে আলোচনা করব। ঈশ্বর আরো বেশ কয় একটি বৈশিষ্ট দিয়েছেন যেগুলি আমরা শেষ কালে তাঁর মণ্ডলীতে খুঁজে পেতে পারি।
তাঁর লোকেরা সুসমাচার সমূদয় পৃথিবীতে প্রচার করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে, কারণ যীশু তাঁর মণ্ডলীকে আদেশ করেছেনঃ

114

(পদঃ মথি ২৮ঃ১৯,২০)
“অতএব তোমরা গিয়া সমূদয় জাতিকে শিষ্য কর;

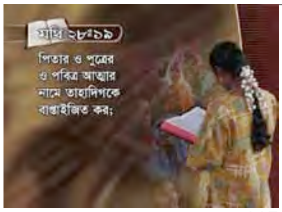

115

পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর;

116

আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিযাছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

117

আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। মথি ২৮ঃ১৯, ২০।

118

সমূদয় জগতে অনন্তকালিন সুসমাচার প্রচার করার আদেশ দেওয়া, প্রকাশিত বাক্য ১৪ অধ্যায়ে তিনিটি দূতের আকাশের মধ্য দিয়ে উড়ে বেড়ানো নির্দেশ করে।

তিনটি অধ্যায়ে দূতের বার্তার মধ্যে প্রথম অংশ দুইটি মহৎ সত্য সম্পর্কে বলে যা আমাদের প্রত্যেকের কাছে বলা আবশ্যকঃ

119

(পদঃ প্রকাশিত ১৪ঃ৬,৭)
"পরে আমি আর এক দূতকে দেখিলাম, তিনি আকাশের মধ্য পথে উড়িতেছেন,

120

তাঁহার কাছে অনন্তকালীন সুসমাচার আছে, যেন তিনি পৃথিবী নিবাসীদিগকে,

121

প্রত্যেক জাতি ও বংশ ও ভাষা ও প্রজাবৃন্দকে সুসমাচার জানান;

122

তিনি উচ্চ রবে এই কথা কহিলেন, ঈশ্বকে ভয় কর, ও তাঁহাকে গৌরব প্রদান কর, কেননা তাঁহার বিচার সময় উপস্থিত;

123

যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও জলের উনুই সকল উৎপন্ন করিয়াছেন, তাহার ভজনা কর।" প্রকাশিত ২৪ঃ৬, ৭

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

124

যারা পৃথিবীর শেষ মূহুর্তে বাস করবে এটি তাদের জন্য একটি সতর্কবাণী যে ঈশ্বরের বিচার সময় উপস্থিত।
এটি অবশ্যই ঈশ্বরের মহা সৃষ্টি শক্তির স্মারক, সপ্তম দিন শাব্বাথ।
তিনটি বার্তার মধ্যে দ্বিতীয় বার্তাটি পাওয়া যায় প্রকাশিত ১৪ঃ৮ পদেঃ

125

(পদঃ প্রকাশিত ১৪ঃ৮)"পরে, তাঁহার পশ্চাৎ দ্বিতীয় একদূত আসিলেন, তিনি কহিলেন, পড়িল পড়িল সেই মহতী বাবিল,

126

কারণ সে সমস্ত জাতিকে আপনার বেশ্যাক্রিয়ার রোষমদিরা পান করাইয়াছে।"
প্রকাশিত ১৪ঃ৮
এ বার্তা ঈশ্বরের লোকদের এ পৃথিবীর বিভ্রান্তমূলক ধর্ম্মিয় শিক্ষা থেকে বের হয়ে আসতে আহ্বান জানায়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমানের ধর্ম্ম ভ্রষ্টতা থেকে বের হয়ে আসা।
শেষ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আহ্বানটি, করা হয়েছে এ বার্তার তৃ তীয় অংশেঃ

127

(পদঃ প্রকাশিত ১৪ঃ৯, ১০)
"পরে তৃতীয় এক দূত উহাদের পশ্চাৎ আসিলেন, তিনি উচ্চ রবে কহিলেন,

128

যদি কেহ সেই পশু ও তাহার প্রতিমুর্ত্তির ভজনা করে, আর নিজ ললাটে কি হস্তে ছাপ ধারণ করে

129

তবে সেই ব্যক্তি ও ঈশ্বরের সেই, রোষ মদিরা পান করিবে, . . . "
পরুকাশিত ১৪ঃ৯,১০।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

130

পৃথিবীকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যেন পশুর ভজনা এবং তার ছাপ বা চিহ্ন গ্রহন না করে।

131

(পদঃ যোহন ১০ঃ১৬)যীশু বলেছেন, “আমার আরও মেষ আছে, সে সকল এ খোঁয়াড়ের নয়; তাহাদিগকেও আমার আনিতে হইবে,

132

এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে এক পাল, ও এক পালক হইবে।” যোহন ১০ঃ১৬।

133

সব মণ্ডলীতেই ঈশ্বরের অনুসারীগণ আছে কিন্তু এমন এক সময় আসবে, যখন সকলে একটি খোয়াড়ে বা একটি সত্য মণ্ডলীতে আসবে।
যীশু তাঁর মেষদের সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাদের সে সব খোয়াড় থেকে ডেকে নিয়ে আসা হবে, সেখানে তাদের ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয় না।

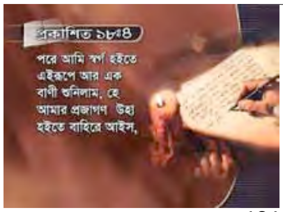

134

(পদঃ প্রকাশিত ১৮ঃ৪)
প্রকাশিত বাক্যের লেখক যোহন সে সময়ের কথা পূর্বে বলেছেনঃ “পরে আমি স্বর্গ হইতে এইরূপে আর এক বাণী শুনিলাম, হে আমার প্রজাগণ উহা হইতে বাহিরে আইস,

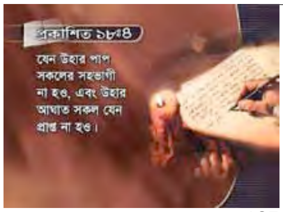

135

যেন উহার পাপ সকলের সহভাগী না হও, এবং উহার আঘাত সকল যেন প্রাপ্ত না হও।” প্রকাশিত ১৮ঃ৪
শেষ সময় ঈশ্বরের অনুসারীদের ভ্রান্ত ধর্ম্ম শিক্ষা থেকে ডেকে নিয়ে আসা হবে। আপনারা কি দেখতে চান, বাইবেল কি ভাবে বর্ণনা করেছে, যীশুর আগমনের পূর্বে তার অনুসারীদের ভ্রান্ত বা ভ্রষ্ট ধর্ম থেকে কি করে ডেকে নিয়ে আসা হবে এবং তারা তাঁর বিশ্বস্ত থাকবে।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

136

(পদঃ প্রকাশিত ১৪ঃ১২, ১৪)
“এ স্থলে সেই পবিত্রগণের ধৈর্য্য দেখা যায় যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও যীশুর বিশ্বাস পালন
করে . . .”

137

আর আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, শুভ্র বর্ণ এক খানি মেঘ, “সেই মেঘের উপরে মনুষ্য পুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি”

138

বসিয়া আছেন, তাহার মস্তকে সুবর্ণ মুকুট ও তাহার হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা।” প্রকাশিত ১৪ঃ১২,১৪।

139

আসুন আমরা সংক্ষেপে বাইবেলে উল্লেখিত শেষ কালে ঈশ্বরের মণ্ডলীর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট আলোচনা করিঃ

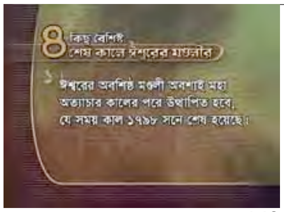

140

ঈশ্বরের অবশিষ্ঠ মণ্ডলী অবশ্যই মহা অত্যাচার কালের পরে উত্থাপিত হবে, যে সময় কাল ১৭৯৮ সনে শেষ হয়েছে।

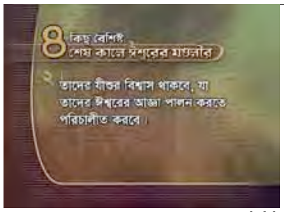

141

তাদের যীশুর বিশ্বাস থাকবে, যা তাদের ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতে পরিচালীত করবে।

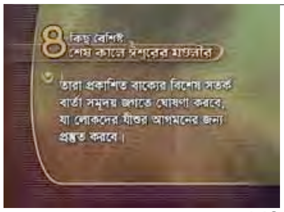

142

তারা প্রকাশিত বাক্যের বিশেষ সতর্ক বার্তা সমূদয় জগতে ঘোষণা করবে, যা লোকদের যীশুর আগমনের জন্য প্রস্তুত করবে।

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

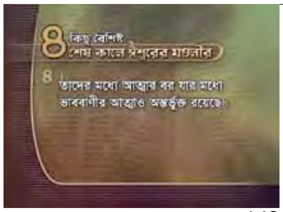

143

তাদের মধ্যে আত্মার বর যার মধ্যে ভাববাণীর আত্মাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

144

প্রথম দৃষ্টিতে সব মণ্ডলীকে একই রকম মনে হয়।

145

কিন্তু, আমরা যখন ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের প্রকৃত বর্ণনা পাঠ করি, তখন বাইবেলের বৈশিষ্ট গুলি খুঁজে বের করতে আরও বেশী সহজ হয়ে যায়।

আপনি হয়তো বর্তমানে ভ্রান্ত ধর্ম্মীয় শিক্ষার মধ্যে ঈশ্বরের প্রকৃত শেষ মণ্ডলী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমি বিশ্বাস করি শুধু মাত্র একটি সত্য মণ্ডলী আছে। যারা বাইবেল বিশ্বাস করে, খ্রীষ্ট–কেন্দ্রিক, বিশ্রামবার পালন করে এবং বিশ্বব্যপী দ্বিতীয় আগমন সমন্ধে আন্দোলন করে।

আর এ জন্যই, আমি একজন সেভেন্থ্ – ডে – এ্যাডভেন্টিষ্ট। আমি বিশ্বাস করি এ মণ্ডলী সব কয়টি বৈশিষ্ট ধারণ করে।

146

আমরা যে ভাবে এ বিশেষ ভাববাণী অধ্যায়ন করেছি, আপনারা পরিস্কার ভাবে দেখেছেন যে, ঈশ্বরের বিশেষ বার্তা আছে এবং একদল বিশেষ লোকদেরই এ বার্তা সমূদয় জগতে প্রচার করতে হবে।

কিন্তু, শুধু মাত্র বাইবেলের তথ্য জানাই যথেষ্ট নয়।

147

যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে চলায় যে শান্তি ও সুখ আছে, সে জন্য আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের বাক্যানুসারে প্রকাশিত সত্য অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা, কারণ যীশু বলেন,

২০। সত্যের দ্বারা স্বাধীন করুন

148

(পদঃ যোহন ১৩ঃ১৭)
"এ সকল তোমরা জান, ধন্য তোমরা যদি এ সকল পালন কর।"
যোহন ১৩ঃ১৭

149

আপনার জীবনের সব চেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নিতে ঈশ্বর আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।
আপনি কি বিশ্বাস করেন, আপনি এ প্রচারের মাধ্যমে প্রভুর বাক্য শ্রবণ করেছেন?

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে ঈশ্বরের সত্য ঘোষণা আপনি শুনতে পেয়েছেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, এ সভার বার্তার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা আপনার হৃদয়কে অনুপ্রাণীত করেছেন?

আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য শুনি, তার সত্য জানি তখন পবিত্র আত্মা আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন। আর এখন সিদ্ধান্ত নেবার সময়।

আপনি বলতে চান, "হ্যাঁ, প্রভু আমি তোমার বাক্য গ্রহন করেছি। হ্যাঁ, যীশু, আমি তোমার সত্য অনুসরণ করতে চাই। হ্যাঁ, যীশু, আমি পবিত্র আত্মার স্পর্শ অনুভব করি। এখন থেকে আমি সব সময় তোমাকে অনুসরণ করব। আমি সত্য পথে চলতে মনোনয়ন করলাম।"

আপনি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তবে কি আপনি দাঁড়াবেন, যখন আমরা প্রার্থনা করি?

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

1

ঈশ্বর এখনো তাঁর ভাববাদীগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলেন।

2

উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বেতার–দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ বহির মহা শুণ্য থেকে শব্দ শোনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

3

তারা আশা করেন যে, কোন এক দিন অন্য কোন পৃথিবী থেকে মেধা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের বার্তা শুনতে পাবেন।

4

প্রমাণ আছে যে হাজার হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীতে একটি বার্তা পাঠানো হচ্ছে কিন্তু অল্প মানুষই সেই বার্তাটি শুনছেন।

এই বার্তাটি এই গ্রহের সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকেই আসছে – – ঈশ্বর থেকে একটি প্রেমের বার্তা যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বিদ্রোহী সন্ত ানদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন।

5

ঈশ্বরের মধ্যে ও মানব জাতির মধ্যে এই বিচ্ছেদ সব সময়ই বিদ্যমান ছিলনা।

এই গ্রহ পৃতিবীতে সব কিছুই সুন্দরভাবে সুরু হয়েছিল – – একটি নিখুঁৎ পৃথিবী দুটি সিদ্ধ মানুষের জন্য, ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তীতে সৃষ্টি করেছিলেন!

6

(ভিডিওঃ ৭ সেকেণ্ড) এবং তাদের উদ্যান গৃহে, ঈশ্বর এসে তাদের সাথে মুখোমুখি হয়ে হেটেছেন ও কথা বলেছেন।

শুধু কল্পণা করুন বিকেলের স্নিগ্ধ পরিবেশে তারা এক সাথে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন!

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

7

এভাবেই ঈশ্বর একটি পরিকল্পণা করেছিলেন−−এক সাথে একটি সুন্দর মধুর সম্পর্ক। সেখানে এমন কোন কিছু ছিলনা যা তাদের পৃথক করে রাখতে পারে।
এক সাথে ঐ সাক্ষাৎগুলি নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক ছিল।

8

কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় এক সাথে থাকার এবং প্রেমের এই সম্পর্ক বাইবেলের মাত্র দুটি অধ্যায়কাল স্থায়ী হয়েছিল।

9

আদি ৩ অধ্যায় একটি মর্মান্তিক গল্প বলে। আদম ও হবা পাপ করলেন।

10

ঈশ্বরের সিদ্ধ প্রেমের রাজত্বের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছিলেন। পাপ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে থাকে। পাপ ও ঈশ্বর কখনো এক সাথে থাকতে পারে না।
আদম ও হবা আর ঈশ্বরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ও সহভাগীতা রাখতে পারলেননা।

11

তারা ঈশ্বরের পরিবর্তে স্বর্প, লূসিফরের বাধ্য হ'লেন − − এবং সেটি ছিল পাপ।

12

(পদঃ আদি ৩ঃ৮)
বাইবেল বলে, “পরে তাহারা ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইলেন, তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমণাগমণ করিতে ছিলেনঃ

13

এবং আদম ও তাহার স্ত্রী ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে নিজেদিগকে

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

14

উদ্যানস্থ বৃক্ষ সমূহের মধ্যে লুকাইলেন।”
আদি ৩ঃ৮
আদম এবং হবা লুকাচ্ছিলেন।
তারা ঈশ্বরের মুখোমূখী হ'তে চাননি।
তারা কেবল লুকাতেই চেয়েছিলেন।
পাপই এটি করে থাকে।

15

এটি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এবং অন্যদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংশ করে দেয়।

16

(পদঃ যিশাইয় ৫৯ঃ২)
যিশাইয় ভাববাদী লিখেছিলেন, “তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে;

17

এবং তোমাদের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাঁহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করিয়াছে . . .”
যিশাইয় ৫৯ঃ২।

হ্যাঁ, পাপ ঈশ্বর হ'তে আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছে, কিন্তু এটি তাঁর প্রেম থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করেনি।
ঈশ্বর পাপী মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য একটি পথ খুঁজে পেলেন।
যোগাযোগ রাখার জন্য ভালবাসা সব সময়ই একটি পথ খুঁজে পায়!

18

এই গ্রহ পৃথিবীতে তাঁর সন্তানদের সাথে যোগাযোগের জন্য তিনি আর একটি পথ স্থাপন করেছিলেন – – তাঁর পরিকল্পণার পথনির্দ্দেশনা, শিক্ষা দেবার জন্য ও প্রকাশ করার জন্য একটি পথ।
মানবজাতির কাছে তাঁর ভালবাসা ও পরিকল্পণা ব্যাক্ত করার জন্য তিনি পুরুষ ও নারীদের বেঁছে নিয়েছিলেন যাদের তিনি তার মূখপত্র হিসাবে বিশ্বাস করতে পারতেন।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

19

তাদের মধ্যে তিনি মোশি, মরিয়ম, সমূয়েল, এলিয়, হুলদা, দেবোরা, যিশাইয়, যিরমিয়, এবং আরো অনেকেই মনোনীত করেছিলেন।

20

ভাববাদীগণ ও ভাববাদীনিগণ ঈশ্বরের মুখপত্র ছিলেন!

21

ঈশ্বর এভাবেই বলেছিলেন, “আমি তোমাদের ভালবাসি, আমি তোমাদের যত্ন নিয়ে থাকি, এবং তোমাদের সাহায্য করবার জন্য আমার একটি পরিকল্পণা রয়েছে।”

22

বাইবেলের বিভিন্ন চরিত্রদের সাথে ঈশ্বরের বহু কথপোকথন বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু আদম ও হবা এদন উদ্যানে যেমন কথপোকথন ও সহভাগীতা উপভোগ করতেন তেমনটি নয়।

23

কখনো কখনো ঈশ্বর তাঁর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে কথা বলেছেন। কখনো পবিত্র দূতগণের মাধ্যমে, এবং অন্য সময়ে মানুষের মাধ্যমে করেছিলেন যাদের তিনি তাঁর বার্তাবহক করে মনোনীত করেছিলেন।

আমরা যতটুকু আবিস্কার করতে পেরেছি, মানব ইতিহাসের প্রথম ২,৫০০ বছর পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন লিখিত বাণী প্রকাশিত হয়নি।

যাদের ঈশ্বর শিক্ষা দিয়েছিলেন, ঈশ্বর তাদের যা বলেছিলেন সেগুলো মুখেমুখেই অন্যদের কাছে বণ্টন করেছিলেন। তবুও, ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে যোগাযোগের জন্য সবচেয়ে বেশী যে মাধ্যমটি ব্যবহার করেছিলেন,

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

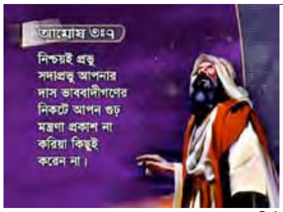

24

(পদঃ আমোষ ৩ঃ৭)
(ভিডিওঃ ৬ সেকেণ্ড) সে মাধ্যমটি ছিল ভাববাদীগণ ও ভাববাদীনীগণ – পুরুষ ও মহিলাগণ যারা পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়ে ঈশ্বরের জন্য কথা বলেছিলেন।

এটি খুব বেশী আশ্চর্য্যের ব্যাপার হওয়া উচিৎ নয়, কারণ বাইবেল স্পষ্টভাবে বলেঃ "নিশ্চয়ই প্রভু সদাপ্রভু আপনার দাস ভাববাদীগণের নিকটে আপন গুঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ না করিয়া কিছুই করেন না।" আমোষ ৩ঃ৭।

25

আমরা লক্ষ্য করি কি ভাবে এই সব ভাববাদীগণ তাদের বার্তাসমূহ পেতেনঃ

26

(পদঃ ২পিতর ১ঃ২১)
"কারণ পুরাতন সময়ে ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছা ক্রমে উপনীত হয় নাইঃ

27

কিন্তু মনুষ্যরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন।" ২পিতর ১ঃ২১ এমন কি নোহের সময়ে মহা প্লাবনের পূর্ব্বে অবশ্যই ঈশ্বরের ভাববাদী ছিলেন।

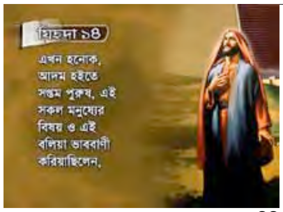

28

(পদঃ বিচারকর্ত্তৃগণ ১৪)
হনোক খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমণ সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেনঃ " এখন হনোক, আদম হইতে সপ্তম পুরুষ, এই সকল মনুষ্যের বিষয় ও এই বলিয়া ভাববাণী করিয়াছিলেন,

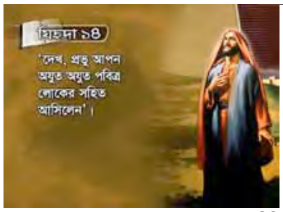

29

'দেখ, প্রভু আপন অযুত অযুত পবিত্র লোকের সহিত আসিলেন'।" যিহুদা ১৪ পদ।
বাইবেলে হনোকের নামই উল্লেখ করা হয়েছে যিনি ভাববাণীর দান পেয়েছিলেন। কিন্তু আরও অন্যরাও ছিল!

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

30

(পদঃ প্রেরিত ৩ঃ২১)
বাইবেল এই কথা বলে, “পৃথিবীর আদি হইতে ঈশ্বর তাঁহার সকল পবিত্র ভাববাদীগণের মুখ দ্বারা বলিয়াছেন।”
প্রেরিত ৩ঃ২১
আর একজন ভাববাদী নোহ যিনি প্লাবন হওয়ার ১২০ বছর পূর্ব্বে পৃথিবীর ধ্বংশ সম্পর্কে বলেছিলেন।

31

প্লাবনের পরে আমরা অনেক ভাববাদীগণ ও ভাববাদীনীগণদের কথা জানতে পাই যেমন মরিয়াম, দেবোরা, যিরমিয়, যিশাইয়, যিহিষ্কেল, এবং অন্যরা।
তারা ছিলেন ধার্ম্মিকতার শিক্ষকগণ। তারা ছিলেন নৈতিক ও আত্মীক পথ দর্শক; যারা ঈশ্বরের জন্য কথা বলেছিলেন।

32

কখনও কখনও ঈশ্বর ভাববাদীগণ ও ভাববাদীণীগণের নিকট তাঁর ইচ্ছা দর্শনের মাধ্যমে কখনও স্বপ্নের মাধ্যমে, এবং কখনও ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সব সময়ই পবিত্র আত্মার মাধ্যমে করেছিলেন।

33

(পদঃ গণনা ১২ঃ৬)সদাপ্রভু কহিলেন, “ . . . তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ভাববাদী হয়, তবে আমি সদাপ্রভু তাহার নিকটে কোন দর্শন দ্বারা আপনার পরিচয় দিব;

34

স্বপ্নে তাহার সহিত কথা কহিব।” গণণা ১২ঃ৬।
কখনও কখনও বার্তাবাহকগণকে ঈশ্বরের হয়ে কথা বলতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কখনও কখনও তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত বার্তা তাদের লিখতে হ’তো।
এমন কি বাইবেল হ’লো ভাববাদীগণের পরিচর্য্যা কাজেরই একটি ফল।
প্রতিটি লেখক ঈশ্বরের পরিকল্পণার একটি অংশ হিসাবে ছিলেন।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

35

কলেই “পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে” তাঁর জন্য কথা বলেছেন বা লিখেছেন।

36

তাঁর বলার নমূনা ছিল, “আমি তোমাদের ভালবাসি, এবং আমি তোমাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে চাই।”এবং বিশেষ করে তিনি আমাদের জানাতে চান যে তিনি সেই দিনের অপেক্ষায় আছেন যখন তিনি আমাদের সাথে মুখোমুখী সহভাগীতা লাভ করতে পারবেন!

37

নূতন নয়িমের সব লেখকগণ– –মথি, মার্ক, লূক, যোহন, পৌল, যাকব, পিতর এবং
যিহুদা– –সেই পরিকল্পণার অংশ ছিলেন।
প্রত্যেকের কাছে ভাববাণীর বর ছিল।
অবশ্য ঐ সময়ে আরও অন্যরা ছিল যারা ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলেছিলেনঃ শিমিয়ন, আগাবাস, বার্ণবা, এ্যানা,

38

(পদঃ প্রেরিত ২১ঃ৯)
এবং ফিলিপের চারটি কুমারী কন্যা ছিল “ . . . তাঁহারা ভাববাণী বলিতেন।” ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য ও প্রৈরীতিক মণ্ডলীকে উৎসাহিত করার জন্য ও প্রৈরীতিক মণ্ডলীকে উৎসাহিত করার জন্য সকলকে তাঁর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

39

তার পর যীশু এসেছিলেন ব্যাক্তিগত ভাবে কার্য্যে ও বাক্যে দেখাতে যে ঈশ্বর আসলেই কেমন। এর চেয়ে জোড়াল ঈশ্বরের প্রেম ও ইচ্ছার যোগাযোগকারী সাক্ষী এর পূর্ব্বে পৃথিবী আর কখনও দেখেনি।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

40

কালভেরী থেকে উনিশ শতাব্দি কেটে গেছে, তবু পুরুষ, মহিলা, ছেলে ও মেয়েরা আজও ক্রুশতলে নতজানু হয়ে পৃথিবীর পরিত্রাতার কাছে তাদের আমৃত্যু আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে।
যখন যীশু স্বর্গে ফিরে গিয়েছিলেন, বাইবেল বলে যে তিনি মানবদের জন্য এমন উপহার দিয়েছেন যে উপহার তাঁর অনুসরণকারীগণকে শক্তিশালী ও উৎসাহিত করেছিলঃ

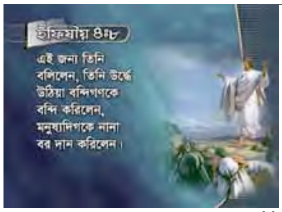

41

(পদঃ ইফিষীয় ৪ঃ৮)
"এই জন্য তিনি বলিলেন, তিনি উর্দ্ধে উঠিয়া বন্দিগণকে বন্দি করিলেন, মনুষ্যদিগকে নানা বর দান করিলেন।" ইফিষীয় ৪ঃ৮।
ঐ বরসমূহ কি ছিল?

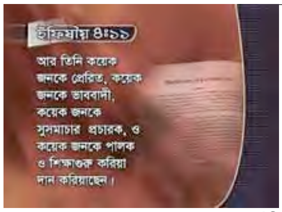

42

(পদঃ ইফিষীয় ৪ঃ১১-১৫)
বাইবেল বলে, "আর তিনি কয়েক জনকে প্রেরিত, কয়েক জনকে ভাববাদী, কয়েক জনকে সুসমাচার প্রচারক, ও কয়েক জনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন।"
ইফিষীয় ৪ঃ১১।

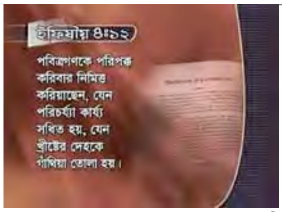

43

যীশু কেন মণ্ডলীকে বর দান করার জন্য মনোনীত করিছিলেন?
১২ পদ বলে, "পবিত্রগণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন, যেন পরিচর্য্যা কার্য্য সধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়।"

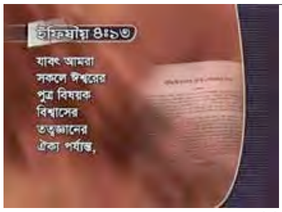

44

মণ্ডলীতে কতদিনের জন্য এই বরসমূহ দান করা হয়েছিল? "যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিশ্বাসের তত্বজ্ঞানের ঐক্য পর্য্যন্ত,

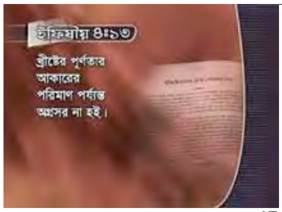

45

খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্য্যন্ত অগ্রসর না হই।"
১৩ পদ।
বাইবেল বলে যে এই বরসমূহ মণ্ডলীকে স্থায়ীত্ব প্রদান করবে ও লোকদের শক্তি শালী করবে।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

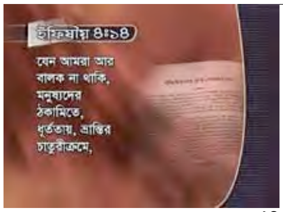

46

“যেন আমরা আর বালক না থাকি, মনুষ্যদের ঠকামিতে, ধূর্ততায়, ভ্রান্তির চাতুরীক্রমে,

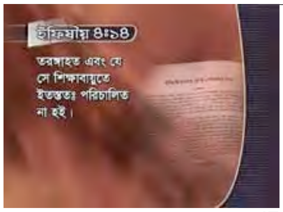

47

তরঙ্গাহত এবং যে সে শিক্ষাবায়ুতে ইতস্ততঃ পরিচালিত না হই।” লক্ষ্য করুন পৌল যে ভাবে বলেছেন, সেভাবে আত্মিক বরসমূহের তালিকায় “ভাববাণীর বরটি কোন্ কাতারে পড়ে।

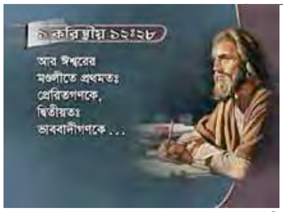

48

(পদঃ ১করিন্থীয় ১২ঃ২৮)
“আর ঈশ্বরের মণ্ডলীতে প্রথমতঃ প্রেরিতগণকে, দ্বিতীয়তঃ ভাববাদীগণকে . . . ”
১করিন্থিয় ১২ঃ২৮।

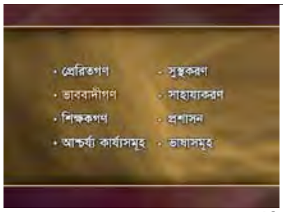

49

শুধু প্রেরিতগণের পরেই ভাববাদীগণ দ্বিতীয় সারিতে পড়েছেন, কিন্তু মণ্ডলীর কার্য্যক্রম চালিয়ে নেবার জন্য এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বর।

50

পৌল আত্মার বরসমূহ মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে সংযুক্ত করেছেন।
তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষের দেহের কাজ সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে চালাতে হ'লে চক্ষু, মুখ, ও দেহের অন্যান্য অংশগুলির প্রয়োজন রয়েছে। ঠিক মণ্ডলীর জন্য একইভাবে প্রযোজ্য। যেমন ধরুন, চক্ষু ছাড়া মণ্ডলী অন্ধ রয়ে যাবে!

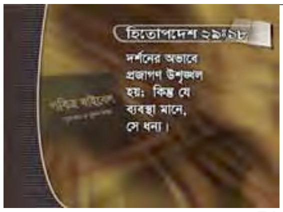

51

(পদঃ হিতোপদেশ ২৯ঃ১৮)
“দর্শনের অভাবে প্রজাগণ উশৃঙ্খল হয়; কিন্তু যে ব্যবস্থা মানে, সে ধন্য।”
হিতোপদেশ ২৯ঃ১৮।

52

কিন্তু আপনি বলবেন, “খ্রীষ্ট স্বর্গে ফিরে যাবার পরেও তাঁর শিষ্যগণের মৃত্যুর পরে ভাববাণীর বরের কি হয়েছে?”

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

53

খুব বেশী প্রজন্ম কেটে যায়নি যখন মণ্ডলী ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁর ব্যাবস্থার প্রতি অসতর্ক, আপোষপূর্ণ, ও অবিশ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। যিরমিয় লিখেছেন যে ইস্রায়েলদের প্রতি কি হয়েছিল যখন তারা কিছু কালের জন্য ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছিলঃ

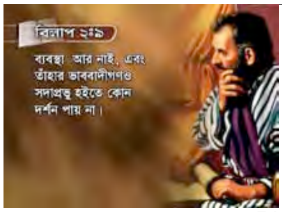

54

(পদঃ বিলাপ ২ঃ৯)
“ব্যবস্থা আর নাই, এবং তাঁহার ভাববাদীগণও সদাপ্রভু হইতে কোন দর্শন পায় না।”
বিলাপ ২ঃ৯

55

যেমন ভাবে প্রাথমিক মণ্ডলী বাইবেলের মূল বিশ্বাসসমূহ বর্জন করে পৌত্তলিক আচারানুষ্ঠানে অভ্যস্ত হয়েছিল, এক এক করে আত্মিক বরসমূহ তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

56

মণ্ডলীর ভ্রষ্টতার সময়ে ও অন্ধকারময় যুগে বাইবেল পুরোহীতগণের কোমর পুলপিটে চেন দ্বারা বাঁধা থাকতো। সাধারণ অর্থে বাইবেল লেখা হ'তো ইব্রীয়, গ্রীক ও লাতিন ভাষায়।

57

সাধারণ মানুষদের বাইবেল পড়া ও বাইবেল রাখা নিষিদ্ধ ছিল। শুধু পুরোহীতগণ বাইবেল পড়তে ও তর্জমা করতে পারতেন।
মুষ্ঠিমেয় বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ানগণ বাইবেল এবং এর সত্য ধরে রেখেছিলেন।
অত্যাচার সত্তেও তারা মিশনারী কার্য্য চালাতেন এবং যতটুকু শাস্ত্রের অংশ তাদের কাছে ছিল তারা তা অন্যদের সাথে বন্টন করতেন। উইক্লিফ, লূথার এবং হাসেরও বহু পূর্ব্বে তারা সংস্কারের বীজ বপন করেছিলেন।

58

(ভিডিওঃ ৮ সেকেণ্ড) মার্টিন লূথার এবং অন্যরা বাইবেল সাধারণ মানুষের ভাষায় তর্জমা করেছিলেন। অত্যাচার এসেছিল, কিন্তু এটি ঈশ্বরের বাক্য শুনবার জন্য মানুষের হৃদয় বৃহত্তরও আকাঙ্খা জাগিয়েছিল।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

59

এবং যেমন মানুষ অধ্যাবসায়ের সাথে শাস্ত্র অনুসন্ধান করতে শুরু করলো, শতাব্দির পর শতাব্দি যে সত্য লুক্কাইত ছিল তা আবিস্কৃত হ'লো। এই সত্য সমূহ মানুষের দৃষ্টিগোচরে আনা হ'লো, এবং একটি মহা ধর্ম্মীয়? জাগরণের সৃষ্টি হ'লো।

60

এই সময়ের মধ্যে একটি ধর্ম্মীয় আন্দোলন শুরু হয়--একটি উৎস্বর্গীকৃত খ্রীষ্টিয় দল, কিছু ব্যাপ্টিষ্ট, কিছু মেথডিষ্ট, কিছু প্রেসবিটেরিয়ান, এবং অন্যরা--আলোর অন্বেষণে শাস্ত্র অনুসন্ধান ও প্রার্থনা করতে থাকে।

61

যেমন তারা বাইবেল অনুসন্ধান করলো, তারা ঈশ্বরের চতুর্থ আজ্ঞায় আবিস্কার করলো যে ঈশ্বর তাঁর মহান সৃষ্টির স্মৃতিচিহ্ন দিনটি তাঁর লোকদের "স্মরণ" করতে বলেছেন। তারা প্রকাশিত বইটি পড়লো এবং ঈশ্বরের শেষকালিন লোকদের বিষয়টির ব্যাখ্যা দেখতে পেলঃ

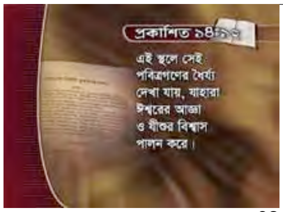

62

(পদঃ প্রকাশিত ১৪ঃ১২)
"এই স্থলে সেই পবিত্রগণের ধৈর্য্য দেখা যায়, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও যীশুর বিশ্বাস পালন করে।"
প্রকাশিত ১৪ঃ১২।

তারা যেমন অন্যান্য পদসমূহ পড়লো, তারা প্রভাবিত হ'লো যে ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পালন করার মানেই হ'লো বাইবেলের শাব্বাথ পালন করা।

63

তারা সৃষ্টির এই স্মৃতি চিহ্নটি গ্রহন করলো ও শাব্বাথ সত্যটি পৃথিবীতে ঘোষণা করলো।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

64

(ভিডিওঃ ১১ সেকেণ্ড) ভাববাণীর বর সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? ঈশ্বর কি শেষ কালিন শাব্বাথ পালনকারীদের মধ্য থেকে একটি বিশষ ভাববাণী আত্মার বর উঠাবেন? ঈশ্বরের কি কোন বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে?

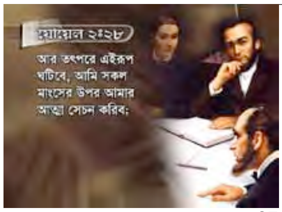

65

(পদঃ যোয়েল ২ঃ২৮,৩১)
শুনুনঃ "আর তৎপরে এইরূপ ঘটিবে, আমি সকল মাংসের উপর আমার আত্মা সেচন করিব;

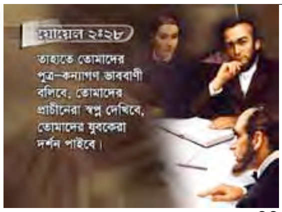

66

তাহাতে তোমাদের পুত্র–কন্যাগণ ভাববাণী বলিবে, তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে।"

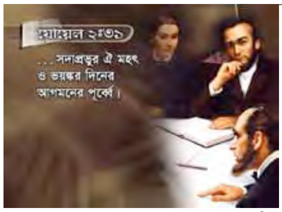

67

" . . . সদাপ্রভুর ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিনের আগমনের পূর্ব্বে।"

68

লক্ষ্য করুণ ঈশ্বর বলেছেন যে এটি কেবল "ঈশ্বরের মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিনের পূর্ব্বে ঘটবে"
– – অথবা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের কেবলই পূর্ব্বে।

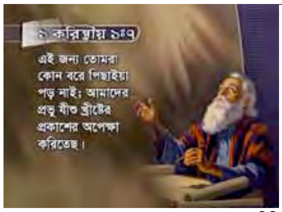

69

(পদঃ ১করন্থিয় ১ঃ৭)"এই জন্য তোমরা কোন বরে পিছাইয়া পড় নাই; আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছ।" ১ করন্থিয় ১ঃ৭।

70

আমরা ইতিমধ্যেই আবিস্কার করেছি যে শেষ কালে ঈশ্বরের লোকেরা "যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশুর বিশ্বাস পালন করে" বলে চিহ্নিত হবে।"
প্রকাশিত ১২ঃ১৭।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

71

“পবিত্রগণের ধৈর্য্য

72

এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাসকল পালন করে।”

73

এবং তাহারা যীশুর সাক্ষ্য ধারন করিবে।

74

(পদঃ প্রকাশিত ১৯ঃ১০)
আমাদের বলা হয়েছে যে “যীশুর সাক্ষ হ'লো ভাববাণীর আত্মা।” প্রকাশিত ১৯ঃ১০।

অন্য কথায় যীশুর সাক্ষ হ'লো ভাববাণীর বরের মাধ্যমে যীশুর সাক্ষ বহন করা।
প্রকাশিত বাক্য অনুসারে যে মণ্ডলী শেষ কালে ঈশ্বরের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে অবশিষ্ট থাকবে, তাদের যীশুর বিশ্বাস থাকবে, ঈশ্বরের সব আজ্ঞাসমূহ পালন করবে, এবং ভাববাণীর আত্মা দ্বারা আশীর্ব্বাদ যুক্ত হবে।

75

হ্যাঁ, ঈশ্বর এখনো আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে চান।”
এই প্রজন্মকে তিনি এখনো কিছু বলতে চান।

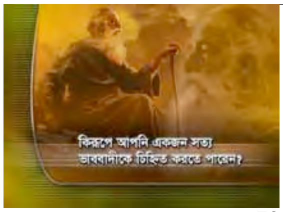

76

কিন্তু, আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, “প্রতারণার সম্ভাবনা সম্পর্কে কি হবে? আমরা কি করে একজন খাঁটি ভাববাদী ও ভাক্ত ভাববাদীর মধ্যে পার্থক্য বলতে পারি?”

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

77

প্রতারণার সম্ভাবনা সব সময়ই ছিল। ইতিহাসের শুরু থেকেই ভাক্ত ভাববাদী ও সত্য ভাববাদী ছিল। আমাদের ভাক্ত ভাববাদীদের সম্পর্কে বিচলিত হ'তে হবে না যদি আমরা খাঁটি ভাববাদীদের চিনতে পারি।

78

বাইবেল সত্য ভাববাদীদের কিছু নির্দ্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট দিয়ে থাকেঃ

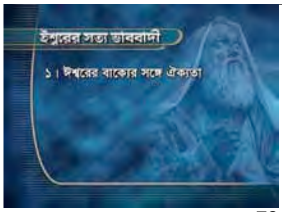

79

একটি সত্য ভাববাদীর বার্তা ঈশ্বরের বাক্য ও তাঁর ব্যবস্থার সাথে সম্পূর্ণ সমন্বয় থাকবে।

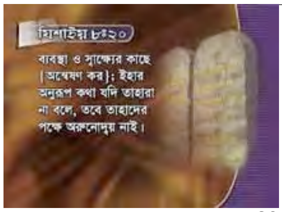

80

(পদঃ যিশাইয় ৮ঃ২০)
"ব্যবস্থা ও স্বাক্ষ্যের কাছে {অন্বেষণ কর}; ইহার
অনুরূপ কথা যদি তাহারা না বলে, তবে তাহাদের পক্ষে অরুনোদয় নাই।" যিশাইয় ৮ঃ২০।

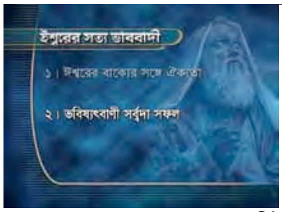

81

একজন সত্য ভাববাদীর ভবিষ্যৎবাণী সর্বদা সফল হ'তে হবে নতুবা পূর্ণ হ'তে হবে!

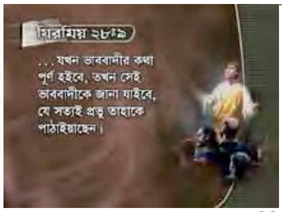

82

(পদঃ যিরমিয় ২৮ঃ৯)
" . . . যখন ভাববাদীর কথা পূর্ণ হইবে, তখন সেই ভাববাদীকে জানা যাইবে, যে সত্যই প্রভু তাহাকে পাঠাইয়াছেন।"
যিরমিয় ২৮ঃ৯।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

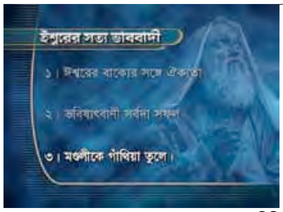

83

একজন সত্য ভাববাদী মণ্ডলীকে পরিপক্ক করবার জন্য ভবিষ্যৎবাণী বলে থাকে। ঈশ্বর ভাববাণীর বর দিয়েছেন তার একটি কারণ হ'লো তিনি মণ্ডলীকে গঠন করতে চান। আমরা যদি সত্য বর আবিস্কার করতে চাই, তা হ'লে আমাদের সত্য মণ্ডলী আবিস্কার করতেই হবে। এই দু'টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

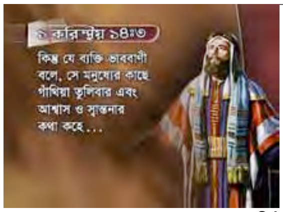

84

(পদঃ ১ করিন্থীয় ১৪ঃ৩,৪)
"কিন্তু যে ব্যাক্তি ভাববাণী বলে, সে মনুষ্যের কাছে গাঁথিয়া তুলিবার এবং আশ্বাস ও সান্তনার কথা কহে . . .

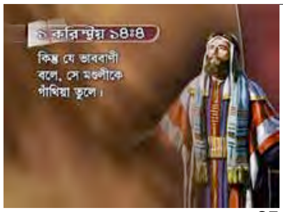

85

কিন্তু যে ভাববাণী বলে, সে মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলে।" ১ করিন্থীয় ১৪ঃ৩, ৪।

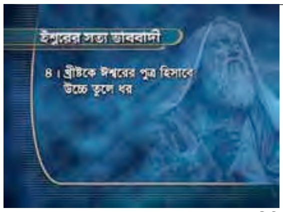

86

একজন সত্য ভাববাদী খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে ও মানবের পরিত্রাতা হিসাবে উচ্চে তুলে ধরবেঃ

87

(পদঃ ১ যোহন ৪ঃ১, ২)
"প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বস করিওনা বরং আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহারা ঈশ্বর হইতে কি না।

88

কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী জগতে বাহির হইয়াছে।"

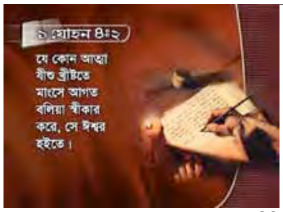

89

"যে কোন আত্মা যীশু খ্রীষ্টতে মাংসে আগত বলিয়া স্বীকার করে, সে ঈশ্বর হইতে।"
১যোহন ৪ঃ১, ২।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

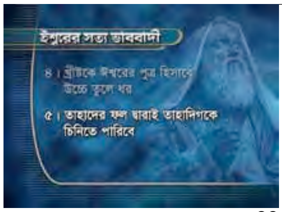

90

একজন সত্য ভাববাদী অথবা ভাববাদীনীকে তাঁর জীবন ও কার্য্য দ্বারা চেনা যাবে।

91

(পদঃ মথি ৭ঃ১৬, ১৮)
"তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে।"
মথি ৭ঃ১৬, ১৮।

92

একটি ভাল গাছ মন্দ ফল উৎপন্ন করতে পারেনা, এবং মন্দ গাছ ভাল ফল উৎপন্ন করতে পারেনা।

93

এই পদগুলির ভিত্তিতে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে যারা ঈশ্বরের ভাববাদী বলে দাবি করে তারা সকলেই সত্য ভাববাদী নয়।

94

একজন সত্য ভাববাদীর বার্তা, তার জীবন, কার্য্যাবলী বাইবেলের ভাববাণী আত্মার বার্তাসমূহকে এবং ঈশ্বরের বাক্যের নির্দ্দেশাবলী ও আদেশসমূহকে অনুমোদন করবে ও শক্তিশালী করবে।
সুতরাং কিছুই আসে যায়না যদি কেউ দাবী করে যে সে ঈশ্বরের জন্য কথা বলছে, পরীক্ষাগুলো ব্যবহার করুন! তারা যদি পরীক্ষা সিদ্ধ হন তা হ'লে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন।
আর যদি তারা পরীক্ষা সিদ্ধ না হন, তা হ'লে তাদের উপর খ্রীষ্টের নজর রাখার জন্য শতর্কবাণী অনুসরণ করুন।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধে থেকে বার্তা

95

আমাকে গল্প বন্টন করতে দিন যে ঈশ্বর কি ভাবে তাঁর লোকদের সাথে “যোগাযোগ রাখার জন্য তিনি পন্থা বেঁছে নিতেন। এটি এমন এক সময় ছিল যখন তারা পৃথিবীকে সত্য জানিয়ে দিচ্ছিলেন যা শতাব্দির পর শতাব্দি লুকানো ছিল। এটি ১৯ শতাব্দির প্রথমভাগে ছিল যখন মহা ধর্ম্মিয় উদ্দীপনা সংঘটিত হচ্ছিল।

ঐ সময় মানুষের মধ্যে বাইবেল অধ্যয়ন ও প্রার্থনায় ভীষণ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্যের ভাববাণীর উপরে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল।

96

বিশ্বস্ত বাইবেলের ছাত্রগণ এই ভাববাণীগুলি অধ্যয়ন করে পরিশেষে এই উপসংহারে উপনিত হয়েছিল যে তাদের জীবন কালেই যীশু ফিরে আসবেন।

97

তারা যেমন ভাবে বাইবেল অধ্যয়ন চালিয়ে যাচ্ছিল, তারা আক্টোবর ২২,১৮৪৪ তারিখটি নির্দ্ধারন করলো। যাই হোক, অক্টোবর ২২ তারিখ পেরিয়ে গেল এবং যীশুর গৌরবময় আগমন হ'লোনা।

98

এটি একটি অত্যন্তঃ তিক্ত নিরুৎসাহ ছিল। এটি উপহাস, ঠাট্টাবিদ্রুপ এবং ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করায় প্ররোচিত করেছিল।

99

(ভিডিও ঃ ৮ সেকেণ্ড) বহু প্রার্থনা ও বাইবেল অধ্যায়নের পরে, দলটি আবিস্কার করেছিল যে তারিখটি ঠিকই ছিল কিন্তু ঘটনাটি ছিল ভুল। তারা মনে করেছিল যে দানিয়েল ৮ঃ১৪ পদে যে “ধর্ম্মধামের” উল্লেখ ছিল সেটি পৃথিবী কিন্তু এটি তাদের ভুল হয়েছিল।

অগ্নি দ্বারা পৃথিবীর পরিস্কৃত হওনের বদলে, স্বর্গে ধর্ম্মধামের পরিস্কৃত হওয়ার কথা ছিল। এখানে ঈশ্বরের চরিত্র ও প্রশাসনের চূড়ান্ত যথার্ততা প্রতিষ্ঠিত করা জড়িত ছিল।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

100

মানুষেরা চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিল এই হতাশাটি মনে হয়েছিল অসহনিয়। কিন্তু প্রেমময় ঈশ্বর কখনো তাদরে ছেড়ে দেননা যারা সরলভাবে সত্যের অন্বেষণ করে থাকে এবং তিনি তাদের এই হতাশার মূহূর্তে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমণে বিশ্বাসীদের ছেড়ে দেননি।

ঈশ্বর তাদের জানাতে চেয়েছিলেন যে তিনি তাদের যত্ন নেন এবং তিনি তাদের ভাল বাসেন ও তাদের সাহায্য করতে চান। তাই এই সবচেয়ে কঠোর মুহূর্তে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে ভাববাণীর বরটি পুনুরুদ্ধার করার জন্য মনোনয়ন করেছিলেন।

এটি শুরু থেকেই একটি মনোমুগ্ধকর গল্প ছিল!

101

তিনি ১৭ বছরের একটি দূর্ব্বল মেয়েকে বেঁছে নিলেন এবং ঈশ্বরের কার্য্য কলাপের বিজয় সম্পর্কে তাকে একটি দর্শন দিলেন। ডিসেম্বর ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মহা নিরুৎসাহের পরে শীঘ্র এলেন হরমনকে তার প্রথম দর্শনটি দেখানো হয়েছিল।

তাকে দেখানো হয়েছিল যে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমণে বিশ্বাসী লোকেরা স্বর্গের দিকে উঁচু একটি রাস্তা দিয়ে হাটছে যার মধ্য দিয়ে প্রখর আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

102

এই ছোট বিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় আগমণে বিশ্বাসী লোকদের কাছে এটি কতইনা উৎসহজনক বার্তা ছিল, যা পরবর্তীতে সপ্তমদিন পালনকারী হিসাবে পরিচিত হয়েছিল।

103

এই যুবতীটি জেমস হোয়াট নামে একজন অগ্রগণীর সাথে বিয়ের মাধ্যমে এলেন হোয়াইট হয়েছিলেন। তিনি তার আহব্বানে বিশ্বস্ত ছিলেন। সত্তুর বছরেরও বেশী তিনি কথা বলেছেন, লিখেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, এবং ঈশ্বরের জন্য উপদেশ দিয়েছেন

যদিও তার পরিচর্য্যা ও বিশেষ জ্ঞানের ব্যাপকতা বিস্ময়কর ছিল, তার সবচেয়ে বড় কাজ ছিল, যেমনি ভাবে তিনি লিখেছেন, সেটি হ'লো মানুষদের বৃহত্তর আলোর মাধ্যমে বাইবেলের দিকে পরিচালিত করা।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

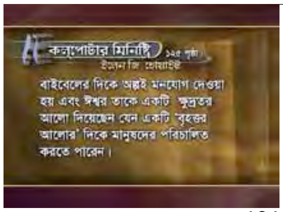

104

তিনি লিখেছেনঃ "বাইবেলের দিকে অল্পই মনোযোগ দেওয়া হয় এবং ঈশ্বর তাকে একটি খুদ্রতর আলো দিয়েছেন যেন একটি 'বৃহত্তর আলোর' দিকে মানুষদের পরিচালিত করতে পারেন।"
– – কল্‌পোটার মিনিষ্ট্রি, ১২৫ পৃষ্ঠা।

105

তিনি অগ্রগণী হিসাবে সব ধর্ম্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে বাইবেলকেই চূড়ান্ত আদালত হিসাবে গণ্য করেছেন। যারা ঈশ্বরের বাক্যের সমালোচনা করছিল, তিনি তাদের কাছে লিখেছিলেনঃ

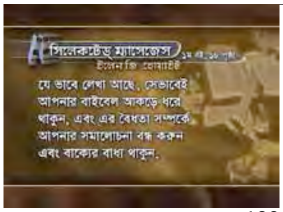

106

"যে ভাবে লেখা আছে, সেভাবেই আপনার বাইবেল আকড়ে ধরে থাকুন, এবং এর বৈধতা সম্পর্কে আপনার সমালোচনা বন্ধ করুন এবং বাক্যের বাধ্য থাকুন,

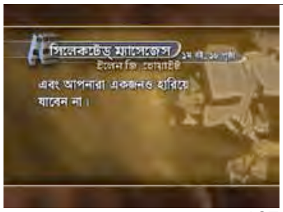

107

এবং আপনারা একজনও হারিয়ে যাবেন না।" সিলেকটেড্‌ ম্যাসেজেস, ১ম বই, ১৮ পৃষ্ঠা।

108

ইলেন হোয়াইট যত ধর্ম্মীয় বই, ম্যাগাজিন, প্রবন্ধ, ছোট পুস্তিকা এবং ব্যাক্তিগত চিঠি লিখেছেন বা ছাপিয়েছেন, আর কোন মহিলা লেখিকা আজ পর্য্যন্ত এত লেখেননি। তাঁর উপদেশমূলক এবং অনুযোগমূলক বার্তা যা তিনি ঈশ্বর থেকে পেয়েছিলেন তাঁর জীবনকালে তিনি তাঁর লোকদের সাথে বণ্টন করেছিলেন।

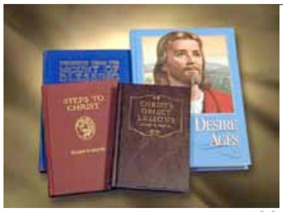
109

তাঁর লেখনির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিজয়ী খ্রীষ্টিয় জীবনের উপদেশ, খাদ্য, স্বাস্থ্য, জন্মের পূর্বে শিশুদের যত্ন, ঔষধ, বিবাহ ও পরিবার, শিশু নির্দ্দেশনা, শিক্ষা, এবং আরো অনেক বেশী কিছু।
তাঁর অনেক লিখনী আজ প্রায় ১০০ বছরেরও বেশী পুরতান এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের আবিস্কারও এর বৈধতা প্রমাণ করে যে এই সব ক্ষেত্রে প্রফেসরগণ, ডাক্তারগণ, সাংবাদিক ভাষ্যকারগণ, এবং অন্যরা তাঁর লেখনী বিশেষ ক্ষমতা হিসাবে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

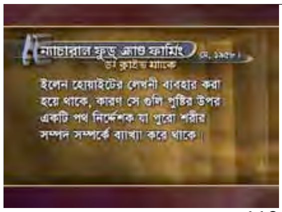

110

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টির ওপরে প্রাক্তন প্রফেসর ডঃ ক্লাইভ ম্যাকে বলেছিলেনঃ

"ইলেন হোয়াইটের লেখনী ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কারণ সে গুলি পুষ্টির উপর একটি পথ নির্দ্দেশক যা পুরো শরীর সম্পদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে থাকে।

ন্যাচারাল ফুড্ এ্যাণ্ড ফার্মিং, মে, ১৯৫৮।

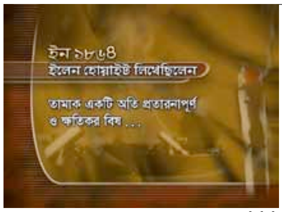

111

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পেছনে ইলেন হোয়াইট লিখেছিলেনঃ তামাক একটি অতি প্রতারনাপূর্ণ ও ক্ষতিকর বিষ . . .

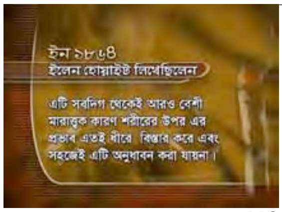

112

টি সবদিগ দিকেই আরও বেশী মারাত্ত্বক কারণ শরীরের উপর এর প্রভাব এতই ধীরে
বিস্তার করে এবং সহজেই এটি অনুধাবন করা যায়না।

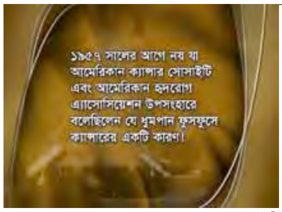

113

যাই হোক, এটি ১৯৫৭ সালের আগে নয় যা আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি এবং আমেরিকান হৃদরোগ এ্যাসোসিয়েসন উপসংহারে বলেছিলেন যে ধুমপান ফুসফুসে ক্যান্সারের একটি কারণ!

ঐ সময় চিকিৎসা ক্ষেত্র ইলেন হোয়াইটকে হয়তো প্রশ্ন করেছিল, কারণ ঐ সময়ে মনে করা হ'তো যে ধূমপান ফুসফুসের রোগ নিরাময়ে একটি কার্য্যকর ঔষধ।

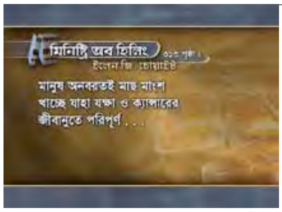

114

১৯০৫ সালে মিসেস হোয়াইট লিখেছিলেন যে ক্যান্সারের জীবানু আছে। তিনি বলেছিলেনঃ "মানুষ অনবরতই মাছ মাংশ খাচ্ছে যা যক্ষা ও ক্যান্সারের জীবানুতে পরিপূর্ণ . . .

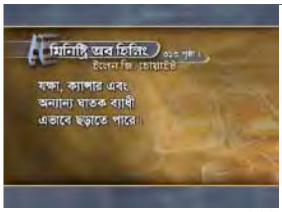

115

যক্ষা, ক্যান্সার এবং অন্যান্য ঘাতক ব্যাধী এভাবে ছড়াতে পারে।"
মিনিষ্ট্রি অব হিলিং, ৩১৩ পৃষ্ঠা।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

116

অবশ্য, আজকাল আমরা আরও উইক সঠিক ভাবে ভাইরাস শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। তেরানব্বই বছর পরে, নিউজ উইক ম্যাগাজিন একটি গল্প ছাপিয়েছিল যার শিরনাম ছিল "ভাইরাসগুলি ক্যান্সারের মধ্যে সক্রীয় উপাদান।"

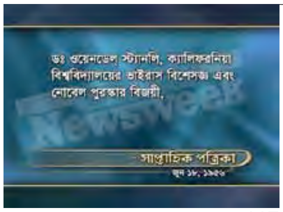

117

"ডঃ ওয়েনডেল্ স্ট্যানলি, ক্যালিফরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস বিশেসজ্ঞ এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী,"

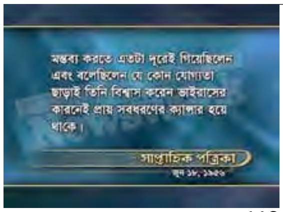

118

মন্তব্য করতে এতটা দূরেই গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে কোন যোগ্যতাছাড়াই তিনি বিশ্বাস করেন ভাইরাসের কারনেই প্রায় সবধরণের ক্যান্সার হয়ে থাকি।"
নিউজ উইক, জুন ১৮, ১৯৫৬।

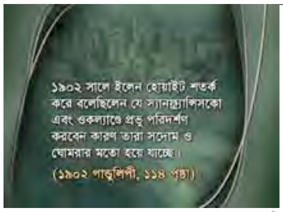

119

১৯০২ সালে ইলেন হোয়াইট শতর্ক করে বলেছিলেন যে স্যানফ্র্যান্সিসকো এবং ওকল্যাণ্ডে প্রভু পরিদর্শণ করবেন কারণ তারা সদোম ও ঘোমরার মতো হয়ে যাচ্ছে। (১৯০২ পাণ্ডুলিপী, ১১৪ পৃষ্ঠা)।

120

১৯০৬ সালের এপ্রিল ১৮ তারিখে সকাল ৫ঃ১২ মিনিটের সময়ে সানফ্র্যান্সিসকোর মহা ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। ভাববাণী সত্য ছিল। যে ভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়ে ছিল একেবারেই সেভাবেই ধ্বংশলীলাটি ঘটেছিল।

মিসেস হোয়াইটের অর্জিত কাজগুলি আমাদের আরো বেশী স্তম্ভিত করে যখন আমরা দেখি ব্যাপক বাধা বিপত্তি যার মুখোমুখি তিনি তার জীবনকালে হয়েছিলেন।

121

অনেকেই হয়তো বিস্মিত হবেন যে ইলেন হোয়াইট কে ছিলেন এবং তিনিই বা কেমন ছিলেন।
উত্তরটি আমাদের ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বরের পেছনে নিয়ে যায়।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

122

ঐ তারিখে মেইনের গোরহাম নামক গ্রামে ইউনিস্ ও রবার্ট হারমনের পরিবারে জমোজ মেয়ে এলিজাবেৎও ইলেন জন্মগ্রহন করে।
ইলেন ছিলেন আট জন সন্তানের মধ্যে শেষ সন্তান।

123

নয় বছর বয়সের সময়ে একটি দূর্ঘটনা চিরদিনের জন্য তার জীবনকে পাল্টে দেয়।
যখন সে স্কুল থেকে একদিন ঘরে ফিরছিল তার এক ক্লাসের সাথী তার চোখে একটি পাথর ছুড়ে মারে যার কারণে সে মারাত্বকভাবে জখম হয়।

124

তিন সপ্তাযাবৎ সে জ্ঞানশুণ্য ছিল। সে তার স্কুলের পড়াশুনা চালিয়ে নিতে পারেনি, এবং মনে হয়ে ছিল যে সে আর না–ও বাঁচতে পারে।
সে কখনোই প্রাথমিক শিক্ষার উর্ধে লেখাপড়া করতে পারেনি।

125

মিশ্র অনুভুতির সাথে সে অনেক বছর পরে তার জীবনের সেই নবম বছরের দিকে তাকিয়ে দেখলো। সত্যি, স্কুলে যেতে না পারা এটি হৃদয়বিদারক ছিল – – তার বোনদের ও ভাইদের সাথে দৌড়াতে না পারা এবং খেলতে না পারা।
কিন্তু মনে হয়েছিল যে তার জীবনের একটি ধাপ শেষ হয়ে গেছে, আর একটি ধাপ শুরু হয়েছে। ইলেন একজন আকাঙ্খী বাইবেল ছাত্রী হ'লো। সে ক্যাম্প মিটিং, উদ্দীপনা সভা ও শিবীর সভায় যোগ দিতে থাকলো।

126

মেইনের বাক্সটন শহরে একটি মেথডিষ্ট মিটিং এ যোগ দেবার পরে ইলেন হোয়াইট ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জুন এ বাপ্তিষ্ম গ্রহন করেছিল। সে মেথডিষ্ট মণ্ডলীর একজন সভ্য হ'লো।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

127

পরে, ইলেন ও তার পরিবার মেইনের পোর্টল্যাণ্ডে কয়েকটি মিটিং এ যোগ দিল। বক্তা ছিলেন উইলিয়াম মিলার, একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈন্য ক্যাপ্টেন, যিনি অধ্যাবসায়ের সাথে বাইবেল অধ্যয়ন করে যাচ্ছিলেন।

যেহেতু তিনি খ্রীষ্টের শীঘ্র দ্বিতীয় আগমণ সম্পর্কে প্রচার করছিলেন, তিনি ও তার অনুসারীগণ “দ্বিতীয় আগমনে বিশ্বাসী” অথবা “মিলারাইটস” নামে চিহ্নিত হয়ে গেলেন।

মিলারের বার্তার সত্যতা সম্পর্কে হারমন পরিবার বিশ্বাস করলেন।

128

যাইহোক, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে আক্টোবরের মহা নিরুৎসাহের পরে, তারাও ভগ্ন–চূর্ণ হয়ে গেলেন। ইলেন ভীষণভাবে নিরুৎসাহিত হ’লেন তিনি কাঁদলেন, প্রার্থনা করলেন, তিনি একটি উত্তরের জন্য ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করলেন, যেমনভাবে অনেক দ্বিতীয় আগমণে বিশ্বাসীগণ করেছিলেন।

পরে ঈশ্বর তাকে তাঁর ভাববাদীনী হিসাবে আহব্বান করেছিলেন। আমরা যে ভাবে একজন
ভাববাদীনীর কাছ থেকে আশা করবো, শারিরীক ভাবে তিনি তেমন করতে পারেননি বলে মনে হয়েছে। তিনি সবে মাত্র ১৮ বছরের মেয়ে ছিলেন ও যক্ষা ও হৃদরোগের সাথে যুদ্ধ করছিলেন।

তুবও, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ঈশ্বর ইলেনের সাথে কথা বলতে মনোনয়ন করলেন।

তার প্রতিক্রীয়া সম্পর্কে তিনি নিজের ভাষায় বলেনঃ

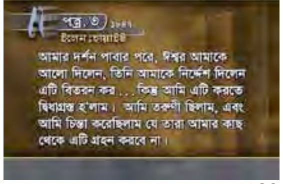

129

“আমার দর্শন পাবার পরে, ঈশ্বর আমাকে আলো দিলেন, তিনি আমাকে নির্দ্দেশ দিলেন এটি বিতরন কর . . . কিন্তু আমি এটি করতে দ্বিধাগ্রস্ত হ’লাম। আমি তরুণী ছিলাম, এবং আমি চিন্তা করেছিলাম যে তারা আমার কাছ থেকে এটি গ্রহন করবে না।”– – ইলেন জি, হোয়াইটের চিঠি ৩,১৮৪৭।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

130

যদিও তিনি ঈশ্বরের এই আহব্বানের দ্বায়ীত্বের নিমিত্ত নিজেকে শারীরিকভাবে অপারক ও দূর্বল অনুভব করেছিলেন, তিনি বিশ্বাসে এই দায়ীত্ব ঈশ্বরের জন্য গ্রহন করেছিলেন যা তার জীবনভর টিকে থাকবে।

131

স্বামী জেমস্ হোয়াইট দু'জনে একসাথে কাজ করেছিলেন ঈশ্বর যে আলো দিয়েছিলেন তা ভাগাভাগী করার জন্য।

132

তার অনেক লিখনীর মধ্যে তাদের বিজয় ও একনিষ্ঠতা সম্পর্কে ব্যাক্ত করেছেন। ইলেন হোয়াইট তার জীবনভর তিনি একজন উৎসর্গীকৃত খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন, ঈশ্বরের এক জন নিরলস দাসী ছিলেন, এবং একজন ধর্ম্মপ্রাণ মা ছিলেন।

তার স্বামী তাকে ভাল বাসতেন, তার পরিবার, এবং পৃথিবীব্যাপী হাজার হাজার মানুষ তাকে ভাল বাসতো।

133

আগষ্ট ৬,১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইলেন হোয়াইটের স্বামী মিসিগানের ব্যাটেলক্রীকে মারা যান। তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ইলেন হোয়াইট সপথ করেছিলেন যে, যে কাজে তারা দু'জনে ত্যাগস্বীকার ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সাথে ৩৫ বছর পর্য্যন্ত করেছেন, তা তিনি চালিয়ে নেবেন!

134

তিনি যা লিখেছিলেন তার মধ্যে কিছু সবচেয়ে সুন্দর লিখনী এই তারিখের পরে ছাপা হয়ে ছিল।

তিনি একা একা আরও ৩৪ বছর কাজ করেছিলেন।

তার ভাববাণী পরিচর্যার কাজ তাকে কয়েকটি দেশে নিয়ে গিয়েছিল– –ঈশ্বর যে ভাবে তাকে পরিচালনা করেছিলেন, সে ভাবে তিনি বিশাসীবর্গদের নির্দ্দেশনা, এবং উপদেশ দিয়েছিলেন।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

135

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাইএ ইলেন গোল্ড হোয়াইট তার জীবন ও কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। তিনি ৮৭ বছরেরও উর্দ্ধে বেঁচেছিলেন।
স্বামীর পাশে মিসিগানের ব্যাটেলক্রীকে ওক্‌হিল কবরস্থানে তাকে কবর দেওয়া হয়। তার মৃত্যুর কয়েক সপ্তা পরে একটি খবর কাগজে এই উক্তিটি করা হয়েছিলঃ

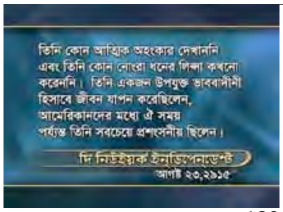

136

"তিনি কোন আত্মিক অহংকার দেখাননি এবং তিনি কোন নোংরা ধনের লিপ্সা কখনো করেননি। তিনি একজন উপযুক্ত ভাববাদীনী হিসাবে জীবন যাপন করেছিলেন, আমেরিকানদের মধ্যে ঐ সময় পর্য্যন্ত তিনি সবচেয়ে প্রশংসনীয় ছিলেন।"– –দি নিউইয়র্ক ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট, আগষ্ট ২৩,২৯১৫।

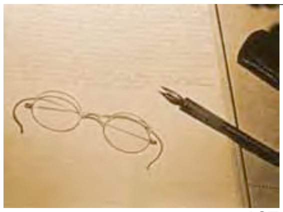

137

হ্যাঁ, তার স্বর শান্ত হয়ে গেছে– –তার কলম বিশ্রাম নিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে এই বিশ্বস্ত মুখপত্র অমূল্য উপদেশের বাক্য, শিক্ষা, নির্দ্দেশনা, এবং উৎসাহের মাধ্যমে ঈশ্বরের লোকদের চূড়ান্ত বিজয় পর্য্যন্ত পরিচালনা করতে থাকবে।

138

(ভিডিওঃ ৬ সেকেণ্ড) তার পৃথিবীর জন্য উইলপ্রাপ্ত সম্পত্তি হ'লো ভালবাসার একটি উপহার––সৌরজগতে অপরপ্রান্ত থেকে পৃথিবীতে একটি বার্তা, একজন প্রেমময় ঈশ্বর যিনি এখনও তাঁর সন্তানদের সাথে খ্রীষ্টের আগমন পর্য্যন্ত যোগাযোগ রাখতে চান।

পরে এই "খুদ্র আলোটি" নিস্তেজ হয়ে যাবে যেমন আমরা পুনরায় তাঁর গৌরমময় উপস্থিতিতে দাঁড়াব এবং ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়ে তাঁর সব জ্যোতিতে সহভাগীতালাভ করবো!

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

139

বহু বছর আগে দক্ষীণ আফ্রিকার বেচুয়ানাল্যান্ডের বিশাল পতিত প্রান্তরে এক জন আদিম ব্যবসায়ী বসবাস করতো যার নাম ছিল সুকুবা।

সে একজন যাযাবর সদস্য হিসাবে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতো।

এক শীতের রাত্রীতে ঘুমাবার জন্য সে তার আশ্রয়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কিন্তু হঠাৎ রাত্রী দিনের চেয়েও বেশী আলোকিত হ'লো। একজন উজ্জ্বল ব্যাক্তি তার সামনে উপস্থিত হয়ে বই এর লোকদের খুঁজে বের করতে বল্লেন।

যারা ঈশ্বরের সেবা করে তাদের তাকে খুঁজে পেতেই হবে। এর অর্থ কি সুকুবা তা জানতোনা। কি বই?

সে যদি এই বইটি পেয়ে যায়, কিভাবে সে এটি পড়তে পারে?

জংগল মানুষের ভাষায় রয়েছে অদ্ভুত কণ্ঠস্বর যা আফ্রিকার অন্য গোষ্ঠীদের ভাষার মধ্যে নেই।

এটি কখনো সঙ্কুচিত করে লেখা হয়নি।

কিন্তু যে স্বর্গের দূতটি তার সামনে দেখা দিয়েছিল সকুবা তাকে "উজ্জ্বল ব্যাক্তি" বলে ডেকেছেন যিনি বলেছিলেন, "এই বইটি কথা বলে। তুমি এই বইটি পড়তে পারবে।

এই বইটির অন্বেষণে সুকুবা তার পরিবারের সাথে কয়েকদিন ঘুরেছে। সে কিছু বান্টু কৃষকদের কুড়ে ঘরে পৌঁছে তাদের জিজ্ঞেস করলো যে তারা সেই বইটির মানুষদের কথা জানে কিনা।

উপজাতি মানুষটি শুনে অবাক হ'ল যে জংগল মানুষটি কোন ভাবে তার বান্টুভাষায় কথা বলছে। সে তখনই সুকুবাকে তার পুরোহীতের কাছে নিয়ে গেল। সুকুবার গল্প শুনে পুরোহীত গভীরভাবে অনুপ্রাণীত হলেন।

এবং তিনি বল্লেন, "তোমার যাত্রা শেষ হয়েছে।" সুকুবা খুবই খুশী হ'লো।

কিন্তু সেই রাত্রীতে ঐ উজ্জ্বল ব্যাক্তিটি তার কাছে আবার উপস্থিত হলেন।

তিনি তাকে বল্লেন যে মানুষদের সে অন্বেষণ করছে, তারা সে মানুষ নয়।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

তার "শাব্বাথ পালনকারী মণ্ডলী এবং পুরোহীত মোয়ীকে খুঁজে পেতে হবে।" পাষ্টার মোয়ীর কাছে সেই বইটি থাকবে এবং তার কাছে আরও "চারটি খয়রী বই থাকবে যা আসলে নয়টি বই।" পরদিন সুকুবা একটি চিহ্নের জন্য প্রার্থনা করল। যাত্রার জন্য তার কিছু নির্দ্দেশণার প্রয়োজন হ'লো।

সে যখন প্রার্থনা করল, একটি মেঘ আকাশে দেখা গেল। সুকুবা এটির পেছন তার যাত্রা শুরু করল এবং সাতদিন এটিকে অনুসরণ করল।

এটি একটি নির্দ্দিষ্ট গ্রামের উপরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই বইটির অন্বেষণে সুকুবা তার পরিবারের সাথে কয়েকদিন ঘুরেছে। সে কিছু বান্টু কৃষকদের কুড়ে ঘরে পৌঁছে তাদের জিজ্ঞেস করলো যে তারা সেই বইটির মানুষদের কথা জানে কিনা।

উপজাতি মানুষটি শুনে অবাক হ'ল যে জংগল মানুটি কোন ভাবে তার বান্টুভাষায় কথা বলছে। সে তখনই সুকুবাকে তার পুরোহীতের কাছে নিয়ে গেল। সুকুবার গল্প শুনে পুরোহীত গভীরভাবে অনুপ্রাণীত হলেন।

এবং তিনি বল্লেন, "তোমার যাত্রা শেষ হয়েছে।" সুকুবা খুবই খুশী হ'লো।

কিন্তু সেই রাত্রীতে ঐ উজ্জ্বল ব্যাক্তিটি তার কাছে আবার উপস্থিত হলেন।

তিনি তাকে বল্লেন যে মানুষদের সে অন্বেষণ করছে, তারা সে মানুষ নয়।

তার "শাব্বাথ পালনকারী মণ্ডলী এবং পুরোহীত মোয়ীকে খুঁজে পেতে হবে।" পাষ্টার মোয়ীর কাছে সেই বইটি থাকবে এবং তার কাছে আরও "চারটি খয়রী বই থাকবে যা আসলে নয়টি বই।" পরদিন সুকুবা একটি চিহ্নের জন্য প্রার্থনা করল। যাত্রার জন্য তার কিছু নির্দ্দেশণার প্রয়োজন হ'লো।

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

সে যখন প্রার্থনা করল, একটি মেঘ আকাশে দেখা গেল। সুকুবা এটির পেছন তার যাত্রা শুরু করল এবং সাতদিন এটিকে অনুসরণ করল।
এটি একটি নির্দ্দিষ্ট গ্রামের উপরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুকুবা তার গল্প স্থানীয় ভাষায় বলার পরে পাষ্টার মোয়ী তার ছেঁড়া বাইবেলটি বের করলেন। সুকুবা বিস্ময়ে বল্লো, "ওটাই সেই বই!" "ওটাই সেই বই! কিন্তু আর চারটি বই কোথায় যা নাকি আসলে নয়টি বই?"

বেশ, এভাবেই ঘটনাটি হয়েছিল, ইলেন হোয়াইট বহু বছর পূর্ব্বে নয়টি খন্ডে ঈশ্বরে মণ্ডলীর জন্য নির্দ্দেশসমূহ লিখেছিলেন যাকে বলা হয় মণ্ডলীর প্রতি সাক্ষসমূহ। এবং পরবর্তী সময়ে এগুলি চারটি বইএ সংযুক্ত করা হয়েছিল।

সুকুবার অন্বেষণ শেষ হ'লো। সে বইটির মানুষদের খুঁজে পেল। সে সপ্তমদিন পালনকারী মানুষদের সন্ধান পেল, যারা ভাববাণীর বরে আশীর্ব্বাদ যুক্ত ছিল। পরিশেষে সে এবং তার স্ত্রী খ্রীষ্টকে গ্রহন করল এবং বাপ্তিস্ম গ্রহন করলো। সে তার নিজের লোকদের কাছে মিশনারী হয়েছিল।

ঈশ্বর আশ্চর্য্যভাবে এই সময়ে পুরুষ ও মহিলাদের তাঁর সত্য মন্ডলীতে পরিচালনা করার জন্য কাজ করেছেন।
এটি সত্য যে আপনি যে গল্প শুনছেন তা একটি দূর্ঘটনা নয়। সুকুবার মতো, আপনিও পরিচালিত হচ্ছেন। ঈশ্বর আপনাকে তাঁর সত্যে পরিচালনা করেছেন। ঈশ্বর আপনাকে ভবিষ্যতের সাথে মুখোমুখী হবার জন্য সাহস প্রদান করছেন।
হয়তো আপনি বহু বছর ধরে সত্যের অন্বেষণ করছেন। আমি বিশ্বাস করি আপনার অন্বেষণ সমাপ্ত হয়েছে। এই গন্তব্যে আপনি স্বর্গীয় উপায়ে পরিচালিত হয়েছেন। আপনিও সুকুবার মতো বিস্ময়ে বলতে পারেন, "এটিই সেই সত্য! এটিই ঈশ্বরের মণ্ডলী!"

২১। তারাগণেরও উর্দ্ধ থেকে বার্তা

আপনি কি তাদের অনুসরণ করতে চাননা যারা যীশুর বিশ্বাস ও ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে? আপনি কি ঈশ্বরের শেষকালিন লোকদের সাথে সংযুক্ত হ'তে চান না? এই প্রতিশ্রূতিটি যত্নের সাথে বিবেচনা করুন। এটি আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হ'তে পারে।

২২। অনেক মনোনয়ন

1

আপনি কি করে সঠিক মণ্ডলী খুঁজে পাবেন?

2

আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন যে কেন এতগুলি মণ্ডলী রয়েছে?
সাধারণ মানুষ এতে বিভ্রান্ত হয়ে যায়।
অধিকাংশ মণ্ডলী শিক্ষা দেয় যে শুধু তাদের কাছেই সত্য রয়েছে।
আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন যে কোন্ মণ্ডলী প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর সম্পর্কে সত্য শিক্ষা দেয় ও বিশ্বাস করে?

3

বন্ধু, বাইবেলে আমাদের জন্য এর উত্তর রয়েছে। এই বিভ্রান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে কোন্টা সত্য ও কোন্টা মিথ্যা তার পার্থক্য ঈশ্বরের বাক্য দ্বারাই বিশ্বাস পূর্বক সর্বদা নির্ণয় করা যায়!

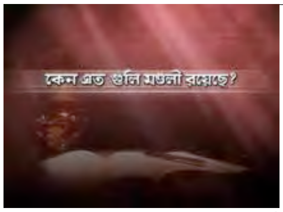

4

তা হ'লে আজ আমাদের আলোচনার শিরোনাম হ'লো "কেন এতগুলি মণ্ডলী রয়েছে?"

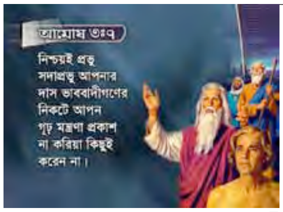

5

(পদঃ আমোষ ৩ঃ৭)
"বাইবেল বলে, "নিশ্চয়ই প্রভু সদাপ্রভু আপনার দাস ভাববাদীগণের নিকটে আপন গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ না করিয়া কিছুই করেন না।"
আমোষ ৩ঃ৭

6

(ভিডিওঃ ৪ সেকেণ্ড) আসুন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের কাছে যাই। মনে রাখুন আমি কি
চিন্তা করি তাতে কিছুই আসে যায় না। যা আসে যায় তা হ'লো এটি কি বাইবেলে আছে কি না।
যদি এটি বাইবেলে থাকে, তা হ'লে আমি বিশ্বাস করি। যদি এটি বাইবেলে না থাকে তা হ'লে এটি আমার জন্য নয়।

২২। অনেক মনোনয়ন

7

আমাদের অধ্যয়ন শুরু করার জন্য, আমরা বাইবেলের শেষ বইটি দেখি – – প্রকাশিত।
প্রকাশিত ছয় অধ্যায়ে চারজন অশ্বারোহীর কথা বলে।

8

ঐ চার জন অশ্বরোহী খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর ইতিহাসের বিভিন্ন সময় নির্দ্দেশ করে।
ঐ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন মণ্ডলীর গঠন যা বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাই।

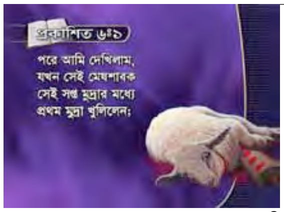

9

(পদঃ প্রকাশিত ৬ঃ১)
“পরে আমি দেখিলাম, যখন সেই মেষশাবক সেই সপ্তের মধ্যে প্রথম মুদ্রা খুলিলেন;

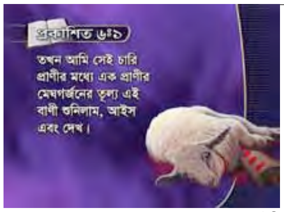

10

তখন আমি সেই চারি প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণীর মেঘগর্জনের তূল্য এই বাণী শুনিলাম, ‘আইস এবং দেখ’। প্রকাশিত ৬ঃ১। এখন এখানে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর ইতিহাস ছয় অধ্যায়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

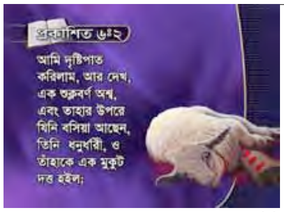

11

(পদঃ প্রকাশিত ৬ঃ২)“আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, এক শুক্লবর্ণ অশ্ব, এবং তাহার উপরে যিনি বসিয়া আছেন, তিনি ধনুধারী, ও তাঁহাকে এক মুকুট দত্ত হইল;

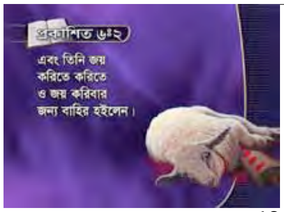

12

এবং তিনি জয় করিতে করিতে ও জয় করিবার জন্য বাহির হইলেন।” প্রকাশিত ৬ঃ২।

13

সুতরাং, প্রথম মণ্ডলী হ‘লো বিশ্বাস জয় করা মণ্ডলী। এটি হ‘লো সাদা ঘোড়া।
সাদা খাটি বিশ্বাসকে নির্দ্দেশ করে।

২২। অনেক মনোনয়ন

14

যীশুর স্বর্গারোহনের পরেই প্রথম শতাব্দীতে বাস করা একটি আনন্দের সময় হ'তো।

15

শিষ্যগণ প্রচুর সাহস ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল, কারণ তারা যীশুর সাথে হেটেছেন ও কথা বলেছেন। তারা তাঁকে পুনুরুত্থিত হ'তে দেখেছিলেন।

তারা তাঁকে স্বর্গে আরোহণ করতে দেখেছিলেন। তারা জানতেন যে তিনি ফিরে আসছেন। তাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা সমূহে বিশ্বাস করতেন।

16

সমস্ত পৃথিবীর কাছে তারা প্রচুর উদ্দীপণা ও উৎসাহের সাথে আনন্দের বার্তা, সুসমাচার সহভাগ করেছিলেন।

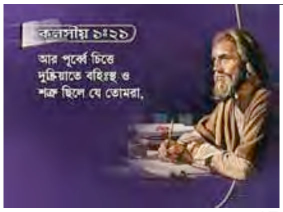

17

(পদঃ কলসীয় ১ঃ২১-২৩)
(ভিডিওঃ ৫ সেকেণ্ড) প্রকৃত পক্ষে, ঐ সময়ে পরিচিত পৃথিবীর সব জায়গায় পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচারিত হয়েছিল। পৌল বলেন, "আর পূর্ব্বে চিত্তে দুষ্ক্রিয়াতে বহিঃস্থ ও শত্রু ছিলে যে তোমরা,

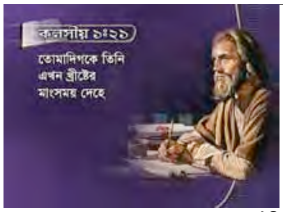

18

তোমাদিগকে তিনি এখন খ্রীষ্টের মাংসময় দেহে

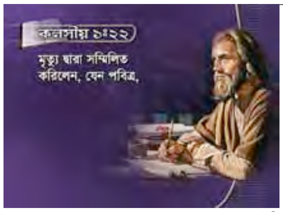

19

মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত করিলেন, যেন পবিত্র,

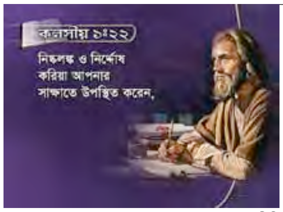

20

নিষ্কলঙ্ক ও নির্দ্দোষ করিয়া আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত করেন,

২২। অনেক মনোনয়ন

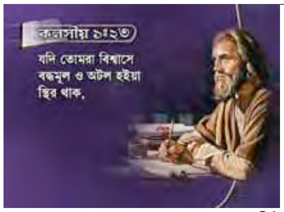

21

যদি তোমরা বিশ্বাসে বদ্ধমূল ও অটল হইয়া স্থির থাক,

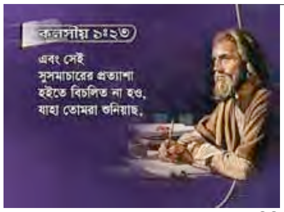

22

এবং সেই সুসমাচারের প্রত্যাশা হইতে বিচলিত না হও, যাহা তোমরা শুনিয়াছ,

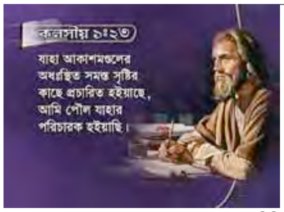

23

যাহা আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত সমস্ত সৃষ্টির কাছে প্রচারিত হইয়াছে, আমি পৌল যাহার পরিচারক হইয়াছি।”
কলসীয় ১ঃ২১-২৩।

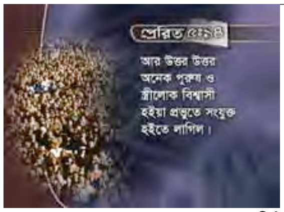

24

(পদঃ প্রেরিত ৫ঃ১৪)
“আর উত্তর উত্তর অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক বিশ্বাসী হইয়া প্রভুতে সংযুক্ত হইতে লাগিল।” প্রেরিত ৫ঃ১৪।
প্রেরিতদের পুস্তকটি আমাদের বলে যে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক বাপ্তিস্ম নিচ্ছিল।

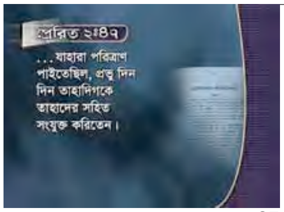

25

(পদঃ প্রেরিত ২ঃ৪৭)
“ . . . যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন।”
প্রেরিত ২ঃ৪৭।
মণ্ডলী ছিল খ্রীষ্টের দেহ।

26

প্রভুতে লোকেরা বাপ্তাইজিত হ‘তো।
তারা তাঁর দেহে বাপ্তাইজিত হয়েছিল, যা ছিল মণ্ডলী।
যীশুতে বিশ্বস্ত থাকা প্রাথমিক শিষ্যদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
যখন শিষ্যদের সতর্ক করা হয়েছিল তারা যেন যীশুর নামে শিক্ষা না দেয়,

২২। অনেক মনোনয়ন

27

(পদঃ প্রেরিত ৫ঃ২৯)
"কিন্তু পিতর ও অন্য প্রেরিতগণ উত্তর করিলেনঃ 'মনুষ্যদের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে'।" প্রেরিত ৫ঃ২৯। আপনি দেখুন, মানুষের প্রথা অনুসরণ করার চেয়ে ঈশ্বর যা বলেছেন তা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

28

তাদের খাঁটি বিশ্বাস ছিল, কারণ তারা যীশুর সাথে ছিল। যীশু যা বিশ্বাস করতেন, তারা তাই বিশ্বাস করতেন। যীশু যা শিক্ষা দিতেন, তারা তাই শিক্ষা দিতেন।

29

আমাদেরও একই প্রকার বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন--সরল, খাঁটি, বিশ্বাস যা খ্রীষ্টের আগমনের দিকে দৃষ্টি রাখে।
এটি খাঁটি বিশ্বাস।
এটি ছিল প্রথম শতাব্দিতে মণ্ডলীর বিশ্বাসীবর্গের বিশ্বাস।

30

প্রথম মণ্ডলীর জয়কারী বিশ্বাস একটি সাদা ঘোড়া দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিল। এক শত খ্রীষ্টাব্দে এই সময় সমাপ্ত হয়েছিল।

31

যোহন কি দেখতে পেয়েছিলেন যখন যীশু দ্বিতীয় সীলমোহরটি খুলেছিলেন?

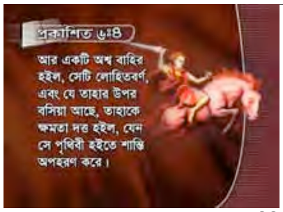

32

(পদঃ প্রকাশিত ৬ঃ৪)
"আর একটি অশ্ব বাহির হইল, সেটি লোহিতবর্ণ, এবং যে তাহার উপর বসিয়া আছে, তাহাকে ক্ষমতা দত্ত হইল, যেন সে পৃথিবী হইতে শান্তি অপহরণ করে।

২২। অনেক মনোনয়ন

33

আর যেন মনুষ্যেরা পরস্পরকে বধ করে, এবং এক খান বৃহৎ খড়্গ তাহাকে দত্ত হইল।”
প্রকাশিত ৬ঃ৪।
এজন্য এখানে আমরা রক্তের দাগে চিহ্নিত বিশ্বাস নির্দ্দেশ করেছি।

34

আমরা জানি যে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে খ্রীষ্টিয়ানদের রোমে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যেখানে তাদের হত্যা করা হয়েছে। এবং অনেককে রোমীয় সম্রাজ্যের প্রকাণ্ড কলিসিয়ামের মধ্যে সিংহের দ্বারা খাওয়ানো হয়েছিল।

35

খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর জন্য কি–না এক ভয়ানক সময় ছিল। কিন্তু তবুও মণ্ডলী বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঐ সময়ের একজন মণ্ডলীর ইতিহাসবিদ বলেছিলেন যে খ্রীষ্টিয়ানদের রক্ত বীজের ন্যায় ছিল।
যেমনভাবে মানুষ যীশুর জন্য তাদের জীবন দিয়েছিল, মনে হয়েছিল তারা একটি একটি বিজ যা রোপন করা হয়েছে, এবং তাদের বদলে আরও বেশী অঙ্কুরিত হয়েছে।
রোমীয় সম্রাজ্যের চারিদিকে এবং ঐ সময়ে জানা পৃথিবীর চারিদিগে পরিত্রাণের সুসমাচার ছড়িয়েছিল।

36

সুতরাং লোহীত বর্ণ ঘোড়া রক্ত রঞ্জিত বিশ্বাস নির্দ্দেশ করে। দ্বিতীয় সীল মোহরটি ১০০–৩২৩ খ্রীষ্টাব্দের খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীকে নির্দ্দেশ করে।

37

(পদঃ প্রকাশিত ৬ঃ৫)এখন যীশু তৃতিয় সীলমোহরটি খুললেন––খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর তৃতীয় সময়কাল। “যখন তিনি তৃতীয় মুদ্রা খুলিলেন, তখন আমি তৃতীয় প্রাণীর এই বাণী শুনিলাম, ‘আইস ও দেখ।’

38

তাই পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব, এবং যে তাহার উপর বসিয়া আছে, তাহার হস্তে এক তুলাদণ্ড।”
প্রকাশিত ৬ঃ৫।

২২। অনেক মনোনয়ন

39

এই কৃষ্ণবর্ণ অশ্বটি একটি আপোষপূর্ণ বিশ্বাস নির্দ্দেশ করে।

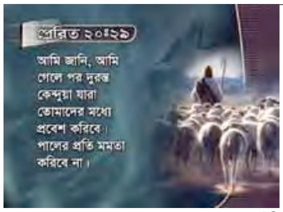

40

(পদঃ প্রেরিত ২০ঃ ২৯, ৩০)
“আমি জানি, আমি গেলে পর দুরন্ত কেন্দুয়া যারা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে। পালের প্রতি মমতা করিবে না।

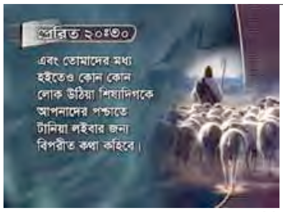

41

এবং তোমাদের মধ্য হইতেও কোন কোন লোক উঠিয়া শিষ্যদিগকে আপনাদের পশ্চাতে টানিয়া লইবার জন্য বিপরীত কথা কহিবে।”
প্রেরিত ২০ঃ১৯,৩০।
খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীতে এটি একটি অত্যন্তঃ দুঃখপূর্ণ সময়কাল।

42

এটি একটি আপোষপূর্ণ বিশ্বাসের সময়কাল যখন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সাথে পৌত্তলিকতার সংমিশ্রণ ঘটেছিল।
দানিয়েল এটি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেণ।

43

(পদঃ দানিয়েল ৮ঃ১২)
“আর অধর্ম্ম প্রযুক্ত নিত্য নৈবেদ্যের বিরুদ্ধে এক বাহিনী তাহার হস্তে সমর্পিত হইল;

44

এবং সে সত্যকে ভূমিতে নিপাত করিল, এবং কর্ম্ম করিল, ও কৃতকার্য্য হইল।”
দানিয়েল ৮ঃ১২।

45

এই সময়কালে প্রথম মূল সত্যটি যা হারিয়েগিয়েছিল সেটি হ'লো যীশুতে শুধু বিশ্বাসের মাধ্যমেই পরিত্রাণ। খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণের পরিবর্তে মণ্ডলীর রিতীনিতীসমূহ স্থান করে নিয়েছিল।

২২। অনেক মনোনয়ন

46

আপনি যদি স্মরণ করেন, তা হ'লে বুঝতে পারবেন আমরা পূর্বে অধ্যায়ন করেছি বাইবেল অনুসারে পরিত্রাণ হ'লো বিনামূল্যের একটি উপহার।
এটি একটি উপহার, কারণ আমরা সকলেই পাপ করেছি, এবং আমরা এটি লাভ করতে পারি না।
আমরা মৃত্যুবরণ করার জন্য যোগ্য, কারণ পাপের বেতন মৃত্যু।
কিন্তু ঈশ্বরের উপহার হ'লো অনন্ত জীবন।

47

আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এটি হ'লো সহজ সাধারণ বার্তা।

48

ঐ বিনামূল্যের উপহারটি পেতে, আমাদের শুধু যীশুকে আমাদের হৃদয়ে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

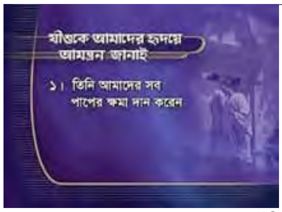

49

পরে তিনি আমাদের সব পাপের ক্ষমা দান করে থাকেন।

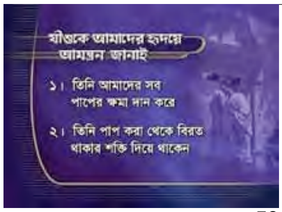

50

এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি পাপ করা থেকে বিরত থাকার শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি আমাদের তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য শক্তি দিবেন।

51

কিন্তু এই সরল পরিত্রাণের সত্য, যীশুতে এই সরল সুসমাচার, খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর এই সময় কালে যখন বিশ্বাস আপোস করা হয়েছিল, উহার পরিবর্তে মণ্ডলীর আবশ্যকতা অপরিহার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

২২। অনেক মনোনয়ন

52

ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাছে সাহসপূর্ব্বক যাবার পরিবর্তে তাঁর অনুগ্রহ ও ক্ষমার পরিবর্তে, বাইবেলে যে ভাবে বলে সে ভাবে তাদের পাপ স্বীকারের পরিবর্তে, খ্রীষ্টিয়ানদের বলা হয়েছিল যে তাদের পাপের ক্ষমার জন্য মূল্য দিতে হবে।

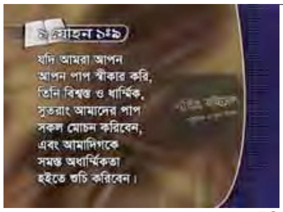

53

(পদঃ ১ যোহন ১ঃ৯)
কিন্তু বাইবেল বলে, "যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্ম্মিকতা হইতে শুচি করিবেন।"
১যোহন ১ঃ৯।

54

খ্রীষ্টিয়ানদের বলা হয়েছিল যে তাদের পুরোহীতের কাছে যেতে হবে। তাদের একজন পুরুষের কাছে যেতে হবে। তারা সাহসপূর্ব্বক আর ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে যেতে পারবেনা। পরিত্রাণ খুব জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষ এই আপোস মেনে নিয়েছিল, কারণ তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য ছিলনা।

55

আসলে এই সময়ে ঈশ্বরের বাক্য থাকা আইনবিরুদ্ধ ছিল। তখনও ছাপাখানা আবিস্কার
হয়নি, তাই বাইবেলের কিছু অংশ পাওয়াও কঠিন ব্যাপার ছিল। মণ্ডলী যা বলতো অনেক মানুষ তা মেনে নিত, এবং খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস কলূষিত হয়েছিল।

56

দ্বিতীয় বাইবেলের সত্য যা আপোস করা হয়েছিল তা হ'লো আমাদের ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তাকে আরাধনা না করে বরং কাঠ ও লোহার তৈরী জিনিষের আরাধনা করা। ঈশ্বর দশ আজ্ঞায় বলেছেনঃ

২২। অনেক মনোনয়ন

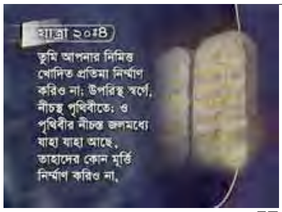

57

(পদঃ যাত্রা ২০ঃ৪,৫)
"তুমি আপনার নিমিত্ত খোদিত প্রতিমা নির্ম্মণ করিওনা; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে; ও পৃথিবীর নীচস্ত জলমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না,

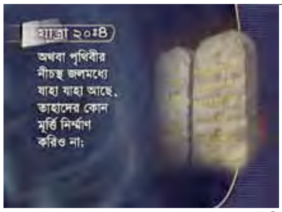

58

অথবা পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না;

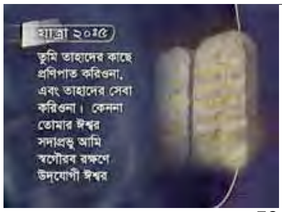

59

তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিওনা, এবং তাহাদের সেবা করিওনা। কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর,

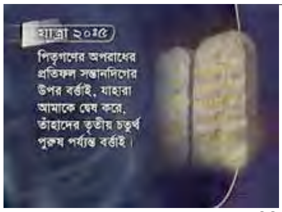

60

পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদিগের উপর বর্ত্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাঁহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত বর্ত্তাই।"
যাত্রা ২০ঃ৪,৫।

61

এই সময়েই যখন মণ্ডলীর মধ্যে প্রতিমা প্রবেশ করেছিল দশ আজ্ঞাা খুব স্পষ্ট বলেছিল যে ঈশ্বরকে ব্যাতিরিকে যে কোন জিনিষকে আরাধনা করা অন্যায়।

62

তৃতীয় বাইবেল সত্য যা এই সময়ে আপোস করা হয়েছিল তা হ'লো চতুর্থ আজ্ঞা এবং আরাধনার দিন। লক্ষ্য করুণ বাইবেল দানিয়েলের সম্পর্কে কি বলে যেমনি তিনি এটি দেখেছিলেনঃ

63

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ১৫)
"আমি, দানিয়েল আপন দেহ মধ্যে আত্মায় বিষন্ন হইলাম ও আমার মনের দর্শন আমাকে বিহব্বল করিল।"
দানিয়েল ৭ঃ১৫।

২২। অনেক মনোনয়ন

64

আপনি দেখেছেন কি ভাবে কনস্ট্যান্‌টাইন প্রথম রবিবার দিন আইন জারী করে বলবৎ করেছিলেনঃ আরাধনার দিন সপ্তম দিন শাব্বাথ পরিবর্তন করে সপ্তাহের প্রথম দিন, রবিবার করেছিলেন।

65

(পদঃ যোহন ১৪ঃ১৫)
কিন্তু স্মরণ রাখুন, যীশু বলেছেন, “তুমি যদি আমাকে প্রেম কর, তাহা হইলে আমার আজ্ঞা সকল পালন কর।”
যোহন ১৪ঃ১৫।
তথাপি আপোসপূর্ণ বিশ্বাসের এই সময়ে, যীশুর প্রতি প্রেম শীতল হয়েছিল, এবং অনেকে মানুষ ঈশ্বরের পরিবর্তে প্রথা অনুসরণ করেছিল।

66

মণ্ডলী শাব্বাথ সম্পর্কে আপোস মেনে নিয়েছিল এবং আরাধনার দিনটির পরিবর্ত্তন করতে চেষ্টা করেছিল। ১৯৯৫, মে ২১ তারিখে সাধু ক্যাথরিন্ ক্যাথলিক মণ্ডলীর প্রহরী বলেছিলেন,

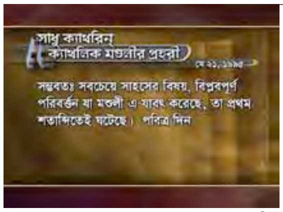

67

“সম্ভবতঃ সবচেয়ে সাহসের বিষয়, বিপ্লবপূর্ণ পরিবর্ত্তন যা মণ্ডলী এ যাবৎ করেছে, তা প্রথম শতাব্দিতেই ঘটেছে। পবিত্র দিন

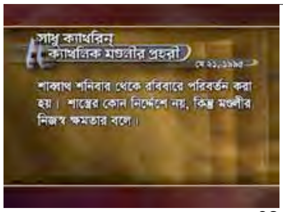

68

শাব্বাথ শনিবার থেকে রবিবারে পরিবর্তন করা হয়। শাস্ত্রের কোন নির্দ্দেশে নয়, কিন্তু মণ্ডলীর নিজস্ব ক্ষমতার বলে।

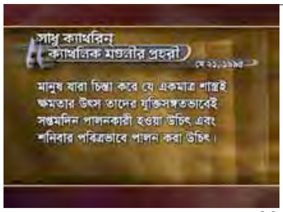

69

মানুষ যারা চিন্তা করে যে একমাত্র শাস্ত্রই ক্ষমতার উৎস তাদের যুক্তিসঙ্গতভাবেই সপ্তমদিন পালনকারী হওয়া উচিৎ এবং শনিবার পবিত্রভাবে পালন করা উচিৎ।”

70

সপ্তাহের প্রথম দিন রবিবার আরাধনা করা, এটি বাইবেলে নেই। সারা পৃথিবীর পণ্ডিতগণ এটি মানেন।

২২। অনেক মনোনয়ন

71

আমরা যেমন লক্ষ করেছি যে ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় সম্রাজ্যের সম্রাট কন্‌ষ্টানটাইন
এই পরিবর্ত্তনটি আনায়ন করে, এবং মণ্ডলী এই পরিবর্ত্তণটি মেনে নেয়।

72

আমার বন্ধুগণ, বাইবেল যা বলে আমরা যদি তা করতে চাই, তা হ'লে আমাদের সেভেন্থ–ডে এ্যাড্‌ভেন্টিষ্ট হওয়া উচিৎ। এই আপোসের যুগে, পৌত্তলিকদের রবিবার দিনটি বাইবেলের পবিত্র শাব্বাথকে সরিয়ে দিয়েছে।

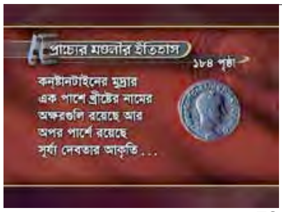

73

প্রাচ্যের মণ্ডলী ইতিহাসের ১৮৪ পৃষ্ঠায় বলে, "কন্‌ষ্টানটাইনের মুদ্রার এক পাশে খ্রীষ্টের নামের অক্ষরগুলি রয়েছে আর অপর পার্শে রয়েছে সূর্য্য দেবতার আকৃতি ... ,

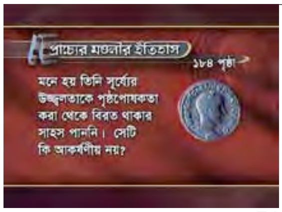

74

মনে হয় তিনি সূর্য্যের উজ্জ্বলতাকে পৃষ্ঠপোষকতা করা থেকে বিরত থাকার সাহস পাননি। সেটি কি আকর্ষণীয় নয়?

75

ঈশ্বর তাঁর দশ আজ্ঞায় খুব স্পষ্টভাবেই বলেছেনঃ

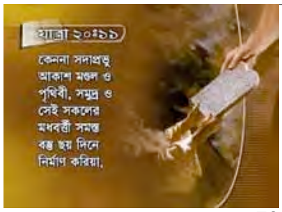

76

(পদঃ যাত্রা ২০ঃ১১)"কেননা সদাপ্রভু আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধবর্ত্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্মাণ করিয়া,

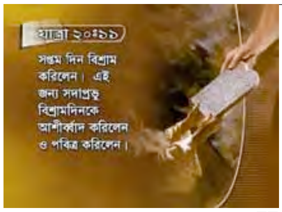

77

সপ্তম দিন বিশ্রাম করিলেন। এই জন্য সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও পবিত্র করিলেন।" যাত্রা ২০ঃ১১।

২২। অনেক মনোনয়ন

78

ঈশ্বর স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি চান যেন তাঁর লোকবৃন্দ সপ্তমদিন পবিত্ররূপে পালন করে। পেছনে একেবারে শুরুতেই, বাইবেল বলে,

79

(পদঃ আদি ২ঃ৩)
“আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন,

80

কেননা সেই দিনে ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।”
আদি ২ঃ৩।

81

যদি ঈশ্বর স্রষ্টা হন

82

একটি দিনকে আশীর্ব্বাদ করে থাকেন,

83

যদি তিনি একটি দিনকে পৃথক করে থাকেন,

84

যদি তিনি একটি দিনকে অন্যান্য সকল দিনের উর্দ্ধে পবিত্র করে সৃষ্টি করে থাকেন, তা হ’লে আমার বন্ধুগণ, এটি পরিবর্ত্তন করার মানুষের কোন অধিকার নেই, পরিবর্ত্তন করার কোন ক্ষমতা নেই! এটি আরাধনার একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, বাধ্যতার একটি বিষয় যে, আমরা কি মানুষের প্রথা অনুসরণ করবো অথবা ঈশ্বর যা আদেশ করেছেন তা পালন করবো’।

২২। অনেক মনোনয়ন

85

এটি তা হ'লে আপোষপূর্ণ বিশ্বাসের সময়কাল। মণ্ডলীর আপোসপূর্ণ বিশ্বাসের সময়কাল হ'লো ৩২৩ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

86

এখন আমরা খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর চতুর্থ সময়কালে অগ্রসর হই, যেটি হ'লো সাদা ঘোড়া।

87

(পদঃ প্রকাশিত ৬ঃ৭, ৮)
"পরে তিনি যখন চতুর্থ মুদ্রা খুলিলেন, তখন আমি চতুর্থ প্রাণীর এই বাণী শুনিলাম, 'আইস, এবং দেখ।'

88

পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, এক পাণ্ডুবর্ণ অশ্ব, এবং যে তাহার উপরে বসিয়া আছে, তাহার নাম মৃত্যু, এবং পাতাল তাহার অনুগমন করিতেছে।

89

এবং তাহাদিগকে পৃথিবীর চতুর্থ অংশের উপরে কর্ত্তৃত্ব দত্ত হইল, যেন তাহারা তরবারি,

90

দুর্ভিক্ষ, মারী ও বনপশু দ্বারা বধ করে।"
প্রকাশিত ৬ঃ৭,৮।

91

একটি মৃত বিশ্বাস -- চতুর্থ মুদ্রা। এটি মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের একিভুত হওনের সময়কাল ছিল। এই সময়ে পবিত্র রোমীয় সম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয়েছিল, এবং এটি শুধু ধর্ম্মিয় রাষ্ট্রেই পরিণত হয়নি, এটি একটি রাজনৈতিক রাষ্ট্রেও পরিণত হয়েছিল। আমাদের একটি ইউনিয়ন আছে, পরে, মণ্ডলীর সাথে রাজনিতী।

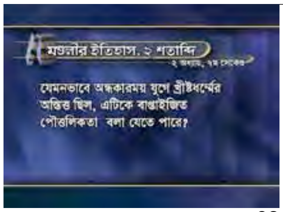

92

সংক্ষেপে এই উক্তিটি লক্ষ্য করুনঃ "রোমীয় সম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে পরিণত হ'লো এবং পৌত্তলিকতার স্থান দখল করলো।

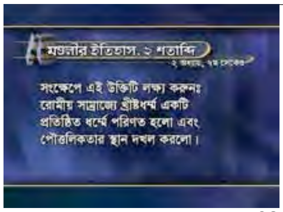

93

সংক্ষেপে এই উক্তিটি লক্ষ করুনঃ "রোমীয় সম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে পরিণত হ'লো এবং পৌত্তলিকতার স্থান দখল করলো।
– – মণ্ডলীর ইতিহাস, ২ শতাব্দি, ২ অধ্যায়, ৭ম সেকেণ্ড।

94

মনে রাখুন এই সময়ে ঈশ্বরের বাক্য মানুষের নাগালে ছিল না। আসলে এটি ছিল আইন বিরুদ্ধ, এবং আমরা যেমন বলেছি তখনও ছাপাখানার আবিস্কার হয়নি।

95

মানুষ প্রথা অনুসরণ করছিল।
তারা পৌত্তলিকতা অনুসরণ করছিল এবং আচারানুষ্ঠান যা মণ্ডলীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।
এটি ঐতিহাসিক ঘটনা যা আমি আপনাদের সাথে বণ্টন করছি।

96

(ভিডিওঃ ৭ সেকেণ্ড) শুধু মাত্র রোমীয় মণ্ডলীর অস্তিস্থ ছিল।
আবার, এটি কোন ব্যাক্তিকে কটাক্ষ্য করা হচ্ছেনা––এটি হ'লো পদ্ধতি!
সারা বিশ্বে আমাদের অনেক চমৎকার ক্যাথলিক সন্যাসিনী এবং পুরোহীত এবং ক্যাথলিক বিশ্বাসী আছেন যারা যীশুকে ভালবাসেন ও সত্য খুঁজে বেড়াচ্ছেন।
এটি বুঝবার জন্য গুরুত্ত্বপূর্ণ যে আমরা কেন আজ এ অবস্থানে আছি।

97

এটি ছিল ভয়ানক একটি আপোসের সময়, ঈশ্বরের লোকদের উপরে ভয়ানক একটি অত্যাচারের সময়।

২২। অনেক মনোনয়ন

98

এজন্যেই এটিকে বলা হয় “অন্ধকারময় যুগ।” পাঁচ কোটি খ্রীষ্টিয়ানদের হত্যা করা হয়েছিল তাদের বিশ্বাসের কারনে।

99

এখানে আপোষের ধাপগুলি লক্ষ করুনঃ

100

প্রথাসমূহ,

101

প্রায়শ্চিত্ত,

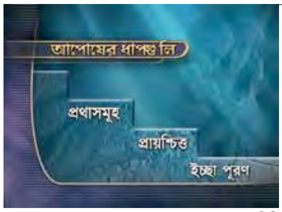

102

এবং টাকার বিনিময়ে পাপের ক্ষমা ক্রয়করা মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করেছিল।
আপনি টাকা দিয়ে পাপের ক্ষমা কিনতে পারতেন, ধারণা করা হয় যেন আপনার আত্মিয় পারগেটরী থেকে মুক্তি পেতে পারে। অথবা আপনি আপনার জন্য মূল্য প্রদান করতে পারতেন, যেন মৃত্যুর পরে আপনি পারগেটরীতে না যান। এটি আবারও খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে পৌত্তলিকতার একটি দৃষ্টান্ত।

২২। অনেক মনোনয়ন

103

ঈশ্বরের বাক্যে পারগেটরী বলে কোন শব্দ নেই। মণ্ডলীর মধ্যে মূর্তিসমূহ ঢুকে পড়েছিল – – এর সাথে মণ্ডলীর ক্ষমতা এবং মণ্ডলীর নিয়মকানুন। আমরা জিজ্ঞেস করি, ঈশ্বরের সত্য কি চিরতরে পদতলে দলিত করা হবে?

কোন ক্রমেই নয়, কারণ সত্যের আলো অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করবে।

এবং একটি সেতুর উপর পদক্ষেপ নেওয়া হবে যেন অন্ধকারময় যুগে হারিয়ে যাওয়া সত্যসমূহ আবিষ্কার করা হয়।

104

সংস্কারের যুগে, যীশুর খাঁটি বিশ্বাস আবিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছিল।

105

ওয়ালডেনসিস্‌গণ অন্ধকারময় যুগে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে।

106

তারা ঈশ্বরের বাক্য, বাইবেল আবিস্কার করেছিলেন।

বাইবেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের যদি ঈশ্বরের বাক্য না থাকতো, আমাদের কাছে যদি তাঁর প্রেমপত্র না থাকতো যা আমরা বাইবেলে পাই, তা হ'লে আমাদের জীবনে কোন দিগ নির্দ্দেশনা থাকতোনা।

২২। অনেক মনোনয়ন

২২। অনেক মনোনয়ন

107

উত্তর ইতালিতে আমরা বাইবেলে বিশ্বাসি ওয়ালডেনসিসদের ইতিহাস পাই।
ওয়ালডেনসিয়ানগণ বাইবেলের অংশ হাতে লিখে তাদের ছেলে-মেয়েদের দিতেন।
তাদের পোষাক-আষাকে বাইবেলের পদ সেলাই করে দেওয়া হ'তো, ছেলে মেয়েরা ইউরোপের বড় বড় শহরে তাদের পথ করে নিত।
তারা বাজারে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধু বানিয়ে তাদের সাথে বাইবেলের ঐ পদগুলি সহভাগ করতো।

108

যাই–হোক, তারা যদি ধরা পড়তো তা হ'লে তার প্রতিফল খুব কঠিন হ'তো––তাদের
অগ্নিস্তম্ভের সাথে পুড়িয়ে হত্যা করা হ'তো। যদিও অনেকেই তাদের জীবন হারিয়েছে, ওয়ালডেনসিস্‌গণ ঈশ্বরের কাজ সজিব রাখার জন্য এটিকে একটি সুযোগ বলে বিবেচনা করতো।

109

ওয়ালডেনসিয়ানদের পরে, একজন ধর্ম্মসংস্কারক এসেছিলেন, প্রাগ শহরে জন হাস নামের একজন বাইবেলের ছাত্র।হাস, তার বন্ধু যিরোমের সাথে আবিস্কার করলেন যে মানুষের বা মণ্ডলীর প্রতি বাধ্য থাকার চেয়েও ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

110

তাদের বাধ্যতার পদক্ষেপের কারণে, তাদের বিশ্বাস করার জন্য যে মণ্ডলীর প্রথাসমূহ অনুসরণ করার চেয়ে ঈশ্বর যা বলেছেন আমাদের সে গুলি করা কর্তব্য, তাদের আগুণে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল।
তাদের ভস্ম নদীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে নদীশ্রোত ভূমধ্য সাগরে গিয়ে পড়তো।
একইভাবে, এই উৎস থেকে ধর্ম্মসংস্কার বিশ্বের চারিদেকে প্রবাহিত হয়েছে।

111

হাস্ ও যিরোমের পরে জার্ম্মানীর মাটিন লূথারকে অগ্নিস্তম্ভে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় যিনি কেবল মাত্র অনুগ্রহের মাধ্যমেই পরিত্রাণ বাইবেলের এই সত্যটি আবিস্কার করেছিলেন।

112

কিছু কিছু লোক প্রশ্ন করেছেন, “অন্ধকারময় যুগে সে সত্যগুলি হারিয়ে গিয়েছিল, মার্টিন লুথার কেন তার সবগুলি পুনরায় আবিস্কার করেননি? এবং বাইবেল বলে,

113

(পদঃ যোহন ১৬ঃ১২)
“তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে। কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পারনা।”
যোহন ১৬ঃ১২।

114

বাইবেলের হারিয়ে যাওয়া সত্যসমূহ পুনুরুদ্ধার করতে সময় লেগেছিল--এটি একটি প্রক্রীয়া ছিল। অন্ধকারময় যুগে যীশুর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে আমাদের শত শত বছর লেগেছিল। এবং এই সত্যসমূহ পুনুরুদ্ধার করতে পুনরায় বহু বছর সময় লেগে যেতো।

115

যখন লুথার মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তিনি যা বলেছিলেন সেগুলি তার বিশ্বাসীবর্গ বিশ্বাস করেছিলেন এবং লূথারান মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন। তাদের কাছে, যখন লূথার মারা গেলেন তখনই সংস্কারের কাছে বন্ধ হয়ে গেল।

116

জার্ম্মানী হ’তে আমরা যাত্রা করে সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভাতে যাই, এবং সেখানে আমরা একজন বাইবেলের ছাত্র খুঁজে পাই যার নাম জন ক্যালভিন, যিনি,

২২। অনেক মনোনয়ন

২২। অনেক মনোনয়ন

117

তার অধ্যয়নের মাধ্যমে আবিস্কার করেছিলেন যে খ্রীষ্টিয়ানগণ শুধু অনুগ্রহ ও ক্ষমাই লাভ করেন না এবং সাহসের সাথে তাঁর অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে তাদের আসা উচিৎ, কিন্তু তাদের খ্রীষ্টে বর্দ্ধিষ্ণুলাভ করাও গুরুত্ত্বপূর্ণ।

118

সুতরাং ক্যালভিন বর্দ্ধিষ্ণুলাভের ধর্ম্মতত্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন, অনেকে যার নাম দিয়েছিলেন পবিত্রীকরণ।
আমরা যেমন যীশুকে গ্রহণ করি, তিনি আমাদের পাপের উপর জয়লাভ করার জন্য শক্তি দিয়ে থাকেন।

119

যখন জন ক্যালভিন মারা যান, তার অনুসারীগণ তিনি যা বলেছিলেন তারা সেগুলি বিশ্বাস করেছিলেন, এবং প্রেসবিটেরিয়ান মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন।
তাহ'লে দেখুন, যে সত্যসমূহ অন্ধকারময় যুগে হারিয়েগিয়েছিল, সেগুলি ধীরে ধীরে পুনুরুদ্ধার করা হয়েছিল।

120

ক্যালভিনের সময়ের পরে, উত্তর ইউরোপের বিভিন্ন অংশে এক দল খ্রীষ্টিয়ান যারা তাদের বাইবেল অধ্যায়ন করে এই উপসংহারে এসেছিল যে ছিটিয়ে শিশু বাপ্তিস্মের পরিবর্ত্তে

121

যীশুর আদর্শ অনুসারে বাপ্তিস্ম হওয়া উচিৎ; এবং এটি হওয়া উচিৎ একজন ব্যাক্তির
সিদ্ধান্তের উপরে এবং বাপ্তিস্ম পর্বটি নিমজ্জন দ্বারা করা উচিৎ।
তাদের বলা হ'তো এনাব্যাপটিষ্ট।

122

নিমজ্জন দ্বারা বাপ্তিস্ম হ'লো--জলের মধ্যে ডুবিয়ে যেমন যীশুকে দেওয়া হয়েছিল--এটি একটি খুবই গুরুত্ত্বপূর্ণ সত্য যা অন্ধকারময় যুগে হারিয়ে গিয়েছিল, এটি যেমন নির্দ্দেশ করতো পাপে মৃত্যুবরণ করা এবং ঈশ্বরের সাথে জীবিত হওয়া।

২২। অনেক মনোনয়ন

123

(পদঃ রোমীয় ৬ঃ৩,৪)
"অথবা তোমরা কি জাননা যে, আমরা যত লোক যীশুর উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছি।"

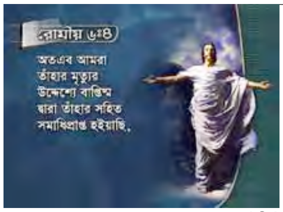

124

অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি,

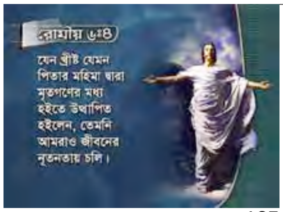

125

যেন খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নূতনতায় চলি।" রোমীয় ৬ঃ৩,৪।

126

এবং যীশুর মতো বাপ্তিাইজিত হবার জন্য,

127

তাঁর বিষয়ে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে,

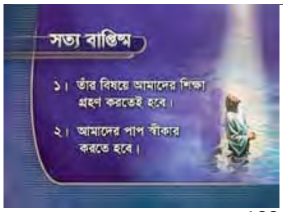

128

আমাদের পাপ স্বীকার করতে হবে,

129

এবং যীশুকে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। অনেক এই ত্রনাব্যাপটিষ্টগণ তাদের জীবন হারিয়েছিল কারণ তারা বিশ্বাস করতো যে তাদের যীশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিৎ এবং তিনি যেরূপে বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন তাদেরও সেভাবে বাপ্তাইজিত হওয়া উচিৎ।

২২। অনেক মনোনয়ন

130

এই বিনম্র শুরু থেকে, ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

131

(পদঃ মথি ২৮ঃ১৮,১৯)
“তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, ‘স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে।

132

অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর,

133

পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর।”
মথি ২৮ঃ১৮,১৯।

134

যীশু তাঁর মণ্ডলীকে এই আদেশ দিয়েছেন যেন তারা গিয়ে শিক্ষা দেয় এবং বাপ্তিস্ম প্রদান করে এবং শিষ্য করে।
ব্যাপ্টিষ্টগণ সেই সংস্কার অনুসরণ করছিলেন এবং আদেশ পূর্ণ করছিলেন, যেমন আমরা আজ করছি।

135

আপনারা দেখুন, সংস্কারকগণের প্রত্যেকেই সত্য আবিস্কার করেছিলেন যা অন্ধকারময় যুগে হারিয়েগিয়েছিল।
যেমনিভাবে তারা এই সত্যগুলি পুণরায় আবিস্কার করেছিলেন, তাদের অনুসারীগণ সেগুলি এক সাথে সংযুক্ত করে বেঁধে রেখেছিলেন যা পরবর্তী সময়ে মূল প্রটেষ্টস্ট্যান্ট মণ্ডলীসমূহ যেমন লূথারান, প্রেসবিটারিয়ান এবং ব্যাপ্টিষ্ট নামে পরিচিত হয়েছিল।

136

অবশেষে, ইংল্যান্ডে জন ওয়েসলি নামে একজন লোক তার বাইবেল অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন।

137

তার ভাই চার্লস যীশু সম্পর্কে অনেকগুলি সুন্দর গান লিখেছিলেন এবং তারা মনে করেছিলেন যে এই গানগুলি গীর্জায় গাওয়ার জন্য উপযুক্ত ছিল।

তারা এও আবিস্কার করেছিলেন বিনামূল্যে পরিত্রাণ গ্রহন করাই শুধু গুরুত্ত্বপূর্ণ ছিলনা, কিন্তু ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে এবং বাপ্তিস্ম গ্রহন করে অনুগ্রহে বর্দ্ধিষ্ণুলাভ করাও গুরুত্ত্বপূর্ণছিল। জন ওয়েসলি একজন মহান সংস্কারক ছিলেন, এবং যখন তিনি মারা গেলেন, তিনিও অন্যান্য সংস্কারকগণ যা শিক্ষা দিয়েছিলেন সে গুলি তার অনুসরণকারীগণ গ্রহন করেছিলেন এবং মেথডিষ্ট মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন।

138

পরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যেমন দক্ষীণ আমেরিকা, ইউরোপ, এবং উত্তর আমেরিকায় মানুষ যীশুর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে শুরু করেছিল।

139

উত্তর আমেরিকায় উইলিয়াম মিলার নামে এক ব্যাক্তি যোহন ১৪ অধ্যায়ে যীশুর প্রতিজ্ঞাসমূহ পড়েছিলেন।

তিনি দালিয়েল ও প্রকাশিত পুস্তকের ভবিষ্যৎবাণীও পড়েছিলেন, এবং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে যীশু খুব শীঘ্রই আসছেন।

140

তাই, বাইবেলের উপর ভিত্তি করে

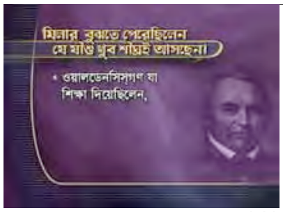

141

ওয়ালডেনসিস্‌গণ যা শিক্ষা দিয়েছিলেন,

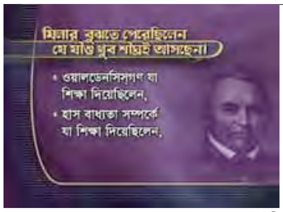

142

হাস বাধ্যতা সম্পর্কে যা শিক্ষা দিয়েছিলেন,

২২। অনেক মনোনয়ন

143

লূথার অনুগ্রহ সম্পর্কে যা শিক্ষা দিয়েছিলেন,

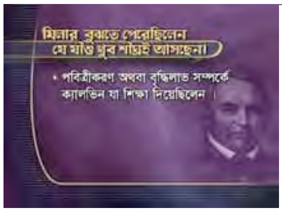

144

পবিত্রীকরণ অথবা বৃদ্ধিলাভ সম্পর্কে ক্যালভিন যা শিক্ষা দিয়েছিলেন,

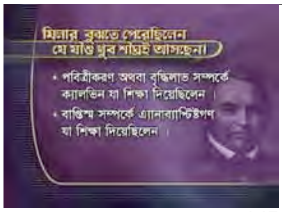

145

বাপ্তিস্ম সম্পর্কে এ্যানাব্যাপ্টিষ্টগণ যা শিক্ষা দিয়েছিলেন,

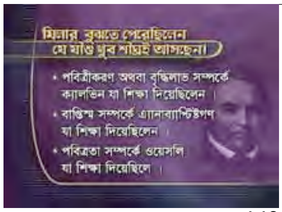

146

এবং পবিত্রতা সম্পর্কে ওয়েসলি যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, এই শিক্ষাগুলির সাথে মিলার আর একটি খুব গুরুত্ত্বপূর্ণ ধর্ম্মতত্ত যোগ দিয়েছিলেনঃ
সেটি হলো ঘনিয়ে আসা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন।

147

মিলারের সময়ের পরে দ্বিতীয় আগমন আন্দোলন চালিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তার বন্ধুবর্গ এও আবিস্কার করেছিলেন যে যখন মানুষ মারা যায়, তারা যীশুতে নিদ্রা যায় ও পুনুরুত্থানের অপেক্ষায় থাকে।

বাইবেল যেমন খুব পরিস্কারভাবে শিক্ষা দেয়, পুনুরুত্থানের মুহূর্ত পর্য্যন্ত আমরা ঘুমিয়ে থাকি যখন আমাদের কবর থেকে ডেকে আনা হবে। প্রিয়জনদের সাথে পুনুর্মিলিত হবার জন্য সেটি কি–ই না এক গৌরবোজ্জ্বল সকাল হবে!

148

বাইবেল থেকে প্রাথমিক এ্যাডভেন্টিষ্টগণ আবিস্কার করেছিলেনঃ

২২। অনেক মনোনয়ন

149

১। মৃত্যু হ'লো নিদ্রা।

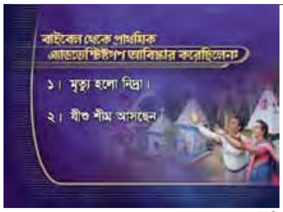

150

২। যীশু শীঘ্র আসছেন।

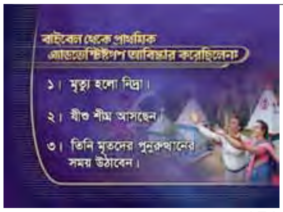

151

৩। তিনি মৃতদের পুনুরুত্থানের সময় উঠাবেনঃ

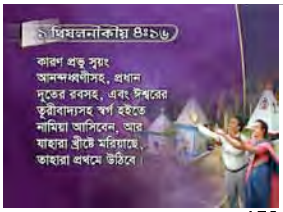

152

(পদঃ ১ থিষলনীকীয়৪ঃ১৬)
"কারণ প্রভু সয়ং আনন্দ ধ্বণী সহ, প্রধান দূতের রবসহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে।"
১থিষলনীকীয় ৪ঃ১৬।

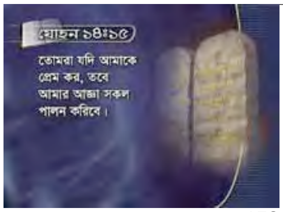

153

(পদঃ যোহন ১৪ঃ১৫)
মিলারের সময়ের পরে, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনে বিশ্বাসীগণ যোহন ১৪ঃ১৫ পদে যীশুর বাক্যও আবিস্কার করেছিলেনঃ "তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে।"
যোহন ১৪ঃ১৫।

দেখুন, যীশুর সাথে একটি প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক রাখার জন্য আমাদের সকলের ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। কারণ আমরা তাঁকে ভালবাসি, আমারা তাঁর সব আজ্ঞা পালন করতে চাই।
শুধু কয়েকটি নয়, কিন্তু প্রতিটি আজ্ঞা।

২২। অনেক মনোনয়ন

154

(পদঃ মথি ১৫ঃ৯)
লক্ষ্য করুন মথি ১৫ঃ৯ পদে যীশু কি বলেছেনঃ
"এবং ইহারা অনর্থক আমার আরাধনা করে, মনুষ্যদের আদেশ ধর্ম্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়।"
এটি আজও কত সত্য।
মানুষের ধর্ম্মতত্ত্ব ও আদেশ মানুষ শিক্ষা দিয়ে থাকে।

155

কিন্তু কিছু আসে যায়না মানুষ কি বলে।ঈশ্বর যা বলেন তাতে আসে যায়।

156

যখন আরাধনার কথা আসে, আমাদের ঈশ্বরকে শাব্বাথ দিনে আরাধনা করা উচিৎ যেদিন তিনি আমাদের জন্য পৃথক করে রেখেছেন।
বাইবেলে যখন এই বিশেষ সত্য সমূহ পুনুরায় আবিষ্কার করা হয়েছে, মানুষেরা যারা এই সত্য সমূহ অধ্যয়ন করেছে,
অবশেষে তারাই একত্রিত হয়ে সেভেন্থ-ডে এ্যাডভেন্টিষ্ট মণ্ডলী স্থাপন করেছে।
যিশাইয় ৫৮ঃ১৩ এবং ১৪ পদে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল যে ঈশ্বরের আজ্ঞা যা লঙ্ঘিত হয়েছিল সেটি মেরামত করার জন্য একটি আন্দোলন গঠিত হবে।
এই শাস্ত্র ঐ বিশেষ দিনের কথা বলেঃ

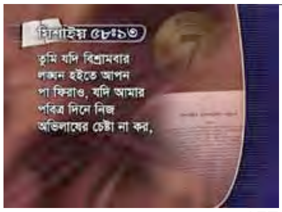

157

(পদঃ যিশাইয় ৫৮ঃ১৩,১৪)
"তুমি যদি বিশ্রামবার লঙ্ঘন হইতে আপন পা ফিরাও, যদি আমার পবিত্র দিনে নিজ অভিলাষের চেষ্টা না কর,

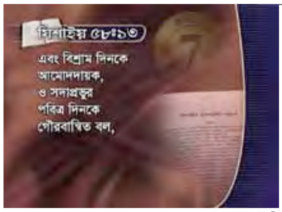

158

এবং বিশ্রাম দিনকে আমোদদায়ক, ও সদাপ্রভুর পবিত্র দিনকে গৌরবান্বিত বল,

২২। অনেক মনোনয়ন

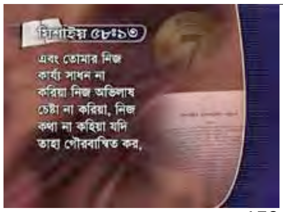

159

এবং তোমার নিজ কার্য্য সাধন না করিয়া নিজ অভিলাষ চেষ্টা না করিয়া, নিজ কথা না কহিয়া যদি তাহা গৌরবান্বিত কর,

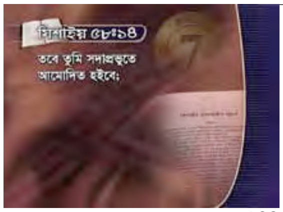

160

তবে তুমি সদাপ্রভুতে আমোদিত হইবে;

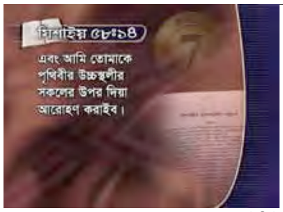

161

এবং আমি তোমাকে পৃথিবীর উচ্চস্থলীর সকলের উপর দিয়া আরোহণ করাইব।

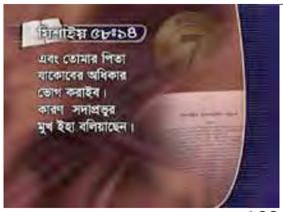

162

এবং তোমার পিতা যাকোবের অধিকার ভোগ করাইব। কারণ সদাপ্রভুর মুখ ইহা বলিয়াছেন।”

163

প্রভু আমাদের বলেন যে ঐ দিনে আমাদের কাজ করা উচিৎ নয়।
ঐ দিনে আমাদের ব্যবসা করা উচিৎ নয়।
ঐ দিনে আমাদের নিজ অভিলাষ চেষ্টা করা উচিৎ নয়।

164

এটি একটি পবিত্র দিন।
আমরা যখন শাব্বাথ দিনে ঈশ্বরকে প্রথম রাখি, তা হ'লে আমাদের অভিজ্ঞতা আমোদদায়ক হবে।
শাব্বাথ খুবই চমকপ্রদ। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছেন না−−তিনি আমাদের একটি বিশেষ আশীর্ব্বাদ দিচ্ছেন।
এটি একটি বৈতনিক ছুটির দিনের মতোন।
তিনি বলেছেন যে তিনি আমাদের আকাশের উচ্চস্থলির উপর দিয়ে আরোহণ করাবেন। আমরা যদি তাঁকে আমাদের জীবনের প্রথমে রাখি ও সবচেয়ে উত্তমরূপে রাখি, তা হ'লে কি−ই না আশীর্ব্বাদ তিনি আমাদের দিবেন−−আমরা যদি তাঁকে অনুসরণ করি ও যেমন তিনি বলেছেন তেমনি পবিত্ররূপে শাব্বাথ পালন করি।

২২। অনেক মনোনয়ন

165

তাই প্রত্যেক সত্য যা ঈশ্বর আমাদের বাইবেলে শিক্ষা দিয়েছেন, শয়তান তার একটি নকল সত্য নিয়ে হাজির হয়েছে––একটি নকল অনুকরণ।

166

ঈশ্বর বলেন আমরা যখন মারা যাই, আমরা কবরে নিদ্রা যাই। শয়তানের অনুকরণ হ'লো যে মৃত্যুর পরে আমরা স্বর্গে যাই, অথবা নরকে, নতুবা পারগেটরীতে।

167

ঈশ্বর বলেন নিমজ্জন দ্বারা বাপ্তিস্ম। শয়তান বলে ছিটিয়ে এটি দেওয়া যায়।

ঈশ্বর স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের তাঁর সত্য দিয়েছেন। শয়তান বলে স্বাস্থ্য নীতি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক সত্যের জন্য একটি নকল সত্য রয়েছে। এবং এটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

168

(পদঃ প্রকাশিত ১৮ঃ২)

প্রকাশিত পুস্তক এই কথা বলেঃ "তিনি প্রবল রবে ডাকিয়া কহিলেন, 'পড়িল, পড়িল মহতী বাবিল;

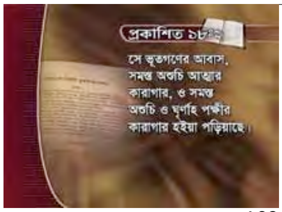

169

সে ভূতগণের আবাস, সমস্ত অশুচি আত্মার কারাগার, ও সমস্ত অশুচি ও ঘৃণাই পক্ষীর কারাগার হইয়া পড়িয়াছে।"

প্রকাশিত ১৮ঃ২।

ভবিষ্যৎবাণীতে বাবিলের অর্থ হ'লো "ধর্ম্মিয় ভ্রান্তি।"

এবং এখানে আবেদনটি লক্ষ্য করুন।

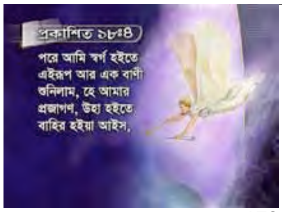

170

(পদঃ প্রকাশিত ১৮ঃ৪)

"পরে আমি স্বর্গ হইতে এইরূপ আর এক বাণী শুনিলাম, "হে আমার প্রজাগণ, উহা হইতে বাহির হইয়া আইস,

২২। অনেক মনোনয়ন

171

যেন উহার পাপ সকলের সহভাগী না হও, এবং উহার আঘাৎ সকল যেন প্রাপ্ত না হও।”
প্রকাশিত ১৮ঃ৪।

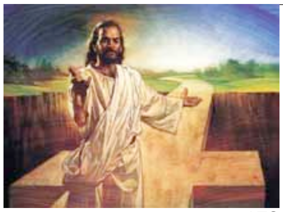
172

ঈশ্বর তাঁর লোকবৃন্দদের ভ্রান্তি থেকে বের হয়ে আসার জন্য আহব্বান করেছেন, যেন তারা তার পাপের অংশীদার না হয়।
বন্ধুগণ, যীশু আপনাদের এখনই ডাকছেন।
এখন যীশুর জন্য দাঁড়ানোর সময়!

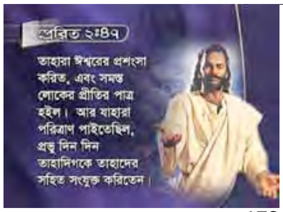

173

(পদঃ প্রেরিত ২ঃ৪৭)
ঈশ্বরের বাক্য লক্ষ্য করুনঃ
“তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা করিত, এবং সমস্ত লোকের প্রীতির পাত্র হইল। আর যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন।”
প্রেরিত ২ঃ৪৭।

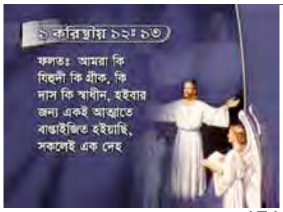

174

(পদঃ ১ করিন্থীয় ১২ঃ ১৩)
“ফলতঃ আমরা কি যিহুদী কি গ্রীক, কি দাস কি স্বাধীন, হইবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলেই এক দেহ

175

এবং সকলেই এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি।”
১করিন্থীয় ১২ঃ১৩

176

(পদঃ ১করিন্থীয় ১ঃ১৮)
“কারণ সেই ক্রুশের কথা, যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের কাছে মূর্খতা,

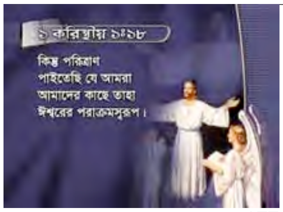

177

কিন্তু পরিত্রাণ পাইতেছি যে আমরা আমাদের কাছে তাহা ঈশ্বরের পরাক্রমসরূপ।”
১করিন্থীয় ১ঃ১৮।

২২। অনেক মনোনয়ন

178

আজ সন্ধ্যায় যেমন আমরা আলোচনা করেছি, এটি স্পষ্ট যে যীশু তাঁর জীবন ও শিক্ষার মাধ্যমে সত্য প্রকাশ করেছেন যা তিনি তার অনুসারীদের অবগত হ'তে বলেছেন ও অনুসরণ করতে বলেছেন।

আমরা আবিস্কার করেছি যে সত্যের সাথে ও খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সাথে যুদ্ধ করা হয়েছে, অত্যাচার ও ভ্রষ্ট করা হয়েছে, এবং খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে যে সত্য দিয়েছিলেন সেটি নকল করা হয়েছে।

আমরা বাইবেলে ও ইতিহাসে অধ্যায়ন করেছি যে খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের পুনরায় সত্যে পরিচালনা করছেন যা তিনি শুরুতে তাঁর মণ্ডলীকে দিয়েছিলেন।

তিনি এক দল মানুষদের ধর্ম্মিয় ভ্রান্তি থেকে বের হয়ে সত্যে তাঁর পবিত্র কাজে নিয়োজিত হ'তে বলেছেন।

আপনারা কি এখনই স্বর্গ দূতের আহব্বানে সাড়া প্রদান করবেন না, "হে আমার লোকবৃন্দ উহা হইতে বাহির হইয়া আইস।" আপনারা এখনই কি ঈশ্বরের মণ্ডলীর একটি অংশ হ'তে চাননা, " . . . যাহারা ঈশ্বর আজ্ঞা ও যীশুর বিশ্বাস পালন করে"?

আমাদের বাবিল হইতে বের হয়ে আসতে বলা হয়েছে যেন যা কিছু সত্য তা আমরা করি। আপনি কি আপনার যীশুকে ভালবাসেন? তিনি খুব শীঘ্র ফিরে আসছেন আমাদের স্বর্গীয় বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য যা তিনি আমাদের জন্য এখন প্রস্তুত করছেন।
আপনি কি তাকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে চান না?

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

1

কেমন করে শেষ সাতটি আঘাৎ এড়িয়ে যাওয়া যায়।

2

স্থানটি ছিল মিসর--সেই সময়ের সবচেয়ে সভ্য জাতি। এটি ছিল ১৪৪৫ খ্রীষ্টপূর্ব্ব বৎসর। ২১৫ বছর ধরে ইস্রায়েল সন্তানেরা সেখানে বাস করে আসছিল--তিক্ত দাসত্বের শেষ শতাব্দি। বন্ধুভাবাপন্ন ফরৌণগণ যারা যোষেফকে জানতেন ও প্রসংশা করতেন, তারা অনেক আগেই কবরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

3

নূতন শাসনকর্তাগণ দ্রুত বেড়ে যাওয়া ইস্রায়েল সন্তানদের জাতিয় নিরাপত্তার হুমকিসরূপ দেখতেন, শঙ্কিত হইতেন যে যুদ্ধের সময়ে ইস্রায়লেগণ মিসরের শত্রুদের সাথে যোগদান করতে পারে। তাই ইস্রায়েল সন্তানদের দাসত্বের মধ্যে রাখা হয়েছিল, তাদের জোরপূর্ব্বক মিসরের সৈরাচারী নিষপেষণের অধিনে কৃতদাস বানানো হয়েছিল। কিন্তু বাইবেল বলে,

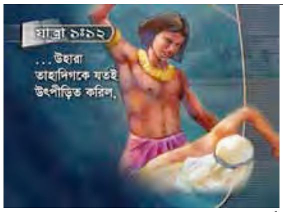

4

(পদঃ যাত্রা ১ঃ১২) “ . . . উহারা তাহাদিগকে যতই উৎপিড়িত করিল,

5

তাহারা ততই বৃদ্ধি পাইতে ও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল।” যাত্রা ১ঃ১২

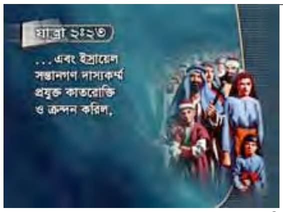

6

(পদঃ যাত্রা ২ঃ২৩-২৪) “ . . . এবং ইস্রায়েল সন্তানগণ দাস্যকর্ম্ম প্রযুক্ত কাতরোক্তি ও ক্রন্দন করিল,

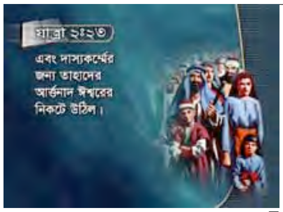

7

এবং দাস্যকর্ম্মের জন্য তাহাদের আর্ত্তনাদ ঈশ্বরের নিকটে উঠিল।

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

8

আর ঈশ্বর তাহাদের আর্ত্তস্বর শুনিলেন, এবং ঈশ্বর অব্রাহামের, ইসহাকের ও যাকোবের সহিত কৃত আপনার নিয়ম স্মরণ করিলেন।
যাত্রা ২ঃ২৩,২৪।

9

৪০০ শত বছরেরও বেশী হয়েছিল যখন ঈশ্বর অব্রাহমের সাথে তার বংশধর ও তাদের মুক্তির সম্পর্কে ঐ নিয়ম স্থাপন করেছিলেন। এখন অবশেষে, দিনটি উপস্থিত হ'লো। ঈশ্বর প্রস্তুত ছিলেন, এবং তাঁর উদ্ধারকারী প্রস্তুত ছিলেন

10

তারা মিলিত হলেন––ঈশ্বর ও মোশী। এমন একটি জায়গায় নয়, কিছু পিরামিডের ছায়াতলে নয়। কিন্তু মিদিয়ন প্রান্তরের মধ্যে একটি প্রজ্জ্বলিত ঝোপের কাছে।

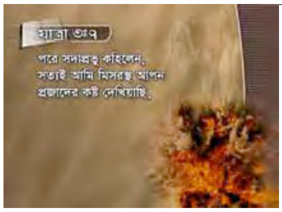

11

(পদঃ যাত্রা ৩ঃ৭-৮)
"পরে সদাপ্রভু কহিলেন, সত্যই আমি মিসরস্থ আপন প্রজাদের কষ্ট দেখিয়াছি,

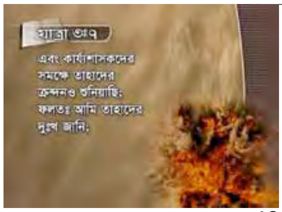

12

এবং কার্য্যশাশকদের সমক্ষে তাহাদের ক্রন্দনও শুনিয়াছি; ফলতঃ আমি তাহাদের দুঃখ জানি;

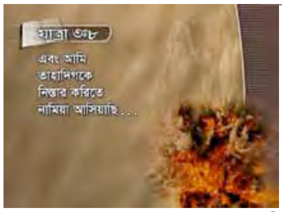

13

এবং আমি তাহাদিগকে নিস্তার করিতে নামিয়া আসিয়াছি . . ."
যাত্রা ৩ঃ৭,৮।
মোশির সাথে কথা বলার সময় ঈশ্বর বলেছিলেনঃ

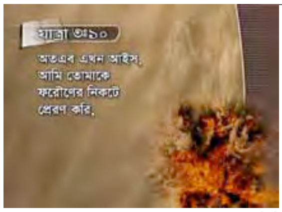

14

(পদঃ যাত্রা ৩ঃ১০) "অতএব এখন আইস, আমি তোমাকে ফরৌণের নিকটে প্রেরণ করি,

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

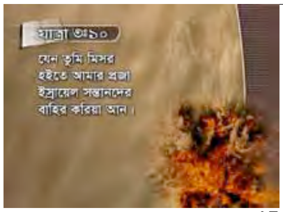

15

যেন তুমি মিসর হইতে আমার প্রজা ইস্রায়েল সন্তানদের বাহির করিয়া আন।" যাত্রা ৩ঃ১০ কিং জেমস।

16

চল্লিশ বছর কেটে গিয়েছিল যখন মোশি মিসর দেশের রাজবাটি পরিত্যাগ করেছিলেন। চল্লিশ বছর কেটে গেছে যখন তিনি মিসরীয় ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এমন কি, ঐ পুরো সময়কালে তিনি ঐ নির্জন প্রান্তরে মেষ চড়িয়েছিলেন।

মিসরের আদালতে একটি অহংকারী যুব রাজ হিসাবে তিনি যে আত্ম-বিশ্বাস উপভোগ করেছিলেন, সেটি বিলুপ্ত হ'লো। বাইবেল বলে,

17

(পদঃ প্রেরিত ৭ঃ২২) "আর মোশি মিস্রীয়দের সমস্ত বিদ্যায় শিক্ষিত হইলেন, এবং তিনি বাক্যে ও কার্য্যে পরাক্রমী ছিলেন।" প্রেরিত ৭ঃ২২।

18

কিন্তু প্রান্তরের মধ্যে মোশি নম্রতার চেয়ে ও বেশী কিছু শিক্ষালাভ করেছিলেন। মেষের যত্ন নেবার মধ্য দিয়ে তিনি ধৈর্য্য ও ভদ্রতা শিখেছিলেন। এখন ঈশ্বর অনুভব করলেন যে মোশি ইস্রায়েলদের উদ্ধার করার জন্য ও তাঁর লোকদের পিতৃসুলভ যত্ন দেবার জন্য প্রস্তুত।

নম্রতাভরে মোশি ঈশ্বরের নির্দ্দেশে বাধ্য হলেন এবং ঐ মুহূর্তে যে কাজ অসম্ভবপর বলে মনে হয়েছিল, সেটি গ্রহন করে নিলেন।

19

এই প্রকাণ্ড কাজটি হাসিল করায় মোশিকে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর মোশির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারোণকে মোশির সাথে দেখা করার জন্য নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন (যিনি মিসরে এক কৃতদাস ছিলেন)।

হারোণ শুধু নৈতিক সমর্থনই করবেন না, কিন্তু ঈশ্বর হারোণকে মোশির মুখপাত্র হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন; যেহেতু মোশি এত বছর যাবৎ মিসরীয় ভাষা ব্যবহার করেননি।

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

20

ঈশ্বরের দ্বারা পাঠানো রাজদূত দাবী করে দু'জন ভ্রাতা ফরৌণের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।
তারা তাঁর নামে কথা বললেন এবং তাঁর প্রবল ক্ষমতার কথা বললেন।
অহংকারী সম্রাটের উদ্ধত দৃষ্টি একটি অস্যাভাবিক দৃশ্য তৈরী করেছিল, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য।
তার সামনে দু'জন ভ্রাতা দাঁড়িয়েছিল, একজন বিনম্র মিদিয়নীয় মেষপালক, তখনও মেষপালকের লাঠি হাতে ধরা, অপর জন স্থানীয় এক ইব্রীয় ক্রীতদাস। তারা দুজ'নেই ঈশ্বরের সেবা করেছিলেনও তাঁর মহা পরাক্রমের কথা ঘোষণা করছিলেন।
যখন হারোণ বললেন যে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি বার্ত্তা নিয়ে এসেছেন যেন ফরৌণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁর লোকদের যেতে দেন, তিনি নিদারুণ বিরক্তির সাথে হ্রেষ্যাধ্বনি করে বললেনঃ

21

(পদঃ যাত্রা ৫ঃ২) "সদাপ্রভু কে, যে আমি তাহার কথা শুনিয়া ইস্রায়েলকে ছাড়িয়া দিব?

22

আমি সদাপ্রভুকে জানিনা, ইস্রায়েলকেও ছাড়িয়া দিবনা।" যাত্রা ৫ঃ২।
তার অধিনে হাজার হাজার ক্রীতদাসসহ ফরৌণের নিশ্চয়ই ঐ বিনামূল্যের মজুরদের হারানোর কোন অভিপ্রায় ছিলনা। হারোণের অনুরোধ একটি দারুন প্রতিক্রীয়ার সৃষ্টি করেছিল।
রাজা ইস্রায়েলদের কাজের বোঝা আরও বাড়িয়ে দিলেন।

23

কিন্তু শীঘ্রই ঈশ্বর অহংকারী ফরৌণকে জানিয়ে দেবেন যে তিনি কোন প্রভু এবং তাঁর প্রবল ক্ষমতা কতটুকু। মোশি ও হারোণের দ্বারা শতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যতক্ষণ না তাঁর লোকদের ছেড়ে দেওয়া না হয়, ততক্ষণ ঈশ্বর মিসরের উপর একটার পর একটা আঘাৎ পাঠাতেই থাকবেন।
পরে ফরৌণের কাছে ঈশ্বরের বার্তা ছিলঃ

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

24

(পদঃ যাত্রা ৭ঃ১৭) " . . . আমি যে সদাপ্রভু, তাহা তুমি ইহাতে জ্ঞাত হইবে . . . " যাত্রা ৭ঃ১৭

25

এটি খুব বিলম্বে নয় যখন আঘাৎ সমূহ পড়তে শুরু করেছিল। সঠিকভাবে, দশটি আঘাৎ!
প্রতিটি আঘাৎ পড়বার পূর্ব্বে মোশি ও হারোণ ফরৌণকে যে বিচার আসবে সে সম্পর্কে শতর্ক করে দিয়েছিলেন, তারা আশা করেছিলেন যে তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের ছেড়ে দেবেন,
এভাবে তিনি নিজেকে ও তার লোকদের দূর্যোগ থেকে রক্ষা করবেন।
কিন্তু ফরৌণ তার পরিকল্পণা চালিয়ে যেতে থাকলেন। এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে, অদ্ভুত প্রলয়কাণ্ড মিসরবাসীদের উপর উপস্থিত হ'লো।

26

(ভিডিওঃ ৯ সেকেণ্ড) প্রথমে নীল নদ, যেটিকে মিসরীয়গণ তাদের একটি দেবতা হিসাবে আরাধনা করতো, যখন হারোণ তার যষ্ঠি দিয়ে জলকে আঘাৎ করলেন, তখনই জল রক্তে পরিবর্তিত হ'লো। সব মাছ মারা গেল, এবং মিসরের সম্পূর্ণ জল সাত দিন পর্য্যন্ত রক্তে পরিণত হ'লো। কিন্তু ফরৌণ ঈশ্বরের লোকদের যেতে দিতে অস্বীকার করলেন!

27

পরে, ভেকের আঘাতের দ্বারা সমগ্র দেশ দুষিত হ'লো। লক্ষ্য লক্ষ্য---খাবারের মধ্যে, বিছানায়, সমস্ত জায়গায়! তবু, শক্তগ্রীব রাজা ইস্রায়েল সন্তানদের যেতে দিতে অস্বীকার করলেন।

28

তার পরের আঘাতটি ছিল পিশু। কিন্তু উদ্ধত শাসক ইস্রায়েলদের যেতে দিলেন না।
লক্ষ করুন প্রথম তিনটি আঘাৎ উভয় ইব্রীয়দের ও মিসরীয়দের প্রতি পড়েছিল; যাই হোক, শেষের সাতটি আঘাৎ শুধু মিশরীয়দের প্রতি পড়েছিল।

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

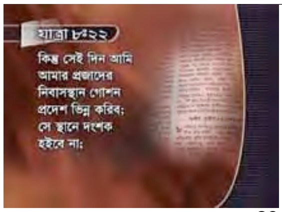

29

(পদঃ যাত্রা ৮ঃ২২-২৩) "কিন্তু সেই দিন আমি আমার প্রজাদের নিবাসস্থান গোশন প্রদেশ ভিন্ন করিব; সে স্থানে দংশক হইবে না;

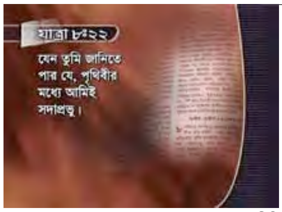

30

যেন তুমি জানিতে পার যে, পৃথিবীর মধ্যে আমিই সদাপ্রভু।

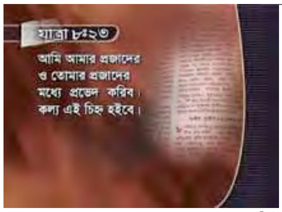

31

আমি আমার প্রজাদের ও তোমার প্রজাদের মধ্যে প্রভেদ করিব। কল্য এই চিহ্ন হইবে।" যাত্রা ৮ঃ২২, ২৩।

32

পরের আঘাৎটি দংশকের ঝাঁক ফরৌণের গৃহ পরিপূর্ণ করলো।

33

দংশকের পরে, অতি জঘন্ন মহামারী সমগ্র দেশকে আঘাৎ করলো যা মাঠের সমস্ত পশুপ্রাণীদের ধ্বংশ করেছিল।

এরই মধ্যে ফরৌণ গভীরভাবে কৌতূহলী হলেন। ইব্রীয়দের পশুপ্রাণীও কি ধ্বংশ হয়েছিল--অথবা মোশির ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে তাদের কি রক্ষা করা হয়েছিল?

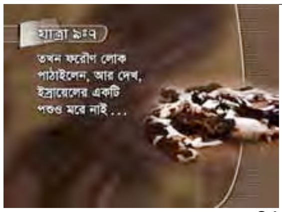

34

(পদঃ যাত্রা ৯ঃ৭) "তখন ফরৌণ লোক পাঠাইলেন, আর দেখ, ইস্রায়েলের একটি পশুও মরে নাই . . .

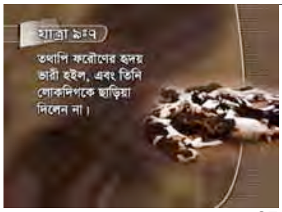

35

তথাপি ফরৌণের হৃদয় ভারী হইল, এবং তিনি লোদিগকে ছাড়িয়া দিলেন না।" যাত্রা ৯ঃ৭।

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

36

ষষ্ট আঘাতটি মানুষ ও পশু প্রাণীদের উপর স্ফোটক এনেছিল, কিন্তু তথাপি ঐ শক্তগ্রীব শাসক ইস্রায়েল সন্তানদের ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলেন।

37

পরবর্ত্তী ভবিষ্যদ্বাণী শিলাবৃষ্টি আঘাতের কথা বলেছিল।

38

(ভিডিওঃ ৮ সেকেণ্ড) যাইহোক, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে মানুষ ও পশু যারা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে, তারা মরবে না। এই খবর দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো এবং অনেক মিসরীয়গণ তাদের পশু সহ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিল।

প্রবল বজ্রবিদ্যুৎসহ শিলাবৃষ্টির বর্ষণ হলো, এবং যারা এর জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যার্থ হয়েছিল, তারা সকলে মারা পড়লো।

39

(ভিডিওঃ ১৮ সেকেণ্ড) মিসরীয়গণ স্পষ্টই দেখতে পেল যে এই পৃথিবীটি জীবন্ত ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে, এবং তাদের একমাত্র নিরাপত্তা ছিল তাঁর বাধ্য থাকা।

কয়েক মূহুর্ত্তের মধ্যে, ফরৌণ চিন্তা করেছিলেন। ঈশ্বরের বাধ্য থাকতে এবং লোকদের যেতে দিতে, কিন্তু যেমন ভাবে আঘাতটি প্রশমিত হ'লো, তেমনি ভাবেই তার সুচিন্তার ও অবষাণ হ'লো।

40

(ভিডিওঃ ১৯ সেকেণ্ড) মোশি ফরৌণকে শতর্ক করে দিলেন যে পরবর্ত্তী ঐশ্বরিক শাস্তিটি হবে এক ঝাঁক পঙ্গপাল।

আরও আঘাতের কথা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে ফরৌণের উপদেষ্টাগণ তাকে অনুরোধ জানালেন যেন তিনি দাসদের যেতে দেন, কিন্তু রাজা তখনও অস্বীকৃতি জানালেন। এবং যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সেভাবেই পঙ্গপাল এল।

41

তারপর এল তিন দিন পর্য্যন্ত প্রচণ্ড অন্ধকার যা অনুভব করা গিয়েছিল, কিন্তু বিদ্রোহী ফরৌণ ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করেই চল্লেন।

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

42

মোশি বল্লেন যে মিসরীয়দের উপর আর একটি আঘাৎ পড়বে–শেষ আঘাৎ যেটি হালকাভাবে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না।
মধ্য রাত্রীতে একটি ধ্বংশকারী দূত দেশের মধ্য দিয়ে চলে যাবেন এবং মিসরীয়দের প্রথমজাত সকল মানুষ ও পশুদের সংহার করবেন।

43

(ভিডিওঃ ১৫ সেকেণ্ড) পুনরায় ইব্রীয়গণ রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু এ সময়ে শুধু ইব্রীয় হলেই চলবে না, অথবা গোশেন প্রদেশে বাস করলেই হবেনা।

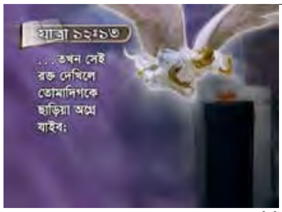

44

(পদঃ যাত্রা ১২ঃ১৩) " . . . তখন সেই রক্ত দেখিলে তোমাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রে যাইব;

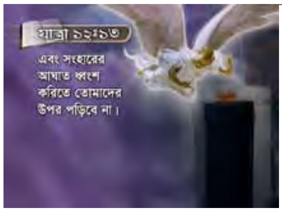

45

এবং সংহারের আঘাত ধ্বংশ করিতে তোমাদের উপর পড়িবেনা।" যাত্রা ১২ঃ১৩।

46

ঐ রাত্রীতে কি–না এক আকর্ষণীয় দৃশ্য অংকিত করা হয়েছিল। হাজার হাজার ইব্রীয় পরিবার এবং মিশ্রিয় পরিবার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল বাবার এক হাতে ধরা একটি পাত্রে রক্ত এবং অন্য হাতে সুগন্ধযুক্ত লতার ঝাটা দিয়ে দরজায় রক্ত ছিটিয়ে দিচ্ছেন।
এবং একজন ব্যাক্তি ভাল করেই কল্পনা করতে পারে যে ঐ রাত্রীতে সব চেয়ে চিন্তিত ব্যাক্তিরা ছিল প্রথমজাত সন্তানেরা।

47

(পদঃ যাত্রা ১২ঃ২৯) "পরে মধ্য রাত্রীতে এই ঘটনা হইল, সদাপ্রভু মিসর দেশের প্রথমজাত সকল সন্তান নিহনন করিলেন,

48

ফরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি কারাকূপস্থ বন্দির প্রথমজাত;

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

49

এবং সকল পশুর প্রথমজাত শাবকগণকে হনন করিলেন।” যাত্রা ১২ঃ২৯ পদ।

50

যাই হোক, ঈশ্বরের নির্দ্দেশ অনুসারে যে বাড়ীর দরজার বাজুতে রক্ত ছিটানো হয়েছিল, সেই বাড়ীর কোনটিকেই এই আঘাত দ্বারা স্পর্শ করা হয়নি।

51

মিশর দেশের এই বিশাল রাজ্যে শোকার্তদের ক্রন্দন শোনা গেল। এবং প্রকম্পিত পায়ে ও রাগের সাথে ফরৌণ স্মরণ করলেন যে তিনি কি ভাবে ইব্রীয়দের ঈশ্বরকে উপহাস করে-ছিলেন এবং বাচালের মতো হেস্রাধ্বণী করেছিলেন।

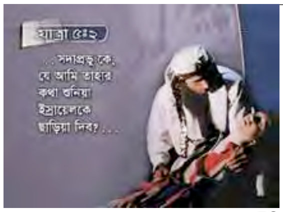

52

(পদঃ যাত্রা ৫ঃ২) “. . . সদাপ্রভু কে, যে আমি তাহার কথা শুনিয়া ইস্রায়েলকে ছাড়িয়া দিব? . . .” যাত্রা ৫ঃ২ পদ।

এখন তিনি বুঝলেন। তিনি ও তার উপদেষ্টাগণ দু‘জন ইব্রীয় ভাইদের তাদের কাছে পাঠিয়ে অনুনয় বিনয় করলেন যেন তারা ইস্রায়েলদের মিসরদেশ থেকে শিঘ্র বের করে নিয়ে যান, কারণ তারা ভীত হয়েছিলেন যে সকলেই মারা পড়তে পারে।

53

ভিডিওঃ ১১ সেকেণ্ড) মধ্য রাত্রীতে সময়ের কাটা যখন আঘাত করল, ঈশ্বরের লোকেরা যারা তাঁকে মুক্তিদাতা হিসাবে মনোনীত করেছিল, তাদের মুক্ত করা হ‘লো। এবং যেমন ভাবে ঈশ্বর আদেশ করেছিলেন, তারা ঐ সময়ের জন্য প্রস্তুত ছিল।

পায়ে জুতো পড়ে এবং কাঁধে কোট চাপিয়ে, তারা মহা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ‘লো। তারা তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হ‘লো।

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

54

“বেশ, আপনি বলছেন, “সেটি ছিল একটি আকর্ষণীয় গল্প, কিন্তু যারা বিংশ শতাব্দিতে বাস করছে তাদের জন্য এটি কত গুরুত্ত্বপূর্ণ?” এটি গুরুত্ত্বপূর্ণ নয় বলে মনে হ’তে পারে, কিন্তু এটি ঠিক নয়। প্রকৃ তপক্ষে, এটি এর চেয়ে অধিক গুরুত্ত্বপূর্ণ হ’তে পারেনা।

55

আপনি দেখুন, নূতন নিয়মে, আমরা সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী পাই যা পৃথিবীর
অন্তিম ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে দেখিয়ে দেয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি এটি সচ্ছ ভাবে দেকিয়ে দেয় যে আর একটি বার পৃথিবীতে আঘাত পড়বে—কিন্তু অনেক বেশী ধ্বংশাত্ত্বকরূপে।

56

হ্যাঁ, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, ইতিহাসের পুনরুক্তি হবে। দশটি আঘাত নয়, কিন্তু সাতটি, ঈশ্বরের সন্তানদের মুক্তি তুঙ্গে পৌঁছবে। মিসর থেকে নয়, কিন্তু বিদ্রোহ গ্রহ পৃথিবী থেকে।

57

কিন্তু, যেমন ভাবে ইস্রায়েল সন্তানগণ মিসর হ’তে গৌরবময় মুক্তির পূর্ব্বে যে কষ্ট যন্ত্রনা সহ্য করেছিল এবং মিস্রীয়দের উপর আঘাতগুলি পড়তে দেখেছিল,

58

তদ্রুপ ঈশ্বরের লোকেরা খ্রীষ্টের আগমনের পূর্ব্বে দুষ্টদের উপর সাতটি অন্তিম আঘাতের প্রবল বর্ষণ দেখতে পাবে।
এই সংকটময় কালকে ভাববাদী দানিয়েল ব্যাখ্যা করেছেনঃ

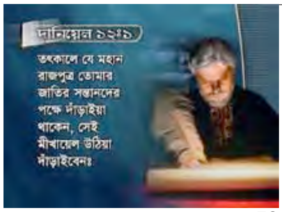

59

(পদঃ দানিয়েল ১২ঃ১) “তৎকালে যে মহান রাজপুত্র তোমার জাতির সন্তানদের পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকেন, সেই মীখায়েল উঠিয়া দাঁড়াইবেনঃ

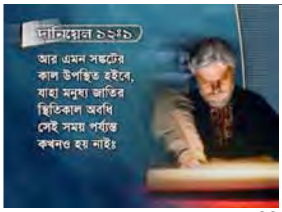

60

আর এমন সঙ্কটের কাল উপস্থিত হইবে, যাহা মনুষ্য জাতির স্থিতিকাল অবধি সেই সময় পর্য্যন্ত কখনও হয় নাইঃ

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

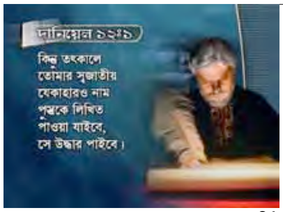

61

আর এমন সঙ্কটের কাল উপস্থিত হইবে, যাহা মনুষ্য জাতির স্থিতিকাল অবধি সেই সময় পর্য্যন্ত কখনও হয় নাইঃ” দানিয়েল ১২ঃ১ পদ।

62

সমগ্র পৃথিবীতে “অনন্তকালীন সুসমাচার” প্রচারিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দূতের উচ্চ রব “বাবিল হইতে বাহির হইয়া আইস” অথবা ভ্রান্ত আরাধনার পদ্ধতি দেওয়া হবে।
এবং প্রতেক মানুষের কাছে তৃতিয় দূত ঘোষণা করে বলেনঃ

63

(পদঃ প্রকাশিত ১৪ঃ৯-১০) “যদি কেহ সেই পশু ও তাহার প্রতিমূর্ত্তির ভজনা করে, আর নিজ ললাটে কি হস্তে ছাব ধারণ করে,

64

তবে সেই ব্যাক্তিও ঈশ্বরের সেই রোষ মদিরা “পান করিবে” প্রকাশিত ১৪ঃ৯,১০ পদ।

65

এটি বাইবেলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শতর্কবাণী যা মরণশীল মানুষের কাছে এ যাবৎকালে বলা হয়েছে।
কিন্তু যতক্ষণ এই বিষয়টি পরিস্কারভাবে পৃথিবীর মানুষের কাছে উপস্থাপন করা না হয় এবং তাদের ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ অথবা মানুষের আজ্ঞাসমূহ অথবা মানুষের আজ্ঞাসমূহ মনোনয়ন করতে আনা না হয়, ততক্ষণ কেহ পশুর ছাব ধারণ করবে না অথবা “ঈশ্বরে রোষ মদিরা পান করবে না।”

66

কিন্তু যখন সে কাজটি করা হয়ে যাবে, তখন সব মানবকূলের জন্য অনুগ্রহের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে।

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

67

এবং গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ঘোষণাটি করা হয়েছেঃ “যে অধর্ম্মচারণ করে সে ইহার পরেও অধর্ম্মচারণ করুক, এবং যে কলুষিত, সে ইহার পরেও কলুষিত হউকঃ

68

এবং যে ধার্ম্মিক, সে ইহার পরেও ধর্ম্মাচারণ করুক, এবং যে পবিত্র, সে ইহার পরেও পবিত্রীকৃত হউক।” প্রকাশিত ২২ঃ১১ পদ।

69

স্বর্গে আমাদের জন্য খ্রীষ্টের মহাযাজকের কাজ শেষ হয়েছে। প্রতিটি মামলায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, হয় অনন্ত জীবনের অথবা অনন্ত মৃত্যুর উদ্দেশ্যে।

ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে!
এখন পৃথিবীর বাসিন্দাগণ “সঙ্কটের কাল” ভোগ করবে যা দানিয়েল ভাববাদী দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

70

এবং বন্ধুগণ, শুনুন, যতক্ষণ না আঘাতগুলি শেষ না হয়, ঈশ্বর তার লোকদের কেড়ে নিয়ে যাবেন না।
শেষ পর্য্যন্তই তারা ঠিক এখানে এই পৃথিবীতেই থাকবে! আঘাতের সময়ে তাদের প্রতিরক্ষিত করা হবে, যেমন ইস্রায়েল সন্তানদের করা হয়েছিল,
কিন্তু তারা সমস্যা ও কষ্ট যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকবেনা। এটি সবার জন্যেই সঙ্কটের কাল হবে।

71

এবং বন্ধুগণ, পৃথিবীর ইতিহাসে এই সময়ের ভয়াবহতার গভিরতা সম্পর্কে পরিস্কার ব্যখ্যা বাস্তবভাবে করতে পারেনা, যেমন দুষ্টগণ ঈশ্বরের কোপের পানপাত্র তাঁর অনুগ্রহ ছাড়াই অমিশ্রিতরূপে পান করে।
যোহনকে এই ভয়ানক সঙ্কট কালের একটি পূর্বচিত্র দেখানো হয়েছিল যা কেবলই যীশুর আগমনের পূর্ব্বে এবং তাঁর লোকদের মুক্তির পূর্ব্বে সংঘটিত হবে।

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

72

(পদঃ প্রকাশিত ১৫ঃ১) "পরে আমি স্বর্গে আর এক চিহ্ন দেখিলাম, তাহা মহৎ ও অদ্ভুত;

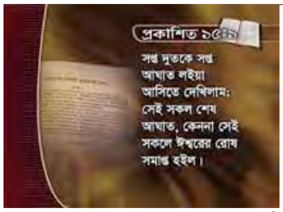

73

সপ্ত দুতকে সপ্ত আঘাত লইয়া আসিতে দেখিলাম; সেই সকল শেষ আঘাত, কেননা সেই সকলে ঈশ্বরের রোষ সমাপ্ত হইল।" প্রকাশিত ১৫ঃ১। এবং পুনরায় যোহন লিখলেনঃ

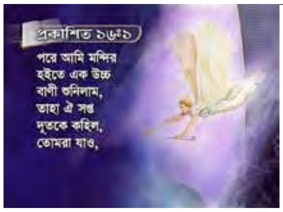

74

(পদঃ প্রকাশিত ১৬ঃ১) "পরে আমি মন্দির হইতে এক উচ্চ বাণী শুনিলাম, তাহা ঐ সপ্ত দূতকে কহিল, তোমরা যাও,

75

ঈশ্বরের রোষের ঐ সপ্ত বাটি পৃথিবীতে ঢালিয়া দেও।" প্রকাশিত ১৬ঃ১ পদ।

76

"কিন্তু," আপনি জিজ্ঞেস করেন, "এই জঘন্ন আঘাতগুলি কি যা দুষ্টদের উপরে সপ্ত দূতের দ্বারা ঢেলে দেওয়া হবে?" এটি একটি চমৎকার প্রশ্ন।

আমরা যেমন এই আঘাতগুলি সম্পর্কে পড়ি, আপনি লক্ষ করবেন যে মিসর দেশে যে আঘাতগুলি পড়েছিল তার সাথে এ আঘাতগুলির একটি চিত্তকার্ষক সাদৃশ্য রয়েছে।

আমরা পড়ে দেখি যোহনের প্রথম দূত সম্পর্কে কি বলার আছেঃ

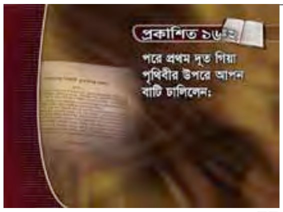

77

(পদঃ প্রকাশিত ১৬ঃ২) "পরে প্রথম দূত গিয়া পৃথিবীর উপরে আপন বাটি ঢালিলেন;

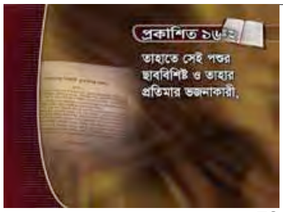

78

তাহাতে সেই পশুর ছাববিশিষ্ট ও তাহার প্রতিমার ভজনাকারী,

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

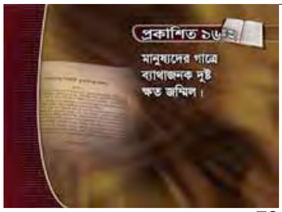

79

মানুষ্যদের গাত্রে ব্যাথাজনক দুষ্ট ক্ষত জন্মিল।” প্রকাশিত ১৬ঃ২ পদ।

80

মিশরীয়গণ সপ্ত আঘাতের সময়ে যে ঘোড়া ও ক্ষত দ্বারা ক্লেশাপন্ন হয়েছিল সম্ভবতঃ এই ক্ষতগুলিও একই ধরণের।
অথবা, ইয়োব যে ধরণের ফোড়া ও ক্ষত সহ্য করেছিলেন মনে হয় এগুলিও একই ধরণের।

81

আপনি কি কল্পনা করতে পারেন এই আঘাতের প্রভাব কি হবে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যাবে।

82

কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। দোকান পাট খোলা থাকতে পারবে না।

83

লোকেরা জরুরী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভীর জমাবে কিন্তু অধিকাংশ ডাক্তারগণ ও সেবিকাগণ একই সঙ্গে কষ্ট পাবে।
এবং পরে, লোকেরা যখন তাদের ক্ষতদ্বারা যন্ত্রনা পেতে থাকবে, আর একটি দূর্যোগ এসে আঘাত করবে!

84

(পদঃ প্রকাশিত ১৬ঃ৩) “পরে দ্বিতীয় দূত সমুদ্রে আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে তাহা মৃত লোকের রক্তের তুল্য হইলঃ এবং সমস্ত জীবিত প্রাণী, সমুদ্ররে জীবগণ, মরিল।” প্রকাশিত ১৬ঃ৩ পদ।

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

85

কি এক বিভৎস দৃশ্য, এবং কি ভয়ানক দুর্গন্ধ, যেমন মরা জীবজন্তু সমুদ্র সৈকতে এসে জমা হয়।
সমুদ্র সৈকত হ'তে দ্রুত যাত্রা কালে লোকেরা একে অন্যের উপর চাপা পড়তে থাকবে। কিন্তু তৃতীয় আঘাতটি দ্বিতীয় আঘাতের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত।

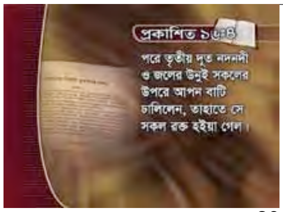

86

(পদঃ প্রকাশিত ১৬ঃ৪) "পরে তৃতীয় দূত নদনদী ও জলের উনুই সকলের উপরে আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে সে সকল রক্ত হইয়া গেল।" প্রকাশিত ১৬ঃ৪ পদ।

87

শুধু চিন্তা করুন। একজন মানুষ পানীয় জলের জন্য ট্যাপ খুললো, এবং জলের পরিবর্তে, রক্ত ছুটে বের হ'লো। কি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এর চেয়ে জঘন্ন আর কিছু কি হ'তে পারে?
কিন্তু, এই শেষ সপ্ত আঘাতগুলি যতই মৃত্যুবৎ ভয়ঙ্কর হোক না কেন, ঈশ্বরের ন্যায় বিচার পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ দূতগণ ঘোষণা করেনঃ

88

(পদঃ প্রকাশিত ১৬ঃ৫-৬) "তুমি ন্যায়পরায়ণ, হে সদাপ্রভু . . . কারণ তুমি এইরূপ বিচারাজ্ঞা করিয়াছ।"

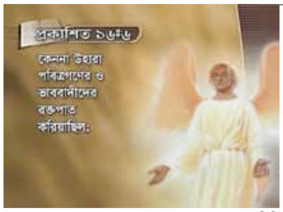

89

কেননা উহারা পবিত্রগণের ও ভাববাদীদের রক্তপাত করিয়াছিল;

90

এবং তুমি উহাদিগকে পানার্থে রক্ত দিয়াছ।" প্রকাশিত ১৬ঃ৫, ৬ পদ। এই সময়ে যখন দুষ্টগণ তৃষ্ণায় মূর্চ্ছাপন্ন হতে থাকবে এবং রক্ত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না পান করার, যে ধার্ম্মিকতার সাথে হেটে বেড়ায় তার জন্য এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছেঃ

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

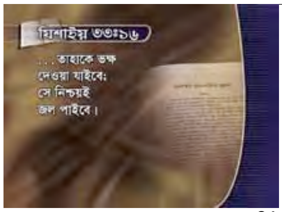

91

(পদঃ যিশাইয় ৩৩ঃ১৬) “. . . তাহাকে ভক্ষ দেওয়া যাইবে; সে নিশ্চয়ই জল পাইবে।” যিশাইয় ৩৩ঃ১৬ পদ।

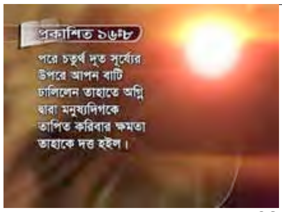

92

(পদঃ প্রকাশিত ১৬ঃ৮-৯) এবং বাইবেল বলে যে চতুর্থ দূত তার বাটি ঢেলে দিলেনঃ “পরে চতুর্থ দূত সূর্য্যের উপরে আপন বাটি ঢালিলেন তাহাতে অগ্নি দ্বারা মনুষ্যদিগকে তাপিত করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইল।”

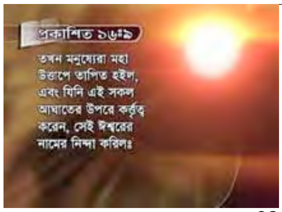

93

“তখন মনুষ্যেরা মহা উত্তাপে তাপিত হইল, এবং যিনি এই সকল আঘাতের উপরে কর্ত্তৃত্ব করেন, সেই ঈশ্বরের নামের নিন্দা করিলঃ

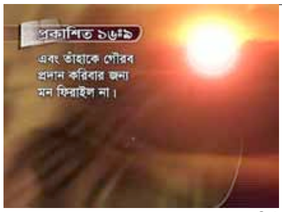

94

এবং তাঁহাকে গৌরব প্রদান করিবার জন্য মন ফিরাইলনা।” প্রকাশিত ১৬ঃ৮,৯ পদ। পরে পঞ্চম দূত সেই পশুর সিংহাসনের উপরে আপন বাটি ঢালিলেনঃ

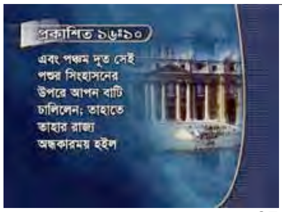

95

(পদঃ প্রকাশিত ১৬ঃ১০–১১) “এবং পঞ্চম দূত সেই পশুর সিংহাসনের উপরে আপন বাটি ঢালিলেন; তাহাতে তাহার রাজ্য অন্ধকারময় হইল;

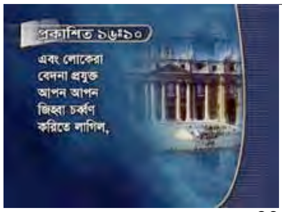

96

এবং লোকেরা বেদনা প্রযুক্ত আপন আপন জিহ্বা চর্ব্বণ করিতে লাগিল,

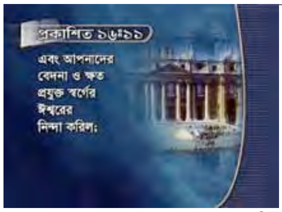

97

এবং আপনাদের বেদনা ও ক্ষত প্রযুক্ত স্বর্গের ঈশ্বরের নিন্দা করিল;

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

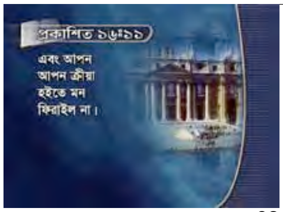

98

এবং আপন আপন ক্রীয়া হইতে মন ফিরাইল না।” প্রকাশিত ১৬:১০, ১১ পদ।

99

এই আঘাতের দ্বারা আমরা আবিস্কার করি যে এই আঘাতসমূহের সব কটিই বিশ্বব্যাপি নয়, এমন কি ঐ আঘাতগুলির সবগুলিই তাৎক্ষণিক ভাবে মারাত্বক নয়, কারণ এখানে আমরা দেখতে পাই যে যারা পঞ্চম আঘাতের অন্তর্ভূক্ত ছিল তখনও তারা প্রথম আঘাতের ক্ষত দ্বারা যন্ত্রণা পাচ্ছিল।

প্রকৃত পক্ষে আঘাতগুলি এক সাথে না পড়ে একটার পরে একটা এভাবেই পড়ছিল, যেমন এগুলির প্রভাব একটার থেকে অপরটিতে এসে পড়েছিল।

ষষ্ঠ আঘাতের সময় আসে শেষ মহা যুদ্ধ, হরমাগিদনঃ

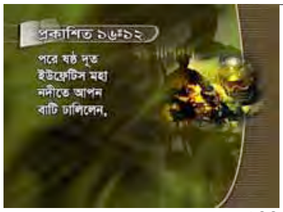

100

(পদঃ প্রকাশিত ১৬:১২-১৪) “পরে ষষ্ঠ দূত ইউফ্রেটিস মহা নদীতে আপন বাটি ঢালিলেন,

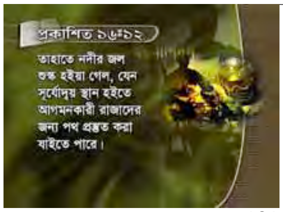

101

তাহাতে নদীর জল শুস্ক হইয়া গেল, যেন সূর্যোদয় স্থান হইতে আগমনকারী রাজাদের জন্য পথ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

102

এবং আমি দেখিলাম, সেই নাগের মুখ ও পশুর মুখ ও

103

ভাক্ত ভাববাদীর মুখ হইতে ভেকের ন্যায় তিনটি অশুচি আত্মা বাহির হইল।

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

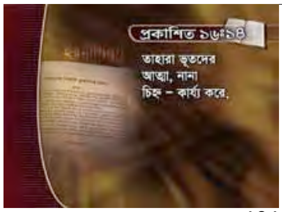

104

তাহারা ভূতদের আত্মা, নানা চিহ্ন–কার্য্য করে,

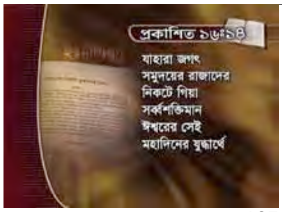

105

যাহারা জগৎ সমুদয়ের রাজাদের নিকটে গিয়া সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই মহাদিনের যুদ্ধার্থে

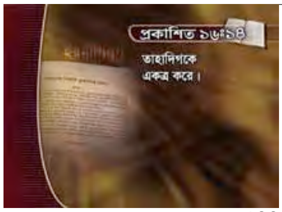

106

তাহাদিগকে একত্র করে।" প্রকাশিত ১৬ঃ১২–১৪ পদ। এবং প্রকাশিত ১৬ঃ১৬ বলেঃ

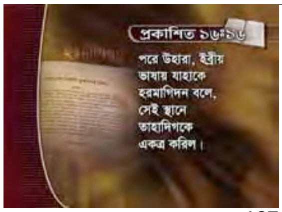

107

(পদঃ প্রকাশিত ১৬ঃ১৬) "পরে উহারা, ইব্রীয় ভাষায় যাহাকে হরমাগিদন বলে, সেই স্থানে তাহাদিগকে একত্র করিল।" এই শেষ সংঘর্ষে সমগ্র পৃথিবী জড়িয়ে পড়বে। যোহন লিখেছিলেনঃ

108

(পদঃ প্রকাশিত ১৯ঃ১১,১৪–১৫) "পরে আমি দেখিলাম স্বর্গ খুলিয়া গেল, আর দেখ শ্বেতবর্ণ একটি অশ্ব।

109

এবং যিনি তাহার উপরে বসিয়া আছেন, তিনি বিশ্ব সত্যময় নামে আখ্যাত, এবং তিনি ধর্ম্মশীলতায় বিচার করেন . . . "

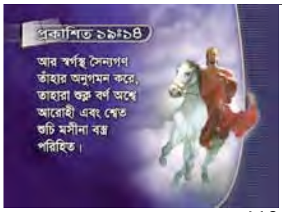

110

"আর স্বর্গস্থ সৈন্যগণ তাঁহার অনুগমন করে, তাহারা শুক্ল বর্ণ অশ্বে আরোহী এবং শ্বেত শুচি মসীনা বস্ত্র পরিহিত।"

111

"আর তাঁহার মুখ হইতে এক তীক্ষ্ণ তরবারি নির্গত হয়, যেন তদ্বারা তিনি জাতিগণকে আঘাত করেন।

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

112

. . . তিনি আপনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধরূপ মদিরাকুণ্ড দলন করেন।” প্রকাশিত ১৯ঃ১১,১৪,১৫ পদ।

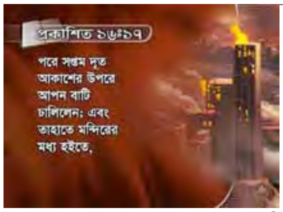

113

(পদঃ প্রকাশিত ১৬ঃ১৭–১৮, ২০–২১) “পরে সপ্তম দূত আকাশের উপরে আপন বাটি ঢালিলেন; এবং তাহাতে মন্দিরের মধ্য হইতে,

114

সিংহাসন হইতে, এই মহা বাণী বাহির হইল, ‘হইয়াছে।’

115

আর বিদ্যুৎ ও শব্দ ও মেঘধ্বনি হইল, এবং এক মহা ভুকম্প হইল . . .

116

এবং প্রত্যেক দ্বীপ পালায়ন করিল, ও পর্ব্বতগণকে আর পাওয়া গেল না।

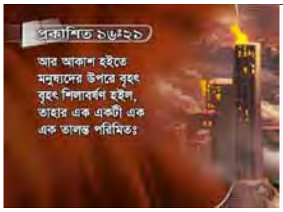

117

আর আকাশ হইতে মনুষ্যদের উপরে বৃহৎ বৃহৎ শিলাবর্ষণ হইল, তাহার এক একটী এক এক তালন্ত পরিমিতঃ

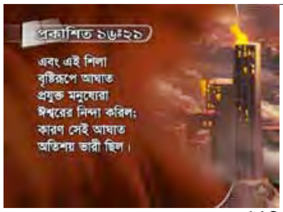

118

এবং এই শিলা বৃষ্টিরূপে আঘাত প্রযুক্ত মনুষ্যেরা ঈশ্বরের নিন্দা করিল; কারণ সেই আঘাত অতিশয় ভারী ছিল।” প্রকাশিত ১৬ঃ১৭–১৮, ২০–২১ পদ।

119

অধিকাংশ পণ্ডিতগণ বলেন যে এক তালন্ত সমান ৫৭ পাউণ্ড। কোন লোক এটি কল্পণা করতে পারে না যে এ ধরণের শিলাবৃষ্টি কি মারাত্মক ধ্বংশ সাধন করবে।

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

120

কিন্তু বাইবেল বলে যে প্রভু সয়ং তিনি এই সংঘর্ষে বাধা দেবেন যেমন তিনি স্বর্গীয় সৈন্য বাহীনির সাথে তাঁর লোকদের একটি বিদ্রোহী গ্রহ থেকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে আসবেন।

121

"কিন্তু," আপনি জিজ্ঞেস করে থাকবেন, "আমি কি করে ঈশ্বরের প্রতিরক্ষায় নিশ্চিৎ হ'তে পারি যখন
এই আঘাতগুলি পড়তে শুরু করবে?। একটি মাত্র পথ আছে।

122

আপনি দেখুন, মিসর দেশে যারা অন্তিম আঘাত থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিল তারা মেষের রক্ত তাদের দরজার বাজুতে ছিটিয়ে তাদের উদ্ধারকর্তা হিসাবে ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য স্থাপন করেছিল।

যখন সংহারক দূত তাদের বাড়ীর উপর দিয়ে উড়েগিয়েছিল, তারা ধ্বংশের মধ্যেও নিরাপদ ছিল। তারা ঈশ্বরের নির্দ্দেশ অনুসরণ করেছিল এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহন করেছিল।

123

এবং পুনরায়, ঈশ্বরের লোকদের রেহাই দেওয়া হবে যখন আঘাতসমূহ পড়বে যদি তারা ঈশ্বরের মেষশাবককে তাদের প্রায়ঃশ্চিত্তরূপে গ্রহন করে এবং তাঁর রক্ত দ্বারা তাদের পাপ মোচনের সুযোগ দেয়।

124

আমাদের জীবন দ্বারা আমরা মনোনয়ন করছি আমরা কোন দলে থাকবো--ঈশ্বরের দলে, অথবা একজন বিদ্রোহী দূতের দলে। এবং বন্ধুগণ, যখন ধ্বংশকারী দূত তাদের কাজ শুরু করবে, তখন দল পরিবর্ত্তন করার জন্য বেশী দেরী হয়ে যাবে!

অনুগ্রহের দ্বার তখন চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। যীশুর রক্তের আশ্রয়ে আপনি কি এখন আপনাকে ঈশ্বরের দলে রাখবেন না? সবচেয়ে দুঃখজনক শব্দ যা মানুষ এবযাবৎকাল উচ্চারণ করেছে, সেগুলি পাওয়া যায় যিরমিয় ৮ঃ২০ পদেঃ

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

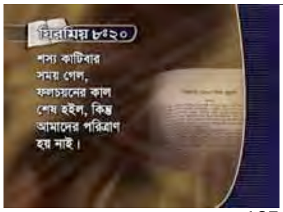

125

(পদঃ যিরমিয় ৮ঃ২০) “শস্য কাটিবার সময় গেল, ফলচয়নের কাল শেষ হইল, কিন্তু আমাদের পরিত্রাণ হয় নাই।”

126

একজন অষ্ট্রেলিয়ান কাঠমিস্ত্রির গল্প বলা হয়েছে যে বনের পাশে একটি ছোট কুড়ে ঘর তৈরী করেছিল। এটি খুব বেশী কিছু ছিলনা তথাপি সেটি তার কাছে একটি গৃহ ছিল।
একদিন, সে যেমন কাজ থেকে গৃহে ফেরৎ আসলো,

127

তার গৃহটি একটি ধ্বংশস্তুপে পরিণত হয়েছে দেখে সে স্তম্ভিত হ'লো ও ভগ্নমনা হ'লো। যা কিছু বাকি ছিল তা হলে কয়েকটি চেরাই করা পোড়া তক্তা এবং কিছু লোহালক্কর যা অগ্নিশিখায় কালো হয়ে গিয়েছিল।
সে সেখান থেকে হেঁটে যেখানে তার মুরগীর খাঁচাটি ছিল সেখানে দাঁড়ালো।

128

সেখানে সে পেয়েছিল শুধু মন খানেক ছাই এবং কিছু পোড়া তার। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে সে ময়লাগুলি উল্টেপাল্টে দেখছিল। পরে, পা দিয়ে দেখতে দেখতে, তার চোখে একটি কৌতুহলপূর্ণ দৃশ্য পড়লো--মনখানেক পোড়া পালখ।
আনমনা, সে এটির উপর লাথি মারলো। এবং কি হয়েছিল আপনি মনে করেন?

129

চারটি ছোট এলোমেলো মুরগীর বাচ্চা খচমচ করে বেরিয়ে আসলো, যেগুলি তাদের মায়ের প্রেমপূর্ণ পাখার নিচে অলৌকিকভাবে সুরক্ষিত হয়েছিল। শাস্ত্রের সবচেয়ে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ ভাষায় ঈশ্বর বর্ণনা করেছেন যে তিনি পৃথিবীতে তাঁর সকল সন্তানদের জন্য কি করতে প্রত্যাশা করেন যখন আঘাতগুলি পড়বেঃ

130

(পদঃ গীতসংহিতা ৯১ঃ১,৪) “যে ব্যক্তি পরাৎপরের অন্তরালে থাকে

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

131

সে সর্ব্ব শক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে . . .”

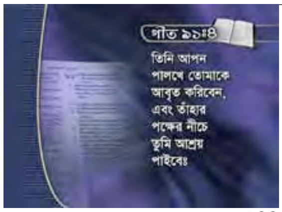

132

“তিনি আপন পালখে তোমাকে আবৃত করিবেন, এবং তাঁহার পক্ষের নীচে তুমি আশ্রয় পাইবেঃ

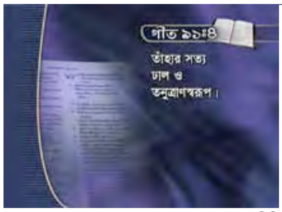

133

তাঁহার সত্য ঢাল ও তনুত্রাণস্বরূপ।” গীতসংহিতা ৯১ঃ১,৪ পদ। হ্যাঁ, যারা তাঁকে অনুসরণ করার জন্য মনোনয়ন করেছে, ঈশ্বর তাদের জন্য আশ্চর্য্য প্রতিশ্রুতি রেখেছেনঃ

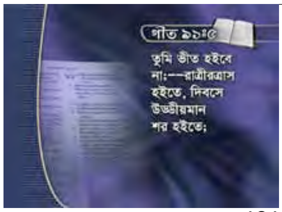

134

(পদঃ গীতসংহিতা ৯১ঃ৫–১১) “তুমি ভীত হইবে না;––রাত্রীরত্রাস হইতে, দিবসে উড্ডীয়মান শর হইতে;

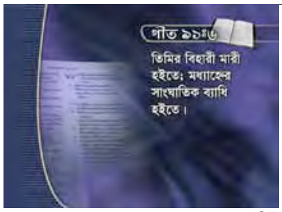

135

তিমির বিহারী মারী হইতে; মধ্যাহ্নের সাংঘাতিক ব্যাধি হইতে।

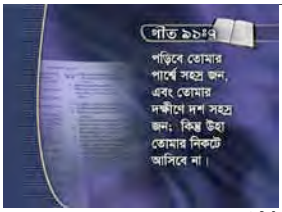

136

পড়িবে তোমার পার্শ্বে সহস্র জন, এবং তোমার দক্ষীণে দশ সহস্র জন; কিন্তু উহা তোমার নিকটে আসিবেনা।

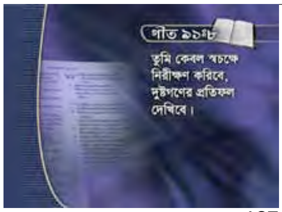

137

তুমি কেবল স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিবে, দুষ্ট গণের প্রতিফল দেখিবে।

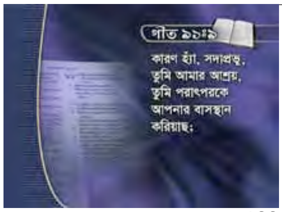

138

কারণ হ্যাঁ, সদাপ্রভু, তুমি আমার আশ্রয়, তুমি পরাৎপরকে আপনার বাসস্থান করিয়াছ;

২৩। আগামী সংকটে টিকে থাকা

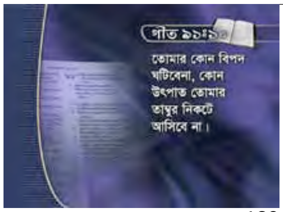

139

তোমার কোন বিপদ ঘটিবেনা, কোন উৎপাত তোমার তাম্বুর নিকটে আসিবে না।

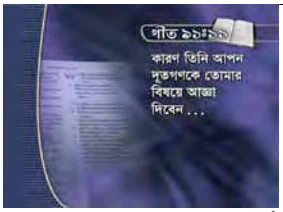

140

কারণ তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন . . .” গীতসংহিতা ৯১ঃ৫-১১পদ।

141

(ভিডিওঃ ১৫ সেকেণ্ড) এর চেয়ে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ আর কিছু কি হ'তে পারে? আপনি কি পরাৎপরের পক্ষের নীচে আশ্রয় নিতে চান না যখন আঘাত গুলি পড়তে থাকে? যখন আপনার লুকাবার কোন জায়গা নেই? সমস্যাপূর্ণ মুহূর্তে ও ধ্বংশের সময়ে আপনার স্বর্গীয় পিতা আপনাকে রক্ষা করতে চান।

142

(পদঃ দানিয়েল ৭ঃ২৪)
দানিয়েল ৭ঃ২৪ পদ দশ শৃঙ্গ কি নির্দেশ করে তা আমাদের বলে দেয়; “ঐ রাজ্য হইতে দশ রাজা উৎপন্ন হইবে।”

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

1

তখন দিয়াবল আর প্রলুব্ধ করতে পারবে না।

2

সুমেরু অঞ্চলে অনুসন্ধানকারী একদল লোকের জাহাজ একটি পর্ব্বতময়, অনুর্বর দ্বীপে গিয়ে ঠেকে গেল। তাদের রসদ দ্রুত কমে যেতে লাগল। তারা তাদের খাবারের সর্বশেষ অংশও খেয়ে ফেললো। তাদের জ্বালানী তেলও কম ছিল।

তাপমাত্রা দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছিল আর তারা ঠান্ডায় জমে যাচ্ছিল। দুঃসময়ে জন্য তারা নিজেদের প্রস্তুত রেখেছিল। তারা জানত খুব শীঘ্রই মৃত্যু আসছে।

আর তখন তারা সমস্ত আশা ছেড়েদিল,

3

মৃত্যু পথযাত্রী একজন অনুসন্ধানকারী দিগন্তে কালো ধোঁয়ার এক কুণ্ডলী লক্ষ্য করলো। তাদের মধ্যে একজন শর্ট ওয়েভ বেতার সংকেত শুনতে পেল। তাদের জন্য সাহায্য আসছে। মুক্তি আসছে।

দিগন্তে ধোঁয়ার কুণ্ডলী তাদের ধৈর্য্য ধরার প্রয়োজনীয় উৎসাহ যুগিয়েছিল। খুব শীঘ্রই ভয়ানক অগ্নিপরীক্ষার সুদীর্ঘ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা শেষ হবে।

খুব শীঘ্রই তারা রক্ষাকারী উষ্ণতর জাহাজে রক্ষা পাবে এবং তার পর তারা খুব শীঘ্রই বাড়ি যাবে। অবশেষে বাড়িতে!

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

4

বাইবেলের শেষ পুস্তক, প্রকাশি বাক্যে বলা আছে যে পথে সাহায্য রয়েছে। খুব শীঘ্র আমরাও পরিত্রাণ পাব, উদ্ধার পাব। পাপের ভয়াবহ অভিজ্ঞাতা শেষ হয়ে যাবে। আমরা মুক্তি পাব, আর শয়তানকে বন্দি করা হবে।

আমাদের মুক্ত করা হবে, আর শয়তানকে আবদ্ধ করা হবে। যীশুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমরা উর্দ্ধে নীত হব, এবং শয়তান এই পৃথিবীতে শৃঙ্খলীত অবস্থায় থাকবে। আমরা অনন্ত জীবন লাভ করব, এবং শয়তান ও তার অনুসারীগণ চিরবিনাশের দণ্ডাজ্ঞা লাভ করবে।

5

(ভিডিওঃ ১৩ সেকেণ্ড) মাঝে মাঝে পৃথিবীর কোথাও কোথাও একজন অপরাধীকে একজন বিচারক অথবা জুরিবর্গ (নির্নায়কবর্গ) অপরাধীর অপরাধের ভয়াবহতা বা নিষ্ঠুরতা যাতে প্রকাশ পায় তার জন্য তাকে অসম্ভব রকমের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড প্রদান করে থাকেন।

একজন অপরাধীকে একই ধারায় তিনটি অথবা চারটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান, অথবা ৯৯ বছরের কারা প্রদান তার জীবনে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে না, সে তা পুরোপুরি ভোগ করতে পারবে না, বিশেষ করে যখন অপরাধীর বয়স অবসর প্রাপ্তদের বয়সের সমান হয়ে যায়।

6

তবুও, বিশেষকরে ভয়ানক অপরাধের জন্য বিচারক অথবা জুরিগনের মধ্যে যে এই ধরনের দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করা হয় যেন সমাজ বুঝতে পারে ভয়ানক অপরাধের সাজা কত ভয়াবহ।

7

আপনি কি জানেন খুব শীঘ্রই এমন সময় আসছে যখন মহা বিচারক হাত বাড়িয়ে অপরাধীদের ১০০০ বছরের দণ্ডাজ্ঞা দেবেন আর অপরাধীরা প্রতিদিন সেই দণ্ডাজ্ঞা ভোগ করবে?

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

8

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ১-৩)
বাইবেল থেকে এই কথাগুলো শুনুনঃ “পরে আমি স্বর্গ হইতে এক দূতকে নামিয়া আসিতে দেখিলাম, তাহার হস্তে তলাশুণ্য গর্তের চাবি এবং তাঁহার হস্তে বৃহৎ এক শৃঙ্খল ছিল।

9

তিনি সেই নাগকে ধরিলেন; এ সেই পুরাতন সর্প, এ দিয়াবল {অপবাদক} এবং শয়তান {বিপক্ষ}; তিনি তাহাকে সহস্র বৎসর বদ্ধ রাখিলেন,

10

আর তাহাকে অগাধ লোকের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানের মুখ বন্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন;

11

যেন ঐ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হইলে সে জাতিবৃন্দকে আর ভ্রান্ত করিতে না পারে;

12

তৎপরেঃ অল্প কালের নিমিত্ত তাহাকে মুক্ত হইতে হইবে।” প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ১-৩।

13

এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে পৃথিবীর সব অপরাধের সর্বাধিনায়ক, যে এ যাবৎ কালে পৃথিবীতে যত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে সরাসরি সম্পৃক্ত, সেই মহা নায়কের ব্যাপারে ঈশ্বরের একটা পরিকল্পনা রয়েছে।

কিন্তু সেই সময় খুব শীঘ্রই আসছে যখন সে ১০০০ বছরের জন্য কারারুদ্ধ থাকবে। পৃথিবীতে এই এক হাজার বছর হবে সবচেয়ে বিরক্তিকর, বিধ্বস্তকর সময়। এই সুদীর্ঘ ১০০০ বছরের সময়কে মাঝে মাঝে সহস্রাব্দ বলে অভিহীত করা হয়।

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

14

সহস্রাব্দ বলতে কি বুঝায়?

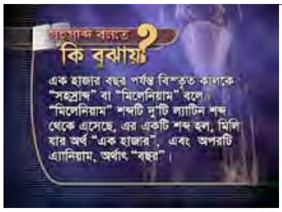

15

এক হাজার বছর পর্যন্ত বিস্তৃত কালকে "সহস্রাব্দ" বা "মিলেনিয়াম" বলে। "মিলেনিয়াম" শব্দটি দু'টি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে, এর একটি শব্দ হল, মিলি যার অর্থ "এক হাজার", এবং অপরটি এ্যানিয়াম, অর্থাৎ "বছর"।

16

ভাববানীতেও বলা আছে যে শয়তান ১০০০ বছর পর্যন্ত কারারূদ্ধ থাকবে

17

এবং তারপরে তাকে স্বল্প সময়ের জন্য ছেড়ে দেয়া হবে, আর সে সমস্ত জগতের কাছে প্রমান করবে যে সে ১০০০ বছর পরেও পরিবর্তিত হয়নি, সে এখনও শয়তান।এই ভাববানী বোঝার জন্য এবং এর তাৎপর্য্য অনুধাবন করার জন্য, আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে, এটা কি ভাবে শুরু হবে এবং কি ভাবে শেষ হবে এবং এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে কি ঘটবে।

18

এখন একটি উক্তি করতে চাই, এবং তারপর সেই উক্তিটির সত্যতা প্রমান করার জন্য অগ্রসর হব।সহস্রাব্দ দু'টি পুনরুত্থান দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবেঃ

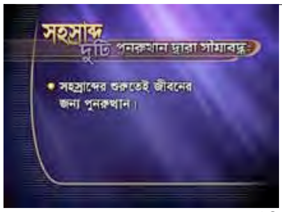

19

১) সহস্রাব্দের শুরুতেই জীবনের জন্য পুনরুত্থান

20

এবং ২) সহস্রাব্দের শেষে নরকেরর অনন্ত শাস্তির জন্য পুনরুত্থান।

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

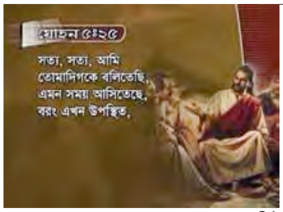

21

(পদঃ যোহন ৫ঃ২৫)একদিন যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের মৃত্যু সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তিনি বলেছিলেনঃ “সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এমন সময় আসিতেছে, বরং এখন উপস্থিত,

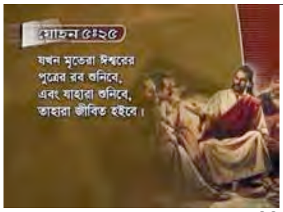

22

যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিবে, এবং যাহারা শুনিবে, তাহারা জীবিত হইবে।” যোহন ৫ঃ২৫। সেখানে আপনি এটি পাবেন। মৃতেরা তাঁর বাক্যশুনবে এবং জীবিত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ সব মৃতেরাই উঠবে।

আমি জানি আপনারা অনেকেই আমার কথা শুনে আশ্চর্যবোধ করছেন, কারন আপনারা মনে করেন একমাত্র ধার্মিক মৃতেরাই উত্থাপিত হবে। এই একই অধ্যায়ের ২৮ ও ২৯ পদে কি ভাবে খ্রীষ্ট এর বিষদ বিবরণ দিয়েছেন তা লক্ষ্য করুনঃ

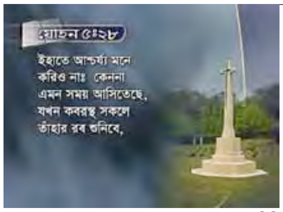

23

(পদঃ যোহন ৫ঃ২৮,২৯)
“ইহাতে আশ্চর্য্য মনে করিও নাঃ কেননা এমন সময় আসিতেছে, যখন কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিব,

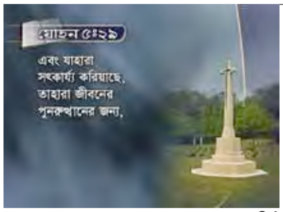

24

এবং যাহারা সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য,

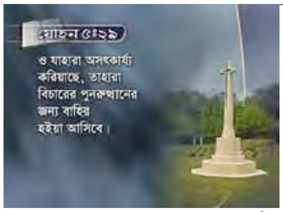

25

ও যাহারা অসৎকার্য্য করিয়াছে, তাহারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া আসিবে।” যোহন ৫ঃ২৮,২৯।

26

(ভিডিওঃ ৪ সেকেণ্ড) লক্ষ্য করুন এখানে দু’টি পুনরুত্থানের কথা বলা হয়েছে। প্রথম পুনরুত্থানটি হবে যারা ভাল কাজ করেছেন তাদের, এবং দ্বিতীয়টি – যারা মন্দকাজ করেছেন তারেদ বিচারের জন্য পুনরুত্থান।

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

27

প্রথম পুনরুত্থান সম্পর্কে বাইবেল কি বলে
শুনুনঃ

28

(পদঃ প্রকাশিতবাক্য ২০ঃ৫,৬)
“যে পর্যন্ত সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত না হইল, সে পর্য্যন্ত অবশিষ্ট মৃতেরা জীবিত হইলনা। ইহা প্রথম পুনরুত্থান।

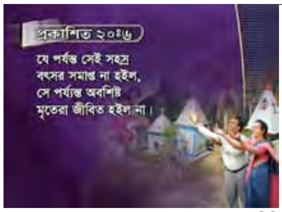

29

যে কেহ এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী হয়, সে ধন্য ও পবিত্র; তাহাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নাই;

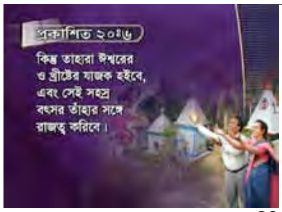

30

কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের যাজক হইবে, এবং সেই সহস্র বৎসর তাঁহার সঙ্গে রাজত্ব করিবে।” প্রকাশিতবাক্য ২ঃ৫,৬।

31

থিষলনীকীয়দের কাছে পৌল সমন্বয় রেখে প্রচার করেছিলেন। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে তিনি (পৌল) কি বর্ণনা করেছেন তা লক্ষ্য করুন।

32

(শাস্ত্রাংশঃ ১থিষলনীকীয় ৪ঃ১৬,১৭) “কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দ ধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ,

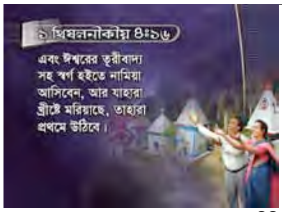

33

এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে।

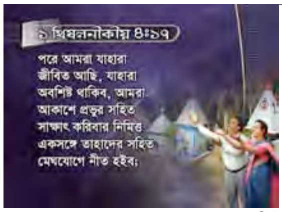

34

পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব;

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

35

আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।”

36

পুনরুত্থানের কতই না গৌরবময় বর্ণনা। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে যারা খ্রীষ্টেতে মরেছেন তারা প্রথমে উঠবে, এবং তারপর যারা জীবিত খ্রীষ্টের অনুসারী তারা প্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য মেঘযোগে উর্দ্ধে আকাশে নীত হবে!

37

(পদঃ যোহন ১১ঃ২৫)
সেই দিন যীশুর প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হবে, “যে আমাতে বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত থাকিবে।” যোহন ১১ঃ২৫।

38

হ্যাঁ, যীশু যখন আসবেন তখন মৃত ধার্ম্মিকেরা কবর থেকে উত্থাপিত হবে।

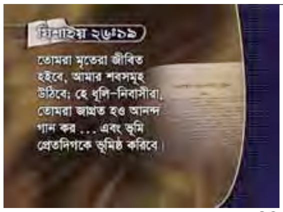

39

(পদঃ যিশাইয় ২৬ঃ১৯)
যিশাই ভাববাদী আনন্দময় এই ঘটনা এই ভাবে বর্ণনা করেছেনঃ “তোমরা মৃতেরা জীবিত হইবে, আমার শবসমূহ উঠিবে; হে ধূলি-নিবাসীরা, তোমরা জাগ্রত হও আনন্দ গান কর; . . . এবং ভূমি প্রেতদিগকে ভূমিষ্ঠ করিবে।” যিশাইয় ২৬ঃ১৯।
সেই দিন কতইনা গৌরবময় দিন হবে!

40

মায়েরা তাদের মৃত সন্তানদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবে। স্বামী ও স্ত্রীদের পুনঃর্মিলন হবে। ছেলে ও মেয়েদের সঙ্গে মা-বাবার পুনর্মিলন ঘটবে!এরচেয়ে নাড়াদানকারী দৃশ্য আর কি হতে পারে?

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

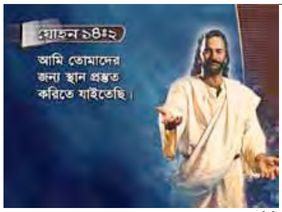

41

(পদঃ যোহন ১৪ঃ২,৩)
আর অনেক অনেক দিন পূর্বে খ্রীষ্ট যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা পূর্ণ হবেঃ "আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি।

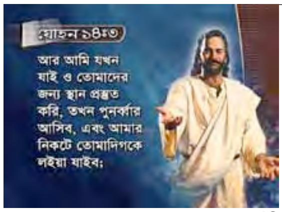

42

আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব;

43

যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেই খানে থাক।" যোহন ১৪ঃ২,৩। আর এই হচ্ছে সেই স্থান যেখানে পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকেরা সহস্র বছর যাপন করবে!

44

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৬)আমরা কি করতে থাকব? যোহন আমাদের বলেনঃ "যে কেহ এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী হয়, সে ধন্য ও পবিত্র; তাহাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই;

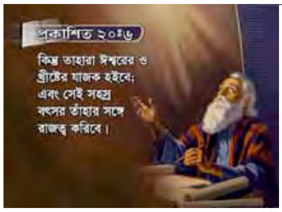

45

কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের যাজক হইবে; এবং সেই সহস্র বৎসর তাঁহার সঙ্গে রাজত্ব করিবে।" প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৬।
খ্রীষ্টও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে সহভাগিতায় যে অনির্বচনীয় আনন্দ গুপ্ত রয়েছে সেই সম্পর্কে এবং সহস্র বছর ব্যাপী তারা সেখানে কি করবে সেই সম্পর্কে যোহন আরও অধিক গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করেছেনঃ

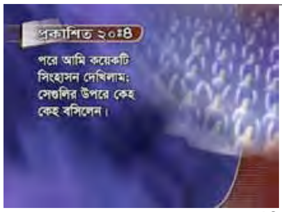

46

(পদঃ প্রকাশিতবাক্য ২০ঃ৪)
"পরে আমি কয়েকটি সিংহাসন দেখিলাম; সেগুলির উপরে কেহ কেহ বসিলেন।" প্রকাশিতবাক্য ২০ঃ৪।
এই সৌরমণ্ডলের সর্বোজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর দুর্বল নর–নারীদের পতিত দূতগণ ও পাপীদের বিচার কার্য্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে নিযুক্ত করবেন।

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

47

(পদঃ ১ করিন্থীয় ৬ঃ২,৩)
পৌল বলেনঃ “তোমরা কি জান না যে, পবিত্রগণ জগতের বিচার করিবেন?

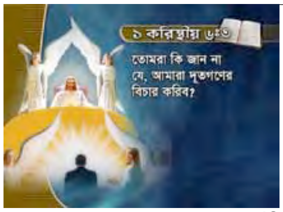

48

তোমরা কি জান না যে, আমারা দূতগণের বিচার করিব?”
১করিন্থীয় ৬,২,৩।

49

এটি একদিন সবার কাছে পরিষ্কার হবে যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ন এবং কল্যানকর এবং পক্ষপাতহীন।
হাজার হাজার বছর যাবৎ শয়তান অভিযোগ করে আসছে যে ঈশ্বর পক্ষপাতকারী, প্রেমহীন, এবং অন্যায্য।
সহস্রাব্দের বছর গুলিতে সমগ্র বিশ্বের কাছে ঈশ্বরের চরিত্রের ন্যায্যতা সম্পর্কে ধারনাটি প্রমানিত হবে!
তবে মন্দ দূতগণ ও দুষ্ট পাপীদের বিচার করতে আমাদের কেন প্রয়োজন হবে? তারা কি খ্রীষ্টের আগমনের পূর্বে বিচারীত হবে না?

50

হ্যাঁ, কিন্তু যদি আপনি স্বর্গে এমন কাউকে খোঁজেন যাকে আপনি শুধু মাত্র যেখানে দেখতে চান অথচ সে চিরতরে হারিয়েগেছে তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কি হবে আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন? আপনি হয়ত তখন ঈশ্বরের বিচারের ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করবেন।

51

সহস্র বছর ব্যাপি যারা হারিয়েগেছে তাদের প্রামানিক দলিল প্রকাশ করা হবে। প্রত্যেকের মনে মনে পোষণ করা সর্বাধিক গুপ্ত বিষয় এবং গুপ্ত উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হবে।
ঈশ্বরের প্রেম এবং বিচার সুদৃঢ় হবে।

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

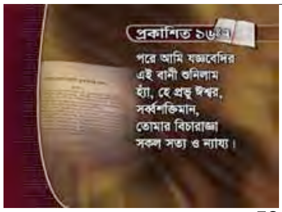

52

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ১৬ঃ৭)ঐসব অনুসন্ধানমূলক তথ্য শুধুমাত্র একটি উত্তরের মাধ্যমে পরিত্যাক্ত হবেঃ “পরে আমি যজ্ঞবেদির এই বানী শুনিলাম হ্যাঁ, হে প্রভু ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান, তোমার বিচারাজ্ঞা সকল সত্য ও ন্যায্য।” প্রকাশিত বাক্য ১৬ঃ৭।

53

আপনি হয়ত ভাবছেন, যারা জীবিত আছে অথচ পরিত্রাণ গ্রহন করেনি যীশুর আগমনে তাদের দশা কি হবে। প্রকাশিত বাক্যের ১৯ অধ্যায়ে যীশুর দ্বিতীয় আগমন এবং পাপীদের ধ্বংস সম্পর্কে এই কথা গুলি বলা আছেঃ

54

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ১৯ঃ২১)
“আর আবশিষ্ট সকলে সেই অশ্বারোহী ব্যক্তির মুখ হইতে

55

নির্গত তরবারি দ্বারা হত হইল . . .।”
প্রকাশিত বাক্য ১৯ঃ২১।

56

আগমনকারী খ্রীষ্ট ও তাঁর পবিত্র দূতদের গৌরবের সামনে কোন ভাবেই পতিত পাপীরা দাঁড়াতে পারবে না।

57

মাত্র একজন স্বর্গীয়দূত যীশুর কবরের সামনে এসেছিলেন, আর তাতেই রোমীয় সৈন্যরা মৃতদের মত পড়েছিল।

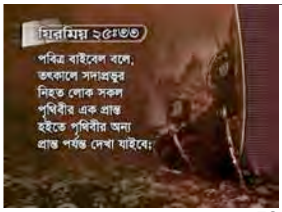

58

(পদঃ যিরমিয় ২৫ঃ৩৩)
পবিত্র বাইবেল বলে, “তৎকালে সদাপ্রভুর নিহত লোক সকল পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যাইবে;

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

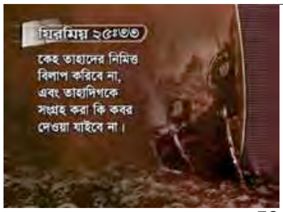

59

কেহ তাহাদের নিমিত্ত বিলাপ করিবে না, এবং তাহাদিগকে সংগ্রহ করা কি কবর দেওয়া যাইবে না।" যিরমিয় ২৫ঃ৩৩।

60

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনে ধার্মিকেরা উত্থাপিত হবে, এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে মেঘরথে মিলিত হবার জন্য রূপান্তরিকৃত হবে,

61

আর যারা পরিত্রাণ পায়নি তারা তাঁর (খ্রীষ্টের) আগমনের উজ্জ্বলতায় হত হবে, –"তাঁর মূখ হতে নির্গত তরবারি দ্বারা হত হবে।"

অনেকে হয়ত জিজ্ঞেস করতে চাইছেন, "যারা পরিত্রাণ পায়নি, এখনও কবরে আছে তাদের কি অবস্থা হবে?"

উত্তরটি প্রকাশিত বাক্যের ২০ অধ্যায়ের পাঁচ পদে দেওয়া আছেঃ

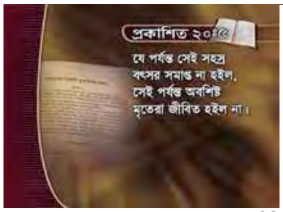

62

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৫ পদ)

"যে পর্যন্ত সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত না হইল, যে পর্যন্ত অবশিষ্ট মৃতেরা জীবিত হইল না।"

63

ধাঁধাটি একত্রে মিলিত হতে শুরু করেছে। যখন যীশু খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন তখন যা ঘটবে তা বিশাল চিত্র আকারে আমাদের দৃশ্যপটে আসছেঃ

64

যীশুর আগমনের সময়ে এই সমস্ত ঘটনা ঘটবে।

65

১। যীশু পবিত্র দূতগণদের সঙ্গে নিয়ে আসবেন
মথি ২৫ঃ৩১।

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

66

২। খ্রীষ্টেতে মৃত ব্যক্তিরা প্রথমে উঠবেন
(১ থিষলনীকীয় ৪ঃ১৬)

67

৩। জীবিত ধার্মিকদের যীশুর কাছে আকাশে তুলে নেয়া হবে।
(১ থিষলনীকীয় ৪ঃ১৭)।

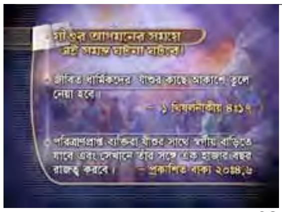
68

৪। পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যীশুর সাথে স্বর্গীয় বাড়িতে যাবে এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করবে।
(প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৪,৬)

69

৫। যারা পরিত্রাণ পায়নি তারা খ্রীষ্টের আগমনের উজ্জ্বলতা দ্বারা হত হবে
(যিরমিয় ২৫ঃ৩৩)।

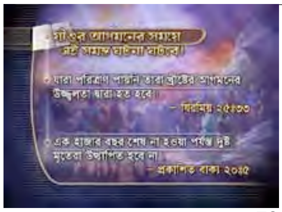
70

৬। এক হাজার বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুষ্ট মৃতেরা উত্থাপিত হবে না।
(প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৫)।

71

৭। এক হাজার বছর পর্যন্ত শয়তান পরিস্থিতির দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় থাকবে--সে কাউকে প্রলুব্ধ করতে পারবে না বা ধ্বংস করতে পারবে না!

72

সব ধার্মিকেরা স্বর্গে, এবং সব দুষ্টেরা মৃত। সবাই চলে গেছে! সব স্থানেই ধ্বংসস্তুপ (যিরমিয় ৪ঃ২৩-২৬)।

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

73

এই পৃথিবী দিয়াবলের কারাগারে পরিনত হয়েছে। পবিত্র বাইবেল বলে যে শয়তানকে এক হাজার বছরের জন্য অতল গহব্বরে নিক্ষেপ করা হয়েছে।
সে কি ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হল?
পরিস্থিতির শৃঙ্খল যা এক হাজার বছরের জন্য কাউকে প্রলুব্ধ করায় এবং ধ্বংস করায় তাকে অসমর্থ করে তুলেছে।

74

এই পৃথিবীতে যারা তাদের জীবদ্দশায় শয়তানের অনুসারী হয়েছে, খ্রীষ্টের আগমনকালে হয় তারা মারা পড়বে নতুবা এক হাজার বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত কবরে শায়িত থাকবে।

75

পরিত্রাণ প্রাপ্তেরা হাজার বছর ধরে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকবে।

76

পরীক্ষায় ফেলার জন্য এবং ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য শয়তানের কাছে শুধু মন্দ দূতেরাই থাকবে, আর তারা ৬,০০০ বছর পরেও সেই আগের মত মন্দ থাকবে।

77

এই পৃথিবীই হবে তার কারাগার। সে দেখাতে চেয়েছিল যে, সে পৃথিবী শ্বাসন করবে, আর তাই সে প্রতারনার মাধ্যমে আদম ও হবার উপর অধিপত্য বিস্তার করেছিল, কিন্তু এখন প্রত্যেকে দেখতে পাবে যে সে কোন প্রকৃতির শ্বাসক!

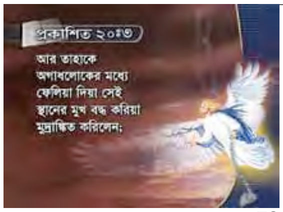

78

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৩)
আপনি মনে রাখবেন প্রকাশিতবাক্য ২০ঃ৩ পদে বলে;
“আর তাহাকে অগাধলোকের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানে মুখ বন্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন;

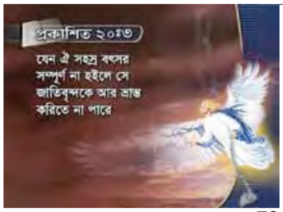

79

যেন ঐ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হইলে সে জাতিবৃন্দকে আর ভ্রান্ত করিতে না পারে;

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

80

তৎপরে অল্প কালের নিমিত্ত তাহাকে মুক্ত হইতে হইবে।" বাইবেলে অতল গহব্বর শব্দটি দ্বারা এলোমেল পৃথিবীকে বুঝানো হয়েছে। এ সেই একই শব্দ যে শব্দ দ্বারা পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর এই পৃথিবীকে সুন্দর আকৃতিতে রূপদান করার পূর্বে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছিল।

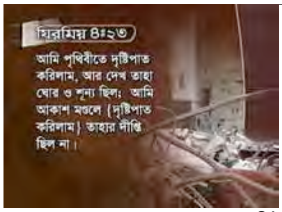

81

(পদঃ যিরিমিয় ৪ঃ২৩)
এ সেই একই শব্দ যা যিরমিয় পুস্তকে ব্যবহার করা হয়েছেঃ "আমি পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ তাহা ঘোর ও শূন্য ছিল; আমি আকাশ মণ্ডলে {দৃষ্টিপাত করিলাম} তাহার দীপ্তি ছিল না।" যিরমিয় ৪ঃ২৩।

82

হ্যাঁ, পৃথিবী একটি অতল গহব্বর অথবা "ঘোর ও শূন্য স্থান।" এটি অন্ধকার স্থানে পরিনত হতে যাচ্ছে! এখন, লক্ষ্য করুন এ সময় যিরমিয় ভাববাদী এই পৃথিবী সম্পর্কে আর কি বলেছেনঃ

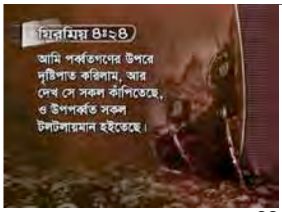

83

(পদঃ যিরমিয় ৪ঃ২৪,২৫)
"আমি পর্ব্বতগণের উপরে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ সে সকল কাঁপিতেছে, ও উপপর্ব্বত সকল টলটলায়মান হইতেছে।

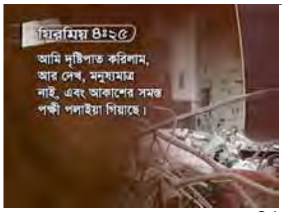

84

আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, মনুষ্য মাত্র নাই, এবং আকাশের সমস্ত পক্ষী পলাইয়া গিয়াছে।" যিরমিয় ৪ঃ২৪,২৫। আপনি লক্ষ্য করবেন যে এখানে বলা আছে, "মনুষ্য মাত্র নাই।"

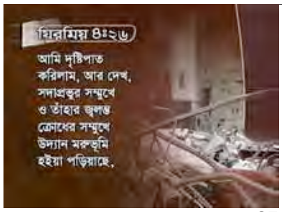

85

(পদঃ যিরমিয় ৪ঃ২৬) আবার যিরমিয় বলেন, "আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, সদাপ্রভুর সম্মুখে ও তাঁহার জ্বলন্ত ক্রোধের সম্মুখে উদ্যান মরুভূমি হইয়া পড়িয়াছে,

86

ও তাহার সমস্ত নগর ভগ্ন হইয়াছে।" যিরমিয় ৪ঃ২৬ পদ।

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

87

আপনি কি বলবেন না যে, একহাজার বছর অবকাশ যাপনের জন্য স্থানটি হবে সম্পূর্ণ ভয়ানক স্থান?
বিধ্বস্ত নিঃসঙ্গ গ্রহে শয়তান ও দুষ্ট দূতেরা অন্ধকারে শুধু এদিক ওদিক ঘোরা–ফেরা করবে, তাদের আর কিছু করার থাকবে না এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিনাম প্রতিফলিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে!

88

এখন আসুন সহস্র বছর ব্যাপী যে সব ঘটনা ঘটবে তা পুনরালোচনা করিঃ

89

১। পৃথিবী জনমানব শূন্য ও বিধ্বস্ত হবে।

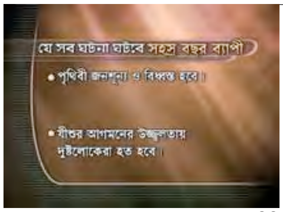

90

২। যীশুর আগমনের উজ্জ্বলতায় দুষ্টলোকেরা হত হবে।

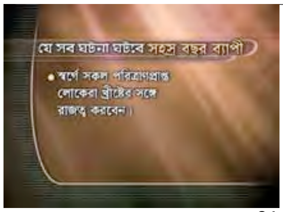

91

৩। স্বর্গে সকল পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকেরা খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করবেন।

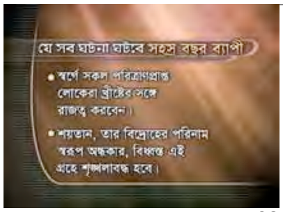

92

৪। শয়তান, তার বিদ্রোহের পরিনাম স্বরূপ অন্ধকার, বিধ্বস্ত এই গ্রহে শৃঙ্খলাবদ্ধ হবে।

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

93

শয়তান কি পরিবর্তিত হবে? যে সব দূতদের সে তার বিদ্রোহের সাথে সম্পৃক্ত করেছিল তাদের অবস্থা কি হবে? এখন তারা কি তাকেই অনুসরন করার জন্য মনস্থির করবে না খ্রীষ্টকে?
ঈশ্বর তাঁর সময় সূচীতে এক হাজার বছর রেখেছেন যে সব কারণে তার একটি হল তিনি সমস্ত বিশ্বকে দেখাতে চান যে শয়তান, তার দূতগণ, এবং পৃথিবীতে যারা তার অনুসারী তাদের তিনি এই পৃথিবীতে মন পরিবর্তনের জন্য যদি আর একটি সুযোগ দিতেন তাহ'লে তারা একই সিদ্ধান্ত গ্রহন করতো ও একই কর্তাকে মনোনয়ন করতো।

94

পরিত্রাণ গ্রহন করার জন্য তাদের সম্মুখে এক হাজার সুযোগ থাকা সত্ত্বেয় তারা সেই পরিত্রাণ পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করতো।

95

তাদের মনোনয়নের ব্যাপারে পবিত্র বাইবেল কী বলে?

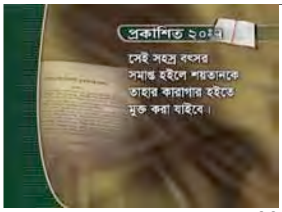

96

পদঃ প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৭,৮উত্তরটি প্রকাশিত বাক্যের ২০ঃ৭,৮ পদে দেওয়া আছেঃ “সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত হইলে শয়তানকে তাহার কারা হইতে মুক্ত করা যাইবে।

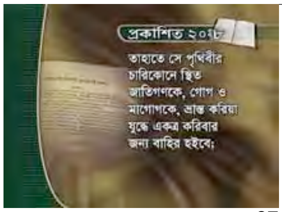

97

তাহাতে সে ‘পৃথিবীর চারি কোনে স্থিত জাতিগণকে, গোগ ও মাগোগকে’, ভ্রান্ত করিয়া যুদ্ধে একত্র করিবার জন্য বাহির হইবে;

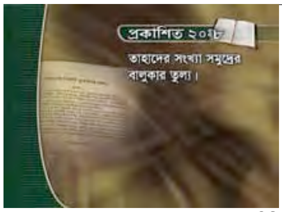

98

তাহাদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকার তুল্য।” প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৭,৮। আপনি হয়ত ভাবছেন এসব লোক কোথা থেকে আসবে এবং কারা এই যুদ্ধে অংশ নেবে।

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

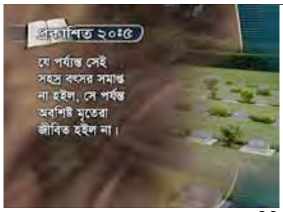

99

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৫)
স্মরণ করুন, আমরা প্রকাশিত বাক্যের ২০ অধ্যায়ের ৫ পদ পাঠ করেছি, সেখানে লেখা আছেঃ “যে পর্য্যন্ত সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত না হইল, সে পর্যন্ত অবশিষ্ট মৃতেরা জীবিত হইল না।”

100

হ্যাঁ, সহস্র বছর পরে অবশিষ্ট মৃতেরা অথবা দুষ্ট মৃতেরা অভিশপ্ত পুনরুত্থানে উত্থাপিত হবে। আদম থেকে শুরু করে খ্রীষ্টে দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত যত মৃতেরা আছে বিশাল সংখ্যায় যখন তারা জীবিত হয়ে উঠবে তখন সেই দৃশ্য কতইনা ভয়ঙ্কর হবে।

101

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৮)
সাধু যোহন বলেন, “তাহাদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকার তুল্য।” প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৮।

102

আর সেই সময়, সহস্র বছর শেষে খ্রীষ্ট এবং পরিত্রাণপ্রাপ্ত লোকদের নিয়ে পবিত্র নতুন যিরুশালেম নগর এই পৃথিবীতে নেমে আসবে! আর এই নগরী শয়তানের ভয়ানক ক্রোধের লক্ষ্য বস্তুতে পরিনত হবে, যেমন বাইবেল বলে,

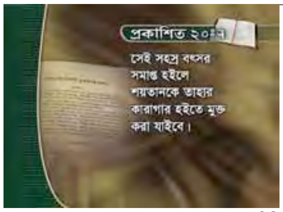

103

(পদঃ প্রকাশিতবাক্য ২০ঃ৭,৮)
“সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত হইলে শয়তানকে তাহার কারা হইতে মুক্ত করা যাইবে।

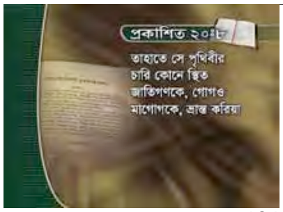

104

তাহাতে সে ‘পৃথিবীর চারি কোনে স্থিত জাতিগণকে, গোগও মাগোগকে,’ ভ্রান্ত করিয়া

105

যুদ্ধে একত্র করিবার জন্য বাহির হইবে।” প্রকাশিত বাক্য ২ঃ৭,৮

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

106

এখন শয়তান ও তার মন্দ দূতেরা দুষ্টদেরকে পুনরায় প্রতারিত করার জন্য বেরিয়ে পরবে! সে একবিন্দুও পরিবর্তিত হয়নি! দুষ্ট লোকেরা আবার শয়তানকে তাদের অধিনায়ক রূপে মনোনিত করবে।

দুষ্ট সেনানায়কেরা এক জোট হয়ে নতুন যিরুশালেমকে জোরকরে তাদের দখলে আনতে চেষ্টা করবে। এটিই হবে পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ! বিদ্রোহী দূতদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের শক্তিশালী সেনাদল আগ্রসর হবে!

107

শেষে কি ঘটবে বাইবেল এ সম্পর্কে কি বলে, আসুন তা পাঠ করিঃ

108

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৯) “তাহারা পৃথিবীর বিস্তার দিয়া আসিয়া পবিত্রগণের শিবির এবং প্রিয় নগরটি ঘেরিল,

109

তখন ‘স্বর্গ হইতে অগ্নি পড়িয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল।” প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ৯।

110

যুদ্ধ শেষ! কি বেদনাদায়াক ঘটনা যখন এটি অন্য রকমও হতে পারত! দিয়াবলের কি হবে? বাইবেল আমাদের বলেঃ

111

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ১০,১৪,১৫)
“আর তাহাদের ভ্রান্তিজনক দিয়াবল ‘অগ্নি ও গন্ধকের’ হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল . . . ।

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

112

পরে মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল; তাহাই, অর্থাৎ সেই অগ্নিহ্রদ, দ্বিতীয় মৃত্যু।

113

আর জিবীন পুস্তকে যে কাহারও নাম লিখিত পাওয়া গেল না, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল।” প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ১০,১৪,১৫। পিতর দর্শনে এই অগ্নি দেখেছেন এবং তিনি লিখেছেনঃ

114

২পিতর ৩ঃ১০

115

এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যবর্ত্তী কার্য্য সকল পুড়িয়া যাইবে।” ২পিতর ৩ঃ১০। শয়তান, মন্দ দূতগণ, এবং সমস্ত পাপী চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে!

116

যে সব আত্মিয় সজন বন্ধু প্রিয়জনদের আমরা অত্যন্ত ভালবাসি তারাও হয়ত চিরতরে হারিয়ে যাবে। অবশ্যই আমরা কাঁদব। এটি ভিন্ন আর কি হ’তে পারে?

117

(পদঃ প্রকাশিতবাক্য ২১ঃ৪)
তবে সুখবর হলঃ “আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না;

118

শোক বা আর্ত্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল।” প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ৪।

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

119

ঈশ্বর পরিত্রাণ প্রাপ্তদের জন্য কি এক গৌরবময় অনন্তকাল প্রতিজ্ঞা করেছেন!
যারা ঈশ্বরকে ভালবাসেন ও তাঁর পথে চলেন তিনি তাদের জন্য এমন এক স্বর্গরাজ্য প্রস্তুত করছেন যার সৌন্দর্য্য ও প্রভা কোন দিনও মানুষের হৃদয়াকাশে উদিত হয়নি!
আর চিন্তা করুন এই সবই দুষ্ট লোকেরাও এসব উপভোগ করতে পারত কিন্তু তাদের কাছে তার মূল্য মনে হয়েছে অনেক বেশী!
তারা খ্রীষ্টকে তাদের পরিত্রাতা এবং প্রভু হিসেবে গ্রহন করতে অনিচ্ছুক।
প্রিয়বন্ধু, সেই দিন আপনি কোন দলের লোক হবেন? যখন সেই দিন আসবে, তখন দল পরিবর্তন করার জন্য আর সময় থাকবে না, অত্যন্তঃ দেরী হয়ে যাবে।
এমন কি সহস্র বছরের শুরুতে, যখন খ্রীষ্ট আসবেন, তখনও অত্যন্ত ঃ দেরী হয়ে যাবে।
এমন কি আপনি যদি কোন পূর্বসংকেত ছাড়া হঠাৎ মারা যান তখনও আপনার জন্য সময়টি অত্যন্তঃ বিলম্বের হতে পারে।
সহস্র বছর শেষে সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপে ধার্মিকদের মাঝে নিজেকে যুক্ত করার একমাত্র উপায় হল আপনার মন ও জীবনকে এখনই আজই খ্রীষ্টকে সপে দেওয়া!

২৪। বন্দীদশায় শয়তান

120

যদি আপনি আপনার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে, পরিপূর্ণরূপে যীশুকে দিতে চান, আমি অনুরোধ করব আপনারা বিশেষ প্রার্থনার জন্য সামনে আসুন।

যদি আপনার জীবনে কোন সমস্যা থেকে থাকে, তাহলে প্রার্থনার জন্য এখনই সামনে আসুন।

যদি আপনার এমন কোন অভ্যাস থেকে থাকে যা পরিত্যাগ করতে চান, তাহলে প্রার্থনার জন্য সামনে আসুন।

যদি আপনি কোন ধরনের পরীক্ষায় জয়ী হতে চান, প্রার্থনার জন্য সামনে আসুন।

যীশু আপনার প্রার্থনা শুনবেন। যীশু আপনার প্রার্থনার উত্তর দেবেন। আমি কিছুক্ষন অপেক্ষা করছি, আসুন, এবং এখনই আসুন।

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

1

স্বর্গ বাস্তব।

2

ছোট একটি বালিকা সম্পর্কে একটি গল্প বলা আছে সে তার সমস্ত জীবন শহরে কাটিয়েছে। শহরের চোখ ধাঁধাঁনো আলো আকাশকে আলোকিত করে রাখে ফলে আকাশে তারা দেখার সৌভাগ্য তার কোন দিন হয়নি।

কোন এক গ্রীষ্মের ছুটিতে তার মা তাকে নিয়ে গ্রামে গেলেন।

3

সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যায়, সমস্ত আকাশ জুড়ে হাজার হাজার তারা হীরকের মত জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল। ছোট বালিকাটি বিস্ময়াভিভূত হয়ে উপরের দিকে তাকালো। চোখ ধাঁধাঁনো তারকাখচিত আকাশ দেখে সে হতবিহব্বল হয়ে গেল। তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল আর সে তার মাকে বলল, “ওহ্ মা, স্বর্গের উল্টো পিঠটি যদি এত সুন্দর হয়, তাহলে তার সঠিক পিঠটি না জানি কতই না সুন্দর।”

4

(ভিডিওঃ ৫ সেকেণ্ড) স্বর্গের বিষয়টি শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে গোটা বিশ্বের নর–নারীর মনযোগ আকর্ষন করে রেখেছে। স্বর্গ বাস্তবে কেমন? এর কি কোন অস্তিত্ব আছে? যদি থেকে থাকে, তাহলে এটি কোথায়, এবং সেখানে এটি কেমন দেখায়?

5

কিছু কিছু লোক আছে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না। আবার অনেকে বলে তিনটি স্বর্গ আছে, অথবা সাতটি। অনেকে বলে যখন তুমি মর তখনই তুমি স্বর্গে চলে যাও।

6

অন্যেরা বলে, না প্রথমে তুমি অন্য একটি স্থানে যাও যার নাম পারগেটরি বা শুদ্ধি স্থান, তার পর তুমি হয়ত স্বর্গে যেতে পার।

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

7

অনেকে বলে, বাস্তবে স্বর্গ বলে কিছু নেই, এটি একটি মনের অবস্থা মাত্র।

8

আবার এমন কিছু লোক আছে যারা বিশ্বাস করে যে, অবশেষে প্রত্যেকেই স্বর্গে স্থান পাবে।
কেউ কেউ বলে খুব অল্প লোকেই সেখানে যেতে পারবে।
এত দ্বিধা! এত মতামত!

9

(ভিডিওঃ ৭ সেকেণ্ড) স্বর্গ সম্পর্কে কেন এত ভিন্ন ভিন্ন মতামত? বাইবেল যখন স্বর্গ সম্পর্কে স্পষ্ট–স্বচ্ছ ধারনা দিয়েছে তখন কেন স্বর্গ সম্পর্কে এত মতামত ও মতবাদের ভিন্নতা?

10

বাস্তবিক পক্ষে, আপনি কি জানেন যে বাইবেলে স্বর্গ সম্পর্কে একটি পূর্ণ ধারনা দেওয়া আছে? স্বর্গ কেমন তা ঈশ্বর আমাদের জানাতে চান তাই আমরা সেখানে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ!
স্বর্গ এমন গুপ্ত স্থান নয় যা ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন।

11

অনেক বড় বড় ইমারতে এমন ধরনের একটা চাবি আছে যে চাবি দিয়ে প্রত্যেকটি দরজার তালা খোলা যায়।

12

ইমারতটির মালিকের কাছে সেই চাবি থাকে যাকে বলা হয় ‘মাস্টার কি’। সেই একটি চাবি দিয়ে সব দরজা খোলা যায়।

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

13

ঈশ্বরের কাছেও সেই ধরনে 'মাষ্টার কি' আছে যা দিয়ে স্বর্গ সম্পর্কে সমস্ত রহস্যের জট খোলা যায়, আর সেই মাস্টার কি হচ্ছে বাইবেল, আমাদের কাছে তথ্য প্রকাশের একমাত্র উৎস। সৌভাগ্যবশত, আমাদের মানুষের কোন মতবাদ বা মতামতের উপর নির্ভর করতে হয় না। স্বর্গ সম্পর্কে প্রকৃত সত্য কি এ নিয়ে আমাদের কোন দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

14

প্রেরিত পৌল এই এই উৎস সম্পর্কে লিখেছেন।

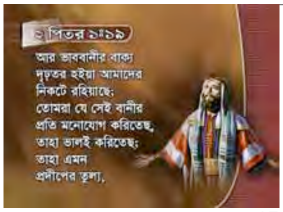

15

(পদঃ ২পিতর ১ঃ১৯)
"আর ভাববানীর বাক্য দৃঢ়তর হইয়া আমাদের নিকটে রহিয়াছে; তোমরা যে সেই বানীর প্রতি মনোযোগ করিতেছ, তাহা ভালই করিতেছ; তাহা এমন প্রদীপের তুল্য,

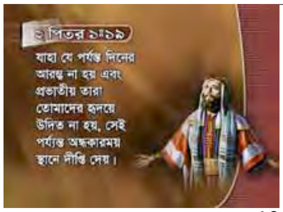

16

যাহা যে পর্যন্ত দিনের আরম্ভ না হয় এবং প্রভাতীয় তারা তোমাদের হৃদয়ে উদিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত অন্ধকারময় স্থানে দীপ্তি দেয়।"২পিতর ১ঃ১৯।

17

ঈশ্বর তাঁর বাক্যে প্রকাশ করেছেনঃ
স্বর্গ কোথায় হবে,
স্বর্গ কেমন হবে,
এর রাজধাণী কোথায় হবে।
লোকেরা সেখানে কি বরবে,
লোকেরা সেখানে কেমন হবে,
পরিত্রাণপ্রাপ্তরা কোথায় বাস করবে,
রাজধাণী শহরটি দেখতে কেমন হবে।

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

18

এখন আসুন আমরা ঈশ্বরের ‘মাষ্টার কি’
–পবিত্র বাইবেল নেই, এবং ঈশ্বর তাঁর অনুসারীদের জন্য যে বাস্তব ভবিষ্যৎ প্রস্তুত করেছেন তা আবিস্কার করি।

19

বাইবেলের শেষ পুস্তক প্রকাশিত বাক্যে ঈশ্বর নিজে যোহনের কাছে ভবিষ্যতের একটি চিত্র প্রকাশ করেছেন।যোহন যা দেখেছেন তা বর্ণনা করেছেনঃ

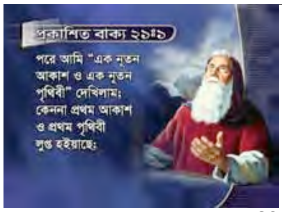

20

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ১,২)পরে আমি “এক নূতন আকাশ ও এক নূতন পৃথিবী” দেখিলাম; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে;

21

এবং সমুদ্র আর নাই।

22

আর, আমি দেখিলাম, “পবিত্র নগরী, নূতন যিরুশালেম,” স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিয়া আসিতেছে;

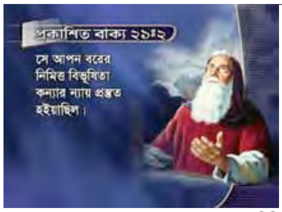

23

সে আপন বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল।” প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ১,২

24

সুখ ও সৌন্দর্য্যের তেমন কিছু দৃশ্য লক্ষ্য করা যায় যখন বিয়ের দিনে কনে বরের জন্য বিয়ের সাজ সাজে!

25

স্বর্গীয় এই বাড়ি সম্পর্কে যুগে যুগে ভাববাদীদের মধ্যে শুধু মাত্র যোহন একাই দেখেনি – সব ভাববাদিরাই এ সম্পর্কে জেনেছেন।শুনুনঃ

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

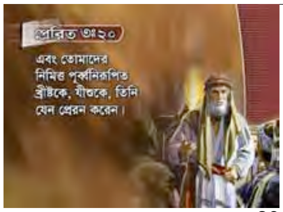

26

(পদঃ প্রেরিত ৩ঃ২০,২১)
"এবং তোমাদের নিমিত্ত পূর্ব্বনিরূপিত খ্রীষ্টকে, যীশুকে, তিনি যেন প্রেরন করেন।

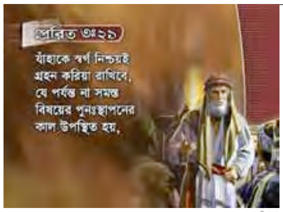

27

যাঁহাকে স্বর্গ নিশ্চয়ই গ্রহন করিয়া রাখিবে, যে পর্যন্ত না সমস্ত বিষয়ের পুনঃস্থাপনের কাল উপস্থিত হয়,

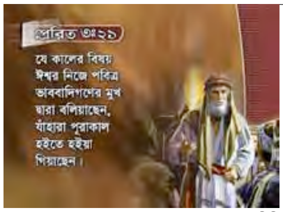

28

যে কালের বিষয় ঈশ্বর নিজে পবিত্র ভাববাদিগণের মুখ দ্বারা বলিয়াছেন, যাঁহারা পূরাকাল হইতে হইয়া গিয়াছেন।"প্রেরিত ৩ঃ২০,২১।

29

ঈশ্বর কি পুনঃস্থাপন করতে যাচ্ছেন?
আদম ও হবা যা কিছু হারিয়েছিলেন তার সবই ঈশ্বর পুনঃস্থাপন করতে যাচ্ছেন!
স্রষ্টার হাত থেকে যে পৃথিবী এসেছিল তা ছিল উজ্জ্বলদীপ্ত ও নিক্ষুঁত, এবং তার সৌন্দর্য বর্ণনাতিত।

30

সৃষ্টিকর্তা নিজেই আদম ও হবার বাড়ীটির নকশা করেছিলেন ও সাজিয়েছিলেন যেটি ছিল এদোন উদ্যান, একটি ভূস্বর্গ। ঈশ্বর তাদের সমগ্র পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন।

31

তাদের নিটোল স্বাস্থ্য ছিল, খাটি প্রেম, সুখ ও আনন্দ ছিল, তারা ঈশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি বসে আরাধনা করতে পারত। সব কিছুই ছিল শান্ত এবং সুমধুর। যদি তারা ঈশ্বরের নির্দেশ মান্য করত তা হলে তারা কেন দিন অসুস্থ্য হতনা এবং মরতো না।

32

আর তাঁর নির্দেশ ছিলঃ "এদোন উদ্যানের নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইওনা, খাইলে তোমরা মরিবে।"

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

33

কিন্তু তারা সেই গাছের ফল খেতে মনস্ত করলো। তারা প্রেমময়, লালন কর্তা ঈশ্বরের কথা না শুনে নিষ্ঠুর, প্রতারক, বিদ্রোহী দূতের কথা শুনল, যার নাম শয়তান।

34

তারপর, তাদের জীবনে প্রথমবারের মত তারা নিজেদের অপরাধী মনে করল, লজ্জিত হল, এবং ভীত হল। পৃথিবীনামক গ্রহের ইতিহাসে এই দিনটিই ছিল সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিন।

তাদের অবাধ্যতার কারণে, তারা সবকিছু হারিয়েছিলঃ তাদের বাগান বাড়ি, পৃথিবীর ওপর অধিপত্য, এবং জীবন বৃক্ষের ফল খাওয়া সহ সব ধরনের অধিকার। জীবন বৃক্ষের ফল খেতে না পেলে, অবশেষে তারা মারা যাবে।

35

তাদের আর অনন্তজীবন থাকল না। তাদের সুখ, প্রেম এবং স্রষ্টার সঙ্গে সহভাগীতা শেষ হয়ে গেল। আমাদের নিখুঁত পৃথিবী পাপের অভিশাপে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

এই পৃথিবীটি রোগ, মৃত্যু, দুঃখ ও বেদনার স্থানে পরিনত হল। অচিরেই আদম ও হবা প্রভু থেকে দাসে পরিনত হল।

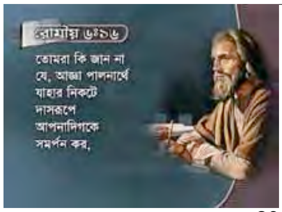

36

(পদঃ রোমীয় ৬ঃ১৬)সাধু পৌল বলেছেন, “তোমরা কি জান না যে, আজ্ঞা পালনার্থে যাহার নিকটে দাসরূপে আপনাদিগকে সমর্পন কর,

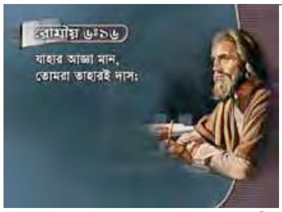

37

যাহার আজ্ঞা মান, তোমরা তাহারই দাস; (রোমীয় ৬ঃ১৬)
কিন্তু একজন প্রেমময়, যত্নশীল ঈশ্বর বুঝেছিলেন।
সাপ আদম ও হবাকে ভুলিয়েছিল।
ঈশ্বর তাদের এত ভালবাসলেন যে, তিনি তাঁর অবাধ্য সন্তানদের আশাহীন অবস্থায় দূরে ফেলেদিতে পারলেন না।

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

38

এদোন বাগানের প্রবেশ দ্বারে, ঈশ্বর আদম ও হবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলন যে একদিন তাঁর পুত্র নারীর গর্ভে আসবেন এবং তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন যাতে তারা পুনরায় ঈশ্বরের পরিবারে অন্ত র্ভুক্ত হতে পারে এবং অনন্তজীবনের অধিকারী হয়।

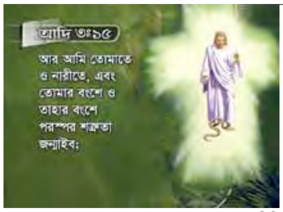

39

(পদঃ আদিপুস্কত ৩ঃ১৫)
"আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব;

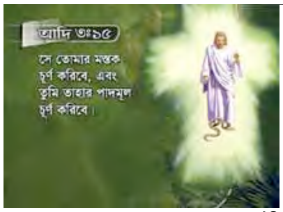

40

সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে,
এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।"
আদি পুস্তক ৩ঃ১৫।

41

পৃথিবীতে বংশের পর বংশ অতীত হওয়ার সাথে সাথে মানুষও বহুগুনে বৃদ্ধি পেল, আর পাপও বহুগুনে বৃদ্ধি পেল।মানুষ ঈশ্বর ও তাঁর প্রতিজ্ঞাকে প্রায় পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিল।

42

(পদঃ আদি পুস্তক ৬ঃ৫)
"আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতা বড়,

43

এবং তাহার অন্তঃকরনের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ।"
আদি পুস্তক ৬ঃ৫।

44

অবশেষে ঈশ্বর মহা জলপ্লাবনের মাধ্যমে দুষ্টদের ধ্বংস করে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। মাত্র আট জন লোক বেঁচে গেল!
মহাপ্লাবনের পর খুব বেশী প্রজন্ম অতিক্রম করেনি এর মধ্যেই মানুষ পুনরায় মন্দতায় লিপ্ত হল।

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

45

পৃথিবীতে একজন পবিত্র লোককে রক্ষার জন্য, ঈশ্বর অব্রাহাম ও তাঁর পরিবারকে উর দেশের পৌত্তলিক ও দুষ্ট কলদীয়দের মধ্য থেকে ডেকে আনলেন ।ঐ শহরে যদি তাঁর পরিবার থাকত তাহলে নিঃসন্দেহে তারাও মন্দতায় লিপ্ত হত ।

46

(পদঃ আদিপুস্তক ১২ঃ১,২)
“সদাপ্রভু অব্রাহামকে কহিলেন, তুমি আপন দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল ।

47

আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্ব্বাদের আকর হইবে।”
আদিপুস্তক ১২ঃ১,২

48

অব্রাহাম স্বেচ্ছায় তার বিলাসবহুল কলদীয় বাড়ি পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি জানতেন না তিনি কোথায় যাচ্ছেন, তবে ঈশ্বর তার জন্য কি রেখেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি একটা ধারনা পেয়েছিলেন।

49

(পদঃ ইব্রীয় ১১ঃ৯,১০)
“বিশ্বাসে তিনি বিদেশের ন্যায় প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবাসী হইলেন,

50

তিনি সেই প্রতিজ্ঞার সহাধিকারী ইসহাক ও যাকোবের সহিত তাম্বুতেই বাস করিতেন;

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

51

কারণ তিনি ভিত্তিমূল বিশিষ্ট সেই নগরের অপেক্ষা করিতেছিলেন, যাহার স্থাপনকর্ত্তা ও নির্ম্মাতা ঈশ্বর।” ইব্রীয় ১১ঃ৯,১০। আদম ও হবা যা কিছু হারিয়ে ছিল ঈশ্বর অব্রাহাম ও তার সন্তানদের সেই সব দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

52

এক দিন সব কিছু পুনঃ নির্মান করা হবে এই বিশ্বাসে যুগযুগ ধরে ভাববাদী ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে থাকতেন। ইব্রীয় এগার অধ্যায় ঈশ্বর বিশ্বাসের

53

মিলনায়তনের কিছু তালিকা তৈরী করেছেন। বিশ্বাসে মহৎ লোকদের মধ্যে সামান্য কয়েক জন হলেন অব্রাহাম, হনোক, নোহ, হেবল, ইসহাক, রাহাব, দায়ুদ এবং শমূয়েল, যারা আদম ও হবা যা কিছু হারিয়েছিল তা পুনরুদ্ধারের বিষয়ে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা বিশ্বাস করতেন। এইসব বীরদের সম্পর্কে বাইবেল কি বলে লক্ষ্য করুনঃ

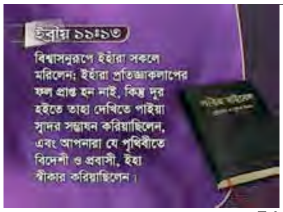

54

(পদঃ ইব্রীয় ১১ঃ১৩,১৬)“বিশ্বাসনুরূপে ইহাঁরা সকলে মরিলেন; ইহাঁরা প্রতিজ্ঞাকলাপের ফল প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া সাদর সম্ভাষন করিয়াছিলেন, এবং আপনারা যে পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসী, ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন।

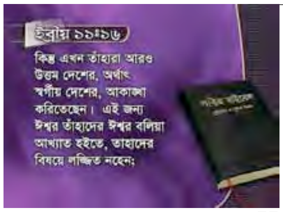

55

কিন্তু এখন তাঁহারা আরও উত্তম দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের, আকাঙ্খা করিতেছেন। এই জন্য ঈশ্বর তাঁহাদের ঈশ্বর বলিয়া আখ্যাত হইতে, তাহাদের বিষয়ে লজ্জিত নহেন;

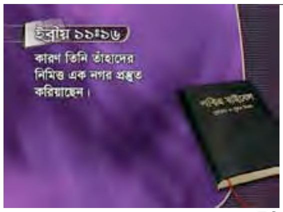

56

কারণ তিনি তাঁহাদের নিমিত্ত এক নগর প্রস্তুত করিয়াছেন।”

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

57

ত্রাণকর্তার আগমন সম্পর্কে যে সব ভাববাদীগণ ভাববাণী বলেছেন তাদের মধ্যে যিশাইয় ভাববাদী ছিলেন শ্রেষ্ঠতম, তিনি নতুন সৃষ্টি সম্পর্কিত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়েছেন। ঈশ্বর যিশাইয় ভাববাদীর কাছে কি বলেছেন আসুন আমরা একটু দেখিঃ

58

(পদঃ যিশাইয় ৬৫ঃ১৭)
“কারণ দেখ, আমি নূতন আকাশমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করি;

59

এবং পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা স্মরনে থাকিবে না, আর মনে পড়িবে না।”
যিশাইয় ৬৫ঃ১৭।

60

(পদঃ যিশাইয় ৬০ঃ১৮)
“আর শুনা যাইবে না – তোমাদের দেশে উপদ্রবের কথা, তোমার সীমার মধ্যে ধ্বংস ও বিনাশের কথা;

61

কিন্তু তুমি আপন প্রাচীরের নাম ‘পরিত্রাণ রাখিবে, আপন পুরদ্বারের নাম ‘প্রশংসা’ রাখিবে।” যিশাইয় ৬০ঃ১৮।

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

62

(ভিডিওঃ ১৮ সেকেণ্ড) চিন্তাকরুন – সেখানে কোন উপদ্রব থাকবে না! শুধু শান্তি আর সমতা!
এটি চিন্তা করলে অদ্ভুত মনে হয় তাই না?
সেখানে আমাদের নিজেদের রক্ষার জন্য কোন অস্ত্র রাখার প্রয়োজন নেই।

সেখানে কোন চোর অথবা ধর্ষণকারী থাকবে না!
এবং সেখানে সোনা দ্বারা নির্মিত রাস্তা গুলির উপর দিয়ে হাঁটতে কি আনন্দের ব্যাপার হবে না, যেখানে কোন কিছু দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয় থাকবে না বা ডাকাতি হবে না?
কিন্তু এটিই শেষ নয় যা ভাববাদীগণ আমাদের বলতে পারেন। শুনুনঃ

63

(পদঃ যিশাইয় ১১ঃ৬)"আর কেন্দুয়াব্যাঘ্র মেশশাবকের সহিত একত্রে বাস করিবে; চিতাব্যাঘ্র ছাগ বৎসের সহিত শয়ন করিবে;

64

গোবৎস, যুবসিংহ ও হৃষ্টপুষ্ট পশু একত্র থাকিবে; এবং ক্ষুদ্র বালক তাহাদিগকে চালাইবে।" যিশাইয় ১১ঃ৬।

65

এখন শুনুন, শেষপর্যন্ত যখন এই পৃথিবী নামক গ্রহটিকে তার প্রকৃত সৌন্দর্যে পুনঃস্থাপন করা হবে তখন কেমন হবে, সে সম্পর্কে বাইবেলে কি কি বলা আছেঃ

66

(পদঃ যিশাইয় ৩৩ঃ২৪)
"আর নগরবাসী কেহ বলিবে না, আমি পীড়িত।" যিশাইয় ৩৩ঃ২৪। কোন হার্ট অ্যাটাক নয়, ক্যান্সার নয়, কোন এ্যালার্জিও নয় – শুধু অনন্তজীবনের জন্য নিখুঁত স্বাস্থ্য থাকবে!

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

67

(পদঃ যিশাইয় ৩৫ঃ৫)“তৎকালে অন্ধদের চক্ষু খোলা যাইবে।” যিশাইয় ৩৫ঃ৫। এতে কোন সন্দেহ নেই যে পূর্বের অন্ধরা দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়ার পর যে জিনিসটি প্রথমে তারা দেখতে চাইবে তা হল যীশু খ্রীষ্ট! যারা অন্ধছিল তাদের জন্য ঐ দিনটি হবে কতই না গৌরব ময়!

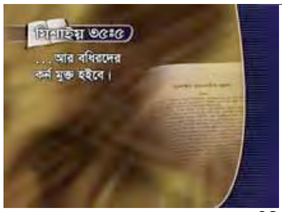

68

(পদঃ যিশাইয় ৩৫ঃ৫,৬)
“ . . . আর বধিরদের কর্ন মুক্ত হইবে।”
যিশাইয়া ৩৫ঃ৫।

69

“তৎকালে খঞ্জ হরিনের ন্যায় লম্ফ দিবে।” যিশাইয় ৩৫ঃ৬।আর কোন হুইলচেয়ার নয়! আর কোন ভরদিয়ে চলার জন্য লাঠি নয়! প্রত্যেকের থাকবে নিখুঁত স্বাস্থ্য।

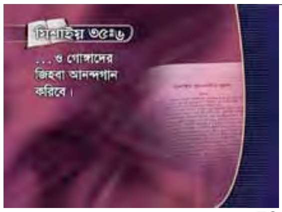

70

(পদঃ যিশাইয় ৩৫ঃ৬)
“ . . . ও গোঙ্গাদের জিহবা আনন্দগান করিবে।” যিশাইয় ৩৫ঃ৬।
তারা শুধু কথাই বলবে না, তারা গানও করবে!
সেই দিনটি কতই না সুখের দিন হবে! আর এখানেই শেষ নয়, আরও মজার মজার ঘটনা রয়েছে!

71

(পদঃ যিশাইয় ৩৫ঃ১)
“প্রান্তর ও জলশূন্য স্থান আমোদ করিবে, মরুভূমি উল্লাসিত হইবে, গোলাপের ন্যায় উৎফুল্ল হইবে।” (যিশাইয় ৩৫ঃ১)
নতুন পৃথিবী কতইনা সুন্দর হবে!

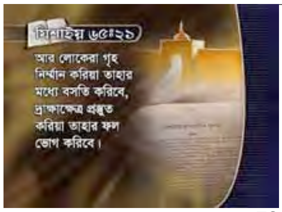

72

(পদঃ যিশাইয় ৬৫ঃ২১,২২)“আর লোকেরা গৃহ নির্ম্মান করিয়া তাহার মধ্যে বসতি করিবে, দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে।

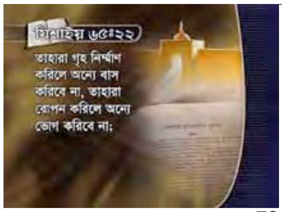

73

তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিলে অন্যে বাস করিবে না, তাহারা রোপন করিলে অন্যে ভোগ করিবে না;

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

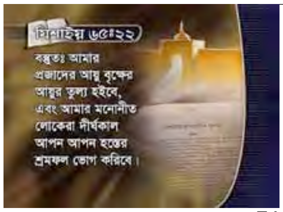

74

বস্তুতঃ আমার প্রজাদের আয়ু বৃক্ষের আয়ুর তুল্য হইবে, এবং আমার মনোনীত লোকেরা দীর্ঘকাল আপন আপন হস্তের শ্রমফল ভোগ করিবে।" যিশাইয় ৬৫ঃ২১,২২।

75

এটি শুনে নিশ্চয়ই মনে হয় যে স্বর্গ বাস্তব মানুষদের নিয়ে একটি বাস্তব স্থান হবে যেখানে তারা বাস্তবে অনেক কিছু করবে, নয় কি? প্রকৃত পক্ষে, সেখানে আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব নাম থাকবে, আর লোকেরা আমাদের চিনবে!

76

(পদঃ যিশাইয় ৬৬ঃ২২, ২৩)
"কারণ আমি যে নূতন আকাশমণ্ডল ও নূতন পৃথিবী গঠন করিব, তাহা যেমন আমার সম্মুখে থাকিবে,

77

তেমনি তোমাদের বংশ ও তোমাদের নাম থাকিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।" যিশাইয় ৬৬ঃ২২।

78

"আর প্রতি আমাবস্যায় ও প্রতি বিশ্রামবারে

79

সমস্ত মর্ত্ত্য আমার সম্মুখে প্রনিপাত করিতে আসিবে, ইহা সদাপ্রভু কহেন।" যিশাইয় ৬৬ঃ২৩ ।ঈশ্বর এবং তার লোকদের জন্য নতুন পৃথিবী হবে একটি সুখের স্থান, একটি আনন্দের স্থান।

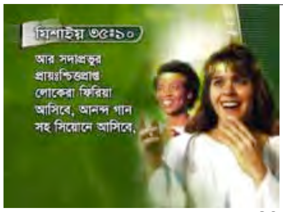

80

(পদঃ যিশাইয় ৩৫ঃ১০)
"আর সদাপ্রভুর প্রায়ঃশ্চিত্তপ্রাপ্ত লোকেরা ফিরিয়া আসিবে, আনন্দ গান সহ সিয়োনে আসিবে,

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

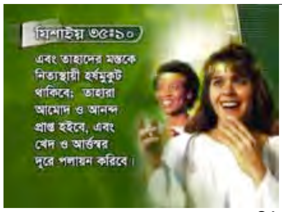

81

এবং তাহাদের মস্তকে নিত্যস্থায়ী হর্ষমুকুট থাকিবে; তাহারা আমোদ ও আনন্দ প্রাপ্ত হইবে, এবং খেদ ও আর্ত্তস্বর দূরে পলায়ন করিবে।" যিশাইয় ৩৫ঃ১০। এটি কি আনন্দের নয়?

82

পরিত্রাণ প্রাপ্ত লোকেরা প্রতি বিশ্রামদিনে যখন পবিত্র নগরীতে গৌরব ও প্রসংসা গান করতে একত্রে মিলিত হবে তখন তা অদ্ভুত ও আনন্দদায়ক এক উৎসবে পরিনত হবে।

83

যীশু বলেছেন যে তিনি আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে বাড়ি তৈরী করছেন। আমরা সেখানে আনন্দে বাস করব, তবে যিশাইয় ভাববাদী বলেছেন আমরাও বাড়ি তৈরী করব!

বেশতো, মনে হয় আমাদের গ্রামের বাড়ী থাকবে যেগুলি আমরা তৈরী করব, এবং প্রতি সপ্তাহ শেষে আমরা নতুন পৃথিবীর রাজধানীতে যাব এবং সে খানে শহরে আমাদের বাড়িতে থাকব।

84

(ভিডিওঃ ৭ সেকেণ্ড) বাইবেলে বর্নিত স্বর্গের চিত্র পরিস্কার। ঈশ্বর নতুন আকাশ মণ্ডল ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করবেন। স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পবিত্র নগরী, নতুন যিরুশালেম নেমে আসবে। বিদ্রোহী গ্রহ, পাপে পতিত এই পৃথিবী সমস্ত সৌরমণ্ডলের রাজধানী হবে। এটি হয়ত আপনাকে অবাক করে দেয়, তবে এই পৃথিবীই পরিত্রাণপ্রাপ্তদের আবাসস্থল হবে। যীশু এই ভাবে বলেছেনঃ

85

(পদঃ মথি ৫ঃ৫)"ধন্য যাহারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে।" মথি ৫ঃ৫। ঈশ্বর পৃথিবী নামক এই গ্রহটিকে পূর্বের সেই নিখুঁত অবস্থানে পুনর্নির্মাণ করতে যাচ্ছেন, আর তা হবে গৌরবময় এক নতুন পৃথিবী!

86

যীশু স্বর্গারোহনের কেবলই আগে তিনি তাঁর শিষ্যদের জন্য ও তাঁর অনুসারীদের জন্য যে সুন্দর সুন্দর প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলেন, তা হয়ত আপনাদের মনে আছেঃ

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

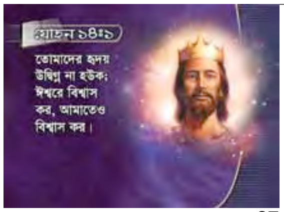

87

(পদঃ যোহন ১৪ঃ১-৩)“তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক; ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর।

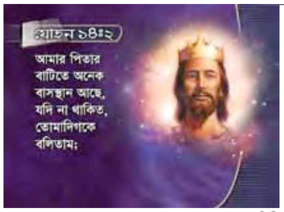

88

আমার পিতার বাটিতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম;

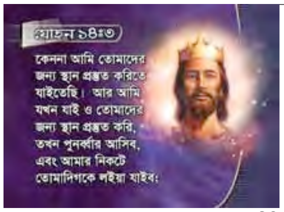

89

কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব;

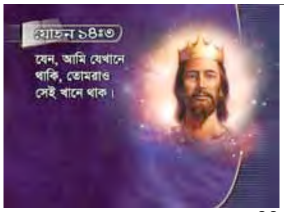

90

যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেই খানে থাক।” যোহন ১৪ঃ১-৩।

91

(পদঃ মথি ৬ঃ১০)
আদর্শ প্রার্থনা, যে প্রার্থনা যীশু তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন সেখানে বলা আছে,
“তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক।” মথি ৬ঃ১০।
এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে যীশু আমাদের সব কিছু পুনর্নির্মাণের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন।

92

পাটম দ্বীপে যোহন চমৎকার একটি নগরী সম্পর্কে যে দর্শন দেখেছিলেন তা বিস্তারিত ভাবে বোঝার জন্য আসুন এখন আমরা সেই দিকে মনোযোগ দেই। মনে হয় পবিত্র নগরীর সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করতে গিয়ে ভাববাদী ভাষার দৈন্যতায় ভুগেছিলেন, ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পবিত্র বাইবেল বলে যেঃ

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

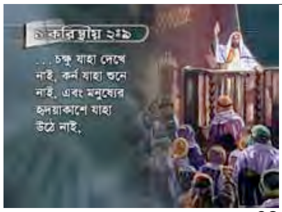

93

(পদঃ ১করিন্থীয় ২ঃ৯)
“ . . . চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ন যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই,

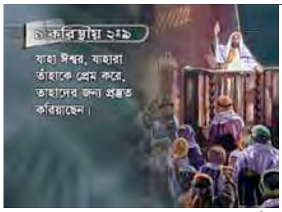

94

যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।”
১করিন্থীয় ২ঃ৯।
তবে একটু থামুন।
অধিকাংশ লোক এর পরবর্তী পদটি পড়েন না, আর সেখানে লেখা আছে,

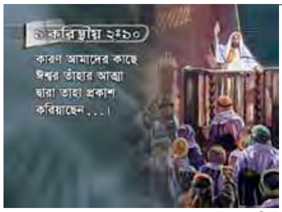

95

(পদঃ ১ করিন্থীয় ২ঃ১০)“কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁহার আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন ... ।”

96

আপনারা লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে এই সব জিনিসগুলো ভাববাদীদের কাছে প্রকাশ করেছেন, আর ভাববাদীগণ তা লিখে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পবিত্র নগরী সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা বাস্তব সৌন্দর্যের অর্ধেকটাও বলা হয়নি!

97

বন্ধুগণ, যোহন, যিশাইয় এবং অন্যান্য ভাববাদীগণেরও এমনটি হয়েছিল। এগুলো সবই সত্য--এবং এর অর্ধেকও বলা হয়নি।
যোহন যখন পবিত্র নগরীর সৌন্দর্য সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, তা মে হয় শুধুমাত্র রূপ কথার গল্প যা বিশ্বাস করা কষ্টকর। আর এজন্যই আমাদের ঈশ্বরের বাক্য দেওয়া হয়েছে! যোহন ভাববাদী যা দেখেছেন এখানে তা তুলেধরা হলো।

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

98

(ভিডিওঃ ১১ সেকেণ্ড) যোহন বলেন তিনি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী দেখেছেন, আর দেখ সেখানে সমুদ্র আর নেই। আর তিনি দেখলেন পবিত্র নগর স্বর্গ থেকে নেমে আসছে। আর তিনি পবিত্র নগর সম্পর্কে আমাদের বলেছেনঃ

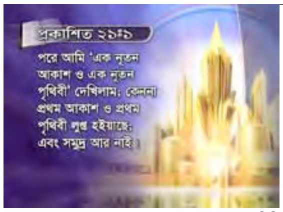

99

(পদঃ প্রকাশিতবাক্য ২১ঃ১-৩,১১,১৭,২১)
"পরে আমি 'এক নূতন আকাশ ও এক নূতন পৃথিবী' দেখিলাম; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে; এবং সমুদ্র আর নাই।" প্রকাশিতবাক্য ২১ঃ১১।

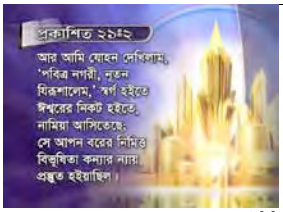

100

"আর আমি যোহন দেখিলাম, 'পবিত্র নগরী, নূতন যিরুশালেম,' স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছে; সে আপন বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল।" প্রকাশিতবাক্য ২১ঃ২।

101

"পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চবাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস;

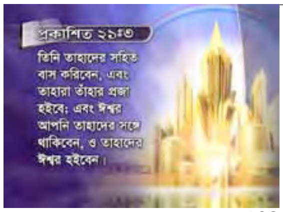

102

তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন।" প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ৩।

103

" . . . তাহার জ্যোতির বহুমূল্য মনির, স্ফটিকবৎ নির্ম্মল সূর্য্যকান্ত মনির তুল্য।"প্রকাশিতবাক্য ২১ঃ১১।

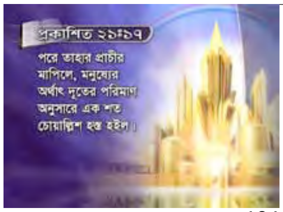

104

"পরে তাহার প্রাচীর মাপিলে, মনুষ্যের অর্থাৎ দূতের পরিমাণ অনুসারে এক শত চোয়াল্লিশ হস্ত হইল।"প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ১৭।

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

105

“আর দ্বাদশ দ্বারে দ্বাদশটী মুক্তা, এক এক দ্বার এক এক মুক্তায় নির্ম্মিত; এবং নগরের চক স্বচ্ছ কাচবৎ বিমল সুবর্ণময়।”(২১ পদ) সুতরাং সেখানে মুক্তাখচিত তোরন থাকবে!

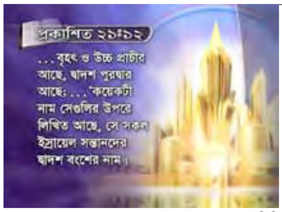

106

(পদঃ প্রকাশিতবাক্য ২১ঃ১২,২১,২৩)“ . . . বৃহৎ ও উচ্চ প্রাচীর আছে, দ্বাদশ পুরদ্বার আছে; . . . ‘কয়েকটী নাম সেগুলির উপরে লিখিত আছে, সে সকল ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বাদশ বংশের নাম।” (১২ পদ)।

107

“ . . . নগরের চক (রাস্তা) স্বচ্ছ কাচবৎ বিমল সুবর্নময়।” (২১ পদ)।

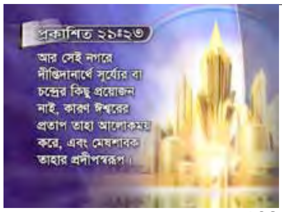

108

“আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে সূর্য্যের বা চন্দ্রের কিছু প্রয়োজন নাই, কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তাহা আলোকময় করে, এবং মেষশাবক তাহার প্রদীপস্বরূপ।” (২৩ পদ)

109

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ১,২,৫)
“ . . . ‘জীবন–জলের নদী’ তাহা স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন হইতে নির্গত হইয়া তথাকার চকের মধ্যস্থানে বহিতেছে।”

110

“নদীর এ পারে ওপারে জীবন-বৃক্ষ আছে, তাহা দ্বাদশ বার ফল উৎপন্ন করে, এক এক মাসে আপন আপন ফল দেয় . . . ।”

111

“সে খানে রাত্রি আর হইবে না . . . ।”
প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ৫।
ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন রাজধানী নূতন যিরুশালেমে থাকবে।

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

112

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ৩)“এবং ‘কোন শাপ আর হইবে না;’ আর ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে; . . . ।” প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ৩। চমৎকার সব উপহারগুলির মধ্যে একটি প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ৪ পদে লক্ষ্য করা যায়।

113

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ৪)“আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্য আর হইবে না;

114

শোক বা আর্ত্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল।” প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ৪। আপনি হয়ত অবাক হচ্ছেন এই ভেবে পবিত্র নগরীটি কতই না বড় হবে।

115

(পদঃ প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ১৬)এই নগরটির আকৃতি সম্পর্কে যোহন সঠিক বর্ণনা দিয়েছেনঃ “ঐ নগর চতুষ্কোন, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান।

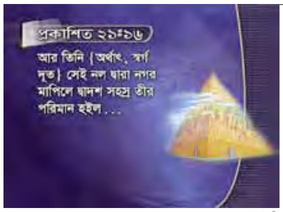

116

আর তিনি {অর্থাৎ, স্বর্গ দূত} সেই নল দ্বারা নগর মাপিলে দ্বাদশ সহস্র তীর পরিমান হইল . . . ।” প্রকাশিতবাক্য ২১ঃ১৬।

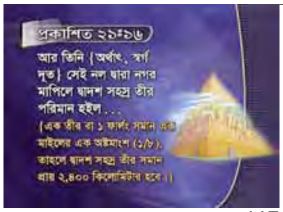

117

{এক তীর বা ১ ফার্লং সমান এক মাইলের এক অষ্টমাংশ (১/৮), তাহলে দ্বাদশ সহস্র তীর সমান প্রায় ২,৪০০ কিলোমিটার হবে।} পুরাতন নগরী মাপা হ’তো নগরীর বাইরের দেয়ালের দূরত্ব মেপে। সুতরাং নগরটির প্রতিপার্শ্বের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার বা ৩৭৫ মাইল।

এবং আপনি হয়ত এই ভেবে আবাক হচ্ছেন যে এই শহরটি তো পরিত্রাণপ্রাপ্তদের তুলনায় খুব বেশী বড় হবে।

118

টোকিও শহরে প্রায় ৩কোটি ৫০ লক্ষ লোক বাস করছে।

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

119

বৃহত্তর নিউইয়র্ক শহরে ২কোটিরও বেশি লোক বাস করে।

120

সিউল ও মেক্সিকো শহর দু'টির প্রত্যেকটিতে ২কোটির কাছাকাছি লোক বাস করে।

121

একজন গণিতবিদ হিসাব করে দেখেছেন যে নূতন যিরুশালেমে, অন্তত, ২০০ কোটি লোক বাস করতে পারবে!অন্য কথায়, যারা সেখানে থাকতে চাইবে তাদের প্রত্যেকের জন্য থাকার কক্ষ থাকবে। তবে এত মনোরম স্থানে কি আমাদের ব্যস্ত রাখবে?

122

(ভিডিওঃ ১৫ সেকেণ্ড) কোন অপরাধ নয়, কোন অসুস্থতা নয়, কোন ক্ষুধা অথবা রোগব্যধি নয় – শুধু চির শান্তি ও গান!এমন সুখবর শুনে মনে হয় আমাদের অনেক কিছু করার থাকবেঃ গ্রামে স্বপ্নের বাড়ি বানানো, নিজেদের বাগানে গাছ লাগানো ইত্যাদি।

123

যীশু, স্রষ্টা, আমাদের কাছে সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করবেন। আমরা সবসময় নূতন নূতন জিনিস শিখতে থাকব।
আমরা যখন খুশি তখনই ভ্রমন করতে পারব।

124

আমাদের বন্ধু–বান্ধব এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় থাকবে আর প্রতি বিশ্রাম দিনে আমাদের প্রভুর সঙ্গে সহভাগিতার জন্য বিশেষ সময় থাকবে, আর আমরা যীশু ও দূতগনের সাথে ঈশ্বরের প্রসংসা করতে থাকব, গান করতে থাকব।
বেশ, আপনি হয়ত জিজ্ঞেস করবেন, “আমরা যে সেখানে থাকব তা কি ভাবে নিশ্চিত হতে পারি?”
উত্তর সহজ।
পবিত্র বাইবেল, আমাদের প্রধান চাবি বা ‘মাষ্টার কি,’ বলেঃ

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

125

(পদঃ গালাতীয় ৩ঃ২৯)
“আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে সুতরাং অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী।”
গালাতীয় ৩ঃ২৯।

126

অন্য কথায়, আপনি যদি যীশুকে আপনার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্ত্তা হিসেবে গ্রহন করেন তাহ’লে ঈশ্বর আব্রাহামকে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এটি আপনার জন্যও রয়েছে। যখন আমরা বাইবেল পাঠ করি তখন একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করি তা হ’লো

127

প্রথম তিনটি অধ্যায় বলে যে ঈশ্বর কি ভাবে আদম ও হবার জন্য পৃথিবী ও তাদের বাসস্থান এদোন উদ্যান সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আদম ও হবা এটি হারিয়েছেন।

128

বাইবেলের শেষ তিনটি অধ্যায়ে আদম ও হবা যা কিছু হারিয়েছিলেন তা পুনঃরুদ্ধাররে জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি চিত্র আমাদের দেখিয়ে দেয় – একটি সুন্দর আগামীকাল যেখানে আমাদের লালিত স্বপ্নগুলি বাস্তবে পরিনত হবে!

129

কয়েক বছর পূর্বে ভেড়া পারাপারে একটি খেয়াযান উত্তর সাগরে কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। নৌকাটি তিন দিন যাবৎ উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভেসেগিয়েছিল। নৌকায় জড়োসড়ো ভেড়াগুলো বাসি খড়কুটা খেতে চাইল না। ভেড়া গুলো নৌকার পাশ দিয়ে ঘুরতে লাগলো আর ডাকতে লাগল।
ভেড়াগুলো ব্যা এ্যা এ্যা, ব্যা এ্যা এ্যা করে ডাকতে থাকল। নৌকাটির মাঝি এবং রাখালেরা একেবারে অবাক। তারা চিন্তিত হল কেন এগুলো এত ডাকছে? কিছুক্ষণ পরেই কুয়াশা কেটেগেল। দেখাগেল নৌকাটি স্কটল্যাণ্ডের তীর থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে।
ভেড়াগুলো স্কটল্যাণ্ডের তীরে সবুজ তাজা ঘাসের গন্ধ পেয়েছিল। তারা বাসি পচাঁ খড় খেতে চায়নি যে গুলো তাদের মালিক তাদেকে খাওয়াবার জন্য চেষ্টা করে ছিল।

২৫। সর্বোত্তম এখনও আসার অপেক্ষায়!

130

(ভিডিওঃ ৭ সেকেণ্ড) যখন আমরা স্বর্গের গন্ধ পাই, আমরা আমাদের অগ্রাধিকারগুলোকে সমন্বিত করি। যখন আমরা অনন্ত জীবনের গন্ধ পাই, সেখানে সবকিছুর উপযোগী হওয়ার চেষ্টা করি। আমরা পরদেশে যাবার জন্য আকুল আকাঙ্খা করি। আমরা অনন্ত জীবনের তীরে যেতে চাই।

আপনি কি স্বর্গের জন্য কাতর?

আপনি কি সেখানে যেতে চান?

খ্রীষ্টের সঙ্গে চিরদিন গৌরবময় জীবন যাপন করতে আপনার হৃদয় কি আকাঙ্খী? আপনি কি বলতে চান, "হ্যাঁ প্রভু আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই। আমি তোমার সঙ্গে চিরদিন থাকতে চাই, চিরদিন এবং চিরদিন?"

131

(পদঃ প্রকাশিতবাক্য ২২ঃ১৭)

ঈশরব আপনাকে আমন্ত্রন জানাচ্ছেনঃ "আর আত্মা ও কণ্যা কহিতেছেন 'আইস'।"

প্রকাশিতবাক্য ২২ঃ১৭।

132

এই আমন্ত্রনকে উপেক্ষা করবেন না!

ঈশ্বরের সেই চমৎকার আগামী দিনের একজন অংশীদার আপনিও হতে পারেন।

তাঁকে আপনার হৃদয়ে আমন্ত্রন জানান আর স্বর্গ আপনার বাসস্থান হবে!